চণ্ডীদাসের পদাবলী

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
LIBRARY.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ভারত সরকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যের দরুন এই পুস্তকের স্থলভ মূল্য সম্ভব হইয়াছে।

প্রথম মুদ্রণ—৬ পৌষ, ১৩৬৭

মূল্য—বারো টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

3849
28 JUN 1963

মুদ্রাকর—শ্রীরঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
১১.০—২১।১২।৬০

কবি, সংগঠক ও সমালোচক,

এই ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকাশমান

শ্রীসজনীকান্ত দাসের করকমলে

শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত অর্পিত হইল।

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
ভূমিকা	... ...	১—৬৬
১।	বিভিন্ন চণ্ডীদাস ...	৪
২।	দীন চণ্ডীদাস ...	৬
৩।	সহজিয়া চণ্ডীদাসগণ ...	১৭
৪।	চণ্ডীদাসের পরিচয় ...	২৪
৫।	দ্বিজ চণ্ডীদাস ...	৩৫
৬।	বড়ু চণ্ডীদাস ...	৪২
৭।	চণ্ডীদাসের পদের বৈশিষ্ট্য ...	৪৮
৮।	ভণিতা বিভ্রাট ...	৫৩
৯।	উপজীব্য পুথির বিবরণ ...	৫৮
১০।	উপজীব্য সঙ্কলন গ্রন্থের বিবরণ ...	৬২
	চণ্ডীদাসের পদাবলী, প্রথম ভাগ ...	১—১৩৬
	চণ্ডীদাসের পদাবলী, দ্বিতীয় ভাগ (সন্দিগ্ধ পদ)	১৩৯—২৫২
১।	পরিশিষ্ট—অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের পদ ...	২৫৫—২৮২
২।	পরিশিষ্ট—দীন চণ্ডীদাসের পদ ...	২৮৩—৩৪৯
৩।	পরিশিষ্ট—সহজিয়া চণ্ডীদাসগণ ...	৩৫০—৩৬২
৪।	পরিশিষ্ট—চণ্ডীদাসের একান্ন পদাবলীর পুথি ...	৩৬৩—৩৬৬

সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যাখ্যা

যেখানে কোন আকর উল্লেখ না করিয়া সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে এই সঙ্কলনের পদসংখ্যা বুঝিতে হইবে।

অঃ—সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সম্পাদিত অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী (১৩২৭ সাল)।

ক. বি.—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা, সংখ্যা দ্বারা কোন্ পুথি তাহার নির্দ্দেশ।

কী—কীর্ত্তনানন্দ, সৈদাবাদ, মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী প্রেসে মুদ্রিত ও বনওয়ারিলাল গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কৃ—কী—কৃষ্ণকীর্ত্তন—বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত (১ম সং, ১৩২৩ সাল)।

গীতচন্দ্রোদয়—ভক্তিরত্নাকরপ্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত ও হরিদাস দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৩৫৪ সাল)।

তরু—বৈষ্ণবদাস সঙ্কলিত পদকল্পতরু, সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত (১৩২২-১৩৩৮ সাল)।

দী—মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় সম্পাদিত দীন চণ্ডীদাস (ক. বি. ১৩৪৫ সাল)।

ন. চ.—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীদাস-পদাবলী (সাহিত্য-পরিষদ্—১৩৪১ সাল)।

নী—নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী (সাহিত্য-পরিষদ্—১৩২১)

প. র.—পদরত্নাকর গ্রন্থ।

বরাহনগর—বরাহনগর পাটবাড়ীর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরের পুথিশালা, সংখ্যা দ্বারা কোন্ পুথি তাহার নির্দ্দেশ।

র—রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত চণ্ডীদাস (প্রথম সং ১৩০৩ ভাদ্র)।

রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত পদরত্নাবলী (১২৯২ সাল)।

লহরী—বৈষ্ণবপদলহরী—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত (১৩১২ সাল)।

সমুদ্র—পদামৃতসমুদ্র, রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় সম্পাদিত ও রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১২৮৫ সাল)।

J. L.—Journal of Letters, Calcutta University, 1927 and 1928.

পদসূচী*

[* চিহ্নিত পদগুলি পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।]

অকথন বেয়াধি কহনে নাহি যায় ১২১
অকথ্য বেদন সই কহনে না যায় ১২১
অঙ্গ অভরণ হস্তের কঙ্কণ ১০৩
অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত ৪
*অতি অপরূপ পিরিতি রাগ পরি ৯৮
*অতি সুবাসিত বারি ঢারি পরি ৩৩
*অবলা বলিয়া কেন বা বিধাতা ১১৬
*অমিঞা আনিয়া খাইলু দুধে পরি ৪
অহে বড়াই বিষম বিরহ বাড়া ২০৮
আইল চৈত মাস কি মোর পরি ১৭
আগুন জ্বালিয়া মরিব পুড়িয়া ১৫৫
আগোর চন্দন চুয়া ১৩০
আজু গো যমুনাতীরে বিদগধ নাগর ১২৪
আপন বরণ ঘুচায়া তখন ২১৭
আপনা খাইলুঁ সোণা যে কিনিলুঁ ৮৭
*আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া ১৩৪
আমরা সরল পিরিতি গরল ৮৬
আমার যেমন করিছে মন ১৯৮
আমি ত অবলা তাহে এত জ্বালা ৩৬
আমি যাই যাই বলি বলে ৪৬
আর একদিন সখি শুতিয়া আছিলুঁ ১৭৩
আর কি মিলব মোরে পিয়া গুণনিধি ৭৭
আরে মোর আরে মোর বিনোদ রায় ৬৬
আরে মোর আরে মোর সোণার বন্ধুর ৬৭
*আল সই আজু সে সকল গেল ১
আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ পরি ২৯
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে পরি ১৪
*আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে ৬৮
ইক্ষু রোপিনু গাছ যে হইল ১৮৭
ঈষত হাসিয়া রাই পানে চায়্যা পরি ৪০
এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে ৪৮
এই মোর মনে হয় রাত্রি দিনে ১৪১
*এই যে পিরিতি সুখের অবধি ১১৪
এক জ্বালা ঘর হৈল আর জ্বালা ১৮৬
এক তরুবর দেখ উপজল পরি ৩৪
*একদিন আমি গিছিলুঁ যমুনা ২০৭
*একদিন মনে উঠিল রঙ্গ পরি ১০০
একদিন যাইতে ননদিনী সনে ১৭২
একে কাল হৈল মোর নহলি যৌবন ১৪৬
একে কুলবতী ধনী তাহে সে ১২১
এখন তখন নাই নাম ধরি গান ৪২
এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা ৪৫
এ তোর আড় নয়নে আল পাঞ্জর পরি ৯
এ দেশে না রহিব সই দূরদেশে যাব ১৩৮
এ দেশের বসতি নাই যাব কোন দেশে ১৮৪
এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার পরি ১৮
এ ধনি এ ধনি বচন শুন ১১
এবে মলয় পবন ধীরে বহে পরি ১০
এমত বেভার না জানি তাহার ৮৯
এমন পিরিতি কভু দেখি নাহি শুনি নিমিখে মানয়ে ১২৯
এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি পরাণে পরাণে ১২৮
এ সখি সুন্দরি কহ কহ মোয় ১৫৯

* পদের সংখ্যা উল্লেখ করা হইল। পরিশিষ্টের পদসংখ্যা 'পরি' বলিয়া উল্লিখিত হইল। প্রথম চরণের পাঠান্তর স্চীতেও ধরা হইল; কেন না, ইহাতে ভবিষ্যতে কোন্‌টি নূতন পদ, তাহা বাহির করা সহজ হইবে।

ওঝা বেঝা আন গিয়া ২
ও পারে বন্ধুর ঘর বৈসে গুণনিধি ২০৩
ও বোল না বল মোরে ২২
*কদম্বতলায় বিনোদ নাগর ৯
কনক বরণ কিয়ে দরপণ ১০
কহ কহ সুন্দরী রজনী বিলাস ৪৬
কহিও তাহার পাশে যাহারে ছুঁইলে ১৫৬
কাঞ্চন বরণ দেহের গঠন ১০৪
কানড় কুসুম জিনি কালিয়া বরণ ১২৩
কানড় কুসুম করে পরশ না করি ২০২
কানুঅঙ্গ পরশে শীতল হব ১৮৩
কানু নাহি আইল মোর ঘরে ১৬১
কানু পরিবাদ মনে ছিল সাধ ৮১
কানুর পিরিতি চন্দনের রীতি ১৮১
কানুর পিরিতি মনের সহিতি ১৮৮
কানুর বচন শুনি গোপীগণ পরি ৬৩
কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে পরি ১৫
কাল জল ঢালিতে কালিয়া পড়ে ৭৫
কাল হাণ্ডির ভাত না খাও পরি ৮
কালা গরলের জালা আর তাহে ১৩৭
কালার পীরিতি গরল সমান ১১৮
কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া ২৫
কালিয়া বরণ আঁখিতে গরল ১২
কালিয়া বরণ ধরিলে যতনে পরি ৭০
কালিয়া বরণ নিরমিল যার ১০৫
কালিয়া বরণ হিরণ পিন্ধন ৩
কালিয়া বরণে এত পরমাদ পরি ৬৯
কাহারে কহিব দুখ কে বুঝে ১৩৬
কাহারে কহিব দুখের কাহিনী ১১৩
কাহারে কহিব মনের বেদনা কেবা যাবে
পরতিত। কানুর পিরিতি ২৬
কাহারে কহিব মনের বেদনা কেবা যাবে
পরতীত। হিয়ার মাঝারে ২০০
কাঁচলির লব দশ লক্ষ টাকা পরি ৭৪
*কি কাজ এ ছার ঘরে পরি ৩২
কি চাহ নাতিয়া বচন শুনহ পরি ৭৬
কি পুছ সখি ভাবের কথা ৩৭
কি বুকে দারুণ বেথা ১০২
কি বোল বলিব মায় পরি ৫১
কি মোর এ ঘর দুয়ারের কাজ ১৭৫
কি মোহিনী জান বন্ধু ২০৪
কি রূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে ১৭০
কুলবতী হঞা কুলে ডারাইঞা ১০২
কুলের বৈরি হইল মুরলি ৪০
কে আছে বুঝিয়া বলিবে সুঝিয়া ৪৩
কেন বা কানুর সনে পিরিতি করিলুঁ পরি ৫
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি পরি ১২
কেনে কৈলুঁ পিরিতের সাধ ১৪৪
কেনে বা কালাকে আমি উপেখি ৭২
কেনে বা পিরিতি কৈলু কালা ১৬২
কেশপাশে শোভে তার পরি ৭
কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী ৮০
গদগদ প্রেমে রূপ নিরখিতে পরি ৫৪
গৃহেতে বসিয়া মনেরে কহিলুঁ ১৩
গোকুল নগরে আমার বঁধুরে ১৩৫
গোকুল নগরে ইন্দ্রপূজা করে ২১৫
গোকুল নগরে ফিরি ঘরে ঘরে ২১৬
ঘরের বাহির দণ্ডে শত বার ১২৪
চলহ সকল সই জলকে যাই পরি ৩
*চিকণকালিয়া শুন, চিত বেয়াকুল ১১৭
চৌদ্দ ভুবন ভুবন তিন পরি ৮৮
ছার দেশের বসতি না হল্য ১৮৫
*জনম অবধি পিরিতি বিয়াধি ৯৯
জনম গেল পরদুখে কত বা সহিব ১৬৩
জনম গোঁয়ানু দুখে ১৬৩
*জনম যন্ত্রণা না ঘুচে আপনা ৫৮

জলদ বরণ কানু দলিত অঞ্জন ৭
জানিতুঁ পীরিতি এমন বলিয়া ৩২
ঠেকিনু দানীর হাথে পরি ৬৬
ডাকিয়া শোধাও না প্রাণ আনছান বাসি ৫৭
তনের উপর হারে পরি ২৬
তমাল কুসুম চিকুরগণে পরি ১১
তাহারে বুঝাই সই পাই তার লাগি ৫৫
*তিনটি আখর পরশ রতন পরি ৯৩
তিলেক দাঁড়াও শুনিয়া যাও ৩৯
তুমি ত নাগর রসের সাগর ৪৭
তুমি সে আঁখির তারা পরি ৮১
তুমি সে যেমন জানিয়ে আমরা পরি ৭১
তোমরা কি আর বুঝাও ধরম ১৯
তোমা না ছাড়িব বন্ধু তোমা না ২০৪
তোমার পিরিতি কে জানে ভকতি পরি ৩৭
তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম ৫০
তোমার বরণ না দেখি কখন পরি ৪২
*দান দিঞা যাও রাধে গোয়ালার ঝি পরি ১
দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে পরি ২২
দিবস রজনী গুণ গণি গণি ১৪০
দিবস রজনি ভাবিতে আপুনি ৯০
দুয়ারের আগে ফুলের বাগান ৬০
দূর দূর কলঙ্কিনী বলে অবোধ ১০১
দূরে গেল ধর্ম্ম কর্ম্ম গুরু-গরবিতে ২৮
দেখিলে কলঙ্কিনীর মুখ কলঙ্ক হইবে ১৯৬
দৈবের যুকতি বিশেষ সুমতি ৭৮
ধরম করম গেল গুরু গরবিত ২৮
ধরম ভরম সরম করম সকলি ৮৪
ধরি দেয়াসিনী-বেশ মহলে যে পরবেশ ২১২
ধরি নাপিতিনীবেশ মহলে যে পরবেশ ২০৯
ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে ১৮০
ধিক্ রহুঁ কুলবতী কুল তেয়াগিয়া ৬১
ধিক্ রহু জীবনে যে পরাধীনী জীয়ে ১১০
*ননদি কুবোল সহিতে নারি ৫৩
নন্দের নন্দন চতুর কান ১৬৬
না কর না কর ধনি এত অপমান ৭০
না জানি পীরিতি এমন বলিয়া ৩২
না জানে পীরিতি যারা নাহি পায় তাপ ৪৪
নাপিতিনী বোলে শুন সই ২১০
নামিঞা আসিঞা বসিল হাসিঞা ২১৪
নাহি জানি নাহি শুনি তারা পায় তাপ ৪৪
নিতুই নৌতুন পিরিতি দুজন ১২৭
নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা পরি ২৭
নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী ১৯৫
নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে পরি ২৫
নিসেধ নিলজ বনমালি পরি ৬
*নীল বরণ ঝামর হয়েছে ৬৯
পথে জড়াজড়ি দেখিলুঁ নাগরী ১৭১
পদাউধ কাক কোকিলের ডাক ৫২
পর যে পুরুষে যৌবন সঁপিলে ১০৯
পরাণ-পিয়া সই, তুমি সে আমার ১৯৫
পরের রমণী ঘুচিবে কখনি ৩০
পসরা মাথায় রাধা পরি ৭৭
পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা ৫৬
পাশরিতে চাহি তারে পাশরা না যায় ২৭
*পিরিতি অঙ্কুর জনময়ে যদি ১৪৩
পিরিতি অধীন ঘুচিবে কখন ৩০
পীরিতি-আনল ছুঁইলে মরণ ১৫৮
*পিরিতি এমন না জানি তখন ১৮৯
পিরিতি এমন জ্বালা জানিব কেমনে ১৬২
*পিরিতি করিয়া ভাঙ্গয়ে যে পরি ৮৭
পিরিতি নগরে বসতি করিব পিরিতে বাঁধিব ১৯৮
পিরিতি পসার লইয়া বেভার ৯১
পিরিতি পিরিতি কেমন মানুষ পরি ৯২
*পিরিতি পিরিতি পিরিতি রতন ৯৬

পিরিতি বলিয়া একটি কমল ১৯৪
পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর আর না বলিব ২৯
পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে ১৪২
পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর সিরজিল ১৫২
পিরিতি বিয়াধি লাগি সব তিয়াগিলুঁ ১৩৩
পিরিতি মিরিতি এ দুই বচন ১০২
পিরিতি মুরতি কভু না হেরিব ১৯৩
*পিরিতি মুরতি না হেরিব আর ২০৬
পিরিতি যদি বা সুজনের হয় ১৫৭
পিরিতি রতন যার চিতে উপজিল ১৫২
*পিরিতির রীত, কেমন মানুষ পরি ৯৪
পিরিতির রীতি শুন রসবতি ১২০
পিরিতি লাগিয়া আমি সব তেয়াগিনু ১৩৩
পিরিতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি ১৬৪
পিয়া গেল দূরদেশে হাম অভাগিনী ১১৯
পিয়ার পীরিতি লাগি যোগিনী হইনু ৭৬
পিয়া সে পিরিতি জানে ২০৫
প্রথম পহর নিশি সুসপন পরি ২
প্রভাত কালের কাক কোকিল ৫২
প্রভাত হইল সভাই জাগিল পরি ৪৭
*প্রেম সরোবরে সাধক রহে পরি ৯৫
*প্রেমের স্বরূপ, কেমন বটে পরি ৯১
প্রেমের পিরিতি কিসে জনমিল পরি ৯৬
প্রেমে ঢল ঢল নয়ন কমল পরি ৬০
ফুটিল কদমফুল ভরে পরি ২৮
বন্ধু, কি আর বলিব আমি। তোমা হেন ধন পরি ৩৬
বন্ধু, চিতনিবারণ তুমি ১৫১
বন্ধু, ছাড়িয়া না দিব তোরে পরি ৩৫
বন্ধু, নিদারুণ নয়্য পরি ৩৮
বন্ধু, সকলি আমার দোষ ৬৫
বন্ধুর পিরিতি কুহকের রীতি ২১৩
বন্ধুর লাগিয়া শেজ বিছায়লু ১৬৯
বরণ দেখিলু শ্যাম ১৭৭
বরণ হেরিয়া গদগদ হয়্যা পরি ৪৯
বলে বা না বলে কেন গৃহে ২১
বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে ১৭৮
বাদিয়ার বেশ ধরি ২১১
বারাইতে রাধা না পড়িল বাধা পরি ৬৭
বাঁশীর নিঃস্বন কাণে ১৭৯
বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই ১৫৪
বিবিধ কুসুম যতনে আনিয়া ৮৮
বিষম বাঁশীর কথা কহিল না হয় ৪১
বেলি অসকালে দেখিল যে ভালে পরি ৮২
বঁধু আর কি বলিব আমি। জনমে জনমে ৫১
বঁধু, এ বোল না বল মোরে ২২
বঁধু, কহিলে বাসিবে মনে দুখ ১৪৯
বঁধু, কি আর বলিব আমি ৫১
বঁধু, ভিন না বাসিও তুমি ২৩
ব্রজরাজ-বালা রাজপথ আলা পরি ৪৮
ভাদরে দেখিলুঁ নঠচাঁদে ১৯৯
ভুবন ছানিয়া যতন করিয়া ৯৭
মথুরার নাম শুনি পরাণ কেমন করে ২০৩
মন দড়াইনু পিরিতের কথা ৬৩
মরি মরি যাই লো শ্যামের বাঁশিয়া ১৫০
ময়ূরপুছে বান্ধি চূড়া পরি ২১
*মানুষ মানুষ সবাই বোলে পরি ৮৩
*মানুষ বলিয়া একটি কথা পরি ৮৪
মুঞি মৈলুঁ মৈলুঁ মরিয়া গেলুঁ ২৫
মুরলীর স্বরে রহিবে কি ঘরে ২০১
মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী পরি ২৩
যখন পিরিতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে ৬৪
যতন করিয়া বেসালি ধুইয়া ৯৮
যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় ১২৬

যাই যাই বলি পিয়া বলে তিন ৪৬
যাবত জনমে কি হৈল মরমে ১০০
যাহার সহিত যাহার পীরিতি ৩৩
যে কাহ্নু লাগিআ মো আন না চাহিলো পার ২০
যেনা দিগেঁ গেলা চক্রপাণী পরি ১৯
রসিক নাগরী রসের মরা পরি ৯০
রাই কহে শুন কি জানি ভকতি পরি ৩৯
*রাই, চিত নিবারণ কর ১৭
রাই, তোমার মহিমা বড়ি পরি ৪১
রাই বলে শুন হেদে গো বিনোদি পরি ৫৮
রাই বিনে মনে পরি ৪৪
রাইর দশা সখীর মুখে ১৬৫
রাই সুনাগরি প্রেমেতে আগরি পরি ৫৬
রাধা কহে শুন রসিক নাগর পরি ৪৫
রাধা নাম বিনে আন নাহি মনে পরি ৪৩
রাধার কি হইল অন্তরে বেথা ৬
রাধা বলে তুমি হইয়াছ দানী পরি ৭৩
রাধা বলে শুন বেদনী বড়াই পরি ৬৫
রাধার বেশের শোভা বনাইছে পরি ৫৭
রাধিকা বলেন জোগাত না জানি পরি ৬২
রাধে, আন ছলে যত বলে পরি ৮০
শিশুকাল হৈতে শ্রবণে শুনিনু ৯৩
শুন আল সই আর তোমা বই ৫৪
শুন গো মরম-সখি কানুর পীরিতে ৩৪
*শুন গো সজনি আপন কথা পরি ৯৯
শুন গো সজনি সই পরি ৫২
শুন রসময়ী রাধা পরি ৬৩
*শুন লো যুবতি তোদের সহিতি পরি ১০১
*শুন শুন ওগো মরম সখি, এ ঘরকরণ ১৬
শুন শুন সই কহিলু তোরে ৭৯
শুন শুন শুন আমার বচন পরি ৫৩
শুন শুন সুনয়নি আমার যে রীত ৭১
শুন সহচরি না কর চাতুরি ১১১
শুনহ নাগর কানু পরি ৬৮
শুনহ বড়াই আয় গো হেথা পরি ৫৯
শুনহ রাজার ঝি ১৬৮
শৃঙ্গার-রস বুঝিবে কে পরি ৮৯
শ্যাম কহে পুন রাধা বিনোদিনি পরি ৪৬
শ্যাম পরসঙ্গ কাহতে কহিতে পরি ৬১
শ্রীদাম সুদাম আর বলরাম পরি ৫৫
সই, আর কি কহিতে ডর ৬২
সই, আর কি জীবনে সাধ ৮২
সই, আর কিছু কৈয় না গো ৭৩
সই, আর বা সহিব কত ১০৮
সই, আর যে কহিব কত আপন ১০৮
সই, ইহারে বলিব কি। এমতি ২০
সই, এত কি সহে পরাণে ৩৮
সই, এ সব মিট যে ইক্ষুগুড় ১৮৭
সই, কত না সহিব ইহা ৫৯
সই, কহিও তাহার পাশে ১৫৬
সই, কহিতে বাসিয়ে ডর ৬২
সই, কি আজু দেখিনু রঙ্গ পরি ৩১
*সই, কি আর বলসি মোরে ২৪
*সই, কি আর বলিব গো দারুণ বজর ৮৩
সই, কি বুকে দারুণ ব্যথা ১০২
সই, কি হইল কানুর জ্বালা ৩১
সই, কে বলে পিরিতি গুড় ১৮৭
সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম ১২২
সই, কেমনে ধরিব হিয়া ৫৬
*সই, জাতি জীবন কালা ১৫
সই, ডাকিয়া শুধাইতে নাই ৫৭
সই, তাহারে বলিব কি ২০
সই, না কহ ও-সব কথা ১৮
সই, পশিল বিষম বাঁশী ১৩৯
সই, পিরিতি আঁখর তিন ৯৪

সই, পিরিতি বিষম বড়	১১২	সুখের পিরিতি আনন্দ যে রীতি	৯৫
সই, বড় পরমাদ দেখি	৩৫	সুসর বাঁশীর নাদ শুনিআ	পরি ১৬
সই, মরম কহিএ তোখে। পিরিতি	১৯৩	সুসর বাঁশীর, নাদ সুনী আইলো	পরি ১৩
সই, মনে মোর এই ভয় উঠে	৪৮	সুজন কুজন যে জন না জানে	৬২
সই, মরম কহিয়ে তোরে। উ ভাবে জর্জর	১৭৬	সুখের লাগিয়া পিরিতি করিলুঁ	১০৬
*সই, মরম কহিলুঁ তোরে শ্যাম বঁধু	১৪	সুখের লাগিয়া রন্ধন করিলুঁ	১০৭
সই, রহিতে নারিলাম ঘরে	৯২	*সুধার অবধি এই যে পিরিতি	১১৫
সই, হের দেখ না আসিয়া	পরি ৫০	সেই শ্যামধনের নাগালি পাইলে	১৯৭
সখি, আর কি কহিতে ডর	৬২	সে যে নাগর গুণের ধাম	১৬৭
সখি, কহবি কাহ্নুর পায়	১৫৩	সে যে বৃষভানু-সুতা	১৬০
সখি, কি আর বলিব তোয়ে	৯৭	সোনার নাতিনী এমন যে কেনি	৫
সখি, কি কাজ এ ছার ঘরে	১৯২	সোনার নাতিনি কেন আসি যাও পুন	১৪৫
সখি, কেমনে জীব গো আর	১৩১	সাঁজে নিবাইল বাতি	৭৪
সখি, পিরিতি মুরতি না হেরিব আর	১৯৩	সোনার বরণখানি মলিন	পরি ৭৮
সখি, মরিব গরল খায়্যা	৮৫	হাথ দিএগ দেখ বড়াই	১৪৭
*সখি রাই, চিত নিবারণ কর	১৭	হাথে চান্দ মানী বড়ায়ি	পরি ৩০
সখি হে, শ্যামের পিরিতি বিষম	১৩৯	হা হা প্রাণপ্রিয় সখি	৮
সখীগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে	১৭৪	হায় হায় প্রিয়সখি কিনা হৈল মোরে	৮
সজনি, আর না বল কিছু মোরে	১৮২	হাসিয়া হাসিয়া বড়াই রসিয়া	পরি ৭৫
সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে	১২৫	হিয়া জরজর করে নিরন্তর	১৩২
সজনি, মরম কহিলুঁ তোরে	৪৫	হিয়ার মাঝারে বিরলে রাখিহ	১৯০
সজনি লো সই। থানিক বৈসহ	৩৯	*হেদে গো রমণি শুন গরবিনি	পরি ৯৭
সরস বসন্ত কালে	পরি ২৪	হেদে হে নিলজ বন্ধু	১৪৮
সাধ করি সখি সঙ্গে বসিলা যে নানা রঙ্গে	৫৪	*হেদে রে নাগররায়। কুলবতী রামা	১১৮
সুখের পিরিতি আনন্দ কিরিতি	৯৫	হেমঘট পাইয়া পাথারে	পরি ৬

ভূমিকা

একুশখানি প্রাচীন পুথি ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পাঁচখানি মুদ্রিত পদাবলীর সঙ্কলন দেখিয়া এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে এমন ১২০টি পদ ধৃত হইল, যাহা প্রাক্-চৈতন্য চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। এই চণ্ডীদাস শুধুই চণ্ডীদাস—তিনি বড়ু চণ্ডীদাস নহেন, 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' নহেন, দীন চণ্ডীদাস নহেন, কোন সহজিয়া পদের রচয়িতা 'আদি' চণ্ডীদাস বা 'রসিক' চণ্ডীদাসও নহেন। এই ১২০টি পদের প্রত্যেকটির ভণিতায় বিশেষণহীন চণ্ডীদাস আছে; কোন পদের ভণিতা অংশের পাঠান্তরও পাওয়া যায় নাই। প্রত্যেকটি ভণিতার বিশেষত্ব এই যে, 'কহে,' 'কয়' বা কদাচিৎ 'বলে' ক্রিয়ার সহিত পদের শেষ কলির প্রথমে চণ্ডীদাসের নাম আছে এবং কবির ব্যক্তিগত মন্তব্য আছে। গোবিন্দদাস, রায়শেখর প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী কবিদের মতন সেবা প্রার্থনার ভাব কোন পদে নাই। যথা—

কহে চণ্ডীদাসে, শ্যাম নব রসে, বুঝিলে বুঝিতে পারে॥ (৪)
কহে চণ্ডীদাস, এমন পিরিতি, হৈলে তিন লোক গায়॥ (৯)
চণ্ডীদাস কহে, সেই সে কালিয়া, কত না জানয়ে রঙ্গ। (১৬)
চণ্ডীদাস কহে, পিরিতি বিষম, শুনহ বড়ুয়ার বন্ধু। (৪৭)
চণ্ডীদাস কহে, ছাড়িলে ছাড়া নহে, শুধুই সুধা যে নেহ॥ (৯৮)

কেবলমাত্র পুথির প্রাচীনত্ব অথবা ভণিতার বৈশিষ্ট্য দেখিয়া এই ১২০টি পদ নির্ব্বাচন করা হয় নাই। প্রত্যেক পদের ভাব এবং ভাষাও বিবেচিত হইয়াছে। তবে বহুলপ্রচারিত পদগুলি লোকের মুখে মুখে গীত হইতে হইতে অনেকটা আধুনিক ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে। নীলরতনবাবুর সংগৃহীত অনেকগুলি পদের রূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে কিরূপ ছিল, তাহা এই সঙ্কলনে পাওয়া যাইবে। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে ঐ সব পদের কি ভাষা ছিল, তাহা এখন নিরূপণ করা সম্ভব হইল না। ভবিষ্যতে যদি কেহ পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীর পুথিতে চণ্ডীদাসের পদ পান, তবে ঐ কার্য্য করা সম্ভব হইবে। এই সঙ্কলনের প্রথম ভাগে যে ১২০টি পদ দেওয়া হইল, তাহার মধ্যে পদকল্পতরুতে নাই, এমন পদের সংখ্যা ৭১, নীলরতনবাবুর সঙ্কলনে নাই, এমন ৩১ এবং শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত

চণ্ডীদাস-পদাবলীতে নাই, এমন পদ ৭৪টি। ১৫টি পদ পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এই সঙ্কলনের দ্বিতীয় ভাগে ১০১টি এমন পদ দেওয়া হইয়াছে, যাহা প্রাক্-চৈতন্য চণ্ডীদাসের রচনা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ভাব, ভাষা, ভণিতা দেওয়ার ধরণ বা কোন পুথিতে অন্য কবির ভণিতায় পাওয়ার দরুণ কিছু সন্দেহ জাগিয়াছে যে, হয় তো উহা শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী কালের রচনা। কোন কোন পদের ক্ষেত্রে এই সন্দেহ প্রবল, যেমন—১২১, ১২২, ১২৪, ১২৬, ১২৭ ইত্যাদি, আবার কোথাও অত্যন্ত দুর্ব্বল, যথা—১৫২, ১৮০, ১৮৭, ১৯২, ২১১ ইত্যাদি। এই ভাগে ধৃত পদগুলির মধ্যে ১৫টির ভণিতায় বড়ু চণ্ডীদাস, ২৭টির ভণিতায় দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং ৪৮টিতে শুধু চণ্ডীদাস নাম পাওয়া যায়; বাকী ১১টি পদের ভণিতার পাঠান্তরে নরহরি, অনন্ত, বলরাম, শ্যামদাস, যশোদানন্দন, যদুনাথ, রামচন্দ্র, জ্ঞানদাস, শিবরাম, রাজীবলোচন, রাঘবেন্দ্র প্রভৃতি কবির নাম দেখা যায়। পাঠান্তরে অন্য কোন কবির নাম পাইলেই যে চণ্ডীদাসের দাবী কাঁচিয়া যাইবে, তাহা নহে। বিভিন্ন ভণিতাযুক্ত পদটি যে যে পুথিতে পাওয়া যায়, সেই সব পুথির প্রামাণিকতা কত দূর, তাহা ও তাহাদের লিপিকাল, শুদ্ধাশুদ্ধ লিপি প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া বিচার করা প্রয়োজন। ঐ পদের ভাব ও ভাষার সঙ্গে সেই কবির প্রচলিত রচনার কতটা মিল আছে, তাহাও দেখিতে হইবে। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস যেমন শুধু চণ্ডীদাস নাম ১০৭ বার ভণিতায় দিয়াছেন, তেমনি এই সঙ্কলনের প্রথম ভাগে ধৃত পদগুলির রচয়িতা প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাস কখনও যে বড়ু বা দ্বিজ উপাধি সহ নিজের নাম উল্লেখ করেন নাই, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। মোটের উপর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে প্রদত্ত পদগুলিকে সন্দিগ্ধ পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে। সুধী ও কাব্যরসিকগণ এই পদগুলি লইয়া বিচার-বিবেচনা করিবেন আশা করি।

প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাসের ১২০টি পদের সঙ্গে তুলনামূলক সমালোচনার সুবিধার জন্য এই গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্টে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের ৩০টি পদ, দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দীন চণ্ডীদাসের ৫২টি পদ, তৃতীয় পরিশিষ্টে একাধিক সহজিয়া চণ্ডীদাসের ১৯টি পদ নমুনা হিসাবে দেওয়া হইল।

পদসংগ্রহ ব্যাপারে নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃতিত্ব গ্রিয়ার্সনের অপেক্ষা অধিক। গ্রিয়ার্সন কেবলমাত্র লোকমুখে শুনিয়া বিদ্যাপতির ৮২টি পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নীলরতনবাবু বহু পুথিপত্র ঘাঁটিয়া ও লোকমুখে

শুনিয়া চণ্ডীদাসের ৮৩৮টি পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার অনেক পূর্ব্বে ১৩০৩ সালে রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় চণ্ডীদাস গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ৩০১টি ও দ্বিতীয় সংস্করণে ৩৪০টি পদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নীলরতনবাবুর গ্রন্থ প্রকাশের নয় বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৩১২ সালে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় বৈষ্ণবপদলহরীতে ৩৩৬টি চণ্ডীদাসের পদ প্রকাশ করেন। এই সব সঙ্কলনেই দীন চণ্ডীদাসের অনেকগুলি পদ স্থান পাইয়াছে। নীলরতনবাবু কীর্ণাহারের জমিদারের এক কর্ম্মচারীর গৃহে চণ্ডীদাসের ৬০০ পদযুক্ত এক পুথি পাইয়াছিলেন। উহার প্রথম পদ "নন্দের নন্দন হরি, কহে কিছু মৌন ধরি, সুবল সখার পানে চায়।" ইহাতে সুবল সখার নাম যে ভাবে উল্লিখিত আছে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না যে, উহা চৈতন্য-পরবর্ত্তী দীন চণ্ডীদাসের রচনা। নীলরতনবাবুর সঙ্কলনের গোষ্ঠলীলা, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, বনভোজন, যশোদার বাৎসল্য, রাই রাখাল, রাসলীলা প্রভৃতি দীন চণ্ডীদাসের রচনা। মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে ৬১টি ও ২৯৪ সংখ্যক পুথিতে ৫০টি পদ এবং ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের পুথিতে ৪০টি, একুনে ১৫১টি দীন চণ্ডীদাসের পদ পান। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্দ্ধমানের বনপাশে দীন চণ্ডীদাসের ১২০২টি পদযুক্ত এক বিরাট্ পুথি পাইয়াছেন।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর গবেষণামূলক আলোচনার পথপ্রদর্শক ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। চণ্ডীদাসের পদসংগ্রহ ব্যাপারে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচেষ্টাও চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্য। তিনি 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'তে ৮টি নূতন পদ দিয়াছেন (বড়ু ৪, ১৪ এবং দণ্ডীদাস নামাঙ্কিত ১১, ২৬, ৩২, ৩৪, ৩৯ ও ৮৪)। তিনি অসংখ্য পুথি ঘাঁটিয়া যে সকল পাঠান্তর বাহির করিয়াছেন এবং পরিশিষ্টে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত ৪১টি পদের অন্যান্য কবির নামযুক্ত ভণিতা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা পদাবলীর গবেষণার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার উপযুক্ত। ইংরাজী শিক্ষা না পাইলেও এবং দুর্গম পল্লীগ্রামে হাসিমুখে দারিদ্র্যকে বরণ করিয়াও যে প্রকৃষ্ট গবেষণা করা যায়, তাহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত এই ব্রাহ্মণ। এই সব পূর্ব্বসূরির চরণ বন্দনা করিয়া আমরা গ্রন্থারম্ভ করিতেছি।

বিভিন্ন চণ্ডীদাস

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে চণ্ডীদাস-সমস্যা আলোচনা করা প্রয়োজন। নাম ও রূপ, এই দুইটি লইয়া মানুষের মনে অহংবোধ জন্মে। রূপ বা আকার বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে এক এক রকম হয়। অবশেষে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধ্বংস ঘটে। নাম একটি শব্দ মাত্র। এক নামে কত লোক থাকে। মৃত্যুর পরে লোকে যখন মৃত ব্যক্তির কথা ভুলিয়া যায়, তখন নাম বাতাসে মিলাইয়া যায়। এই সত্যটি ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক কথা। তাই অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারত ভাষায়, ভাবে, রচনাশৈলীতে ও উপাসনার পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও আমরা বিশ্বাস করি যে, একজন ব্যাসদেব ঐ সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পুরাণগুলির মধ্যে কোনখানি শৈব, কোনখানি শাক্ত, কোনখানি সৌর, এবং কোনখানি বৈষ্ণবধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণার জন্য রচিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণের ভাষার সঙ্গে ভাগবতের এবং ভাগবতের ভাষার সঙ্গে পদ্মপুরাণের ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ভাষার অনৈক্য সহজেই চোখে পড়ে। কোন পুরাণ বা গুপ্তযুগে, কোন পুরাণ বা পালযুগে রচিত হইয়াছে। কিন্তু পুরাণের লেখকগণ কেহই নিজের নাম জাহির করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন না। সকলেই ব্যাসদেবের নামের অন্তরালে নিজের অহংবোধকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন।

বাংলা ভাষায় রামায়ণের রচয়িতার নাম কৃত্তিবাস ও মহাভারতের লেখকের নাম কাশীরাম দাস বলিয়া খ্যাত। যদিও তাঁহাদের রচনার সঙ্গে বহু কবির লেখা মিশিয়া গিয়াছে, তথাপি বাংলাদেশে ঐ দুইটি নাম প্রখ্যাত আছে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে বিজয়নগরের সম্রাট্ কৃষ্ণরায়ের রাজ্যকালে কন্নড় ভাষায় যাঁহারা মহাভারত ও রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজেদের নামধাম সব যথাক্রমে কুমার ব্যাস ও কুমার বাল্মীকির নামের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। সে কালে লোকে মনের খুসীতে লিখিতেন, নামের জন্য নহে। কেন না, সাগরের বেলাভূমিতে বালুর উপর নাম লেখাও যা, মহাকালের বুকে কালির আঁচড় কাটিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করার চেষ্টাও তাই, এ কথা ভারতীয়েরা জানিতেন।

তাই দেবদেবীর নামে লোকে ছেলেমেয়ের নাম রাখিত। রাম, শিব, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, কালী, দুর্গা, চণ্ডীর দাস, একই সময়ে হাজার হাজার, লাখ লাখ

দেখা যাইত। তাহাদের মধ্যে দুই চারি জন খ্যাতিসম্পন্ন হইতেন। গোবিন্দদাস নাম ধরুন। মহাপ্রভুর চেয়ে বয়সে কিছু বড় এক কবি ছিলেন গোবিন্দ আচার্য্য, যাঁহাকে কবিকর্ণপূর কৃষ্ণলীলার পৌর্ণমাসী দেবী বলিয়াছেন এবং "গীতপদ্যাদিকারক" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বোধ হয়, পদে গোবিন্দদাস ভণিতা দিতেন, তাই মহাপ্রভুর সহচর গোবিন্দ ঘোষ যখন পদ রচনা করিলেন, তখন তিনি ভণিতায় গোবিন্দ দাস না বলিয়া গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন। রায় রামানন্দ সুবিখ্যাত কবি ছিলেন বলিয়া কুলীনগ্রামের রামানন্দ বসু শুধু রামানন্দ না বলিয়া, বসু রামানন্দ নামে ভণিতা দিয়াছেন। গোবিন্দ ঘোষের পরের পীঠিতে শ্রীচৈতন্যের অনুচর চিরঞ্জীব সেনের পুত্র গোবিন্দদাস বড় কবি হইলেন। কিন্তু সেই সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য্যের আর এক শিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীও কবিতা লিখিতেন। প্রায় ঐ সময়েই চট্টগ্রামে একজন কায়স্থ কবি গোবিন্দদাস ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে কালিকামঙ্গল রচনা করেন এবং উত্তর প্রদেশে বিঠ্ঠলনাথের শিষ্য, অষ্টছাপের অন্যতম গোবিন্দ স্বামী শুধু "গোবিন্দ" ভণিতা দিয়া ব্রজভাষায় পদ লেখেন। তাহা হইলে একই সময়ে চারি জন গোবিন্দদাস কবি পাওয়া গেল।

অনেকের ধারণা যে, বিদ্যাপতি নামে একজন মাত্র কবি প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি মিথিলার লোক, এবং তাঁহার অনুকরণে বা অনুসরণে শ্রীখণ্ডের এক ছোট বিদ্যাপতি অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করেন। কিন্তু মৈথিল কবি বিদ্যাপতির জন্মের পূর্ব্বে অন্ততঃ চারি জন সুপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতি ছিলেন। ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে অভিনব গুপ্ত তাঁহার ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী গ্রন্থে এক বিদ্যাপতির শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেই বিদ্যাপতি নিশ্চয়ই দশম শতাব্দী বা তাহার পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ধারার অধিপতি ভোজ (১০০০-১০৫৫ খ্রীঃ) ত্রিবিক্রমের পুত্র ভাস্কর ভট্টকে বিদ্যাপতি উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ত্রিপুরীর কলচুরী বংশের সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি কর্ণের সভাকবিরও নাম ছিল বিদ্যাপতি। তিনি দুইটি কবিতায় (সদুক্তিকর্ণামৃত, ৩।১৩।৪, ৩।৫৪।২) তাঁহার পৃষ্ঠপোষক কর্ণদেবের (১০৩৪-১০৪২ সময়ের মধ্যে যিনি রাজ্যাধিরোহণ করেন) প্রশংসা করিয়াছেন। একাদশ শতাব্দীর এই দুই কবি বিদ্যাপতির এক শত দেড় শত বৎসর পরে বাংলাদেশে এক বিদ্যাপতির উদ্ভব হইয়াছিল, যাঁহার কথা জিনপাল তাঁহার 'খরতরগচ্ছপট্টাবলী'তে উল্লেখ

করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি পৃথ্বীরাজের (১১৭৮-১১৯২) সভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও একজন চণ্ডীদাস সংস্কৃতে কাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হইতেছেন 'ধ্বনিসিদ্ধান্ত' ও 'কাব্যপ্রকাশ-ব্যাখ্যা'র গ্রন্থকার। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর উড়িষ্যার মহাপাত্র সান্ধিবিগ্রহিক চন্দ্রশেখরের পুত্র বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁহার সাহিত্যদর্পণে (চতুর্থ পরিচ্ছেদে) লিখিয়াছেন,—"তত্তুক্তমস্মৎসগোত্রকবিপণ্ডিতমুখ্যশ্রীচণ্ডীদাসপাদৈঃ"।

সুতরাং চণ্ডীদাস নামে অনেক লোক ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে চারি পাঁচ জন বাংলা কবিতা লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তে আমরা যদি উপনীত হই, তাহা হইলে উহাকে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করার কোন কারণ দেখি না। আমরা 'নেতি নেতি'মূলক বিচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, প্রথমে দীন চণ্ডীদাস, তাহার পর একাংকিক সহজিয়া চণ্ডীদাস এবং রূপ গোস্বামীর গ্রন্থাদি বাংলায় প্রচারিত হইবার পর প্রাদুর্ভূত অন্য এক অ-দীন চণ্ডীদাসের কথা বলিব। ইঁহাদের কাহারও পদই আমরা জ্ঞাতসারে এই সঙ্কলনের প্রথম ভাগে স্থান দেই নাই।

দীন চণ্ডীদাস

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের সম্ভবতঃ ৬০।৭০ বৎসর পরে একজন চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হয়। তিনি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। নরোত্তম-বিলাসের দ্বাদশ বিলাসে নরোত্তমের শিষ্যদের বিবরণ লিখিতে যাইয়া নরহরি চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন,—

জয় চণ্ডীদাস যে মণ্ডিত সর্ব্বগুণে।
পাষণ্ডি খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে॥

তাঁহার রচিত একটি নরোত্তম-বন্দনার পদ শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিষ্ণুপুরে পাইয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার কবিত্বশক্তি কি ধরণের, পদটিতে তাহার একটু পরিচয় পাওয়া যাইবে।

জয় নরোত্তম গুণধাম।
দীন দয়াময় অধম দুর্গত
পতিতে করুণাবান্॥

সখা রামচন্দ্র সনে আলাপনে
নিশি দিশি রসভোর।
মো হেন পাতকী তারণ কারণ
গুণে ভুবন উজোর॥
নব তাল মান কীর্ত্তন সৃজন
প্রচারণ ক্ষিতিমাঝ।
অতুল ঐশ্বর্য্য লোষ্ট্রের সমান
ত্যজনে না সহে ব্যাজ॥
নরোত্তম রে বাপ রে ডাকে ন্যাসিমণি
পুন প্রভুর আবির্ভাব।
দীন চণ্ডীদাস কহে কত দিনে
পদযুগ হবে লাভ॥

—(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৩৩৭ সাল, ৪৮ পৃঃ)।

এই পদ প্রকাশের চারি বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবু ১৩৩৩ সালের পৌষ মাসে ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম দীন চণ্ডীদাসের পরিচয় প্রকাশ করেন। তিনি ১৩৩৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৫৩ পৃঃ) লেখেন যে, "ছাতনার রাজারা রাধাকৃষ্ণ-লীলার পদ লিখিতেন, অথচ দানপত্রাদিতে 'বাসলীচরণশরণ' লইতে বিস্মৃত হইতেন না। দীন চণ্ডীদাসও সেইরূপ রাজবাটীর মন জোগাইতে গিয়া পদে বাসলীর ভণিতা দিতেন।" কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের পালাগানের পুথিতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি কখনও বাসলীর নাম উল্লেখ করেন নাই। চণ্ডীদাসের নামে যত ভাল পদ যেখানে যাহা পাওয়া যায়, মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় সব দীন চণ্ডীদাসে আরোপ করিয়াছেন। তিনি ১৩৩৩ সালের চতুর্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথম দীন চণ্ডীদাসের পুথির সংবাদ প্রদান করেন। তার পর তিনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ বা ১৩৪৫ সালে অর্থাৎ বার বৎসর গবেষণা করিয়া 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' গ্রন্থে ৯৬৪+১৫+২২+২১+৮=১০৩০টি পদ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে দীন চণ্ডীদাসের মাত্র ৬১টি পদের, ২৯৪ সংখ্যক পুথিতে ৫০টি পদের, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের পুথিতে ৪০টি পদের ও ১৩২১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ৬৩টি পদের, একুনে ২১৪টি মাত্র পদের সন্ধান

পাইয়াছিলেন। অন্য পদগুলি তিনি অনুমান করিয়া দীন চণ্ডীদাসে আরোপ করিয়াছেন। তিনি নিজেই দীন চণ্ডীদাসের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় (৸৶৹) লিখিয়াছেন যে, "২৩৮৯ সংখ্যক পুঁথির ৪৮৬, ৪৯১, ৬৩০ (দীনক্ষিণ), ৬৩২, ৭২৫, ১০৪৫, ১০৪৮, ১০৭৭ (দীনক্ষিণ), ১০৭৮, ১৮৬২ (দীনক্ষিণ), ১৮৬৩ ১৯০৪, ১৯০৬, ১৯৯৯ সংখ্যক পদে এবং ২৯৪ সংখ্যক পুঁথির ২৪, ৩৭, ৬১, ৬৫ সংখ্যক পদে দীন চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে, কিন্তু ইহাদের একটি পদেও কবি নিজের নামের সহিত 'বড়ু', 'আদি', 'কবি' বা 'দ্বিজ' বিশেষণ ব্যবহার করেন নাই এবং বাসলী দেবীরও উল্লেখ নাই।" তথাপি মণীন্দ্রবাবু 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' গ্রন্থে বাসলীর উল্লেখযুক্ত বহু পদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার দ্বিজ সম্বন্ধীয় উক্তি প্রমাণ-সহ নহে। নীলরতনবাবুর সঙ্কলনে দীন চণ্ডীদাসের আখ্যায়িকামূলক পদগুলিতে ৪৬ বার দ্বিজের ভণিতা আছে। মণীন্দ্রবাবুর নিজের সঙ্কলিত দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৪২০ পৃষ্ঠায় ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ১০৮২ সংখ্যক পদে 'দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায়' ভণিতা আছে।

মণীন্দ্রবাবুর গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছিল যে, এই দীন চণ্ডীদাস দুই হাজারের উপর পদ লিখিয়াছিলেন। ইহার পর ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বনপাশ হইতে ১২০২টি পদ-সম্বলিত দীন চণ্ডীদাসের এক বিরাট্ পুথির সন্ধান পাইয়া, উহার অনুলিপি তৈয়ারী করাইয়াছেন। তিনি ঐ পদগুলির ভণিতা লইয়া গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"৩১০ + ১২০২ পদের মধ্যে দীন ৮৮ বার, দ্বিজ ৭ বার ও দীনক্ষীণ ১৩ বার প্রযুক্ত হইয়াছে; বাকী পদ বিশেষণহীন কেবল চণ্ডীদাস। বড়ু বা বাসলীর উল্লেখ পুথিমধ্যে একবারও পাওয়া যায় নাই" (বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, ১ম সং, পৃঃ ১১৯)। দীন চণ্ডীদাসের রাসের পালাতেই ৯ বার দ্বিজ ভণিতা পাওয়া যাইতেছে (নী ৪২৯, ৪৩৯ ও ৪৭৬ পদে "দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে"; নী ৪২৬ পদে "দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে," নী ৪৩০ ও ৪৬৬ পদে "দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে" ও নী ৩৯৩—তরু ১২৯২, ৩৯৭ এবং ৪৫৭ পদে "দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়।")। শ্রীকুমারবাবুর সংগৃহীত পুথিতে রাসের সব পদ নাই; তাই তিনি ঐ পুথিতে মাত্র ৭ বার দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা পাইয়াছেন।

মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় দীন চণ্ডীদাসকে নরোত্তমের শিষ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে দীন কাহার শিষ্য, কবে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, কিছুই জানা যায় না। শুধু "১৭০০ হইতে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।” পদামৃতসমুদ্রে দীন চণ্ডীদাসের কোন পদ ধৃত হয় নাই বটে, কিন্তু ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তীর গীতচন্দ্রোদয়ের নিম্নলিখিত পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া মনে হয়—

১। হাম সে অবলা, অখল হৃদয়া, ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া, বিশাখা দেখাইলে আনি॥
গী ১৯২ পৃঃ, তরু ১৪৩, নী ৫৫।

বিশাখা চিত্রপটে মূর্ত্তি আঁকিয়া দেখাইবার কথা থাকায় ইহা প্রাক্‌চৈতন্যযুগের হইতে পারে না।

২। একে সে সুন্দরী, কনক পুতরি, খঞ্জন লোচন তার।
বদন-কমলে, ভ্রমরা বুলয়ে, তিমির কেশের ধার॥ ইত্যাদি।
গী ৩৩২, নী ১০।

পদটির মধ্যে আছে,

দন্ত যে দ্বিজ, দাড়িম্ব বীজ, ওষ্ঠ যে বিম্বক শোভা।
দেখিয়া জুলুফে, মদন কুলুফে, মন যে হইল লোভা॥
গলার মাল, শোভিয়াছে ভাল, তাম্বুল বদনে তার।
চর্ব্বিত চর্ব্বণে, পড়িছে বদনে, শোভিত হিঙ্গুলধার॥
বা (পাঠান্তরে) বহিছে পিঙ্গলধার।

এখানে ভাষা খোঁড়াইয়া চলিয়াছে। তাই “দন্ত যে দ্বিজ,” “গলার মাল” বা পাঠান্তরে “গলার যে মাল,” “জুলুফে,” “কুলুফে,” “চর্ব্বিত চর্ব্বণে” ইত্যাদি দীন চণ্ডীদাসের দীন ভাষাকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

৩। তরুণী হরিণী-নয়নী রাই, দেখিলু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দিয়া, অমিয়া ছানিয়া, গড়িল কোন্ বা রাজে॥ ইত্যাদি।
নী ৮, দী ৫১৩ পৃঃ, গী ৩৩৪ পৃঃ।

পদটির মধ্যে আছে,

কেমন কারিগর, বানাইল ঘর, দেখিতে না পালু তারে।
দেখিতে পাইতু, শিরোপা করিতু, এমন মন যে করে॥

এবং

চান্দ যে কাটিয়া, চাকা যে করিয়া, তাঁহে বসাইল তেন—

প্রভৃতি গদ্যাত্মক পদ্য, যাহাতে ছন্দানুরোধে স্থানে স্থানে 'যে' বসান হইয়াছে, তদ্দ্বারা দীনের রচনা বলিয়া চেনা যায়।

৪। বেলি অসকালে, দেখিনুঁ যে ভালে, পথেতে যাইতে সে।
জুড়াল কেবল, নয়ন যুগল, চিনিতে নারিলু কে॥ ইত্যাদি।
গী ৩৩৭ পৃঃ, তরু ২০২, নী ৭।

পদেও 'যে'-র প্রয়োগের ছড়াছড়ি এবং গদ্যকে পদ্য করার চেষ্টা ; যথা—
নীল যে শাড়ী, মোহন-কারী, উছলিতে দেখি পাশ।

৫। বদন সুন্দর, যেন শশধর, উদিত গগনে হয়। ইত্যাদি।
গী ৩৬৩ পৃঃ, নী ৯।

ইহাতেও
আজানুলম্বিত, চারু করযুগে, কনক চুরি সে সাজে।
হেরিয়া মদন, গেল যে সদন, মুখ না তুলিল লাজে॥

আলঙ্কারিক রীতির রচনা ও 'যে,' 'সে'-র প্রয়োগ-বাহুল্য দেখিয়া মনে হয়, ইহা দীন চণ্ডীদাসের রচনা।

৬। রমণীর মণি, পেখিলু আপনি, ভূষণ সহিতে গায়।
দেখিতে দেখিতে, বিজুরী চমকে, ধৈরজে ধৈরজ যায়॥ ইত্যাদি।
গী ৩৬৩ পৃঃ, তরু ২০৩, নী ৬।

পদটি সুন্দর, কিন্তু শেষে—
শুধু যে হিয়া, রহিল পড়িয়া, বস্তু যে চলিল তায়।
চিনাইয়া দেয় যে, ইহা দীন চণ্ডীদাসের পদ।

৭। নবীন কিশোরী, মেঘের বিজুরী, চমকি চলিয়া গেল।
সঙ্গের সঙ্গিনী, সকল কামিনী, ততহি উদয় ভেল॥ ইত্যাদি।
গী ৪১১ পৃঃ, নী।

পদটির ব্রজবুলি ও 'যে' এবং 'সে'-র প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, দীন চণ্ডীদাসের রচনা। যথা—"ভঙ্গিম রঙ্গিম ঘন সে চাহনি, গলে যে মোতিম হারি" ; "মনের কৌতুক, সখীর কাঁধেতে, হাত যে আরোপি যাই" ; "অঙ্গুলির আগে, বান্ধ যে ঝলকে, পড়িছে উছলি জোর"।

ঐ সাতটি দৃষ্টান্ত দীন চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ রচনার নিদর্শন বলিয়া গীতচন্দ্রোদয়ে ধৃত হইয়াছিল মনে হয়। কিন্তু ঐ কবির পালাগানের পুথিতে বহু স্থানে নিছক

গদ্যকে পদ্য বলিয়া চালাইয়া দেওয়ার চেষ্টা দেখা যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

দীন চণ্ডীদাসের পৃষ্ঠা।

১। লিঙ্গের পুরাণে, পঞ্চম অধ্যায়, পাইবে মনের সরে—৫৯
২। রাজা পরিক্ষিত কহিতে লাগিল, সন্দেহ হইল মনে—৭৫.
৩। আর এক বাণি, শ্রবণ করহ, কহেন এ স্থক মুনি—৭৭
৪। কেবা নিরমাল্য এহেন পীরিতি আখর গণিঞা তিন—৩২৯
৫। যে কালে রচনা, পুরাণ করিল, ব্যাস মুনিবর তায়—৩৩০
৬। স্থক কহে তাথে, আমি কি করিব, উড়িয়া যাইতে তেজে।
সে ফল ভাঙ্গল, ওষ্ঠের ভারেতে, সায়রে পড়ল সে জে॥ ৩৩৩

চণ্ডীদাসের আক্ষেপের পদের অনুকরণে দীন চণ্ডীদাস কয়েকটি পদ লিখিয়াছেন। যেখানে চণ্ডীদাসের ভাষা ও উপমা বেশীর ভাগ লইয়াছেন, সেখানে সন্দেহ জাগে—ঐ পদ আসল, কি নকল; কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের মৌলিকতা যেখানে বিন্দুমাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইখানেই ধরা পড়ে যে, এ ভেজাল পদ। নিম্নলিখিত পদটি ক. বি. ২৩৮৯ সংখ্যক দীন চণ্ডীদাসের পুথির ৫৩৮ পদ—

এ ঘর-দুয়ার, যেন লাগে বিষ, তাহার লাগিয়া কই।
রাতি দিন লোরে, আঁখি না চলয়ে, হরি হরি করি রোই॥
শয়নে সপনে, আন নাহি মনে, সদাই সে গুণ গাই।
আহার ভোজন, কিছু না রুচয়ে, তোমারে কহিল এই॥
যদি বা কখন, সাধু প্রয়োজন, ঘুমেতে নয়ন টল।
সপনে সদাই, বরণে লিখিয়ে, নিরবধি দেখি কাল॥
বড় নিদারুণ, অতি নিকরুণ, তিলেক নাহিক দয়া।
অবলা বধিতে, আখের পলকে, পরাণে কটাক্ষ দিয়া॥
অল্প ইঙ্গিতে, সবারে তেজল, তিলেক নাহিক দয়া।
সকল ছাড়িয়া, ও রাঙ্গা চরণে, লঞাছিল পদছায়া॥
চণ্ডীদাস মনে, শুনিঞা বেথিত, পুলকে মাতল তনু।
মথুরা তেজিল, সভারে কহিল, তুরিতে আয়ব কানু॥

দী ৩৬৬ পৃঃ।

এখানে 'কই'-এর সঙ্গে 'রোই', 'গাই'-এর সহিত 'এই', 'টলে'র সহিত 'কাল', 'দয়া'র সহিত 'দিয়া'র মিল করা হইয়াছে। 'যদি বা কখন, সাধু প্রয়োজন' বলিতে বোধ হয় কবি বুঝাইতেছেন যে, যদি কখনও নিদ্রার অপরিহার্য্য

প্রয়োজন হয়, তাহা হইলেও 'সপনে সদাই বরণ লিখিয়ে'—বোধ হয়, স্বপ্নে শ্যামের রং আঁকি। পরাণে কটাক্ষ দেওয়া কি পদার্থ জানি না। ঐ পুথির ১৯৯৯ পদে আছে—

… শেষ নিশি, দ্বিতীয় প্রহরে, দেখিল স্বপনে এই।
দেখিতে দেখিতে, ঘুম দূরে গেল, কাতরে চলিল সেই॥
তেজিল শয়ন, কচালি নয়ন, বৈঠল সেজের মাঝ।
ননদীর ভয়ে, বাহির না হই, বুঝিল আপন কাজ॥ ইত্যাদি।

দী ৫৮৪ পৃঃ।

'কচালি নয়ন' যেমন সুন্দর, তেমনি 'ঘুম দূরে গেল, কাতরে চলিল সেই' অর্থপূর্ণ! ঘুম বোধ হয় শ্রীমতীকে ছাড়িয়া যাইতে হইল বলিয়া কাতর হইয়াছিল।

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বনপাশের পুথি হইতে দীন চণ্ডীদাসের আক্ষেপের নমুনাস্বরূপ দিয়াছেন—

কারে নিবেদিব, যেবা করে মন
কি হল্য মরমে মোর।
কি খেনে কুদিনে দেখিনু সে জনে
দরশে হইল ভোর॥
ক্ষণেক আঙ্গিনা ক্ষণেক বাহির
ক্ষণেক যমুনাতীর।
ক্ষণে করে মন খন উচাটন
ক্ষণেক না হই স্থির॥
আঁখি মুদইতে সদা কানু দেখি
কি হল্য কালিয়া কানু।
ভোজনে বসিলে নিরবধি দেখি
ও নব রসের তনু॥
ক্ষণেক নয়নে যদি ঘুম আসে
চকিতে ভাঙ্গিয়া যায়।
নিশিতে উঠিয়া থাকিয়ে বসিয়া
দীন চণ্ডীদাস গায়॥ (৯৪৬)

পদটি "ঘরের বাহির দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসি যাও।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চাও॥" ১২৪ পদের অনুকরণে লেখা।
এই পদে রাধা শুধু চোখ বুঁজিলে কানুকে দেখেন, আর খাইতে বসিলে যতক্ষণ খান, ততক্ষণ দেখেন (ভোজনে বসিলে নিরবধি দেখি)।

অন্য একটি দীনের পদে রাধা তাঁহার বিরহব্যথা উপমার পর উপমা দিয়া ব্যক্ত করিতেছেন—

শুনহ মধুকর, তাঁহারে বলিব কোন কথা।
যেমত জলের মীন জল আচ্ছাদনে থাকে
ইদিক্ উদিক্ নাহি তথা॥
ধীবর দেখিলে যেন তরাসে কাঁপিয়া মরে
দাঁড়াইতে নাহি কোন স্থান।
বনের হরিণী যেন বাউল হইয়া ফিরে
আন বনে তেজয়ে পরাণ॥
অকুল সমুদ্র মাঝে মকর ডুবিয়া থাকে
এ কূল ও কূল নাহি পায়।
তেমত মকর সম পড়িলাম দরিয়াতে
সকলি তেমতি হেন প্রায়॥
সিন্ধু সেবি সম আশে পিয়াসে যাইব দূরে
পিয়াস হইল দ্বিগুণ বড়ি।
শীতল হইব বলি করিনু চাঁদের সেবা
তাহাতেও তাপ তনু পড়ি॥
কল্পতরুর গাছ সেবিনু যতন করি
তাহা গেল ডালে মূলে ভাঙ্গি॥ ইত্যাদি

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা,
১ম সং, পৃঃ ১২৯।

মকর নদীতে ও সমুদ্রেই থাকে, সেখানে তাহার কোন দুঃখকষ্ট আছে বলিয়া শুনা যায় না। কিন্তু দীনের মতে রাধা মকরের মতন দরিয়াতে পড়িলেন এবং সমুদ্রের মকরের মতন "সকলি তেমতি হেন প্রায়"। এই

গদ্যাত্মক পদ্য যিনি লেখেন, তাঁহার পরিচয় দিতে যাইয়া যদি নরোত্তমবিলাসে নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার কবিখ্যাতির খ্যাতি উল্লেখ না করিয়া শুধু "পণ্ডিত," "সর্ব্বগুণান্বিত," "পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ" ও "দয়া অতি দীনে" বলেন, তবে কি তাঁহার দোষ দেওয়া যায়? দীন চণ্ডীদাস পণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি নানা পুরাণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে অনেক পুরাণের কেহ নামও শুনেন নাই, যেমন

সিদ্ধ পুরাণে ব্যাসের বর্ণনে
এ সব কাহিনী আছে। দী, পৃঃ ২০।

এ কালের পণ্ডিতদের মতন তিনি কোন্ আকরে কি কাহিনী পাইয়াছেন, তাহা বলিয়াছেন। যেমন

চণ্ডীদাস বলে, অদভুত কথা, পুরাণ অনেক সাঁচি।
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, নিগূঢ় আখ্যান, তুলিল অধ্যায় বাছি॥
(বনপাশের পুথি, ৯৮২)।

এইরূপ পদ্যলেখক যে চণ্ডীদাসের আক্ষেপের পদগুলি, যাহা এই সঙ্কলনে সংগৃহীত হইল—লিখিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন,—"দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত শত শত নিকৃষ্ট পদাবলীকে কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত পুথির প্রায় সমস্ত পদাবলী ও নীলরতনবাবুর সংগ্রহের দানখণ্ড, রাসলীলা ইত্যাদি বিষয়ক প্রায় সমস্ত পদাবলী আমরা তৃতীয় শ্রেণীর রচনা বলিয়া বিবেচনা করি।" (পদকল্পতরুর ভূমিকা, ৯৩ পৃঃ)। পুনরায় তিনি লিখিয়াছেন,—"আমাদিগের বিবেচনায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'প্রবল শক্তিশালী' কিন্তু পদাবলীর উন্নত আধ্যাত্মিকতার লেশ-শূন্য কবি চণ্ডীদাস বরং কোনও অচিন্তনীয় সাধনার বলে পদাবলীর শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কবি চণ্ডীদাসে পরিণত হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু 'দীন' চণ্ডীদাসের পক্ষে উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বটে। সুতরাং আমরা 'দীন' চণ্ডীদাসকে কিছুতেই 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস বলিয়া মানিতে পারি না।" (ঐ পৃঃ ৯৪)।

দীন চণ্ডীদাসের রচনায় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমতঃ তিনি আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার অধিকাংশ পদই কাহিনীর আকারে। প্রত্যেকটি পদ আকারেও বেশ বড়।

দ্বিতীয়তঃ তিনি গোবিন্দদাসের রীতি অনুসরণ করিয়া মাঝে মাঝে উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন এবং দুই চারিটি ব্রজবুলি ব্যবহার করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের অনুপ্রাসময় চিত্রগীতের অনুসরণ করিয়া তিনি ছত্রিশ অক্ষরের করুণা রচনা করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ তাঁহার পদসমূহে ললিতা, বিশাখা, মধুমঙ্গল, সুবল প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।৩১-৩২) শ্রীকৃষ্ণের দশ জন সখার নাম পাওয়া যায়— স্তোককৃষ্ণ, অংশু, শ্রীদাম, সুবল, অর্জ্জুন, বিশাল, বৃষভ, ওজস্বিন্, দেবপ্রস্থ এবং বরূথপ। সুবল দশ জন সখার মধ্যে একজন মাত্র। কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহাকে ও উজ্জ্বল নামে অন্য একজনকে প্রিয়নর্ম্মসখাদের মধ্যে প্রধান করিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণিতে (পৃঃ ৫৭) তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, রতি-সমরে ক্লান্ত হইয়া মাধব যখন প্রেয়সীর বক্ষোপরি ন্যস্তাঙ্গ হন, তখন সুবল চামর লইয়া বাতাস করেন। ঐরূপ ললিতা বিশাখার নাম স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডের দ্বারকামাহাত্ম্যে, পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে (৩৯ অধ্যায় বঙ্গবাসী সং, ৭০ অধ্যায় আনন্দাশ্রম সং) আছে। সনাতন গোস্বামী ১০।৩২।৭-এর টীকায় ভবিষ্যপুরাণের উত্তর খণ্ডের মল্লদ্বাদশী প্রসঙ্গ হইতেও ইঁহাদের নাম ও বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সব পুরাণে ইহাঁরা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা। শ্রীরূপই প্রথম ইহাদিগকে সখীরূপে চিত্রিত করেন। এ বিষয়ে আমি বিস্তৃত আলোচনা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৬৪ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা) করিয়াছি। দীন চণ্ডীদাস নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হউন বা না হউন, তিনি যে শ্রীরূপ ও ঠাকুর মহাশয়ের প্রচারিত মঞ্জরীভাবের সাধনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেন না, তিনি ললিতাকে মুখ্য ডাল ও তাঁহার অধীন সপ্ত "মঞ্জরী"কে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এক এক "মঞ্জরী" এক এক রসের অধিষ্ঠাত্রী (ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, পৃঃ ৭৪)।

চতুর্থতঃ দীন চণ্ডীদাসের ভণিতা বৈশিষ্ট্যহীন। চণ্ডীদাসের ভণিতার মধ্যে কবির ব্যক্তিগত মতামত পাওয়া যায়। দীন সে দিক্ দিয়া বড় একটা যান নাই। দীনের ভাব, ভাষা ও ভণিতা দিবার ধরণ নিম্নলিখিত কয়েকটি উদাহরণ হইতে পাওয়া যাইবে। উদাহরণগুলি সব ক. বি. ২৩৮৯ পুথির

3849
28 JUN 1963

দীনের পালাগানের পদের সংখ্যার সহিত দেওয়া হইল। দীন চণ্ডীদাস নাম সাধারণতঃ পদের একেবারে শেষে দেখা যায়।

দী ৪২৮ ইহার উপায় কহিব সকল দীন চণ্ডীদাস গায়ে (৪৮৬)

দী ৪২৯ মথন করিতে লাগিল তখন দীন চণ্ডীদাস বলে (৪৮৭)

দী ৪৩৩ দেখিঞা হরস হইল অন্তর দীন চণ্ডীদাস ভণে (৪৯১)

দী ৪৪৫ তোহে তাহে আধ আধ প্রীত দিল দীন চণ্ডীদাস ভণে (৫০৩)

দী ৪৫৮ মুদিয়া নয়ন, কাঁপয়ে বয়ান, দীন চণ্ডীদাস ভণে (৫১৬)

দী ৪৮২ ঐছন কানুর পিরিতির লেহা দীন চণ্ডীদাস গায় (৫৪০)

দী ৪৮৫ পিরিতি তেজিয়া গেল কোন দেশে দীন চণ্ডীদাস গায় (৫৪৪)

দী ৭৩৮ সুবল সংহতি যাই, নন্দের মন্দিরে আই, দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস গাই (১৮৬২)

দী ৭৫৪ পুন কর জুড়ি কহেন বচন দীন চণ্ডীদাস তায় (১৯৯৯)

দীন চণ্ডীদাস জানিয়া শুনিয়া সজ্ঞানে অনেক স্থলে চণ্ডীদাসের অনুকরণ করিতে গিয়াছেন। তিনি চণ্ডীদাসের মতন পদের শেষ কলির প্রথমে নিজের নাম বিশেষণহীন চণ্ডীদাস বলিয়া লিখিয়াছেন। যেমন—

দী ৪৭৪—চণ্ডীদাস কহে, শুন সুধামুখি, দূত-মুখে শুনি বাণি।
বিষম বিরহ, দূরে তেয়াগিয়া, শুনহ রমণী ধনি॥ (৫৩২)

এখানে দুই বার শুন বলিলেও কবি কিছুই শুনান নাই ; অন্ত্য মিলও হয় নাই।

দী ৫০৯—চণ্ডীদাস কহে, সুবলের স্তুতি, দেখিয়া নাগর রায়।
করেতে ধরিয়া, নিল উঠাইয়া, আলিঙ্গন ভেল তায়॥ (৭২৩)

কৃষ্ণ হাতে ধরিয়া সুবলকে তুলিলেন, আর তাহাতেই আলিঙ্গন হইয়া গেল—ইহার মধ্যে কবির নিজের মন্তব্য কিছু নাই। প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাসের আক্ষেপের অক্ষম অনুকরণের আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ক. বি. ২৩৮৯ পুথির ২০০১ সংখ্যক পদটিতে—

কাহারে কহিব মরম কথা।
উগারিতে নারি হিয়ার বেথা॥
যে হয় ব্যথিত তাহারে কই।
মরম-বেদনা কহিল এই॥
ঘরে পরে হল্য কলঙ্ক সারা।
তনু তেয়াগিব এমতি ধারা॥

কেন বা চাহিল কালিয়া পানে।
হিয়া জরজর মরম স্থানে॥
কে এত সহিব বিষম তাপ।
জলে গিয়া দিব দারুণ ঁাপ॥
ননদী-বচনে কুশের কাঁটা।
চণ্ডীদাস কহে বিষম লেঠা॥ (দী ৭৫৬)

হিয়ার ব্যথা উগারিয়া ফেলার মতন বীভৎস কথা চণ্ডীদাস কোথাও লেখেন নাই। "এমতি ধারা" নিতান্তই পদ্যে মিল যোগাইবার জন্য। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের দীনতা সব চেয়ে প্রকট হইয়াছে "দারুণ" ঝাঁপে।

সহজিয়া চণ্ডীদাসগণ

নীলরতনবাবুর সঙ্কলনে "রাগাত্মিকা পদাবলী" পর্য্যায়ে ৭৬৪ হইতে ৮২৩ এই ষাটটি সহজিয়া ভাবের পদ ধৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে ৭৮২ সংখ্যক পদে আছে—

চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে
জীবের লাগয়ে ধান্দা।
শ্রীরূপ করুণা যাহারে হইয়াছে
সেই সে সহজ বান্ধা॥

এই পদে শ্রীরূপের উল্লেখ আছে। ইহা প্রাক্‌চৈতন্য যুগের চণ্ডীদাসের রচনা হইতে পারে না। মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় ক. বি. ৩৪৩৬ পুথিতে শ্রীরূপের দোহাই দেওয়া আর একটি পদ পাইয়াছেন (যাহা নী-তে নাই)—

রসের ভজন রস আস্বাদন
শুনহ রসিক ভাই।
শ্রীরূপের মত সেই স্বতঃসিদ্ধ
ছয় তত্ত্ব যাতে পাই॥

পদটির ভণিতায় আছে—

চণ্ডীদাসে কয় ভজন এ হয়
রাখিহ হৃদয় মাঝে।
করিলে প্রকাশ হবে সর্ব্বনাশ
যাইতে নারিবে ব্রজে॥ (J. L. 1928, পৃঃ ৩-৪)

নী ৭৯৩ পদে আছে—

অভাগিয়া কাকে, স্বাদু নাহি জানে, মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিক কোকিল, জ্ঞানের প্রভাবে, মজয়ে চূত-মুকুলে॥

ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সুপ্রসিদ্ধ পয়ার "অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফল" ইত্যাদির প্রতিধ্বনি। ঐ পদের ভণিতায় আছে—

সহজ কথাটি, মনে করিলাম, শুন লো রাজার ঝি।
বাশুলী আদেশে, জানিবে বিশেষে, আমি আর বলিব কি॥

নী ৭৯১-তে আছে—

রাগের ঘরেতে বৈদিগ থাকিলে
রসিক নাহিক দেখি।

ইহার কোন প্রকার অর্থ হয় না। প্রকৃত পাঠ ক. বি. ৩৪৩৬ পুথিতে আছে—

রাগের ঘরেতে বৈধি থাকিলে
রসিক নাহিক লেখি। (J. L. 1928, পৃঃ ২৬)

রাগানুগা ও বৈধী ভক্তির পার্থক্য শ্রীরূপই প্রথম প্রদর্শন করেন। সুতরাং এই পদের রচয়িতা প্রাক্চৈতন্যযুগের হইতে পারেন না। ১০০৯ সনে লিখিত এক পুথিতে "কহে চণ্ডীদাসে, রসের উল্লাসে, রজকিনী সঙ্গে রবে" ভণিতাযুক্ত এক পদে আছে—

নহে কামানুগা, বটে রাগানুগা, আসক করিলে পাবে।
রূপের স্বরূপ, কৃপা অনুগত, রূপ রতি অঙ্গে থুবে॥
(বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ২৬৩)

এই পদও শ্রীরূপের পরবর্ত্তী কালের কোন সহজিয়া চণ্ডীদাসের রচনা।

এ যুগের লোকে চণ্ডীদাসের আর কোন পদের সঙ্গে পরিচিত থাকুন বা না থাকুন, তাঁহারা এই কলিটির সঙ্গে সুপরিচিত—

চণ্ডীদাস কহে, শুন হে মানুষ ভাই।
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই। (নী ৮০৯)

যে পদটিতে ইহা আছে, সেটি কিন্তু প্রাক্চৈতন্য চণ্ডীদাসের রচনা হইতে পারে না; কেননা, উহাতে মঞ্জরীভাবের সাধনার কথা আছে। সখীর অনুগা হইয়া মঞ্জরীভাবের সাধনা শ্রীরূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রথম ঘোষিত হয় এবং ম ঠাকুর উহা বাংলাদেশে প্রচার করেন। ঐ পদটিতে আছে—

কেবা অনুগত কাহার সহিত
জানিব কেমনে শুনে।
মনে অনুগত মুঞ্জরী সহিত
ভাবিয়া দেখহ মনে ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৩৬ পুথিতেও মঞ্জরীভাবের সাধনার কথা আছে। যথা—

ধারার দুয়ারে নলিনী দলে।
নব বৃন্দাবন তাহারে বলে ॥
সে রতি তাহার প্রভাব হয়।
মুঞ্জরী রতি চণ্ডীদাসে কয় ॥ (J. L. 1928, পৃঃ ৩১)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দীন চণ্ডীদাসও মঞ্জরীভাবের সাধনার কথা বলিয়াছেন। তাহা হইলে কি দীন চণ্ডীদাসই এই সব সহজিয়া পদের রচয়িতা ? মণীন্দ্রবাবু প্রথমে তাই ভাবিয়াছিলেন বলিয়া "দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী"র দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকার শেষে লিখিয়াছিলেন—"স্থানাভাববশতঃ সহজিয়া পদগুলি এই গ্রন্থে মুদ্রিত করিতে পারি নাই। চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত যাবতীয় সহজিয়া পদ লইয়া এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে।" কিন্তু পরে হয় তো তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দীন চণ্ডীদাস সহজিয়া পদের লেখক হইতে পারেন না, তাই "দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী"র তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন নাই।

দীন চণ্ডীদাস সহজিয়া পদের লেখক হইতে পারেন না ; কেন না, দীনের ১৪।১৫ শত পদ যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোথাও বাসলির উল্লেখ নাই। অথচ সহজিয়া পদগুলিতে বাসলির ছড়াছড়ি।

নী ৭৬৪ নিত্যার আদেশে বাশুলী চলিল।
নী ৭৬৫ চণ্ডীদাস কহে কহবে মোরে। বাশুলী কহিছে কহিব তোরে ॥
নী ৭৭০ বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে ধোপানী চরণ সার।
নী ৭৭১ বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে এ কথা পাছে কেহ শুনে।
নী ৭৯৭-র ভণিতাটি কৌতূহলোদ্দীপক—

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
বাশুলী-চরণে পড়ি।
হইবি গিন্নি ব্যঞ্জন বাঁটিবি
না ছুঁইবি হাঁড়ি ॥

3849

ক. বি. ৩৪৩৬ পুথিতে নিম্নলিখিত পদটিতে সহজিয়া ভজনের "আরোপ" তত্ত্বও আছে, আবার বাশুলি এবং রজকিনী আছে—

ইহার করণ জানে যেই জন
স্বরূপে আরোপে রয়।
সদ্‌গুরু কৃপায় জানিলে কারণ
সিদ্ধ বস্তু প্রাপ্ত হয়॥
বাসুলি কৃপায়ে সকলি জানিয়ে
স্বরূপ আরোপ করি।
কৃপা করি মোরে আশ পুরায়ল
স্বরূপ রজক নারি॥
সেই রজকিনী আমার জননী
সেবিয়া তাহার পায়।
কহে চণ্ডীদাস কৃপা করি রাখ
রাখহ আপন কায়॥

নী ৭৬৪ পদেও আছে—"ছাড়ি জপতপ, করহ আরোপ, একতা করিয়া মনে।"

আরোপতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখিয়াছেন—

"The realisation of the true nature of man as Krishna and that of woman as Radha is technically known as the principle of *aropa* or the attribution of divinity to man (Obscure Religious Cults, p I55)। নায়িকা যদি রাধা হয় এবং সাধক কৃষ্ণ, তাহা হইলে আবার "সেই রজকিনী আমার জননী" হয় কিরূপে? সহজিয়াদের মতে তাহা সম্ভব। নী ৮১৯ সংখ্যক পদটি "মানুষ মানুষ সবাই বলয়ে মানুষ কেমন জন" ইত্যাদি, ক. বি. ৩৪৩৬ পুথিতে কৃষ্ণদাসের ভণিতাতে পাওয়া গিয়াছে। নী ৭৭৮ "রসিক নাগরী রসের মরা" (তরু ২৩৯৩) পদটি ক. বি. ২৮৮ পুথিতে হরিচরণ দাসের ভণিতায় এবং নী ৮১৮ "মানুষ মানুষ ত্রিবিধ মানুষ" ইত্যাদি পদটি ঐ পুথিতে নরোত্তমের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে (J. L. 1928; পৃঃ ৩৭-৪০)। এইপদগুলি নিশ্চয়ই শ্রীচৈতন্য-পরবর্ত্তী।

নী ৭৬৪তে চণ্ডীদাসের নায়িকার নাম রামিণী বলা হইয়াছে—

ভজন তোমারি রজক ঝিয়ারি
রামিণী নাম যাহার।

ক. বি. ২৮৮তে ইহার পাঠান্তর পাওয়া যায়—

তোমার আরোপ রজক ঝিয়ারি
রামিণি বলিয়ে যারে॥

ঐ পুথিতে (ক. বি. ২৮৮, J. L. 1928, পৃঃ ৩৫) রামিণীর উক্তি বলিয়া একটি পদ আছে—

রামিণি কহিছে কথা।
শুনহ জগতমাতা॥
ভজন কহিলে মোরে।
এ দেহ সপিলাম তোরে॥
আমি এ রজক জাতি।
তিহোঁ দ্বিজ অধিপতি॥
শেযেতে ভাঙ্গিয়ে যাবে।
তখন প্রেমের বাধক হবে॥
দুইটি আখরে সাধিব কাকে।
বুঝিয়া কহিবে জজিব যাকে॥
কয়টি আখরে সামান্য যজি।
কয়টি আখরে বিশেযে ভজি॥
চণ্ডিদাস দ্বিজ পূজিত হয়।
আমার আরোপ সঙ্গত নয়॥
দুইটি আখরে সামান্য যজ।
তৃতীয় আখরে বিশেযে ভজ॥
বাসুলি কহিলে এই সে সার।
কহিলাম বাছা বেদান্ত পার॥

এই পদটিতে রামীকে পূরাপূরি সহজিয়াতত্ত্বের প্রচারকারিণীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। রামীর নামের ভণিতাযুক্ত দুইটি পদও দেখা যায়, কিন্তু ঐ রামী সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক হইতে পারেন না; কেন না, তাঁহার নিম্নলিখিত পদটিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব সুস্পষ্ট ঃ—

তুমি দিবাভাগে নিশা অনুরাগে
ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ না দেখিয়া দুখ
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটি সমকাল মানি সুজঞ্জাল
যুগতুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে মন নহে স্থির
ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটিল কুন্তল কত সুনির্ম্মল
শ্রীমুখমণ্ডল শোভা।
হেরি লয় মনে এ দুই নয়নে
নিমেষ দিয়াছে কেবা॥
চাহে সর্ব্বক্ষণ হয় দরশন
নিবারণ সেহ করে।
ওহে প্রাণাধিক কি কব অধিক
দোষ দিয়ে বিধাতারে॥
তুমি যে আমার আমি হে তোমার
সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয় চণ্ডীদাস বিনা
জগৎ দেখি আঁধার॥

এই পদটি কোন অক্ষম লেখকের রচনা; কেন না, "তুমি দিবাভাগে নিশা অনুরাগে" বলিতে কোন ভাবই সুস্পষ্ট হয় না।

চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত সহজিয়া পদগুলি কোন একজন কবির লেখা নহে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এই পদগুলি রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন নিজেকে 'আদি চণ্ডীদাস' বলিয়াছেন; কেহ বা শ্রীরূপ গোস্বামীর দোহাই দিয়া পদ লিখিয়াছেন; আবার একজন চণ্ডীদাস এত খোলাখুলি ভাবে "যুবতীর কোলে"র মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহাকে "ফাজিল চণ্ডীদাস" আখ্যা দিতে ইচ্ছা করে। তাঁহার দুইটি পদ তৃতীয় পরিশিষ্টের শেষে দেওয়া হইল।

সাহিত্য-পরিষদের ১৮০ সংখ্যক পুথিতে একজন সহজিয়া চণ্ডীদাসের সহজিয়া সাধনের একটি পদ পাওয়া যায়—

কামেত জননি ভাবেত সতিনি
ব্রজরতি অতি খারা।
এ সব বুঝিঞা যে জন মজ্যেছে
উপাসনা বুঝেছে তারা॥
উত্তম ব্যঞ্জন অন্ন ঘৃত দধি
অলপ খাইয়া চাইয়ে রবে।
ভোজন করিলে ক্ষুধা শান্তি হবে
রাগ রতি ভাসিয়া যাবে॥
রাগ রতি গেলে তারে নাহি মিলে
কতেক করুক খেদ।
প্রকৃতি জ্বালা গলার মালা
স্বভাব ভাবিতে ভেদ॥
প্রকৃতি সাধন সিদ্ধ পিঠ সম
যদি থির হত্যে পারে।
চঞ্চল হইলে ও কাম রতিতে
উঠু ডুবু করি মরে॥
পরম আত্মার প্রগটন হইলে
রতি স্থির তার [হয়]।
ভাব সিদ্ধ কিবা পাইলাম সঞোগে
রাখিতে বিষম দায়॥
চণ্ডীদাস কহে রজকি আবেশে
ডুবিলাম বহুত দূর।
রজকিনির পায় এ তনু সপিলু
ভাঙ্গিল সকল ঘোর॥

এই চণ্ডীদাস রজকিনীর পায়ে তনুসমর্পণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পদ্য মিলাইতে পারেন নাই। এই সব দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে, সহজিয়া চণ্ডীদাস দুই এক জন নহেন—অনেক।

চণ্ডীদাসের পরিচয়

মহাকবি কালিদাসের কাল, জন্মস্থান, পারিবারিক জীবন প্রভৃতি বিষয়ে যেমন কতকগুলি কিম্বদন্তী ছাড়া বিশেষ কিছুই আমরা জানি না, চণ্ডীদাস সম্বন্ধেও তেমনি কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ আমরা পাই না। কালিদাস এক ছাড়া দুই জন নহেন, কিন্তু চণ্ডীদাস অনেক। বহু চণ্ডীদাসের বহু কাহিনী এক চণ্ডীদাসে আরোপ করার চেষ্টা হইতে আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদের সূত্রপাত হইয়াছে। কেহ বলেন, চণ্ডীদাসের বাসস্থান বীরভূম জেলার নান্নুরে, কেহ বলেন, বাঁকুড়া জেলার ছাতনায়। কেহ বলেন, তাঁহার প্রণয়িনীর নাম রামী, কেহ বলেন, রামীর অষ্টোত্তরশত নামের মতন রাই, রাসমণি, রামিণী প্রভৃতি বহু নাম ছিল; আবার কেহ বলেন, সেই রমণীর নাম তারা। একদল বলেন, বাসুলি দেবী পদ্মাসনা, চতুর্ভুজা বীণাপাণি, তাঁহার প্রকৃত নাম বিশালাক্ষী; অন্য দল বলেন, তিনি অসুরদলনী, দ্বিভুজা, খর্পর-খড়্গধারিণী এবং নৃমুণ্ডমালিনী। এই সব বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে একজন প্রতিভাবান্ চণ্ডীদাসের উদ্ভব হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য তাঁহারই পদ আস্বাদন করিয়া আনন্দলাভ করিতেন। ঐ চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির ন্যায় সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মিলন বিষয়ে পদকল্পতরুতে যে তিনটি পদ আছে (২৩৮৯, ২৩৯০, ২৩৯১), তাহা দুই জন সহজিয়া কবির মিলনকাহিনী লইয়া লিখিত। ২৩৮৯ সংখ্যক পদে দেখা যায় যে, পদকর্ত্তা হইতেছেন রূপনারায়ণ। মিথিলার রাজা শিবসিংহের উপনাম ছিল রূপনারায়ণ, কিন্তু তিনি কখনও কোন পদ রচনা করেন নাই। তাঁহার রাজসভার কবি চণ্ডীদাসকে তিনি দেখিতে যাইবেন, আর তল্পিতল্পা লইয়া কবির সঙ্গে সঙ্গে ছুটিবেন, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। ২৩৯০ পদে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, ঐ বিদ্যাপতি হইতেছেন কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি—

চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল
পুলক কলেবর গীর ॥

বিদ্যাপতির যে সব পদ নেপালে ও মিথিলায় পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটির ভণিতায় কবিরঞ্জন উপাধির উল্লেখ নাই।

তাঁহারা দুই জনে সহজিয়াদের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন—

রসিক হইতে কিয়ে রস উপজায়ত
রস হৈতে রসিক কহী।
রসিকা হইতে রসিক কিয়ে হোয়ত
রসিক হইতে রসিকা॥
রতি হইতে প্রেম প্রেম হইতে রতি
কিয়ে কাহে মানব অধিকা॥
পুছত চণ্ডী-দাস কবিরঞ্জনে
শুনতহি রূপনরাণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস-কারণ
লছিমা-পদ করি ধ্যান॥

বিদ্যাপতি কখনও কোন পদে 'লছিমাপদ ধ্যান' করার কথা বলেন নাই; সুতরাং ঐ বিদ্যাপতি কবিরঞ্জন উপাধিধারী সহজিয়া এক কবি এবং ঐ চণ্ডীদাসও একজন সহজিয়া। কেন না, ২৩৯১ সংখ্যক পদে তাঁহারা কাম-সাধনার কথাই বলিয়াছেন—

পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ
অধিক রস যে পিয়ে।
রতি-সুখ-কালে অধিক সুখহি
তা নাকি পুরুষে পায়ে॥

দুই জন মহাকবি মিলিত হইয়া পুরুষ অপেক্ষা নারী যে রতিসুখ অধিক পায়, এই আলোচনা করিবেন, ইহা সহজিয়া ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। পদটিতে অবশ্য আছে যে, এইরূপ আলোচনা করিয়াই তাঁহারা প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়াছিলেন—

ভণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেম-তরঙ্গে॥

কবিতা একজনেই লেখে; এখানে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও রূপনারায়ণ সমবায় করিয়া পদ লিখিয়াছেন! এরূপ পদকে কোনরূপ ঐতিহাসিক গুরুত্ব দেওয়া

যায় না ; তবে আসল চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি যদি দুই বিভিন্ন যুগের লোক হইতেন, তাহা হইলে এরূপ কিম্বদন্তী সৃষ্ট হইত কি না সন্দেহ।

১৩৪৪ সালে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় প্রবাসী প্রেস হইতে কৃষ্ণপ্রসাদ সেন-বিরচিত "চণ্ডীদাস-চরিত" নামে এক অভিনব কাব্য প্রকাশ করেন। উহার 'বিজ্ঞাপনে' বিদ্যানিধি মহাশয় জানাইয়াছেন যে, আন্দাজ ১৮১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে বলাই-নারাণের রাজ্যকালে কৃষ্ণপ্রসাদ সেন ঐ গ্রন্থ রচনা করেন বটে, কিন্তু উহা তাঁহার প্রপিতামহ উদয় সেনের "চণ্ডীদাস-চরিতামৃতম্" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া লেখা। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ উদয়সেনকে ছাতনার রাজা উত্তর-নারাণ "চণ্ডীদাসচরিত্র" বর্ণনা করিতে আদেশ দেন। ১৮১৩ হইতে ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ব্যবধান ১৬০ বৎসর ; ইহার মধ্যে মাত্র চার পুরুষের (প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ) জীবনকাল হওয়া কিছু বিচিত্র ; সাধারণতঃ এক এক পুরুষের কাল ২৫।৩০ বৎসর ধরা হয়। যাহা হউক, উদয়সেনের সংস্কৃত পুথির মাত্র একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপ্রসাদ সেন লিখিয়াছেন যে, চণ্ডীদাস রাজাকে বলিলেন—

যেই দিন মহামুদী ঘোর অত্যাচারী।
বসিলেন সিংহাসনে পিতৃহত্যা করি॥
তার পূর্ব্বদিনে মোর জন্ম মধুমাসে।
তুমি কিনা বল মোরে বালক বয়সে॥ (পৃঃ ৪৪)

ইহার টিপ্পনীতে বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন যে, মুহম্মদ তুঘলক তাঁহার পিতা ঘিয়াসুদ্দিন তুঘলককে ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ্চ মাসে হত্যা করেন ; সুতরাং "চণ্ডীদাসের জন্মশক ও মাস জানা গেল।" এ জানার মূল্য কি ? যদি উদয়সেনের পুথির অস্তিত্ব স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও উহা চণ্ডীদাসের তথাকথিত জন্মকালের ৩২৮ বৎসর পরের লেখা। আমি যদি সাজাহানের রাজ্যকালের প্রথম দিক্‌কার কয়েকটি এমন ঘটনার কাল নির্দ্দেশ করি, যাহা কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না, তবে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য যতটা হইবে, উদয়সেনের উক্তিও ততটা মূল্যবান্। কিন্তু "চণ্ডীদাসচরিত" পড়িয়া মনে হয় যে, ইহা তো কোন প্রাচীন গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়া লেখা নহেই ; এমন কি, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন রাজা রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্ম সুপ্রচারিত হয় নাই, তখনকার রচনাও নহে। ঐ গ্রন্থে আছে—"ভক্তি হলে মিলে ব্রহ্মজ্ঞান" (পৃঃ ২৩) ; "ব্রহ্মভাবের ভাবুক হলে উচ্চপদ পাবি" (পৃঃ ২৭)।

প্রকৃতি ছাড়িঞা তুমি ব্রহ্ম-প্রাপ্তি আশে।
যেই কর্ম্ম কর সেটা ব্যর্থ হয় শেষে ॥ (পৃঃ ৬২)

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের কোন লেখকের পক্ষে "কোনস্থুলি" (counsel) শব্দের সঙ্গে পরিচিত থাকা খুব বেশী সম্ভব নহে, অথচ "চণ্ডীদাসচরিতে" আছে—

কোনস্থুলি কারকুন মুনসী পাটআরি।
ঘাটআল সদিআল পুলিশ প্রহরী ॥ (পৃঃ ৯৯)

গ্রন্থকার আবদুর রহমান নামক চণ্ডীদাসের এক সমসাময়িককে শুধু কোরাণের পণ্ডিত নহে, পারসি সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তারও কণ্ঠস্থকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

আবদুর রহমান সবার সম্মানী।
কোরাণ আবেস্তা তার তুণ্ডাগ্রেতে জানি ॥ (পৃঃ ৫৯)

এই গ্রন্থে চণ্ডীদাসের মুখ দিয়া 'মানুষ' কাহাকে বলে, তাহা বলানো হইয়াছে—

বাঘও বলিতে মানুষ বুঝায়, ছাগও বলিতে তাই।
আকাশ পাতাল সকলি মানুষ, তা ছাড়া কিছু ত নাই ॥
স্বর্গ মানুষ, নরক মানুষ, মানুষ পরম প্রভু।
হচ্ছে মানুষ, মচ্ছে মানুষ, মানুষ নিত্য স্বভূ ॥ (পৃঃ ২৬)

যে গ্রন্থকারের মতে 'বাঘও মানুষ,' 'ছাগও মানুষ,' তাঁহার উক্তিকে ভিত্তি করিয়া চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কোন সংবাদ দেওয়া নিরাপদ্ নহে। তিনি বলেন যে, চণ্ডীদাস ও তাঁহার ভ্রাতা দেবীদাস ব্রহ্মণ্যপুরের অধিবাসী এবং তাঁহাদের পিতার নাম নিত্যনিরঞ্জন শর্ম্মা (পৃঃ ৩৩)। শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা ছাতনায় তুলোট কাগজের ছয় পাতার এক খণ্ডিত পুথির সমাপ্তিকাল ১৩৮৭ শক শ্রাবণ মাস পাইয়াছেন (১৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁহার ধারণা, পুথিখানি চণ্ডীদাসের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবীদাসের লেখা—অবশ্য প্রমাণ কিছু নাই। ঐ পুথিখানিতে বাসুলীর স্তব করিতে করিতে সহসা খাপছাড়া ভাবে এক শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, চণ্ডীদাসের পিতার নাম নিত্যনিরঞ্জন, মাতার নাম বিন্ধ্যবাসিনী। নিত্যনিরঞ্জন ভরদ্বাজকুলোদ্ভব "অর্থাৎ মুখোপাধ্যায়" ছিলেন এবং তাঁহাকে 'শ্রীকৃষ্ণভক্তপ্রিয়ঃ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। (সত্যকিঙ্কর সাহানাকৃত চণ্ডীদাস প্রসঙ্গ, পৃঃ ৩৯)। তাঁহার পুত্র চণ্ডীদাসের পক্ষে ছাতনায় আসিয়া 'প্রবিকটদশনা' রুধিরপানশীলা বাসুলীর অনুরক্ত ভক্ত হওয়া সম্ভব কি না বিবেচ্য। অজস্র ভুলে পরিপূর্ণ বাসুলী মাহাত্ম্যের পুথির মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে

চণ্ডীদাসের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার উপরও কোন আস্থা স্থাপন করা যায় কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখা দরকার।

চণ্ডীদাস নান্নুরে থাকিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। পদকল্পতরুতে (৮৭৭) ধৃত 'কানুর পিরিতি, চন্দনের রীতি' ইত্যাদি পদেও পাওয়া যায়—

নান্নুরের মাঠে গ্রামের হাটে
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
সুখ যে পাইব কোথা॥ (১৮১)

বীরভূম জেলার কীর্ণাহার ষ্টেসনের চার মাইল দূরে যে নান্নুর গ্রাম আছে, তাহার নাম পূর্ব্বে নাকি নাহুড় ছিল। ঐখানে এক বাশুলী দেবী আছেন। সেখানে চণ্ডীদাসের ভিটা ও রামীর কাপড়কাচার পাটও দেখানো হইয়া থাকে। বাঁকুড়া জেলার ছাতনার নিকট এক নুনুআর মাঠ আছে (চণ্ডীদাসচরিত, পৃঃ ১১); উহাকেই নান্নুর বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে। ছাতনাতেও বাশুলী দেবীর মন্দির আছে এবং চণ্ডীদাসের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ আছে।

"কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র কবি অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস খুব সম্ভব ছাতনার বাশুলীর উপাসক ছিলেন। ঐ বাশুলীর ধ্যানমন্ত্রটি সত্যকিঙ্কর সাহানা মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন (চণ্ডীদাস-প্রসঙ্গ, পৃঃ ১৫)। উহা এইরূপ—

ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দূরাভাবসানা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গং পিব পিব রুধিরং বাসলী পাতু সা নঃ॥

রুধিরপানরতা বিকটদশনা মুণ্ডমালিনী বাসলী বা বাশুলির গণ অথবা উপাসকের পক্ষে রাধাকৃষ্ণের ঢামালী বা ধামালী অর্থাৎ কেচ্ছা লেখা অস্বাভাবিক নহে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কোথাও রজকিনীর কোনপ্রকার উল্লেখ বা ইঙ্গিত নাই। বীরভূম জেলার নান্নুরে অবস্থিত বাশুলির উপাসকের পক্ষে শুধু চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদসমূহ রচনা করা সম্ভব। কেন না, ঐ বাশুলি তন্ত্রোক্ত দ্বিভুজা খড়্গ-খেটকধারিণী মুণ্ডমালিনী নহেন, পরন্তু চতুর্ভুজা বীণাবাদিনী বিশালাক্ষী। তিনি বৈষ্ণব না হইলেও উগ্র শাক্ত ছিলেন না। তাঁহার পদসমূহে শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরত্ব আরোপিত হয় নাই। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ কিন্তু বারংবার বড়াই করিয়া বলেন যে, তিনি ভগবানের অবতার।

বর্ত্তমান সঙ্কলনের প্রথম ভাগে মাত্র চারিটি পদে (১০, ৭৮, ৮৭, ৯১) বাশুলির উল্লেখ আছে। গীতচন্দ্রোদয় ও পদকল্পতরুতে ধৃত 'কনক বরণ কিয়ে দরপণ' ইত্যাদি পদটির ভণিতায় আছে—"কহে চণ্ডীদাসে বাশুলি আদেশে" (১০)। দ্বিতীয় (৭৮) ও চতুর্থ পদটি (৯১) কোন প্রাচীন সঙ্কলনগ্রন্থে ধৃত হয় নাই। দ্বিতীয় পদে (৭৮) "চণ্ডীদাসে কয়, বাশুলী সহায়" এই উক্তি আছে। তৃতীয় পদটি (৮৭) পদকল্পতরুতে আছে; এখানে কবি বাশুলীকৃপাতে লিখিতেছেন বলিয়াছেন। চতুর্থ পদেও (৯১) প্রথম পদের ন্যায় "বাসুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাসে" উক্তি পাওয়া যায়। এই কবির সহিত কোন রজকিনীর প্রণয় ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। "যখন পিরিতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা" ইত্যাদি পদকল্পতরুধৃত (৮১৪) পদের ভণিতায় আছে—

কবি চণ্ডীদাসে কয় কিবা তুমি কর ভয়
বন্ধু তোর নহে অকরুণ।

কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯২ সংখ্যক পুথির পাঠ—

ধুবিনি চরণরজে ধ্যান করি হিয়া মাঝে
চণ্ডীদাস করয়ে বিনতি ॥ (৬৪)

এই সঙ্কলনের প্রথম ভাগে প্রদত্ত ১২০টি পদের মধ্যে এই পাঠান্তরটি ছাড়া অন্য কোথাও রজকিনীর উল্লেখ নাই। দ্বিতীয় ভাগে প্রদত্ত ১০১টি পদের মধ্যে মাত্র তিনটি পদে (১৩৮, ১৮৮ এবং ২১৫) রজকিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু প্রথম পদটির পদকল্পতরু ধৃত (৮৮৮) পাঠে ঐ উল্লেখ দেখা যায় না, যদিও নীলরতনবাবু উহার পাঠ ধরিয়াছেন—"চণ্ডীদাস কহে রামি ইহার গুরু তুমি" (১৩৮)। অন্য দুইটি পদের পদকল্পতরুধৃত পাঠেও রজকিনী রহিয়া গিয়াছে, যথা—

চণ্ডীদাস-মন বাশুলী চরণ
আদেশে রজক-নারি। (১৮৮, তরু ৮৭৯)

পদটির ভাব ও ভাষা প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাসের সহিত অভিন্ন। পদকল্পতরুর ৬৪০ সংখ্যক পদের ভণিতা—

রজকী সঙ্গতি চণ্ডীদাস গীতি (২১৫)

কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের দোঃ পুথিতে পাঠ—"বাশুলি সঙ্গতি"। তাহা হইলে পদকল্পতরুতে মাত্র একটি পদে (৮৭৯) রজকিনীর ইঙ্গিত রহিয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে, পদকল্পতরু সঙ্কলনের পূর্ব্বে, সপ্তদশ

বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে আচার-নিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ চণ্ডীদাসকে রজকিনী-দোষ হইতে মুক্ত করিবার জন্য কবির পদের ভণিতার পাঠ বদলাইয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু অনবধানতাবশতঃ একটি পদে আদি ও অকৃত্রিম ভণিতা রহিয়া গিয়াছে। অবশ্য এই অনুমানের বিপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, চণ্ডীদাসের সহিত সত্যই কোন রজক-নন্দিনীর প্রণয় ছিল না, সহজিয়ারা পরবর্ত্তী কালে কয়েকটি পদে ঐ সম্বন্ধে ভণিতা জুড়িয়া দিয়াছেন এবং পদকল্পতরুর ৬৪০ সংখ্যক পদটি (২১৫) এতই খোলাখুলিভাবে অশ্লীল যে, ঐটি পূরাপূরিভাবেই কোন সহজিয়ার রচনা।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বলিয়া খ্যাত মুকুন্দদাস 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়' নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উহার প্রথম ছয়টি প্রকরণের পুথি অনেকগুলি পাওয়া যায়, কিন্তু ১৩১২ সালে রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ মহাশয় মুর্শিদাবাদ জেলার তাঁতিবিরল গ্রামে কৈলাসচন্দ্র ঠাকুরের নিকট সপ্তম হইতে অষ্টাদশ প্রকরণ পাইয়া সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবেরা বলেন যে, শেষের ১২ প্রকরণ সহজিয়ারা যোগ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের সপ্তম প্রকরণে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে কাহিনী লিখিত হইয়াছে, তাহার নায়িকার নাম রামী নহে—তারা। কাহিনীটি কৌতূহলোদ্দীপক, তাই নীচে তুলিয়া দিতেছি—

তারা রজকিনী সঙ্গে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
আস্বাদিলা প্রেমসুখ রসের নির্যাস॥
তারার রূপের কথা না যায় বর্ণন।
আনের কা কথা দেখি মুরুছে মদন॥
কাঞ্চনবরণ তনু বিদ্যুৎবরণী।
ঈষৎ মধুর হাসি বঙ্কিম চাহনি॥
কনক রচিত অঙ্গে নানা অলঙ্কার।
কটাক্ষে হরয়ে চিত্ত বৈধীজাড্য যার॥
সহজে হরিতে পারে রসিকের মন।
জ্ঞানী যোগী বৈধীজাড্য না ধরে জীবন॥
তারার যতেক গুণ যতেক চরিত।
রাধাকৃষ্ণ লীলারসে করিলা বিদিত॥
একদিন চণ্ডিদাস সঙ্কেত করিয়া।
মেঘের আড়ম্বে নিশি রহিল জাগিয়া॥

নিয়ম করিয়াছিল দশ দণ্ড রাতি।
সময় বহি গেল তবু না আইল যুবতী॥
সহচরী সঙ্গে করি আছয়ে সদনে।
নিরবধি ঝরে প্রাণ প্রভু প্রেমগুণে॥
হেন কালে চণ্ডিদাস রহিতে নারিল।
ভাবিতে ভাবিতে পুন সঙ্কেতে আইল॥
তাহা না দেখিয়া হইল অত্যন্ত কাতর।
কান্দিতে কান্দিতে আইলা ধুবিনীর ঘর॥
নিভৃত আঙ্গিনা এক মিলনের তরে।
দাড়াঞা রহিলা তথা বাক্য নাহি সরে॥
নিজ সহচরী বিনে অন্য যদি হয়।
জানিলে সকল নাশ পাইবে পরিচয়॥
হেন কালে রজকিনী সখীরে কহিল।
কেন বা আমার প্রাণ চমকি উঠিল॥
ঠাকুর বুঝি আসিয়াছে সঙ্কেতের স্থানে।
একবার যাহ সখী আমার বচনে॥
সখী দেখি কহিলেন নাহিক ঠাকুর।
কান্দিয়া ব্যাকুল হইল বিরহে আতুর॥
কি করিব কথি যাব অন্ধকার রাতি।
কেমনে হইবে দেখা প্রভুর সংহতি॥
কান্দিতে কান্দিতে রামা বাহিরে আইল।
প্রদীপ লইঞা করে দেখিতে লাগিল॥
আঙ্গিনার এক ভিতে আছয়ে ব্রাহ্মণ।
মদনে পীড়িত অঙ্গ সঘনে কম্পন॥
সব তনু তিতিঞাছে মন্দ বরিষণে।
অনর্গল প্রেমধারা বহিছে নয়নে॥
ঠাকুরের দুই কর ধুবিনী ধরিঞা।
কহিতে লাগিলা কিছু বিলাপ করিঞা॥
এ ঘোর মেঘের ঘটা কেমনে আইলা।
আমার লাগিয়া তুমি এত দুঃখ পাইলা॥

কি করিব কিবা হবে আমি একাকিনী।
দুরন্ত শাশুড়ী আমার ননদী বাঘিনী॥
আজিকার দুঃখ তুমি সুখ করি মান।
আমার মনের কথা সব তুমি জান॥
এই মত যত কথা কহিল ধুবিনী।
ঘরে আসি চণ্ডিদাস করিল গাঁথনি॥

তত্র পদং

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা—ইত্যাদি (৫১)

রবীন্দ্রনাথ কি এইরূপ একটি কাহিনী শুনিয়াই তাঁহার "বৈষ্ণব কবিতা"য় লিখিয়াছেন—

'হেরি কাহার নয়নে
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?'

'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে'র অষ্টম প্রকরণে ৬১টি পদ ধৃত হইয়াছে; তাহার মধ্যে তরুণীরমণ নামে এক কবির ব্রজবুলি-মিশ্রিত অনেকগুলি পদ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১১১ সংখ্যক পুথি কৃষ্ণদাসকৃত 'রত্নসারে' আছে (১৮৭ পৃঃ)—

ইহা জানি চণ্ডীদাস তরণিরমণ।
গীতছন্দে গাইলেন পিরিতি যে ধন॥

এই তরণিরমণ ও তরুণীরমণ একই ব্যক্তি কি না জানি না। 'রত্নসারে' তরণিরমণ চণ্ডীদাসের "পিরিতি বলিয়া তিনটি আখর বিদিত ভুবন মাঝে" ইত্যাদি পদটি ধৃত হইয়াছে। উহার সহিত নীলরতনবাবুর ৩৮৫ সংখ্যক পদের কিছু মিল আছে। পদ দুইটি পাশাপাশি দেওয়া হইল—

নী ৩৮৫	রত্নসারে তরণিরমণ চণ্ডীদাসের পদ
পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর	পিরিতি বলিআ তিনটি আখর
বিদিত ভুবন মাঝে।	বিদিত ভুবন মাঝে।
তাহে যে পশিল সেই সে জানিল	যাহারে পশিল সেই সে মজিল
কি তার কুল-ভয় লাজে॥	কি তার কলঙ্ক লাজে॥
বেদ-বিধিপর সব অগোচর	দুহার অধর সুধারস পানে
ইহা কি জানে আনে।	তাহে উপজিল পি।

রসে গরগর রসের অন্তর
সেই সে মরম জানে ॥
তুহুঁক অধর সুধারস বাণী
তাহে উপজিল পী।
হিয়ায় হিয়ায় পরশ করিতে
তাহার তুলনা কি ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি
পীরিতি রসের ভোর।
পীরিতি করিয়া ছাড়িতে নারিবে
আপনি হইবে চোর ॥

নয়ানে নয়ানে বাণ বরিখানে
তাহে উপজিল রি ॥
হিয়ায় হিয়ায় পরস করিতে
তাহে উপজিল তি।
এ তিন আখর অতি মনোহর
ইহার তুলনা কি ॥
তাহে তুখ সুখ হয় পরতেক
সদাই সুখের পারা।
তরণিরমণ করে নিবেদন
মরিলে না যায় ছাড়া ॥

(J. L. 1927, পৃঃ ৭৭)

পদ দুইটি মিলাইয়া পড়িলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তরণিরমণের পদই বিকৃত ও বিকলাঙ্গ হইয়া নীলরতনবাবুর ৩৮৫ পদে পরিণত হইয়াছে। নীলরতনবাবুর ধৃত পাঠে—"কি তার কুলভয় লাজে"—নয় অক্ষর হওয়ায় ছন্দপতন হইয়াছে; রত্নসারে বিশুদ্ধ পাঠ—"কি তার কলঙ্ক লাজে"। নীলরতনবাবুর গৃহীত পাঠে শুধু 'পী'র জন্মকথা আছে, রি ও তির উল্লেখ নাই, রত্নসারে উহা আছে।

রত্নসারের পদের ভণিতায় শুধু তরণিরমণ আছে, কিন্তু ঐ গ্রন্থের লেখক কৃষ্ণদাস বলিতেছেন, তাঁহার নাম ছিল চণ্ডীদাস তরণিরমণ। এই উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চণ্ডীদাস নামটি শুধু যে বহু লোক ধারণ করিতেন, তাহা নহে, উহা অনেকটা উপাধির মতন ব্যবহৃত হইত—যেমন হয় এখন কুম্ভকোণম্, পুরী, দ্বারকা ও যোশীমঠের প্রধান মহান্তের শঙ্করাচার্য্য নাম। এই সব শঙ্করাচার্য্য থাকিলেও যেমন একজন আদি শঙ্করাচার্য্য ছিলেন, তেমনি একজন আদি চণ্ডীদাসও অবশ্য ছিলেন। সহজিয়ারা তাঁহাকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টা করিয়া, 'আদি চণ্ডীদাস' ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন'। যথা—

চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন।
সপ্ত আখর তাহার চিন ॥
দুইটি আখরে সদা পীরিতি।
তিনটি পরশে উপজে রতি ॥

নির্জ্জন কাননে আছয়ে ঘর।
দুইটি আখর পাঁচের পর॥
কনক-আসন আছয়ে তাথে।
মনসিজ-রাজ বৈসয়ে যাথে॥
কর্পূর চন্দন শীতল জলে।
যেমন আনন্দ লেপনকালে॥
তাপিত জন সে আনন্দ পায়।
শীত-ভীত জন ভয়ে পলায়॥
পঞ্চ রস আদি একত্র মেলি।
যে যার স্বভাব আনন্দ-কেলি॥
অষ্টম আখর একত্র যবে।
কনক-আসন জানিবে তবে॥
পঞ্চ রস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়॥—তরু ২৩৯৪, নী ৮১৫।

অন্য একটি পদেও এইরূপ আদি চণ্ডীদাসের ভণিতা দেখা যায়—

পীরিতি করিয়া ভাঙ্গয়ে যে।
সাধন অঙ্গ না পায় সে॥
প্রেমের পীরিতি মাধুরীময়।
নন্দের নন্দন কতেক কয়॥
রাগ সাধনের এমনি রীত।
সে পাপী জনার তেমতি চিত॥
সকল ছাড়িল যাহার তরে।
তাহারে ছাড়িতে সাধ যে করে॥
আদি চণ্ডীদাস চারি সে বুঝান।
মূঢ় উঠাইল জানিল মান॥—নী ৭৮৬।

যিনি সত্য সত্যই আদি ও অকৃত্রিম চণ্ডীদাস ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই এ পদ লেখেন নাই; কেন না, তিনি কখনও এ ধারণা করিতে পারেন নাই যে, চণ্ডীদাস নামধারী বহু লোকে পরে পদ রচনা করিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন পুথির বিবরণীর দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় যথার্থই বলা হইয়াছে—"In manifesting excessive zeal for imprinting these songs with

the stamp of an ancient authority, he has discarded other Candidasas, but has concealed himself under the shadow of the first Candidasa. This is the only reasonable argument that can explain the use of the term "Adi" before Candidasa; otherwise, the reason of Candidasa's expressing himself with the adjective Adi in two known padas only, remains unexplained. These two padas are not, therefore, the composetion of Adi Candidasa and they might probably have been the composition of no Candidasa at all." (পৃঃ VI)

চণ্ডীদাস নামটি যে সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে, আমরা যখন স্কুলের তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি, তখন নবদ্বীপের বনচারির ডাঙ্গায় এক চণ্ডীদাস ও রজকিনী দেখিতে যাইতাম। তাঁহারা পাশাপাশি যোগাসনে বসিয়া থাকিতেন, আর তাঁহাদের সামনে একটি কুকুরও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিত। ঐ চণ্ডীদাস পদ রচনাও করিতেন। আমরা চারি আনা দিয়া তাঁহার পদের বইও কিনিয়াছিলাম। এখন অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার "বাংলার বাউল ও বাউল গান" গ্রন্থে এই চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দ্বিজ চণ্ডীদাস

প্রাক্চৈতন্য চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন কোন পদের ভণিতায় "দ্বিজ চণ্ডীদাস" লেখা অসম্ভব নহে। দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত যে সব পদের ভাব ও ভাষা প্রথম ভাগে সন্নিবিষ্ট ১২০টি পদের অনুরূপ, যেমন ১৩৭, ১৪৪, ১৪৫, ১৫০, ১৮৫ সংখ্যক পদ, সে সব পদ হয় তো তাঁহারই রচনা।

কিন্তু দীন চণ্ডীদাসও বহু পদে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতা দিয়াছেন। "রমণী-মোহন, বিলসিতে মন" ইত্যাদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির ১০৮২ সংখ্যক পদটি যে দীনের রচনা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার ভণিতায় আছে—

রাস বিলসন, করল রচন, দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায়॥—(তরু ১২৯২)। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দীন চণ্ডীদাসের বনপাশের পুথিতে মাত্র সাতটি পদের ভণিতায় দ্বিজ চণ্ডীদাস নাম পাইয়াছেন। কিন্তু নীলরতনবাবুর সঙ্কলনে পালাগানগুলির মধ্যে যে সব দীন চণ্ডীদাসের রচনার বৈশিষ্ট্যযুক্ত পদ আছে, তাহাতে আমরা ৪৬ বার দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতা পাইয়াছি। যথা—

	ভণিতা	নীলরতনবাবুর সংস্করণের পদসংখ্যা
(ক)	দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে	২, ৩২, ৫৬, ১২০, ১৫৮, ১৬০, ৩১৪, ৪২৯, ৪৩৯, ৪৭৬, ৪৭৯, ৫০৪, ৬৯৮, ৭০৭
	দ্বিজ চণ্ডীদাস কিছু ভণে	৪৭৯
(খ)	ভণে দ্বিজ চণ্ডীদাস	২১৭
(গ)	কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস	১২৫, ১৪৪, ১৫৯, ২১৯, ২৩৭
(ঘ)	দ্বিজ চণ্ডীদাস কন	২৭
(ঙ)	দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে	১৩৭
(চ)	দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে	২৪২, ৩২৬
(ছ)	দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়	২৪৬
(জ)	দ্বিজ চণ্ডীদাসে গাই	৩০, ১৬৩
(ঝ)	দ্বিজ চণ্ডীদাস গান	৩৫, ৪৩০, ৪৬৬, ৫৩২, ৫৬৮,
(ঞ)	দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়	৪০, ৯৩, ১০২, ১০৬, ১৪১, ১৭৭, ৩৯৩, ৩৯৪, ৪৫৭, ৫৪২, ৬২২
(ট)	এ রস দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়, চোরের কখন মন শুদ্ধ নয়	২৩১
(ঠ)	চণ্ডীদাস দ্বিজে, তব তজবিজে পেতে পারে কি না পারে	৭০৮

কিন্তু তাই বলিয়া পদকল্পতরু প্রভৃতি অষ্টাদশ শতাব্দীর পদসঙ্কলনগুলিতে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত যে সকল সুন্দর সুন্দর পদ পাওয়া যায়, সেগুলির রচয়িতা কখনই দীন চণ্ডীদাস হইতে পারেন না।

দীন চণ্ডীদাস পালাগানের লেখক। তবুও নাপিতিনীবেশে মিলন (২০৯, ২১০), বাদিয়াবেশে মিলন (২১১), দেয়াসিনীবেশে মিলন (২১২), বাজীকর বেশে মিলন (২১৩, ২১৪), দোকানীবেশে মিলন (২১৫), চিকিৎসকবেশে মিলন (২১৬, ২১৭) এবং মালিনীবেশে মিলনের (২১৮) পদগুলি তাঁহার

রচনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এই পদগুলির প্রত্যেকটির ভণিতায় শুধু চণ্ডীদাস নাম আছে; কিন্তু ২০৯, ২১১ সংখ্যক পদের পদকল্পতরুধৃত পাঠ "দ্বিজ চণ্ডীদাস"। ২১৭ সংখ্যক পদের শেষাংশে আছে—"বাসুলীর তটে, চণ্ডীদাস রটে, নহিলে কাহার কাজ"। কিন্তু পদকল্পতরুতে উহার পাঠ—

বাশুলী নিকটে চণ্ডীদাস রটে
এমন কাহার কাজ।

(পদকল্পতরু ৬৪৩, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৬৪৪ সংখ্যা হইবে)।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দীন চণ্ডীদাস কখনও বাশুলীর নাম উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং এই পদটি দীনের রচনা হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্যের উল্লিখিত সব কয়টি পদেরই ভাব, ভাষা ও রচনাশৈলী এক ধরণের; সুতরাং ঐ পদ কয়টির কোনটিই দীনের রচনা নহে; খুব সম্ভব, প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাসের রচনা। দীন চণ্ডীদাস সুবলকে বাজিকর সাজাইয়া একটি পালা রচনা করিয়াছেন; তাহার ভাষার সহিত উল্লিখিত আখ্যায়িকার ভাষার যে আকাশ-পাতাল তফাত আছে, তাহা দীনের এই বর্ণনা হইতে দেখা যায়—

এ কথা শুনিয়া, সহচরী আগে, কহে বাজিকর রায়।
আমি কিছু জানি, তন্ত্র মন্ত্র যত, দেবঘাত আছে গায়॥
সহচরী দাসী, কহিতে লাগিল, শুন বাজিকর তোরা।
যদি বা পারহ, ভাল করিবারে, পাবে খাসা জামা জোড়া॥

(নীলরতনবাবুর সঙ্কলনের ৩৮ পদ)।

দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে একজন স্বতন্ত্র কবি শ্রীচৈতন্যের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামীর রচনা তাঁহার উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি পরম ভক্ত কবি ছিলেন। "সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদটি তাঁহারই রচনা; কেন না, ইহাতে দেখা যায়, রাধা শুধু 'পিরিতি'তে আকুল নহেন, তিনি নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবদের মতন নাম জপ করেন, অবশ্য ভালবাসারই খাতিরে—

"জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো"

আবার নামের প্রভাবে যে প্রেম জন্মে, তাহাও বলা হইয়াছে—

নামপরতাপে যার ঐছন করিল গো
তনুর পরশে কিবা হয়।

পদটিতে বিদগ্ধমাধবের "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং" শ্লোকের ছায়া পড়িয়াছে।

চণ্ডীদাসের পদে দেখি, রাধা কলঙ্কের ভয়ে অস্থির। আর দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদে তিনি শ্যাম-কলঙ্কিনী হইয়া কৃতার্থ—

মনে ছিল সাধ কানু পরিবাদ
সফল করল বিধি।

দীন চণ্ডীদাস ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের বড়ু চণ্ডীদাস যেমন শুধু চণ্ডীদাস ভণিতাতেও পদ রচনা করিয়াছেন, দ্বিজ চণ্ডীদাসও তেমনি চণ্ডীদাস ভণিতাতে কয়েকটি পদ লিখিয়াছেন। সেই পদকয়টির অন্তর্নিহিত ভাব হইতে বুঝা যায় যে, ঐ সব পদ শ্রীরূপ গোস্বামীর পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই। যেমন 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার' ইত্যাদি (১২৪) পদটির প্রথম কলিটি উজ্জ্বলনীলমণির পূর্ব্বরাগ-প্রকরণের দ্বাদশ শ্লোকের ভাব লইয়া লেখা বলিয়া সন্দেহ হয়। ১২৬ সংখ্যক পদটি 'সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া কৃষ্ণানুশীলনে'র উপদেশের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে হয়।

এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥
এ ছার নাসিকা মুঞি যত করি বন্ধ।
তভু ত দারুণ নাসা পায় শ্যামগন্ধ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান॥
ধিক্ রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥

এখানে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে" (১।১০) ইহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। এই পদের ভাষা ও সুরও চণ্ডীদাসের পদ হইতে পৃথক্। চণ্ডীদাসের রাধা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চান এই জন্য যে, ঘরে তিনি

শ্যাম নাম নিতে না পারি গৃহেতে
তবে তারা হেদে মরে।

১২১ সংখ্যক পদটি ও শ্রীজীব গোস্বামীর প্রীতিসন্দর্ভে প্রতিপাদিত অনুরাগ-লক্ষণের এবং ১৪১ ও ১৪২ সংখ্যক পদ প্রেমবৈচিত্ত্যের উদাহরণস্বরূপ লিখিত হইয়াছে। শ্রীজীব প্রীতি-সন্দর্ভে লিখিয়াছেন—

স এব রাগোঽনুক্ষণং স্वविষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়ন্ স্বয়ং চ নবনবীভবন্ননুরাগঃ। যস্মিন্ জাতে পরস্পরবশীভাবাতিশয়ঃ প্রেমবৈচিত্ত্যং তৎসম্বন্ধিন্য-

প্রাণিন্যপি জন্ম-লালসাবিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্ত্তিশ্চ জায়তে” (৮৪) অর্থাৎ সেই রাগই নিজের বিষয়ালম্বনকে অনুক্ষণ নবীন-নবীনরূপে অনুভব করাইয়া, নিজেও নূতন হইতে নূতনতর হইলে অনুরাগ নামে অভিহিত হয়। অনুরাগের উদয় হইলে পরস্পরের অত্যন্ত বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী অপ্রাণীতেও জন্ম লইবার ইচ্ছা এবং বিচ্ছেদে চিত্তের অতিশয় স্ফুরণ হয়। অনুরাগের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীরূপ উজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিয়াছেন—

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্ নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে ॥

(স্থায়িভাব, ১৩২)।

—যে রাগ সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয়কেও নবীন নবীন বোধ করায় এবং নিজেও নূতন নূতন হয়, তাহাই অনুরাগ। এইবার এই লক্ষণের সঙ্গে মিলাইয়া পড়ুন—

নিতুই নৌতুন পিরিতি দু জন
তিলে তিলে বাড়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাঢ়য়
পরিণামে নাহি থায় ॥
সখি হে, অদভুত দুহুঁ প্রেম।
এত দিন চাই অবধি না পাই
ইথে কি কষিল হেম ॥
উপমার গণ সব কইল আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
এ কি অপরূপ তাহার স্বরূপ
স্বভাবে করিল অন্ধ ॥

(তরু ৯১৩, এই সঙ্কলনের ১২৭)।

এখানে শ্রীজীব-ব্যাখ্যাত মহাভাব—যাহা অসমোর্দ্ধচমৎকারিতাদ্বারা উন্মাদক অনুভাবের অপর নাম, তাহার কথাই বলা হইয়াছে। এই ভাবের কথাকেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

রাধাপ্রেম বিভু—যার বাঢ়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়য়ে সদাই ॥

এই সঙ্কলনের ১২৮ সংখ্যক পদে প্রেমবৈচিত্ত্য দেখান হইয়াছে।—

এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি॥
তুহুঁ কোরে তুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় কি মরিয়া॥ (তরু ৯৪২)।

ইহা শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রদত্ত প্রেম-বৈচিত্ত্য সংজ্ঞার অনুসরণ করিয়া লেখা বলিয়া সন্দেহ হয়।

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেম-বৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥ (১৫।১৪৭)

—প্রিয় ব্যক্তি নিকটে থাকিলেও প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ বিচ্ছেদভয়ে যে আর্ত্তি বা কাতরতা, তাহারই নাম প্রেমবৈচিত্ত্য (শব্দটিকে অনেকে প্রেমবৈচিত্র ভাবিয়া খুব ভুল করেন)। ১২৯ সংখ্যক পদটিও প্রেমবৈচিত্ত্যের—

এমন পিরিতি কভু দেখি নাহি শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥ (তরু ৬৭০)।

শ্রীজীব মহাভাবের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"যস্মিন্ জাতে যোগে নিমেষাসহতা কল্পক্ষণত্বমিত্যাদিকং বিয়োগে ক্ষণকল্পত্বমিত্যাদিকম্।"—যে মহাভাবের উদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণসংযোগে অর্থাৎ মিলনের সময়ে চক্ষুতে নিমেষ পড়িলেও অসহ্য বিরহ বলিয়া মনে হয় এবং কল্পপরিমিত সময়কে ক্ষণকাল বলিয়া বোধ হয় (প্রীতিসন্দর্ভ ৮৪)।

দ্বিজ চণ্ডীদাসের রাধা শ্রীচৈতন্যেরই প্রতিমূর্ত্তি। তাই তিনি লজ্জাসরম, ভয়, সব কিছু ত্যাগ করিয়া—

অকেথন বেয়াধি কহন নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলী যেন ভূমিতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥

চণ্ডীদাস বলে কাঁদে কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তার হৃদয়ে জাগিয়া ॥
(তরু ৯১৪, এই সঙ্কলনের ১২১)।

ইহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত গয়া-প্রত্যাগত বিশ্বম্ভর মিশ্রের ভাবের কথা পড়িয়া লেখা। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন যে, নিমাই শ্রীবাসাদি ভক্তকে বলেন—

তোমা সভা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি কারো পায়ে ধরে সেই ঠাই ॥ (চৈ-ভাঃ, ২।২।৪৩)।

পুনরায়,—

"যে বৈষ্ণব ঠাকুর দেখেন বিত্তমানে।
তাঁহারেই জিজ্ঞাসেন 'কৃষ্ণ কোনখানে' ॥
গদাধরে দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা।
কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা ॥
সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব্ব হৃদয় বিদরে।
কি বোল বলিব হেন বচন না স্ফুরে ॥
সম্ভ্রমে বোলেন গদাধর মহাশয়।
নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমার হৃদয় ॥"
(চৈঃ-ভাঃ, ২।২।২০২-২০৪)।

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন—

আজু কে গো মুরলী বাজায়। এ ত কভু নহে শ্যামরায় ॥

ইহার গৌর বরণে করে আলো—ইত্যাদি পদটি হয় জ্ঞানদাস, নয় তাঁহার কোন অনুকরণকারীর রচনা বলিয়া মনে হয়। 'কানড় কুসুম করে' ইত্যাদি পদটি (১৯০) যদি রাজীবলোচনের না হয়, তবে দ্বিজ চণ্ডীদাসের।

এই সঙ্কলনের ১৫৪ সংখ্যক পদটির (তরু ৮৫১) ভাব ও ভাষা কিছুই দ্বিজ চণ্ডীদাস কিম্বা চণ্ডীদাসের রচনার সঙ্গে খাপ খায় না। এই পদটিতে রাধা রাগে অন্ধ হইয়া পাড়াগাঁয়ের কুঁদুলে বুড়ীর মতন সকলকে শাপশাপান্ত করিতেছেন—

গুরু দুরুজন যত বন্ধুর দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে ॥
আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়।
কালসাপিনী যেন তার বুকে খায় ॥

আমার বন্ধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপুরে যেন পোড়ে তার ঘর॥

পদটির ভণিতায় আছে—বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে। এই পদটি ছাড়া দ্বিজ চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত অন্য কোন পদে বাশুলীর উল্লেখ নাই।

শ্রীচৈতন্যোত্তর দ্বিজ চণ্ডীদাস বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গের সাধক, সুতরাং তাঁহার পদে বাশুলি ও রজকিনীর কোন উল্লেখ থাকিতে পারে না। পদকল্পতরুর ৮৮৮ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে—

দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে ইহার গুরু তুমি।

কিন্তু নীলরতনবাবু উহার পাঠ ধরিয়াছেন—"চণ্ডীদাস কহে রামি ইহার গুরু তুমি"। নীলরতনবাবুর ধৃত পাঠে পদটির মূল ভাবের সঙ্গতি রক্ষা পায় না। রাধা বলিতেছেন যে, 'পিরিতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি,' সুতরাং এমন দেশে যাইব, যেখানে পিরিতির কোন সংস্পর্শ নাই। এ ক্ষেত্রে সহসা চণ্ডীদাস কেন রামীকে বলিতে যাইবেন যে, রামীই ইহার গুরু? বরং শ্রীচৈতন্যোত্তর চণ্ডীদাস রাধাকে বলিতে পারেন যে, এই প্রেমের গুরু বা আদর্শ-স্থানীয় তো তুমি; সুতরাং তুমি "এ দেশে না রহিব" বলিলে চলিবে কেন?

বড়ু চণ্ডীদাস

১৩২৩ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ-সম্পাদিত বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রকাশ একটি স্মরণীয় ঘটনা। সেই সময় হইতে বড়ু চণ্ডীদাসের উপর অনেক কিছু লেখা হইয়াছে। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থে তিনি মহাকবি আখ্যা পাইয়াছেন। তাঁহার কবিত্ব-শক্তি সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু আলোচনা করিব না। শুধু তাঁহার কালনির্ণয় সম্বন্ধে আমার মনে একটু সন্দেহ আছে। আমি "বিশ্বভারতী" পত্রিকায় (দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) লিখিয়াছিলাম যে, বিরহখণ্ডে রাধা বড়াইকে বলিতেছেন যে, কোথায় কোথায় কাহ্নাঞিকে খুজিতে হইবে; তাহার মধ্যে আছে—

তথাহোঁ চাহিআঁ যবেঁ না পাহ গোপালে।
তবেঁসি চাইহ গিআঁ ভাগীরথী কূলে॥

তথাঁহোঁ না পাইলে চাইহ সাগরের ঘরে।
সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে॥
তথাঁ গেলে যবেঁ বড়ায়ি না পাহ কাছে।
তবেঁসি পুছিহ বড়ায়ি সব জন থানে॥
তবেঁ সুধি পাইবেঁ যথাঁ বসে জগন্নাথে।
আদি আন্ত কথা সব কহিল তোহ্মাতে॥ (পৃঃ ৩৪০ প্রথম সংস্করণ)

ইহা পড়িয়া আমার মনে হয় যে, এখানে শ্রীচৈতন্য-লীলার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে। ভাগীরথীকূলের সঙ্গে কৃষ্ণলীলার কোন সম্বন্ধ নাই। ঐ শব্দের প্রয়োগে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। আমার ধারণা যে, এখানে বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যের কথাই বলিতেছেন। এই ধারণা আরও দৃঢ় হয় "তবেঁ সুধি পাইবেঁ যথাঁ বসে জগন্নাথ" এই কথায়। শ্রীচৈতন্য অন্ত্যলীলায় জগন্নাথক্ষেত্রে বাস করিতেন। ঐ প্রবন্ধের উত্তরে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লেখেন যে, "ভাগীরথীকূল এখানে পবিত্র স্থানরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের মানসগঙ্গাও হইতে পারে" (বিশ্বভারতী ১৩।১ পৃঃ ৬০)। শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণবাবু সারাজীবন বৈষ্ণবসাহিত্য চর্চ্চা করিয়াও মানসগঙ্গার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে ভুল করিয়াছেন। মানসগঙ্গা বৃন্দাবনে নাই, মথুরাতেও নহে। বৃন্দাবন হইতে মথুরা ৭ মাইল দূরে; মথুরা হইতে আবার ১৩ মাইল গেলে তবে গোবর্দ্ধন নামক গ্রামের একটি বড় সরোবর পাওয়া যায়, তাহার নাম মানসগঙ্গা। শ্রীরূপ-রঘুনাথের গ্রন্থাদিতে মানসগঙ্গার উল্লেখ থাকিলেও শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে উহার অস্তিত্ব ছিল কি না সন্দেহের বিষয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের বংশীখণ্ডে—"খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ" (পৃঃ ২৯৩) আছে। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে করতাল ও মৃদঙ্গ সংযোগে গান করিবার রীতি ছিল কিনা, বলা যায় না। থাকিলে, শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ বলিয়া স্তব করার সার্থকতা দেখি না। শ্রীচৈতন্যলীলার তৃতীয় ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বড়ুর গ্রন্থের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০৯৩ সংখ্যক পুথির (পুথিখানি কৃষ্ণকীর্ত্তনের অংশবিশেষের এবং খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ১৩৪৫ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় লিখিয়াছেন "বছর পঞ্চাশ আগেকার অনুলিপি") ষষ্ঠ পদে, যাহা কৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত হয় নাই। ঐ পদে আছে—

হরিহর একুই তনু বিদিত সংসারে।
জানিয়া সে অতিশয় কহিলাম তুমারে॥
মোর সে কালিয়া তনু তুহু গোরা অঙ্গ।
জানি বিধি আনি নিধি মিলায়ল সঙ্গ॥
হের এস্থ বিনোদিনী পরিহর লাজ।
না শুনিলে মোর বাণী হইব অকাজ॥
হরিহর নাম মোর গৌরি অঙ্গ ধরি।
বিশ্বম্ভর নাম মোর বিষ পান করি॥
ত্রিপাদগামিনী গঙ্গা ধরি নিজকায়ে।
গঙ্গাধর নাম মোর সর্ব্বলোকে গায়ে॥
নারীর সম্ভোগে রাধে যদি পাপ হয়।
তবে শ্রীসঞ্জুক্ত রাধাকৃষ্ণ নাম শাস্ত্রে কেনে কয়॥
চাতুরালি বুঝে হরি মোরে দেহ দান।
বাশুলি বন্দিয়া বটু চণ্ডীদাসে গান॥

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০।১, পৃঃ ৪৭)।

ঐ পদেরই প্রাচীনতর রূপ মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় ১৩৩৯ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৮৭ পৃষ্ঠায়) প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহাতেও আছে—

হরিহর নাম মোর গোরি অঙ্গ ধরি।
বিশ্বম্ভর নাম মোর বিষ পান করি॥

শিবের নাম বিশ্বম্ভর বলিয়া লোকসমাজে প্রচলিত নাই। এখানে বিশ্বম্ভর শব্দের মধ্যে বিশ্বম্ভর মিশ্রের কথা প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত করা হইয়াছে কি না, সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

বাংলাদেশে শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রণীত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই যে বড়ু চণ্ডীদাসের দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি পালা রচিত হইয়াছিল, তাহা কতকটা জোরের সঙ্গে বলা যায়। কেন না, শ্রীরূপের গ্রন্থের প্রচারের পর আর রাধাকে চন্দ্রাবলী বলিয়া প্রচার করা সহজ হইত না—যদিও মাধবাচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গলের নৌকাখণ্ডে আছে—

বলে.চন্দ্রাবলী শুনহ খেয়ারি
তোমার কিছু না করিব খণ্ডা।

পার হৈলে তুমি
পাইবে ধরণ গণ্ডা ॥ (পৃঃ ৭৫)
মুখে সারি গায় রঙ্গে পাটগোড় তালী।
রাধাচন্দ্রাবলী লয়্যা সকল গোআলী ॥—(৭৯ পৃঃ)।

শ্রীরূপের গ্রন্থাদি শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর ষোড়শ শতকের শেষ পাদে বৃন্দাবন হইতে আনিয়া প্রচার করেন। তাহার পর আর ললিতা বিশাখাকে বাদ দিয়া শুধু বড়াইকে রাধার সুখদুঃখের সঙ্গিনী করিয়া বর্ণনা করা যায় না। আমার নিজের ধারণা যে, শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথধামে বাস করিবার সময় বড়ু চণ্ডীদাস দানখণ্ড ইত্যাদি রচনা করেন। সেই জন্যই তিনি রাধার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে, কৃষ্ণকে সেইখানে পাইবে, যেখানে জগন্নাথ বসেন বা থাকেন—

তবেঁ সুধি পাইবেঁ যথাঁ বসে জগন্নাথে।

সুধি মানে—সন্ধান পাইবে যেখানে জগন্নাথ থাকেন—অবশ্য এটি ব্যঞ্জনা মাত্র ; প্রকট অর্থ এই যে, জগন্নাথ কৃষ্ণের সন্ধান পাইবে যদি তুমি সব লোকের কাছে জিজ্ঞাসা কর।

যদি আমার এই যুক্তি গ্রহণীয় বিবেচিত না হয়, তাহা হইলেও বড়ু চণ্ডীদাসকে আমি প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কালের লোক বলিব। একজন সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাস ছিলেন বলিয়াই, দানখণ্ডাদির কবিকে 'বড়ু' এই বৈশিষ্ট্যদ্যোতক বিশেষণ ব্যবহার করিতে হইয়াছে। যেমন, গোবিন্দদাস (গোবিন্দ আচার্য্য) ছিলেন বলিয়া গোবিন্দ ঘোষ, ঘোষ পদবী এবং রামানন্দ রায় ছিলেন বলিয়া রামানন্দ বসু, পদের ভণিতায় বসু পদবী ব্যবহার করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি ৪১৫টি পদের মধ্যে নিজের নামের সঙ্গে বড়ু পদবী যোগ করিয়াছেন ২৮৯ বার, অর্থাৎ শতকরা ৬৯·৬ পদে। শুধু চণ্ডীদাস নাম ব্যবহার করিয়াছেন ১০৭ বার এবং অনন্ত নাম বড়ু ১ বার, অনন্ত বড়ু ৩ বার ও আনন্ত বড়ু ৩ বার ব্যবহার করিয়াছেন। বাকী ১২টি পদ খণ্ডিত, তাহার ভণিতা পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ তিনি বাসলীর নাম উল্লেখ করিয়া ভণিতা দিয়াছেন। বাসলীর নাম নাই, এমন ভণিতার সংখ্যা—৮৪, যথা, পদের একেবারে শেষে—

গাইল বড় চণ্ডীদাসে—৭৫ বার
তুতী কৈল চণ্ডীদাস গাএ—২৩৬ পৃঃ—১ বার
তোলহ রাধাকে বড়ায়ি গাইল চণ্ডীদাসে—২৮৩ পৃঃ—১ বার

জিআঅ রাধাক গাইল চণ্ডীদাসে—২৮৬ পৃঃ—১ বার

আনি দেহ এবেঁ কাহ্নাঞি গাইল চণ্ডীদাসে—৩৭৪ পৃঃ—১ বার

কৃষ্ণকীর্ত্তনে শেষোক্ত চারিটি মাত্র ভণিতা পাওয়া যায়, যেখানে কবি নিজেকে বড়ুও বলেন নাই, বাসলীর নামও করেন নাই। আর সর্ব্বত্র হয় বড়ু, নয় বাসলী আছে—

বড়ু চণ্ডীদাস গাএ··· ··· ৩ বার

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস··· ··· ২ বার

বড়ুর ভণিতা বিশ্লেষণ করিয়া (পত্রসংখ্যা না উল্লেখ করিয়া) ডাঃ শহীদুল্লাহ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩৪৩।১, পৃঃ ২৬-২৭) একটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ লেখেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, (১) "বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় কখন দ্বিজ বা কবি বা দীন উপাধি ব্যবহার করেন নাই। বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় "কহে" "ভণে" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তিনি "গাইল" "গাএ" এই দুইটি ক্রিয়াপদ মাত্র ব্যবহার করিয়াছেন। (৩) তাঁহার ভণিতা পদের শেষ চরণে ব্যবহৃত।"

তাঁহার তৃতীয় সিদ্ধান্তটির আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব—

	পৃষ্ঠা
১। সময় উপেখিআ রহিলা দেবগণ। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসগণ	২
২। দেখিআ কংসেত উপজিল হাস। বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস	২
৩। সেই উপদেশে হয়িব সকল রক্ষণে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে	৩
৪। ক্রমে দৈবকীর গর্ভ হইল দশমাস। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস	৪
৫। হেনমতে গোকুলে বাঢ়িলা দামোদর। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর	৫
৬। সাতপাঁচ সখি শুনী বড়ায়ি গো রাধার বচনে। গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে দেবী বাসলীগণে	৬২
৭। রাস হাস পরিহাসে তোষহ কাহ্নাঞি। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী আয়ী	৬৯
৮। পাপে মন দিআ নটক কাহ্নাঞি গোকুলকুল বিনাশে বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে	৮০
৯। পাগল হয়িলা যবে যাহ বেজ ঘর। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বর	৯৫
১০। হেন পরিভাবি চাহিল রাধা কাহ্নু আড় নয়নে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআ দেবী বাসলী শরণে॥	১৩১

১১। নাঅ পাতিল আহ্মে তোহ্মার কারণে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
বাসলীগণে ১৫৩

১২। পড়িলা হালিআ রাধা ফুলের শরে। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী বরে ২৮০

১৩। আহ্মার আন্তরে বড়ায়ি বোলহ কাহ্নেরে গো চন্দ্রাবলী মাঙ্গে পরিহার
না কর ঝগড় বড়ু চণ্ডীদাসে গো গাইল বাসলী বরে॥ ৩১৫

১৪। তোহ্মে মোর বাঁশী নিলে সুন্দরী রাধা, মোর মনে হেন পড়িহাহে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআ আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৩২৪

১৫। নিকট বসিতে মোকে দেহ অনুমতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গতী॥ ৩৫৭

১৬। বড়ায়িক সম্বোধিঞা বুলিল বচন।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলিগণে॥ ৩৮৪

ডাঃ শহীদুল্লাহ দেখাইয়াছেন যে, নিম্নলিখিত দশ প্রকার ভণিতা বড়ু চণ্ডীদাসের খুব প্রিয় ছিল

১। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস—(পদের সর্ব্বশেষে সাধারণতঃ দশ অক্ষর ছন্দ ও ত্রিপদীতে)		৭৫ বার
২। গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে বাসলীগণ	(পদের সর্ব্বশেষ পয়ারে)	৫৭ বার
৩। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে	(ঐ)	৪৯ বার
৪। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে	(ঐ)	৪৯ বার
৫। বাসলা শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস	(ঐ)	২৯ বার
৬। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর	(ঐ)	২৭ বার
৭। বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে	পদের সর্ব্বশেষ ত্রিপদীতে	২৪ বার
৮। বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ	(পদের সর্ব্বশেষ পয়ারে)	১১ বার
৯। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে	(ঐ)	১০ বার
১০। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী	(ঐ)	৭ বার
		৩৩৮ বার

কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভণিতাযুক্ত ৪০৩ পদের মধ্যে ৩৪৮ পদ অর্থাৎ শতকরা ৮৪.৩ ভাগ পদের ভণিতা ঐ দশ প্রকারের। আমাদের দ্বিতীয় ভাগে বড়ু নামযুক্ত

১৫টি পদ আছে, তন্মধ্যে ৪টির (১৪৯, ১৫০, ১৫৫, ১৫৭) পাঠান্তরে বড়ু নাই ; একটিতে (১৫৪) শুধু বড়ুই আছে, চণ্ডীদাস নাই ; একটিতে (১৫১) বড়ু দ্বিজ এই ডবল উপাধি আছে, বাকী নয়টিতে বড়ু চণ্ডীদাস আছে (১৫২, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০-১৬৩)। এই পদ কয়টি কৃষ্ণকীর্ত্তন-রচয়িতার নহে। পরে কেহ লিখিয়া বড়ুর নাম দিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের পদের বৈশিষ্ট্য

বড়ু চণ্ডীদাস পদের একেবারে শেষে নিজের নাম 'গাইল' বা 'গাএ' ক্রিয়া-পদের সঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। আর চণ্ডীদাস পদের শেষ কলির প্রথমেই নিজের নাম কহে, কয় বা বলে ক্রিয়ার সঙ্গে দিয়াছেন। বড়ুর ভণিতার উদাহরণের সঙ্গে চণ্ডীদাসের ভণিতার তুলনা করুন—

ত্রিপদীর প্রথমে নাম

১। কহে চণ্ডীদাসে, আন উপদেশে, কুলের বৈরী যে কালা।
দেখাও যতনে, পাইবে চেতনে, ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা॥ (৩, তরু ১৩৫)

২। চণ্ডীদাসে কয়, ভুবনে না হয়, এমন রূপ যে আর।
যে জন দেখিল, সেই সে ভুলিল, কি তার কুল বিচার॥
(৭, গীতচন্দ্রোদয় পৃঃ ১৫১)

৩। কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে, হেরিয়া নখের কোণে।
জনম সফলে, যমুনার কূলে, মিলাওল কোন জনে॥ (১০, তরু ২০৬)

৪। চণ্ডীদাস কয়, কলঙ্কে কি ভয়, যে জনা পিরিতি করে।
পিরিতি লাগিয়া, মরয়ে ঝুরিয়ে, কি তার আপন পরে॥ (২৬)

৫। চণ্ডীদাস কয়, সুজন যে হয়, এমতি না করে সে।
তাহার পীরিতি, পাষাণ লেখতি, মুছিলে না মুছে সে॥ (৪৩)

৬। কহে চণ্ডীদাস, করহ বিশ্বাস সে শুনি উত্তম মুখে।
কেবা কোথা ভাল, আছয়ে সুন্দরী, দিয়া পরমন দুখে॥ (৫৯)

৭। চণ্ডীদাসে কয়, বাশুলী সহায়, মনেতে থাকয়ে যদি।
যে জন যা বিনে, না জীয়ে পরাণে, তার কি করে ননদী॥ (৭৮)

৮। চণ্ডীদাসে কয়, মিছা গালি হয়, না দেখি জনেক লোকে।
আপনা আপনি, বোলহ কাহিনী, আপন মনের সুখে॥ (৯৫)

৯। চণ্ডীদাস কয়, হিয়া কি এত সয়, সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা, বিশ-গুণ আধা, নেহা চিরঞ্জীবী কৈল॥ (১০৭)

পয়ারের প্রথমে নাম

১০। চণ্ডীদাস কহে তুমি যারে বোলো ভূত।
শ্যাম চিকণ সে নন্দের ঘরে পুত॥ (২, গীতচন্দ্রোদয়, ১৪৬ পৃঃ)

১১। চণ্ডীদাস কহে মন নিবারিঞা রও গো।
সে জনা তোমার চিতে লাগিঞা আছয়ে গো॥ (কী, ২৭৯ পৃঃ)

১২। চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম।
জীয়ন্তে মরণ করে লউক শমন॥

১৩। চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরিতি বিনে না জিয়ে তিলেক॥ (তরু, ৮৯৪)

১৪। চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না জুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়॥ (তরু, ৮১০)

১৫। চণ্ডীদাসে কহে ইহা বাশুলী-কৃপায়।
পিরিতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়॥ (তরু, ৮৮৫)

১৬। চণ্ডীদাসে কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ॥

১৭। চণ্ডীদাসে কহে রাই না কর ভাবনা।
সুজনে সুজন মিলে কুজনে কুজনা॥

১৮। চণ্ডীদাস কহে দৈবগতি নাহি জান।
দারুণ পিরিতি সেই বধয়ে পরাণ॥ (তরু, ৮৩৪)

১৯। চণ্ডীদাস কহে কেন এমতি করিবে।
কানু সে পরাণ নিধি আপনি মিলিবে॥

একাদশ অক্ষর ছন্দে প্রথমে নাম

২০। চণ্ডীদাসে কয় বিরহ বাধা। কেবল মরমে ঔখদ রাধা॥
(তরু, ৯৮ ; সমুদ্র ১২০ পৃঃ)

২১। চণ্ডীদাস কহে রসের সার। পিয়ার পিরিতি আনন্দপাথার॥
(তরু, ৬৭৫)

২২। চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি। এই অনুরাগ সকল সিধি॥
(সমুদ্র, ৪২৩ পৃঃ)

পদের শেষ পয়ারের শেষ চরণের প্রথমেও কয়েক বার নামের উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

২৩। চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহু—(তরু, ৬৭১)।

২৪। চণ্ডীদাসে কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি—(তরু, ৭৫৫)।

চণ্ডীদাসের পদের ক্রিয়াপদ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি সাধারণতঃ কহে ও কয়, এই দুই শব্দই অধিকাংশ স্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাগুলিতে কবির নিজের মন্তব্য কোথাও নাই। চণ্ডীদাসের প্রত্যেকটি ভণিতায় নায়িকার ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া কোথাও বা উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা তিরস্কার করা হইয়াছে, কোথাও বা নায়িকার চাতুরিকে প্রশংসা করা হইয়াছে।

উভয় কবির ভণিতার বৈষম্য কাব্যের বহিরঙ্গ ব্যাপার। কাব্যের অন্তঃ-প্রকৃতিতে বড়ুর সহিত চণ্ডীদাসের পার্থক্য গুরুতর। বড়ু বহু স্থলেই আলঙ্কারিক বর্ণনা দিয়াছেন। বড়ুর বর্ণনা—

কমলবদনী রাধা হরিণনয়নী।
আনত কপাল তার আধ শশি জিনী॥
কপোলযুগল তার মহুলের ফুল।
ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল॥
তিলফুল জিনী নাসা কম্বুসম গলে।
কনক যূথিকা মালা বাহুযুগলে॥ (৩২ পৃঃ)
"কুরঙ্গ নয়ন জিনী তোহ্মার নয়নে" (৪৮ পৃঃ)

এ ধরণের বর্ণনা চণ্ডীদাসে বিশেষ নাই। প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাসের পদে কোথাও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কথা নাই; রাধা কৃষ্ণকে ভজন করেন, এরূপ ইঙ্গিতও নাই। বড়ু চণ্ডীদাস অনেক স্থলে কৃষ্ণকে অবতার, জগন্নাথ প্রভৃতি বলিয়াছেন।

চণ্ডীদাস প্রেমের অপরিসীম ব্যথা মরমীর মতন বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার ভিতর যে দুই চারিটি উপমা দেখা যায়, তাহা গ্রাম্য জীবনের নিতান্তই ঘরোয়া জিনিষ। যেমন—

চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হয়ে পীরিতি করিলে
এমতি ঘটিবে তারে॥ (৯৩)

চণ্ডীদাসের উপমায় আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্য যতটা থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে প্রেমের অসহনীয় দুঃখ ফুটিয়া উঠে।

কুলবতী হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া
যে জন পিরিতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
অমনি পুড়িয়া মরে॥ (১০২)

অন্য একটি পদে (১০৯) পিরিতিকে করাতের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, সেই করাত যেন কুলকে চিড়িয়া দুই ফাঁক করিল।

প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাসের পদে কোথাও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের উপর জোর দেওয়া হয় নাই; রাধার ভক্তি, নাম-জপ প্রভৃতির কথাও বলা হয় নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণ স্বয়ং অবতার বলিয়া বড়াই করিয়া রাধাকে বশ করিতে চাহিয়াছেন।

বড়ুর সঙ্গে চণ্ডীদাসের সব চেয়ে বড় প্রভেদ হইতেছে কাব্যের সুরে। বড়ুর বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহের মধ্যেও মনের চেয়ে দেহ বড়। চণ্ডীদাসের পদে দৈহিক সম্ভোগের ইঙ্গিত নাই বলিলেই হয়। ডাঃ শহীদুল্লাহ, সুনীতি-বাবু ও হরেকৃষ্ণবাবুর সম্পাদিত গ্রন্থে ধৃত (পৃঃ ৬১) 'সে যে নাগর গুণের ধাম জপয়ে তোহারি নাম॥' ইত্যাদি পদটি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—"ইহার ভাব ও ভাষা বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। ইহাতে সাত্ত্বিক প্রেম আছে, মদনজ্বালা নাই।" বড়ুর পদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের পদের পার্থক্য ইহার চেয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ জোরালো ভাষায় আর বলা যায় না। কিন্তু বলা প্রয়োজন যে, বড়ুর "কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি" পদটি চণ্ডীদাসের যে কোন শ্রেষ্ঠ পদের সঙ্গে সমান আসন পাইবার যোগ্য। তবে সাধারণতঃ বড়ুর দৃষ্টি বাহিরের ঘটনার দিকে, আর চণ্ডীদাস অঙ্কন করেন অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র। বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধার রন্ধন কি ভাবে আউলাইয়া গেল, তিনি কোন্ মশলার পরিবর্ত্তে কোন্ মশলা দিলেন, তাহার সবিস্তার বর্ণনা করেন বড়ু। আর চণ্ডীদাস শুধু বলেন যে, কানুর বাঁশী যেন "দুপুর্‌যা ডাকাতি।"

বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের মোটা আদিরসের সুরকে কেহ কেহ তাঁহার প্রাক্‌চৈতন্যত্বের লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত সদুক্তিকর্ণামৃতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ভাবঘন বর্ণনা বহু শ্লোকে পাওয়া যায়।

সুতরাং চণ্ডীদাস দেহের সম্ভোগের কথার উল্লেখ করেন নাই বলিয়াই তাঁহাকে বড়ুর পরবর্ত্তী বলা কর্ত্তব্য নহে। চণ্ডীদাসের পদে পাইতেছি—

জ্বলন্ত অনলে জল ঢালি দিলে
তখনি নিবায়ে যায়।
মনের আগুনে নিবাইব কিসে
দ্বিগুণ জ্বলয়ে তায়॥
বন যে পুড়য়ে বনের আগুনে
দেখয়ে জগৎলোকে।
এ বড়ি বিষম শুন লো সজনি
জ্বলি উঠে বিনি ফুকে॥ (৩৪)

ইহার সহিত বড়ু চণ্ডীদাসের "কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি" ইত্যাদি সুবিখ্যাত পদের—

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥

তুলনীয়। ইহাতে শুধু আগুনের ভিতরে ভিতরে দহনক্রিয়ার কথাই 'কুম্ভারের পণী'র উপমা দিয়া অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পদে আছে যে, মনের আগুন জল দিয়া নিভানো যায় না, বরং নিভাইতে গেলে উল্টা উৎপত্তি হয়, তাহার দাহিকাশক্তি যেন দ্বিগুণ হয়। আর মনের আগুনের আর একটি বিশেষত্ব যে, ইহাতে ফুঁ দিয়া জ্বালাইতে হয় না—যদিও দাবানল বাতাসের সাহায্যেই ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই দুই কবির এমন সুন্দর সুন্দর ভাবের অভিব্যক্তির সহিত দীনের দীন রচনার তুলনা করুন—

কে মোর মিলাব তার দাসী হব
জনম জনম ভরি।
কোন ছলে যদি আনে গুণনিধি
পুন সে দেখাএ হরি॥
মোর মন যেন বাউল সমান
ধৈরজ নাহিক রয়।
ময়মত্ত হাথি অঙ্কুশ নাহি মানে
সে যেন ছুটিয়া ধায়॥

বোধ দিতে চিতে সদাই উথলে
বিরহ আনল মোর।
নিভাইতে চাহি বাড়য়ে দ্বিগুণ
মরমে জ্বালয়ে খোর॥
(শুধু মিলের জন্য খোর প্রয়োগ)

বনের আগুন দেখে সব জন
পাইলে মেঘের বারি।
তখনি নিভায় সেচন পাইলে
জগতে পাবক জারি॥
হিয়ার আনল কিসে নিভাইব
এ বড় বিষম আগি।
নহে নিবারণ ধিকি ধিকি জ্বলে
নিশি দিশি রহে জাগি॥
কহিব কাহারে পরতিত কেবা
কিসেতে হইব ভাল।
সুখের লাগিয়া প্রেম বাড়াইতে
নিদানে পরাণ গেল॥
চণ্ডিদাস কয় শুন ধনি রাধে
তুরিতে মিলব শ্যাম।
চিত নিবারণ করহ সুন্দরি
হেরই কেনহি ঠাম॥ (বনপাশ-পুথি, ৭৪৪ পদ)

চণ্ডীদাসের ভাল ভাল কতকগুলি কথা এই কবি স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভণিতাবিভ্রাট

অনেক ক্ষেত্রেই প্রাচীন পদাবলীর রচয়িতাদিগের একমাত্র পরিচয় পদের ভণিতার মধ্যে। প্রত্যেক বড় কবির ভণিতার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতের বহু স্থানে ভণিতায় লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ 'জান' অর্থাৎ যাহার, ভাবার্থ—যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দের ভক্ত, তাঁহার পদযুগে বৃন্দাবনদাসের গান।

লোকনাথ প্রভুপদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

অথবা জয়ানন্দের—

চিন্তিয়া চৈতন্য-গদাধর-পদদ্বন্দ্ব।
আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ॥

সেবাভাব লইয়া গোবিন্দদাসের ভণিতা—

চলইতে দিগভরম জনি হোয়।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয়॥

ভণিতার বিচার করিয়া সেই জন্য পদনির্ব্বাচন করা প্রয়োজন। কিন্তু এক কবির রচনায় অন্য কবির ভণিতা প্রায়ই প্রাচীন সঙ্কলনগ্রন্থে ও প্রাচীন পুথিতে দেখা যায় এবং কীর্ত্তন-গায়কদের মুখে শোনা যায়। বেদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণগণ দলবদ্ধভাবে চেষ্টা করিতেন, তাহার কোন শব্দের বা কোন ধ্বনির বিন্দুমাত্র বিকৃতি হইতে দিতেন না। পদাবলীর বেলায় সেরূপ কোন চেষ্টা ছিল না। গায়কদের মুখে মুখে পদগুলি ফিরিত। একজনের মুখে শুনিয়া অন্য লোকে লিখিয়া লইত। অপর কেহ আবার সেই লেখা হইতে অনুলিপি করার সময় দুরূহ শব্দগুলি সহজ ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেন—ক্রিয়াপদগুলি বিশেষ করিয়া স্থান ও কালের উপযোগী করিয়া লিখিতেন। চণ্ডীদাস নামটা হয় তো কোন গোঁড়া বৈষ্ণবের ভাল লাগিল না, সে তাই ভণিতায় চণ্ডীদাসের জায়গায় শ্যামদাস বসাইয়া দিল। কবি চণ্ডীদাস স্থানে দ্বিজ চণ্ডীদাস করা বা দ্বিজ স্থানে বড়ু করা মোটেই কঠিন নয়, বিরলও নয়। আমরা এ যুগের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়াকে জ্ঞান-দাসের পদ গোবিন্দদাসের ভণিতায়, মুরারি গুপ্তের পদ বংশীবদনের ভণিতায় গান করিতে শুনিয়াছি। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া ওরূপ করেন না, স্মৃতিভ্রংশবশে অথবা তাঁহাদের গানের পুথিতে ভুল থাকার জন্য ওরূপ করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান সঙ্কলনের প্রথম খণ্ডে আমরা এমন ১২০টি পদ নির্ব্বাচন করিয়াছি, যাহার কোনটির ভণিতার নামের বা ক্রিয়াপদের কোন পাঠান্তর আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অনেকগুলি পুথির পাঠান্তর পদকল্পতরুতে দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চণ্ডীদাসের পদের বহু পুথি দেখিয়াছেন। আমরাও অনেকগুলি পুথির পাঠ মিলাইয়া দেখিয়াছি। অবশ্য তা সত্ত্বেও জোর করিয়া বলা যায় না যে, ভবিষ্যতে ইহার একটি পদেরও ভণিতার নামের পাঠান্তর পাওয়া যাইবে না।

এই সঙ্কলনের দ্বিতীয় ভাগের অনেকগুলি পদের ভণিতায় নরহরি, জ্ঞানদাস, অনন্ত, যদুনাথ দাস, বলরাম দাস, রায় রাঘবেন্দ্র প্রভৃতি পাঠ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পাঠান্তরে অন্য নাম পাওয়া গেলেই যে নির্বিচারে পদটি সেই অন্য কবির রচনা বলিয়া মানিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হইবে। আমরা বরাহনগরের ৬৮ সংখ্যক পুথি—যাহাতে মাত্র চারিটি পদ আছে, এবং যাহার হাতের লেখা ১৫০ বছরের প্রাচীন মনে হয়, তাহাতে এই পদটি পাইয়াছি—

আপনা জানিয়া সুজন দেখিয়া
পিরিতি করিএ তায়।
পিরিতি রতন করিয়া যতন
তবে সে সমান যায়॥
সই, পিরিতি বিষম বড়।
পরাণে পরাণে মিশাইতে পারে
তবে সে পিরিতি দড়॥
ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধুলোভে করে প্রীতি।
মধু পান কর‍্যা উড়িয়া পালায়
এমতি তাহার রীতি॥
কুজনে সুজন পিরিতি করিলে
সদাই দুখের ঘর।
আপনার সুখে পিরিতি করয়ে
সে পুন বাসয়ে পর॥

সুজনে সুজনে অখণ্ড পিরিতি
যে জন করত আশ।
তাহার পরাণের নিছনি লইয়া
কহে ত গোবিন্দদাস॥

আমরা আট বৎসর ধরিয়া গোবিন্দদাসের পদ লইয়া গবেষণা করিতেছি—অন্ততঃ দুই শত পুথি ঘাঁটিয়াছি। কিন্তু কোথাও গোবিন্দদাসের এ ধরণের রচনা দেখিতে পাই নাই। অন্য দিকে ইহার কয়েকটি চরণ চণ্ডীদাসের কয়েকটি পদের মধ্যে পাওয়া যায়। একখানি প্রাচীন পাতড়ায় পদটিতে গোবিন্দদাসের নামে পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই ইহাকে গোবিন্দাসের পদ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয় ভাগের অনেকগুলি পদে দ্বিজ, কবি ও বড়ুর ভণিতায় পাঠান্তর পাওয়া যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দ্বিজ ভণিতার বাশুলি-নামযুক্ত কয়েকটি পদের ভণিতায় 'দ্বিজ' বিশেষণ প্রক্ষিপ্ত। ঐ সব পদ চণ্ডীদাসেরই রচনা। ১২২ সংখ্যক পদে গীতচন্দ্রোদয়ে ও তরুতে 'দ্বিজ' আছে, কিন্তু কীর্ত্তনানন্দে শুধু চণ্ডীদাস ভণিতা। ১৩৭ পদে—

বড়ু চণ্ডীদাস কএ বংশী কি করিবে—সা-কু, ৩
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে বংশীটি কি করে—ঢা-মি, ৫
চণ্ডীদাসেতে কহে বংশী কি কএ—ক. বি. ২৯১ ও
ঢা. বি. ১১৮/৮৫ R

ভাব, ভাষা এবং ভণিতার পয়ারের প্রথমেই কবির নাম আছে দেখিয়া মনে হয়, ইহা চণ্ডীদাসের রচনা—দ্বিজ বা বড়ুর বা দীনের নহে।

১৪৫ সংখ্যক পদের গীতচন্দ্রোদয়ের ভণিতা—

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুল শীল সব ভাসে

কিন্তু বরাহনগরের পুথি ৬ (১০২৬ ক), যাহার বয়স অন্ততঃ ২৫০ বৎসর, তাহাতে আছে—

কহে এই চণ্ডিদাসে কুলশীল সব ভাসে

১৫৬ সংখ্যক পদটির বরাহনগরেরই পুথির ভণিতা "দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে," কিন্তু শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবু বৃন্দাবনের এক পুথিতে "বড়ু চণ্ডীদাস ভণে" পাঠ পাইয়াছেন। ১৫৮ সংখ্যক পদটির ক. বি. ২৯১, ২৯৭, ২৯৮ ও ৩৩০০ সংখ্যক পুথির ভণিতায়—কহে বড়ু দ্বিজ চণ্ডীদাস। এরূপ অদ্ভুত নাম অন্য কোন পদে

পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ক. বি. ২৯২ পুথিতে 'বড়ু চণ্ডীদাস' পাঠ আছে। ১৬২ সংখ্যক পদের, বরাহনগর ৬৬ পুথিতে (১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দের অনুলিপি) পাঠ বড়ু চণ্ডীদাস, কিন্তু কীর্ত্তনানন্দের পাঠ দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং ৬৬ অপেক্ষাও প্রাচীনতর বরাহনগরের ৬(১০২৬ক) পুথির পাঠ—

এমন পিরিতি নাহি চণ্ডীদাস কহে।

১৬৩ সংখ্যক পদটিতে, ক. বি. ২৯২ ও ২৯৮ পুথিতে 'বড়ু চণ্ডীদাস কয়' ভণিতা আছে, কিন্তু ঢা-মি ৫ ও র ২৭৭৪ পুথিতে "চণ্ডীদাসেতে কয়ে" পাঠ আছে। ১৬৪ সংখ্যক পদের নীলরতনবাবুর ধৃত পাঠ—

বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে ভায়।

কিন্তু ক. বি. ২৯২ পুথিতে—

চণ্ডীদাসেতে কহে যেবা যারে ভায়।

১৮৪ সংখ্যক পদের নীলরতনবাবুর ধৃত পাঠ—

বাসুলি আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে।

কীর্ত্তনানন্দেও প্রায় তাই—বাসুলি আদেশে কবি কহে চণ্ডীদাসে। কিন্তু পদকল্পতরুতে 'বাসুলি আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে'।

১৮৫ সংখ্যক পদের নীলরতনবাবুর ধৃত পাঠ—

বাশুলী কহায় বলে চণ্ডীদাস গীত।

বরাহনগর ৬৬ পুথির পাঠ—

বাশুলি আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত।

পদকল্পতরুতে— বাশুলি আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসের গীত।

১৮৬ সংখ্যক পদের ক. বি. ২৯৮ পুথির পাঠ—

বাসুলি আদেশ পাই কহে চণ্ডীদাসে।

কীর্ত্তনানন্দে— বাসুলি আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে।

ক. বি. ২৯২— বাঁসুলি আদেশে কবি কহে চণ্ডীদাসে।

কিন্তু পদকল্পতরুতে—বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে।

পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস চণ্ডীদাসের অনেক পদ দ্বিজ চণ্ডীদাসে আরোপ করিয়াছেন মনে হয়।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি এক অদ্ভুত থিয়োরি খাড়া করিয়াছিলেন যে, চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদগুলি কারও লেখা নয়, এগুলি জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রায়শেখর প্রভৃতির রচনা এবং কীর্ত্তনগায়কগণ ভণিতা

বদলাইয়া চণ্ডীদাসের নাম দিয়াছেন। এইরূপ সমালোচকদের ভয়ে আমি প্রথম ভাগে এমন ১২০টি পদ দিলাম, যাহার ভণিতার পাঠান্তর নাই। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগের অনেক পদও যে চণ্ডীদাসের রচনা, সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই।

উপজীব্য পুথির বিবরণ

বরাহনগর পাটবাড়ীর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দিরের ছয়খানি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়খানি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তিনখানি, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের প্রাচীন পদাবলীর পুথি, বৃন্দাবনস্থ সাধক ও গায়ক নিত্যধামগত বনমালী দাসের পদরত্নমালার পুথি ও ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বনপাশের পুথি হইতে অনেকগুলি নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে এবং পুরাতন পদগুলির অপেক্ষাকৃত ভাল পাঠ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য পাইয়াছি বরাহনগরস্থ পুথিগুলি হইতে। কিন্তু সেগুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুরক্ষিত নাই। এক এক বাণ্ডিলে অনেকগুলি করিয়া পুথি আছে। তাহাদের পাটা নাই, আচ্ছাদন-বস্ত্র নাই এবং কোন লিখিত বিবরণী নাই। এক এক বাণ্ডিলে এক একটি মাত্র সংখ্যা আছে। আমি পুথিগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিবার জন্য এক এক বাণ্ডিলের পুথির গায়ে ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি চিহ্ন দিয়াছি। একবার বোধ হয় কেহ ক্রমিক সংখ্যা দিয়াছিলেন; এখন তাহা ব্যবহৃত হয় না। সেই সংখ্যাটিও অনেক স্থলে পদের নীচে দিয়াছি। যেমন ৬ সংখ্যক বাণ্ডিলের ক-চিহ্নিত পুথিটিতে ১০২৬ সংখ্যা আছে; সেই জন্য ৬(১০২৬ক) বা $^{৬}_{১০২৬}$ক লিখিয়া এই পুথির উল্লেখ করিয়াছি। এই পুথিখানি অন্ততঃ দুই শত বৎসরের প্রাচীন। ইহার পত্রসংখ্যা ২৬। লিপি সুন্দর এবং অনেকাংশে বিশুদ্ধ। ইহাতে চণ্ডীদাস ভণিতায় অনেকগুলি পদ আছে। তবে পুথির শেষের দিকে বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, নরোত্তমদাস ও বাসুঘোষের পদও আছে। ৬খ সংখ্যক পুথির পুরাতন সংখ্যা ছিল ১১৭৯। ইহার পত্রসংখ্যা মাত্র দুই। পত্রের অবস্থা জীর্ণ, লেখার ছাঁদ ক-পুথি অপেক্ষা প্রাচীন। চণ্ডীদাসের ৭টি মাত্র পদ ইহাতে আছে। ৬গ চিহ্নিত পুথিতে ৪খানি মাত্র পত্র; ইহার প্রথম পত্রখানি বসু রামানন্দরচিত শ্রীরাধার মানভঞ্জনের। যথা—

অচল রাইয়ের মান শুনিয়া নাগর কান
স্ত্রীবেশ করল বনান।
দু হাতে কনক চুড়ি পিন্ধন পাটের শাড়ি
নানা ছান্দে কবরি বনান ॥
মাধব পিয়া লাগি অনেক পিয়াসে।
বেশ করি নানা ভাতি চলিলা মন্থর গতি
নাপিতানি হয়া পিয়া পাশে ॥
বিছায়া বিচিত্র পাটী লইয়া জলের ঘটী
কটোরি পূরিয়া নিল বারি।
রাইকরে দরপনি দিয়া কহে নাপিতানি
কামাইতে বস্গসিয়া গোরি ॥
শুনিয়া সুরস বাণী ঈষত হাসিয়া ধনী
কামাইতে বসিলা সানন্দে।
লয়া নখরঞ্জনি নখ কাটে নাপিতানি
কুন্দারে কুন্দল যেন চন্দে ॥
নবনী অধিক ঝামা হাতেতে করিয়া শ্যামা
বুলাইতে মনে নাহি ভায়।
ননি জিনি সুকোমল এহেন চরণতল
কেমনে বুলাব ঝামা তায় ॥
চরণযুগল ধরি জাবক রঞ্জন করি
তার তলে লিখে শ্যামনাম।
দরশে হরষ আঁখি চরণে লিখন দেখি
নাপিতানি নহে মোর শ্যাম ॥
বিদিত হইল কান টুটিল রায়ের মান
ঈষত হাসিয়া করে কোলে।
বসু রামানন্দ কয় সদা যেন মন রয়
কিশোর-কিশোরী-পদতলে ॥

এই পদটির সহিত বর্ত্তমান সঙ্কলনের ২০৯ সংখ্যক পদ তুলনীয়। বিষয়-বস্তু একই, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে শ্রীরাধার গৌরব কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা উভয় পদ তুলনা করিলে বুঝা যায়। এই পুথিতে শ্রীকৃষ্ণের

চিকিৎসকবেশে মিলন এবং শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ ও আক্ষেপ সম্বন্ধে কয়েকটি পদ আছে। পুথিখানি ১৫০।২০০ বৎসরের প্রাচীন মনে হয়।

৬ঘ সংখ্যক পুথিখানির পুরাতন সংখ্যা ১০৬৭। ইহাতে কতকগুলি সহজিয়া পদের শেষে চণ্ডীদাসের ২০টি পদ আছে। পুথির লিপিকাল ১২৯০ সন, মাহ কার্ত্তিক। শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দিরস্থ চণ্ডীদাসপদাবলীর পুথিগুলির মধ্যে সব চেয়ে মূল্যবান্ হইতেছে ৬ঙ সংখ্যক পুথি। ইহার নাম একান্নপদ—চণ্ডীদাস। পুথির লিপিকাল ৩রা শ্রাবণ, ১১৪১ সাল, অর্থাৎ ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। তুলোট কাগজে লেখা, পত্রসংখ্যা ১৩, কিন্তু তৃতীয় পত্রখানি নাই; উহাতে ৮ হইতে ১৬ সংখ্যক পদ ছিল। ১২ সংখ্যক পত্রেরও অভাব—উহাতে ৪২ হইতে ৪৭ সংখ্যক পদ ছিল। এই পুথিতে চণ্ডীদাসের ৩৬টি পদ পাওয়া গিয়াছে। চতুর্থ পরিশিষ্টে এই পদগুলির তালিকা দেওয়া হইল। পদাবলীর ২৬ নম্বর বাণ্ডিলে ১১৬০ এবং ১১৮৫ চিহ্নিত পুথি দুইখানিতেও চণ্ডীদাসের কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে। পুথি দুইখানি দুই শত বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে। ৬ সংখ্যক বাণ্ডিলের পাতড়াখানিতে ৪টি পদ আছে; তাহার মধ্যে প্রথম পদটির সঙ্গে চণ্ডীদাসের পদের অনেক চরণের মিল থাকিলেও, ভণিতায় গোবিন্দদাসের নাম আছে। দ্বিতীয় পদটির সঙ্গে পদকল্পতরুর ৮৮৯ পদের এবং নীলরতনবাবুর ৩৩৪ সংখ্যক পদের কিছু কিছু মিল দেখা যায়। তৃতীয় পদটি নীলরতনবাবুর ৩২৩ সংখ্যক পদের সহিত প্রায় অভিন্ন। চতুর্থ পদটি নীলরতনবাবুর ৩৮৭ সংখ্যক পদ, কিন্তু প্রথম চারিটি চরণ নূতন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় অনেকগুলি পুথিতে চণ্ডীদাসের পদ পাওয়া যায়। কিন্তু কোন পুথিই বরাহনগরের ৬ক, খ, গ ও ঙর মতন প্রাচীন নহে। ২৮৯ সংখ্যক পুথির বয়স দেড় শত বৎসর হইবে, পত্রসংখ্যা ১৩। ২৯০ সংখ্যক পুথিও অনুরূপ প্রাচীন, উহাতে ৫খানি পত্র আছে। ২৯১ সংখ্যক পুথিতে ২১খানি পাতা আছে। ইহারও নাম চণ্ডীদাসের একান্ন পদাবলী, কিন্তু ইহার অধিকাংশ পদই দীন চণ্ডীদাসের রচনা। ইহার বিবরণ চতুর্থ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। ইহা ২৯০ সংখ্যক পুথির মতনই প্রাচীন। ২৯২ সংখ্যক পুথিতে অনেকগুলি নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে। ইহার পত্রসংখ্যা ৩৩। ইহা দেড় শ বছরের চেয়ে বেশী প্রাচীন হইবে না। ২৯৪ সংখ্যক পুথিরও বয়স ঐরূপ হইবে; ইহাতে ২১টি পত্র আছে; পদগুলির মধ্যে দীনের রচনা বেশী। ২৯৭ সংখ্যক পুথিখানি মূল্যবান্;

কন না, ইহাতে ৬ই বৈশাখ ১২০৩ সাল অর্থাৎ ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ তারিখ াছে। ইহার পত্রসংখ্যা যোল। ইহার প্রথম চারিটি পদ ২৯১ সংখ্যক ‍্থির প্রথম চারি পদ। ২৯৮ সংখ্যক পুথি হালের, ১০০।১২৫ বৎসর বয়স ইবে; পত্রসংখ্যা ২২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ পুথিখানির ানুলিপি ১২৮৪ সালের হইলেও ইহাতে অনেকগুলি নূতন পদ পাওয়া াইতেছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৯৬৭ সংখ্যক পুথিখানির নাম চণ্ডীদাসের অষ্টোত্তরষষ্টি পদাবলী, পত্রসংখ্যা ১৮, কিন্তু ২ ও ৩ পত্র নাই। পুথির তারিখ ১৭১৯ শক বা ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ। ইহাতে দীন চণ্ডীদাসের পদসংখ্যাই বেশী। পরিষদের ২০৫৬ সংখ্যক পুথিখানির ৪খানি মাত্র পত্র; নাম চতুর্দ্দশ পদাবলী, চণ্ডীদাস, ইহাতে কয়েকটি সহজিয়া পদ আছে। ২৪১৭ সংখ্যক পুথিতে ১০খানি বিচ্ছিন্ন পত্র আছে—পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের; ৫০১ এইরূপ পদসংখ্যা একটি পদে আছে।

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের প্রাচীন পদাবলীর পুথিখানিতে অনেক নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদ্ এই পুথিখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের পদ যে শ্রীবৃন্দাবনের ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণবেরাও পরমানন্দে আস্বাদন করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—নিত্যধামগত বনমালী দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত পদরত্নমালার পুথি হইতে। তিনি লিখিয়াছেন যে, কীর্ত্তন-সম্রাট্ অদ্বৈতদাস পণ্ডিতবাবাজী মহোদয় ও বৃন্দাবনস্থ অন্যান্য প্রাচীন বৈষ্ণবের সংগ্রহ হইতে পদ লইয়া তিনি ঐ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। পুথিখানি সম্প্রতি নবদ্বীপের প্রাচীন বৈষ্ণব, হৃষীকেশ সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিতাইপদ দাস বাবাজীর নিকট আছে। বিশ্বভারতীর পুথিশালায় ১৯৪ সংখ্যক পুথিখানিতে ৫টি পত্র আছে। ১৬৪৩ শকাব্দ বা ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দের অনুলিপি করা এক পুথির সঙ্গে এই পুথিখানি ছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে যে, ইহারও লিপিকাল ঐরূপ হইতে পারে; কিন্তু এরূপ অনুমানের কোন ভিত্তি নাই। এই পুথির প্রায় সকল পদই নীলরতনবাবুর সঙ্কলনে এবং মণীন্দ্রমোহন বসুর দীন চণ্ডীদাসে ধৃত হইয়াছে। কয়েক স্থলে ভণিতার পার্থক্য আছে। পুথিখানি সম্পূর্ণ পাইলে খুব কাজে লাগিত; কেন না, উহাতে পদের সংখ্যা দেওয়া আছে ১৮৪ হইতে ২১১ পর্য্যন্ত; কিন্তু মাত্র ২৮টি পদ পাওয়া যাইতেছে।

উপজীব্য সঙ্কলন-গ্রন্থের বিবরণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর ছয়খানি সঙ্কলন-গ্রন্থ সুবিখ্যাত। ইহার মধ্যে প্রথম হইতেছে ক্ষণদাগীতচিন্তামণি—সঙ্কলয়িতা সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, যিনি ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থে ত্রিশটি ক্ষণদা বা রাত্রির গীতোপযোগী ৩১৫টি মাত্র পদ আছে, তন্মধ্যে হরিবল্লভ নামধারী সঙ্কলয়িতার ৫২টি, বিদ্যাপতির ৩০টি ও গোবিন্দদাসের ৭২টি, একুনে ১৫৪টি পদ অর্থাৎ শতকরা ৪৯ ভাগ পদ এই তিন জন কবির। প্রত্যেকটি ক্ষণদার আরম্ভ গৌরচন্দ্রিকা ও নিত্যানন্দচন্দ্রিকার দুইটি পদ দিয়া। অন্য কোন সঙ্কলনে এরূপ ভাবে প্রত্যেক রাত্রির গেয় কীর্ত্তনে নিত্যানন্দচন্দ্রের বন্দনা নাই। তার পর প্রত্যেকটি ক্ষণদায় প্রথমে পূর্ব্বরাগ, তার পর অভিসার এবং পরে মিলনের পদ আছে। যাঁহারা ক্ষণদায় চণ্ডীদাসের একটি পদও না পাইয়া থিয়োরি খাড়া করিয়াছেন যে, চণ্ডীদাস বলিয়া কোন কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে পরিচিত ছিলেন না, তাঁহারা ক্ষণদায় কি জাতীয় পদ ধৃত হইয়াছে, তাহা অনুশীলন করিয়াছেন কি? তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা প্রয়োজন যে, ঐ গ্রন্থে বংশীধ্বনি সম্বন্ধে কোন বর্ণনা, এমন কি—পরোক্ষ ইঙ্গিতও কোন পদে নাই। তাহা হইলে কি বলা যাইবে যে, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি লইয়া কোন পদ প্রচলিত ছিল না? তাঁহার সঙ্কলনে মাথুর বিরহেরও কোন উল্লেখ নাই। আসল কথা এই যে, চণ্ডীদাসের সুন্দরতম অধিকাংশ পদই আক্ষেপ লইয়া। আর চক্রবর্ত্তিপাদের নিত্যলীলার ভজনের সঙ্গে আক্ষেপের পদ খাপ খায় না বলিয়া তিনি চণ্ডীদাসের কোন পদ ধরেন নাই। নিত্যলীলার ভজনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক কবি গোবিন্দদাস রাধাকৃষ্ণের বহু লীলা লইয়া সাত শতের উপর পদ রচনা করিলেও, রাধার আক্ষেপ লইয়া একটিও পদ লেখেন নাই।

ক্ষণদাগীতচিন্তামণি সঙ্কলিত হইবার প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দদাস কবিরাজ বিদ্যাপতির বন্দনা করিয়া দুইটি ও চণ্ডীদাসের বন্দনা করিয়া একটি পদ লিখিয়াছেন।

চণ্ডীদাস চরণ[১] চিন্তামণিগণ
শিরে করি ভূষা।
শরণাগত জনে হীন অকিঞ্চনে
করুণা করি পূরহ আশা॥

হরি হরি, তব মঝু অকুশল যাব।
রসিক-মুকুট-মণি প্রেমধনে হি ধনী
রূপ নিরখন যব পাব॥
হৃদয় শুধি মোহে ঐছে প্রবোধিব
যৈছে ঘুচয়ে আঁধিয়ার।
শ্যামর গৌরী বিলাস রস কিঞ্চিত
মঝু চিতে করু পরচার॥
তুহুঁক চরিত বদন ভরি গাওব
রসিক ভকতগণ পাশ।
ক্ষম অপরাধ সাধ মঝু পূরহ
কহ দীন গোবিন্দদাস॥

পদটি ১৩১২ সাল বা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বৈষ্ণবপদলহরীতে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় (পৃঃ ২৯৪) ধরিয়াছেন এবং নীলরতনবাবুও তাঁহার পরিশিষ্টে পদটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত পাঠে পাইয়া সপ্তম পদরূপে ধরিয়াছেন। তিনি কালানুযায়ী ঐতিহাসিক রীতিতে যদি চণ্ডীদাসবন্দনার পদগুলি সাজাইতেন, তাহা হইলে এইটিই হয় তো প্রথম স্থান অধিকার করিত। নীলরতনবাবুর ধৃত পাঠে—(১) চণ্ডীদাস চরণ রজ চিন্তামণিগণ শিরে করি ভূষা এবং (২) মঝু চিতে করু পরচার স্থলে কর পরচার আছে। অন্য কোন পাঠান্তর নাই। নরহরি ভণিতায় চণ্ডীদাসের মহিমার যে পদ পাওয়া যায়, তাহা নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচনা। নরহরি সরকারের রচনাশৈলীর সঙ্গে উহার কোন মিল দেখা যায় না।

নীলরতনবাবু চণ্ডীদাস-বন্দনার প্রথমেই তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্লোক তিনটি কাহার রচনা, কোথা হইতে তিনি পাইলেন,তাহা কিছুই জানান নাই বলিয়া সমালোচকগণ উহার কোন গুরুত্ব দেন নাই। শ্লোক তিনটি আমরা রাধামোহন ঠাকুর-সঙ্কলিত পদামৃতসমুদ্রের মঙ্গলাচরণে বহরমপুর সংস্করণে ভুল পাঠ সহ এবং সাহিত্য-পরিষদের ২৩৭২ পুথিতে শুদ্ধ পাঠ সহ পাইয়াছি। শ্লোকটি এই—

বিদ্যাপতিঃ চণ্ডিদাসো জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ।
লীলাশুকঃ প্রেমযুক্তো রামানন্দশ্চ নন্দদঃ॥
শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রোঽন্যঃ সিদ্ধকৃষ্ণকবীন্দ্রকঃ।
পৃথিব্যাং ধন্যধন্যাস্তে বর্ত্তন্তে' সিদ্ধরূপিণঃ॥

এতান্ বিজ্ঞবরান্ বন্দে সপ্তবারিধিতুল্যকান্।
যেষাং সংস্মৃতিমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥

নীলরতনবাবু (১) বর্ত্তন্তে স্থলে বর্ণ্যন্তে পাঠ ধরিয়াছেন। রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের মতে (১) বিদ্যাপতি, (২) চণ্ডীদাস, (৩) জয়দেব, (৪) লীলাশুক (কৃষ্ণকর্ণামৃত), (৫) রামানন্দ (জগন্নাথবল্লভ নাটক), (৬) গোবিন্দদাস ও (৭) সিদ্ধকৃষ্ণকবীন্দ্র বা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, এই সাত জন শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি জ্ঞানদাস, বলরামদাস, বংশীবদন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিকে এই সাত জনের মধ্যে স্থান দেন নাই। রাধামোহনের রচিত বলিয়া শ্লোকটির কথা জানা থাকিলে কোন কোন গবেষক চণ্ডীদাসকে উড়াইয়া দিতে পারিতেন না।

গোবিন্দদাসের তিরোভাবের অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে পীতাম্বর দাস তাঁহার রসমঞ্জরীতে চণ্ডীদাসের দুইটি পদাংশ ভণিতাহীন অবস্থায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সঙ্কলনের ১৬১, ১৮২ পদে উহা পাইবেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবু পীতাম্বর দাসের 'অষ্টরসব্যাখ্যা'র পুথিতে এই সঙ্কলনে প্রদত্ত ৬০ সংখ্যক পদটিও পাইয়াছেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর পরে তাঁহার শিষ্যের পুত্র নরহরি চক্রবর্ত্তী গীতচন্দ্রোদয় সঙ্কলন করেন। নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসে ঐতিহাসিকদের নিকট মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কলনে চণ্ডীদাসের নামে ২৬টি পদ ধৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ১১টি পদ পদকল্পতরুতে নাই—

	গীতচন্দ্রোদয়ের পৃষ্ঠা
অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত	১৩৫
ওঝা বেঝা আন গিয়া	১৪৬
সোনার নাতিনি কেন আসি যাও	১৫০
জলদবরণ কানু	১৫১, ১৭৩
আমি ত অবলা তাহে এত জ্বালা	১৯৫
এ সখি সুন্দরি কহ কহ মোয়	২৪৬
একে সে সুন্দরী কনকপুতরি	৩৩২
তরুণী হরিণীনয়নী রাই	৩৩৪
সখীগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে	৩৫০
বদন সুন্দর যেন শশধর	৩৬৩

গীতচন্দ্রোদয়ের পৃষ্ঠা

নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরি ৪১১

রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র আগে, কি নরহরির গীতচন্দ্রোদয় আগে সঙ্কলিত হয়, তাহা বলা যায় না। নরহরি চক্রবর্ত্তীর কোন পদ পদামৃতসমুদ্রে ধৃত হয় নাই; কিন্তু গীতচন্দ্রোদয়ে 'রাধামোহন' ভণিতাযুক্ত একটি পদ আছে। যাহা হউক, পদামৃতসমুদ্রে চণ্ডীদাস ভণিতায় নয়টি পদ ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি পদ পদকল্পতরুতে নাই। পদটির আরম্ভ—

শুন শুন সই কহিনু তোরে।
পিরিতি করিয়া কি হৈল মোরে॥ (৭৯)

পদামৃতসমুদ্রের কিছু পূর্ব্বে বা পরে দীনবন্ধু দাস চল্লিশ জন পদকর্ত্তার ৪৯৪টি মাত্র পদ লইয়া সঙ্কীর্ত্তনামৃত সঙ্কলন করেন। তাঁহার গ্রন্থের একখানি পুথির লিপিকাল ১৬৯৩ শক বা ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি স্বকৃত ২০৭টি ও গোবিন্দদাসকৃত ১৫৪টি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন; চণ্ডীদাসের একটি পদও ধরেন নাই। ইনিও নিত্যলীলার ভজনের সুবিধার জন্য পদনির্ব্বাচন করিয়াছেন। এবং রসসারোদধি নামক গ্রন্থের মত উদ্ধৃত করিয়া চতুঃষষ্টি রসের বিচার-পূর্ব্বক সেই অনুসারে পদ সাজাইয়াছেন। কাজেই তাঁহার সঙ্কলনেও আক্ষেপের পদের প্রাধান্য নাই বলিয়া চণ্ডীদাসের পদ ধৃত হয় নাই।

তাঁহার প্রায় সমসাময়িক গৌরসুন্দর দাসের কীর্ত্তনানন্দে চণ্ডীদাসের ভণিতায় ৩৬টি পদ ধৃত হইয়াছে। বরাহনগর পাটবাড়ীতে কীর্ত্তনানন্দের দুইখানি তারিখযুক্ত সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া গিয়াছে। গৌরসুন্দর দাস লিখিয়াছেন যে, তিনি ১১১৯টি পদ উহাতে স্থান দিয়াছেন; কিন্তু বনোয়ারীলাল গোস্বামী ছয় শতের কম পদ "কীর্ত্তনানন্দ" গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। গৌরসুন্দর দাস সঙ্কলনের তারিখ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

শক চান্দ ষট বসু বসু মেলি মাহ বিরিষের পুছে।
সন বিধু বিধু মুনি লোচনহি সমাধান হইয়াছে॥

অর্থাৎ ১৬৮৮ শক, ১১৭৩ বঙ্গাব্দ বা ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। সুতরাং দীনবন্ধু দাসের সংকীর্ত্তনামৃতের চেয়ে এই গ্রন্থ কিছু কম প্রামাণিক নহে।

বৈষ্ণব পদাবলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম সঙ্কলন হইতেছে বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু। ইহাতে শুধু চণ্ডীদাস ভণিতায় ৮৯টি, দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতায় ২২টি, বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত ৬টি, শুধু বড়ু ভণিতায় ১টি ও আদি চণ্ডীদাস

ভণিতায় ১টি, একুনে ১১৯টি পদ ধৃত হইয়াছে। ইনি চণ্ডীদাস নামে খ্যাত সকল কবির পদের নমুনা দিয়াছেন।

দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে বিদ্যাপতির পদাবলীর নূতন সংস্করণ তৈয়ারী করি, তখন আমার অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় আমাকে চণ্ডীদাসের যে পদাবলী শ্রীচৈতন্যদেব আস্বাদন করিতেন, তাহা উদ্ধার করিতে বলেন। তাঁহার অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য আমি নানা স্থানে চণ্ডীদাসের পদের প্রাচীন পুথি অনুসন্ধান করিতে থাকি। বরাহনগর পাটবাড়ীর শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ, বিশেষ করিয়া শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ দাস পঞ্চতীর্থ, সুকবি শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাস বাবাজী এবং সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় মহাশয় আমাকে তত্রত্য অমূল্য পুথিগুলি ব্যবহার করিবার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা ব্যবহার করিতে দিয়া পণ্ডিতাগ্রগণ্য অধ্যাপক ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত আমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পুথিশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এবং প্রাচীন পুথির পাঠোদ্ধারে অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় বসিয়া সুদীর্ঘ কাল অধ্যয়ন করিবার সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের সংগৃহীত প্রাচীন পদাবলীর পুথি আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। এই গ্রন্থের প্রুফ দেখিবার সময় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে অনেক মূল্যবান্ উপদেশ দিয়া উপকৃত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আমার ঋণ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। চণ্ডীদাস-সমস্যা অত্যন্ত জটিল। এ সমস্যার সম্পূর্ণ সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারিয়াছি, এমন দাবী করিতে পারি না। আমার পরিশ্রমের ফলে যদি ভবিষ্যতে গবেষকদের আলোচনার কিছু সুবিধা হয় এবং তাঁহাদের চেষ্টায় এই সমাধান সম্ভবপর হয়, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।

গোলাদরিয়াপুর, পাটনা-৪ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

২১।১২।৬০

চণ্ডীদাসের পদাবলী

১

আল সই, আজু সে'সকল গেল।
নীপ তরু মূলে শ্যাম সুনাগর
কেমনে যাইব বল॥
হাসির হিলোলে ধৈরজ ভাঙ্গিল
এমতি অন্তরে বাসি।
জাতি কুল শীল সব তিয়াগিঞা
হইব কানুর দাসি॥
চাঁচর কেশর বেণী বনাইঞা
রমণী মোহিবার তরে।
কোথা হইতে মেন এ রূপ লাবণ্য
আইল নন্দের ঘরে॥
এ রূপ লাবণ্য দেখিল যে জন
সে জন কলঙ্কী হৈল।
শ্যাম গুণনিধি গঠিল যে বিধি
সে বিধি কেমনে জীল॥
আঁখি ছল ছল নয়ন যুগল
দেখিঞা ও রূপ চান্দে।
চণ্ডীদাস কয় না জানি কি হয়
কি করিল কালাচান্দে॥

বরাহনগর ৬ (১০২৬ ক) ২য় পদ।

টীকা—রাধার পূর্ব্বরাগ। রাধা, কৃষ্ণের রূপ-লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন,—এই কদম্বতরুর মূল ছাড়িয়া কেমন করিয়া যাইব বল? তাহার হাসির তরঙ্গ আমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এখন তাহার দাসী হওয়া ছাড়া আমার উপায় নাই। তাহাতে জাতিকুলশীল সব যায় যাক্।

মেন—বা অর্থে প্রযুক্ত (অব্যয়)। সে বিধি কেমনে জীল—এমন রূপ, যাহা দেখিলেই প্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিতে ইচ্ছা করে, তাহা তৈয়ারী করিয়া বিধাতা জীবন ধারণ করিল কি করিয়া ? তাহার হৃদয় কি পাষাণ দিয়া তৈয়ারী ?

২

ওঝা[১] বেঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভুতা।
কাঁপি ঝাঁপি উঠে এই[২] বৃষভানুসুতা॥
কালা[৩] কুঙর হিরণ বসন যবে পড়ে মনে।
মুরুছি[৪] পড়িয়া কান্দে ধরি ভূমখানে॥
রক্ষা অক্ষা পড়ে মন্ত্র ধরি ধনীচুলে।
সভে[৫] বোলে আনি দেহ কালা গলার ফুলে॥
চেতন পাইয়া তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত যাইবেক ঘুচিবে অঙ্গজ্বালা॥
চণ্ডীদাস কহে তুমি যারে বোলো ভূত।
শ্যাম চিকণ সে নন্দের ঘরে পুত॥

গীতচন্দ্রোদয় ১৪৬,
ক. বি. ২৯২, ২৯৭।

নী. ৫১। ন. চ. ১৫৫ পৃঃ। দী. ৫৫৮ পৃঃ।

পাঠান্তর : ১। রোঝা ওঝা, ২। ঐ, ৩। কানাই কোঙর চিকণ, ৪। মূরছি পড়িয়া ধনী কাঁদে ভূমখানে, ৫। কেহ। চিহ্নিত পয়ারের পর আছে,—

কালিয়া কোঙর থাকে কদম্বের ডালে।
বালিকা দেখিয়া পাইয়াছে শিশুকালে॥

মন্তব্য :—সুনীতিবাবু এবং হরেকৃষ্ণবাবু (ন. চ. ১৫৫ পৃঃ) এই পদের সঙ্গে বংশীবদনের রচিত ও পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত ১১৮ সংখ্যক পদের আংশিক ভাবে মিল দেখিতে পাইয়াছেন। পদকল্পতরুর পদটি এই,—

এই ত গোকুলবাসী কেহ কিছু জানসি
তাহার চরণে করোঁ সেবা।
তোমরা আসিয়া দেখ রাইয়ের বেয়াধি লখ
রাইয়েরে পাঞাছে কোন দেবা॥
সব দেব হাকারিয়া কহে শ্রুতিপুটে।
কালিয়া কোঙর নামে কাঁপি কাঁপি উঠে॥

কালিয়া কোঙর নামে থাকে কদমডালে।
সুকুমারী দেখিয়া পাঞাছে শিশুকালে॥
তাহারে আনিয়া সবে তার পূজা কর।
পূজা পাইলে যাবে সে আপনার ঘর॥
বংশীবদনে কহে এই কথা দড়।
নিজ পূজা না পাইলে পরমাদ বড়॥

ভূতে পাওয়ার কথা ও গীতচন্দ্রোদয়ে যে পয়ারটি নাই, সেই পয়ারের কথা ছাড়া ঐ দুই পদের মধ্যে কোন মিলই নাই। বিষয়বস্তুর মিলকে যদি মিল বলা যায়, তাহা হইলে সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যকেই একজনের রচনা বলা চলে।

সুনীতিবাবু ও হরেকৃষ্ণবাবু (ন. চ.) এই পদের সঙ্গে পদকল্পতরুর ১৩৫ সংখ্যক পদেরও সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়া, উহাকে স্বতন্ত্র পদরূপে না ধরিয়া, এই পদের টীকায় ধরিয়াছেন। আমরা ১৩৫ সংখ্যক পদটি স্বতন্ত্রভাবে দিয়া, কোথায় মিল আছে, তাহার টীকায় ইহার বিচার করিব।

৩

কালিয়া বরণ হিরণ পিন্ধন[১]
যখন পড়য়ে মনে।
মুরছি[২] পড়িয়া কান্দয়ে ধরিয়া
সব সখী জনে জনে॥
কেহ[৩] কহে মাই ওঝারে ঝাড়াই
রাইয়েরে পাইঞাছে ভূতা।
কাঁপি কাঁপি[৪] উঠে কহিলে না টুটে
সে যে বৃষভানু-সুতা॥
রক্ষামন্ত্র পড়ে নিজ[৫] চুলে ঝাড়ে
কেহ বা কহয়ে ছলে।
আনি দিব তোহে নিচয়ে[৬] কহিয়ে
কালার গলার ফুলে॥
কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে
কুলের[৭] বৈরী যে কালা।
দেখাও যতনে পাইবে চেতনে
ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা॥

গীতচন্দ্রোদয়, ১৫৮ পৃঃ, তরু ১৩৫।

নী. ৫২। ন. চ. ১৫৬ পৃঃ। দী. ৫৫৯ পৃঃ।

গীতচন্দ্রোদয়ে পাঠান্তর: ১। বসন, ২। মুরুছি, ৩। কেহো, ৪। কাঁপি ঝাপি উঠে, ৫। নিজ চূড়ে, ৬। কহিল নিচয়ে, ৭। কুলের বৈরি কালা।

মন্তব্য:—সুনীতিবাবু প্রভৃতি (ন. চ.) এই পদের সঙ্গে গীতচন্দ্রোদয়ের ১৪৬ পৃঃ ধৃত 'ওঝা বেজা আন গিয়া' ইত্যাদি পদটির সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছেন। 'ওঝাবেজার' পদে 'কালা কুমর হিরণ বসন' আছে, এই পদেও 'কালিয়াবরণ হিরণ পিন্ধন' পাওয়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহার গায়ের রংও ছাড়িতে পারেন না, পীত বসনও নহে।—প্রথম পদে আছে যে, রাধা মাটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদেন, দ্বিতীয়টিতে 'সব সখী জনে জনে' ধরিয়া কাঁদেন। উভয় পদেই রক্ষামন্ত্র পড়া আছে, তবে প্রথমটিতে ধনীর চুলে, আর দ্বিতীয়টিতে 'নিজ চুলে ঝাড়ে'। কালার গলার ফুল আনিয়া দেওয়ার কথা উভয় পদেই আছে। উভয় পদের ভণিতা অংশের ভাব ও ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক্। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস একই ভাব লইয়া, বহু স্থানে একই ভাষায় একাধিক পদ রচনা করিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ হইতেও ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া কঠিন নহে। নরহরি চক্রবর্তীর মতন রসজ্ঞ পণ্ডিত যে দুইটি পদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াছেন, ইহা সুনীতিবাবু, হরেকৃষ্ণবাবু ও মণীন্দ্রবাবুর দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

৪

অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত
অঝরে নয়ন ঝরে।
বুঝি অনুমানি কালারূপখানি
তোমারে করিল ভোরে॥
দেখি নানা দশা অঙ্গ যে বিবশা
নহে ত এ বড়[১] ভারে।
সো বর নাগর গুণের সাগর
কিবা না করিতে পারে॥
শুন শুন রাই কহি তুয়া[২] ঠাই
ভাল[৩] না দেখিয়ে তোরে।
সতী কুলবতী তুয়া যে খেয়াতি
আছয়ে[৪] গোকুলপুরে॥
ইহাতে এখন দেখিয়ে[৫] কেমন
নাহি লাজ গুরুতরে।

কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নব রসে
বুঝিলে বুঝিতে নারে ॥

গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১৩৫।

নী. ৫৩। দী. ৫৭৫ পৃঃ।

গীতচন্দ্রোদয়ের পুথি যাঁহারা নকল করিয়াছিলেন, তাঁহারা 'সে' স্থানে 'সো' এবং 'তুহার খেয়াতি' স্থানে 'তুয়া যে খেয়াতি' বসাইয়া থাকিবেন। নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসে 'সে' পাঠই আছে। তাহা ছাড়া ১। 'এ বড়' স্থানে 'এমন', ২। তব, ৩। ভাল না দেখি যে তোরে, ৪। আছয়, ৫। দেখি যে পাঠ আছে।

৫

সোনার নাতিনী এমন যে কেনি
হইলা বাউড়ী পারা।
সদাই রোদন বিরস বদন
না বুঝি কেমন ধারা ॥
যমুনা যাইতে কদম্ব তলাতে
দেখিলে সে কোন্ জনে।
যুবতী জনার ধরম-নাশক
বসি থাকে সেইখানে ॥
সে জন পড়ে তোর মনে।
সতীর[১] কুলে কলঙ্ক রাখিলে
চাহিয়া তাহার পানে ॥
একে কুলনারী কুল আছে বৈরী
তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে চণ্ডীদাসে কুল শীল নাশে
কালিয়ার প্রেম-মধু ॥

গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১৪৭।

তরু ১৩৪।

নী. ৫০। ন. চ. ৪৬ পৃঃ। দী. ৫৫৫ পৃঃ। পাঠান্তর : তরু—১। সতীর কুলের।

মন্তব্য :—এই সুন্দর পদটিকে সুনীতিবাবু প্রভৃতি (ন. চ. পৃঃ ৪৬) ১৩৯ সংখ্যক ও গীতচন্দ্রোদয়ে ধৃত (১৫০ পৃঃ) "সোনার নাতিনী কেন আইস যাও পুনঃ পুনঃ"

ইত্যাদি পদের অনুকরণ বলিয়াছেন। ১৩৯ সংখ্যক পদের টীকায় উভয়ের তুলনা করিব। মণীন্দ্রবাবু (পৃঃ ৫৫৭) বলেন যে, "পদকল্প-তরুতে যখন প্রথম পদটিই উদ্ধৃত রহিয়াছে, তখন ইহারই প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া, আমরা দ্বিতীয় পদটিকে নানা দিক্ দিয়া বিচার করিয়াই প্রথম পদের আদর্শে রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি।" কিন্তু উভয় পদই যে পদকল্পতরু সঙ্কলিত হইবার অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী ধরিয়াছেন, ইহা তিনি জানিতেন না। এই পদটির ভণিতা চণ্ডীদাসের সকল ভণিতার অনুরূপ, আর ১৩৯ সংখ্যক পদের ভণিতায় দ্বিজ চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। পদটিতেও যথেষ্ট কবিত্ব আছে।

৬

রাধার[১] কি হৈল অন্তরে বেথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহাঁরু[২] কথা॥
সদাই[৩] ধিয়ানে চাহে মেঘ পানে
না[৪] চলে নয়ানতারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥
আউলাইয়া বেণী ফুলেতে[৬] গাঁথনী
দেখয়ে[৭] খসাইয়া চুলি।
হসিত বদনে চাহি[৮] মেঘ পানে
কি[৯] কহে দু হাত তুলি॥
এক[১০] দিঠি করি ময়ূরা ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরিখণে।
চণ্ডীদাসে[১১] কয় নব পরিচয়
কালিয়া বধুঁর সনে॥

গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১৪৯।
তরু ৩০। কী ৪৮।

রবীন্দ্রনাথ ১৮ পৃঃ। নী. ৪৭। ন. চ. ৫০ পৃঃ। দী. ৫৪৬ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। রাধার অন্তরে কি হইল বেথা—কী। ২। কাহারো—তরু। ৩। সদাই

ধেয়ানে—তরু ও কী। ৪। না চলে নয়ন তারা—কী। ৫। যোগিনীর পারা—কী। ৬। ফুলয়ে গাঁথনী—তরু, 'ফুলেতে গাথনী' কীর্ত্তনানন্দের পাঠ। ফুলয়ে বা খুলয়ে গাঁথনী বলার সার্থকতা নাই ; কেন না, প্রথমেই 'আউলাইয়া বেণী' আছে। ৭। দেখয়ে আপন চুলি—কী। ৮। চাহে গগন পানে—কী। ৯। মাগয়ে দুই হাত তুলি। ১০। এক দিঠি করি—তরু। ১১। চণ্ডীদাসে কহে—কী।

মন্তব্য :—সুনীতিবাবু প্রভৃতি (ন. চ. ৫২ পৃঃ) বলেন যে, পদটি নিম্নলিখিত উজ্জ্বল-নীলমণির শ্লোকের "আধারের উপর রচিত মনে হয়"।—

আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যস্যৈকতানং মনঃ।
মৌনঞ্চেদমিদঞ্চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে
তদ্ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিংবা বিয়োগিন্যসি ॥

ব্যভিচারি প্রঃ, ৬৭ ; পদ্যাবলী, ২৩৮।

পদটী শ্রীরূপের নহে। ইহা কস্যচিৎ বলিয়া কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে (৪১৬) এবং সদুক্তি-কর্ণামৃতে লক্ষিত বিরহিণীর বর্ণনায় (২।২৫।২) রাজশেখরের রচনারূপে ধৃত হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণেও (৪।১১) ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এটি যদি চণ্ডীদাসের পদের আধার বলিয়া স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও এই প্রমাণের বলে তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী বলা চলে না। শ্লোকটির ভাবার্থ এই : তোমার আহারে বিরতি, ইন্দ্রিয়ভোগ্য সকল বিষয়েই নিবৃত্তি ; নাসাগ্রে দৃষ্টি, মনের একাগ্রতা ও মৌন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—বল সখি, তুমি যোগিনী, না বিয়োগিনী ? এই শ্লোকের সহিত পদের দুইটিমাত্র কথা মেলে—(১) বিরতি আহারে, (২) যেমত যোগিনী পারা। বিরহিণীদের আহারে অনিচ্ছা ও যোগিনীর মতন বেশভূষা করা সুপ্রসিদ্ধ রীতি, সুতরাং তাহার জন্য চণ্ডীদাসের পক্ষে উজ্জ্বলনীলমণির আদর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

টীকা—রাধা, কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল। তাই তাঁহার লোকের সঙ্গ ভাল লাগে না, তিনি একলা কৃষ্ণের কথা চিন্তা করিতে চাহেন। সেই চিন্তায় তিনি এমন তন্ময় হইয়া যান যে, "না শুনে কাহারো কথা।" কৃষ্ণের বর্ণ নবজলধরতুল্য, তাই রাধা মেঘের পানে চাহিয়া থাকেন, তাঁহার দৃষ্টি সেখান হইতে অন্যত্র আর ধাবিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সাদৃশ্য আছে বলিয়া রাধা তাঁহার খোঁপা খুলিয়া কাল কেশপাশ দর্শন করেন। ময়ূরের কণ্ঠের মতন শ্রীকৃষ্ণের রং বলিয়া রাধা ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ করেন। সদুক্তি-কর্ণামৃতে 'আহারে বিরতি' বিরহিণীর লক্ষণ বলা হইলেও এখানে চণ্ডীদাস রাধার পূর্ব্বরাগের কথাই বলিতেছেন ; কেন না—

চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বন্ধুর সনে ॥

৭

জলদ বরণ কানু দলিত অঞ্জন[১] তনু
উদয়িছে[২] শুধু সুধাময় ।
নয়ান চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিখে লখিল নাহি হয় ॥
শ্যামরূপ দেখিলু যাইতে জলে ।
ভালে সে নাগরী হৈয়াছে পাগলী
সকল লোকেতে বোলে ॥
কিবা বা চাহনি ভুবন-ভুলনি
দোলনি গলার মাল ।
মধুলোভে কত ভ্রমরা বোলয়ে[৩]
বেঢ়িয়া তঁহি রসাল ॥
দুইটি লোচন মদনের বাণ
দেখিতে পরাণে হানে ।
পশিয়া মরমে ঘুচায় ধরমে
পরাণ সহিতে টানে ॥
চণ্ডীদাসে কয় ভুবনে না হয়
এমন রূপ যে আর ।
যে জন দেখিল সেই সে ভুলিল
কি তার কুলে বিচার ॥

গীতচন্দ্রোদয়, পৃঃ ১৫১ এবং পৃঃ ১৭৩ ।
ক. বি. ২৯২, ২৯৭, ৬২০৪ পুথি (৫৫ পৃঃ) ।

নী. ৬১ । দী. ৫৫২ পৃঃ ।

গীতচন্দ্রোদয়ের ১৭৩ পৃষ্ঠায় পাঠান্তর : ১ । দলিত অঞ্জন জনু, ২ । উগারিছে ক. বি. ২৯৭, ৩ । ভ্রমরা বুলয়ে ।

টীকা—"দলিত অঞ্জন তনু," "বেঢ়িয়া তঁহি রসাল" প্রভৃতি দীন চণ্ডীদাসের রচনা স্মরণ করাইয়া দেয় । পদটির সম্বন্ধে মণীন্দ্রবাবু (পৃঃ ৫৫৩) বলেন,—"সর্ব্বত্রই কবিগণের চিরাচরিত রীতিই অনুসৃত হইয়াছে এবং ইহাতে একই কথার পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ।" কিন্তু ইহাতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় । কানুকে শুধু সুধাময় চন্দ্র বলিয়া রাধা তাঁহার নয়নকে চকোর বলিয়াছেন, এটি চিরাচরিত রীতি বটে, কিন্তু সেই চাঁদের

সুধা পান করিবার জন্য চোখের "উতরোল করা"—উচ্চ শব্দ করা বা হৈচৈ বাধাইয়া দেওয়া নিশ্চয়ই অসাধারণ। 'নিমিখে লখিল নাহি হয়'—নিমেষপাত হেতু ভাল করিয়া দেখা যায় না—এ আক্ষেপ ভাগবতের গোপীদের (১০।৩১।১৫—জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্) হইলেও ব্যঞ্জনভঙ্গী পুরাতন নহে। প্রথমে রাধার নয়নের কি দশা হয় বলিয়া, পরে শ্রীকৃষ্ণের নয়নকে 'মদনের বাণ'—যাহা দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ 'পরাণে হানে,' তাহার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং পুনরাবৃত্তি নাই। আর ঐ বাণ মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইয়া শুধু কুলধর্ম্মকে ঘুচায় না, প্রাণ লইয়াও টানাটানি করে।

৮

হায় হায় প্রিয়সখি কিনা হৈল মোরে।
কাহ্নু প্রেমবিষানলে তনু মন জারে॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাও।
যাঁহা গেলে কাহ্নু পাও তাঁহা উড়ি যাও[১]॥
হেদে রে দারুণ বিধি তোরে সে বাখানি।
অবলা করিলি মোরে জনমদুখিনী॥
ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জ্বালা।
এ পাপ পরাণে কেনে বইরি হৈল কালা॥
অভাগি মরিলে হয় সকলের ভাল।
চণ্ডীদাস কহে ধনি এমতি না বল॥[২]

ন.চ. পৃঃ ২১ (বড়ুর আসল পদ ১৪)।

পাঠান্তর: সুনীতিবাবু প্রভৃতি (ন. চ.) বোধ হয়, চরিতামৃতের কোন অপ্রামাণিক সংস্করণ দেখিয়া প্রথম চারি পংক্তির পাঠ ধরিয়াছেন—

হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কি না হৈল মোরে।
কানু-প্রেম-বিষে মোর তনু মন জারে॥
দিবানিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাও।
যথা গেলে কানু পাও তথা উড়ি যাও॥

তাঁহাদের চরিতামৃতে "জ্বরে" পাঠ ছিল।

১। চৈ. চ. ২।৩। ১১৮-১১৯।

২। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বীরভূম জেলার মূড়ামাউ গ্রামে বঙ্কদাস কীর্ত্তনীয়ার বাড়ীতে আবিষ্কৃত। ভারতবর্ষ, ১৩৩১ ভাদ্র।

টীকা—পদটি রত্নবিশেষ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে, সন্ন্যাসগ্রহণের পরে অদ্বৈতগৃহে যখন মহাপ্রভু নিত্যানন্দকর্ত্তৃক আনীত হন, তখন ভোজনাদির পর সন্ধ্যার সময়—

এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত অন্তর বিদরে॥
নির্ব্বেদ বিষাদামর্ষ চাপল্য গর্ব্ব দৈন্য।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাবসৈন্য॥—চৈ. চ. ২।৩।১২০-১২১।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সমস্ত পদটিই জানিতেন, না হইলে কেবল প্রথম চারি পংক্তি শুনিয়া বা পড়িয়া কাহারও মনে অমর্ষ (ক্রোধ), গর্ব্ব ও দৈন্য উঠিতে পারে না। প্রথম চারি চরণে মনের একটা উদাসভাব, হতাশা (নির্ব্বেদ) জাগাইয়া দেয়। কানুর প্রেম, যাহাকে বিষও বলা চলে, আগুনও বলা যায়, এমন করিয়া আমাকে পুড়াইয়া মারিতেছে। যাঁহা গেলে কাহ্নু পাঙ, তাঁহা উড়ি যাঙ—এই কথা মনের চাপল্য বা চঞ্চলতাকে প্রকাশ করিতেছে। পরবর্ত্তী ছয় চরণে (যাহার আবিষ্কারের জন্য শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবু আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন) রাধা নিজেকে জনমদুখিনী বলিয়া দৈন্য জানাইতেছেন। 'অভাগি মরিলে হয় সকলের ভাল' বলিয়া, রাধা সেই দৈন্যকে আরও বিষাদময় করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার আক্ষেপ এই যে, ঘরে ও পরে সকলে তাঁহাকে ত জ্বালা দেয়ই, তাহাতে আবার অন্তরও জ্বলে। এই জ্বালা দেওয়ার কথা শুনিয়া ২৪ বৎসরের তরুণ সন্ন্যাসী—যাঁহার মন কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়া রহিয়াছে—রাধার প্রতি সমবেদনা জানাইয়া, সেই 'ঘরের লোক' ও 'পর' অর্থাৎ প্রতিবেশিনীদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম চারি পংক্তিতে এমন কিছু নাই, যাহাতে শ্রীচৈতন্যের মনে অমর্ষ জাগিতে পারে। ইহার পর রাধা যখন বলিতেছেন,—"এ পাপ পরাণে কেনে বইরি হৈল কালা," তখন প্রভুর মনে গর্ব্ব জাগিতেছে এই ভাবিয়া যে, রাধা কালাকে কত ভালবাসেন। খুব ভালবাসিতে না পারিলে এমন অভিমানের ভাষা মুখ দিয়া বাহির হয় না—আমার প্রাণের বৈরী বা শত্রু হইল সেই কালা। মায়েরা অনেক সময়ে প্রিয়তম পুত্রকে আদর করিয়া বলেন,—'ওরে শত্তুর, খেয়ে নে, আর জ্বালাস নে'। রাধার মনেও দৈন্যের সঙ্গে গর্ব্ব উঠিয়াছে যে, কালাও তাহাকে ভালবাসে। সেই ভালবাসার ভাষাকেই মহাকবি রূপ দিয়াছেন,—

"এ পাপ পরাণে কেন বইরি হৈল কালা।"

সুনীতিবাবু আদি (ন. চ.) পদটিকে বড়ুর রচনা বলিয়াছেন। কিন্তু বড়ুর কৃষ্ণকীর্ত্তনে সর্ব্বত্র রাধা বড়াইকে দুঃখ জানাইয়াছেন, কখনও ভুলিয়াও সখীকে নহে। তিনি যে সব সখীর কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা রাধার প্রতিদ্বন্দ্বিনী বা কুৎসাকারিণী। বড়ুর শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনখণ্ডে রাধাকে বলিতেছেন,—

ষোল সহস্র তোর সখিগণ।
সব্খার তোষিব আহ্মে মন॥—পৃঃ ২১০।

"কেহো কাহাকো যেন না করে উপহাস।
তেহ্ন মতেঁ করিব বিলাস ॥"—পৃঃ ২১১।

যমুনাখণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন,—

যেহো সখি দেখ তোর কেহো নহে হীত ॥
আপন কাজক লাগি সবই বিকলী।
সন্ধেঞি চাহেন্ত তোক রোষু বনমালী ॥—পৃঃ ২৫৩।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় পদটি মহাপ্রভু আস্বাদন করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, মহাপ্রভু ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ আস্বাদন করেন, আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ লেখেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের সৌভাগ্য হইয়াছিল—রঘুনাথদাস গোস্বামীর মুখে প্রভুর লীলাকথা শুনিবার। মহাপ্রভুর অদ্বৈতগৃহে গমন এক স্মরণীয় ঘটনা। তাঁহাকে দেখিবার জন্য শান্তিপুরে বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। ঐ রকম স্মরণীয় দিনে কোন কবির ভাল পদ সুন্দররূপে গাহিবার জন্য লোকের মনের উপর একটি স্থায়ী প্রভাব হওয়া বিচিত্র নহে। সেই প্রভাবের কথা লোকমুখে হয় ত প্রচারিত হইয়াছিল। ইতিহাসের বহু ঘটনার মূল আকর এই গানটির ইতিহাস অপেক্ষা দুর্ব্বল, তথাপি তাহা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়।

এই পদটি ও দীন চণ্ডীদাসকৃত নরোত্তমবন্দনার পদটি যে ভাবে হরেকৃষ্ণবাবু আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার উপর কটাক্ষ করিয়া নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"এই দুই আবিষ্কারই মহামূল্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু দীন চণ্ডীদাসের নরোত্তমবন্দনার পদটির প্রাপ্তিস্থান, প্রবন্ধের যথাস্থানে জানাইতে বিস্মৃতি এবং পাতড়া অথবা জীর্ণ এক টুকরা কাগজে পদাবলি-সাহিত্যের এই সকল সঙ্কট-ত্রাণ আবিষ্কার, মন্দমতি লোকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে পারে, ইহাই হিতৈষী জনের বিনীত নিবেদন" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৪, পৃঃ ১৪৮)। এই পদটি যে পাতড়ায় পাওয়া গিয়াছে, তাহার প্রাচীনত্বের প্রমাণস্বরূপ তাহাতে ১১১১ লেখা (বোধ হয়, ঐ সাল) থাকা একটু সন্দেহের বিষয় হইলেও বলা প্রয়োজন যে, গরীব বৈষ্ণবগণ ঐতিহাসিকদের সুবিধার জন্য তাম্রলিপি বা শিলালিপিতে কিছু লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহারা মাটির ঘরে থাকিতেন। জলে, ঝড়ে, উই পোকাতে, তালপাতায় ও কাগজে লেখা পুথিপত্র অনেক নষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং জীর্ণ পাতড়াতে বৈষ্ণব পদাবলীর অমূল্য তথ্য পাওয়া মোটেই সন্দেহজনক নহে।

৯

কদম্বতলায়, বিনোদ নাগর, তাহে চিত গেল বান্ধা।
মনমথ জ্বরে, হিয়া জরজর, গুমরি কান্দয়ে রাধা ॥
কমল নয়ানে, কাজর রেখা, কালার মূরতি লেখি।
ভালের সিন্দুরে, আঁখি নিরমিঞা, তাহার মূরতি দেখি ॥

অসিতবরণ, পরিয়ে বসন, করে কুবলয় দাম।
মণি মরকত, মালায়ে সাজত, জপিয়ে শ্যামের নাম॥
এমন নিতি নিতি, বন্ধুর পিরিতি, অবলা কতেক সয়।
কহে চণ্ডীদাস, এমন পিরিতি, হৈলে তিন লোক গায়॥

বরাহনগর ৬ ক (১০২৬) ৩৭ সংখ্যক পদ।

বসুমতী-সংস্করণ—১২৮ পৃঃ 'নিরবধি শ্যামভাবনা' ইত্যাদি পদের সঙ্গে কিছু অংশের মিল দেখা যায়।

টীকা—রাধা ঘরের বধূ। শ্যামের সঙ্গে তাঁহার দেখা হওয়া কঠিন, অথচ তাঁহাকে না দেখিতে পাইলেও তাঁহার জীবন থাকে না। তাই তিনি চোখের কাজল দিয়া কালার মূর্ত্তি অঙ্কন করিয়া, কপালের সিন্দূর দিয়া তাহার চোখ আঁকেন। কালার বর্ণের সাদৃশ্য থাকায় তিনি কৃষ্ণবর্ণ শাড়ী পরেন ; আর হাতে কুবলয়গুচ্ছ রাখেন, যাহাতে সেই কুবলয়-আঁখি প্রিয়তমের উদ্দীপন হয়।

১০

কনক বরণ কিয়ে দরপণ
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত চান্দ যে শোভিত
সুন্দর অরুণ আর॥
সই, কিবা সে মুখের হাসি।
হিয়ার ভিতর কাটিয়া পাঁজর
মরমে রহিল পশি॥
গলার উপরে মণিময় হার
গগনমণ্ডল হেরু।
কুচযুগ গিরি কনক গাগরি
উলটি পড়ল মেরু॥
উরোজে উরুতে লম্বিত কেশ
হেরিয়ে সুন্দর তার।
চরণের ফুল দেখিয়া[১] দুকূল
জলদ শোভিত ধার॥

কহে চণ্ডীদাসে বাশুলি আদেশে
হেরিয়া নখের কোণে।
জনম সফলে যমুনার কূলে
মিলাওল কোন জনে॥

নী. ১৫। দী. ৫৬৮ পৃঃ। গীতচন্দ্রোদয়—পৃঃ ৩৭৯। তরু ২০৬। ক. বি. ২৯১, ২৯২, ২৯৭।
পাঠান্তর: ১। হেরি যে দুকূল—তরু। পদটি সুন্দর।

১১

এ ধনি এ ধনি বচন শুন।
নিদান দেখিয়া আইলু পুন॥
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি।
যত তত করি না হএ সুধি॥
না বান্ধে চিকুর না পরে চীর।
না খাএ আহার না পিএ নীর॥
সোনার বরণ হইল শ্যাম।
সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥
না চিহ্নে মানুখ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি আছএ চাই॥
তূলা আনি দিলু নাসিকা কাছে[২]।
তবে সে বুঝিলু শ্বাস[৩] আছে॥
আছএ শ্বাস[৪] না রহে জীব।
বিলম্ব না সহেঁ আমার দীব॥
চণ্ডীদাসে কয় বিরহ বাধা।
কেবল মরমে ঔখদ রাধা॥

নী. ৬৯। ন. চ. ৬২ পৃঃ। দী. ৫৫৯ পৃঃ। পদামৃতসমুদ্র ১২০, তরু ৯৮।
পাঠান্তর: পদকল্পতরু: ১। রৈয়াছে, ২। মাঝে, ৩। শোয়াথ, ৪। শোয়াস।
সুনীতিবাবু প্রভৃতি (ন. চ. ৬২) গীতচন্দ্রোদয়ের পাঠান্তর ধরিয়াছেন, কিন্তু মুদ্রিত গীতচন্দ্রোদয়ে এই পদ পাইলাম না। যে পাঠান্তর দিয়াছেন, তাহা পদামৃতসমুদ্রে পাইলাম।

নী. ৬৯। নীলরতনবাবু পদামৃতসমুদ্রের পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

টীকা—রাধাকে না পাইয়া কৃষ্ণ মুমূর্ষুবৎ হইয়া আছেন, এই সংবাদ দূতী আসিয়া রাধাকে দিতেছেন। নিদান—শেষ দশা। সুধি—শুদ্ধি, সারে না, এই অর্থে। চীর—বস্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের রং ছিল সোনার মতন, কিন্তু রাধাকে না পাইয়া তাঁহার কথা স্মরণ করিতে করিতে উহা শ্যামবর্ণ হইল। মানুখ—মানুষ। নিমিখ—নিমেষ, চোখে পাতা পড়ে না। কাঠের পুতলি আছএ চাই—কাষ্ঠপুত্তলিকার মতন নিমেষহীন চক্ষু মেলিয়া আছে। না রহে জীব—শ্বাস একটু আছে বটে, কিন্তু জীবন আর বেশী ক্ষণ থাকিবে না। দীব—দিব্য, শপথ। ঔখদ—ঔষধ।

১২

কালিয়া বরণ আঁখিতে গরল
চাহিল যাহার পানে।
সেহি সে জানিল নিকটে মরণ
প্রাণ হানে পাঁচ বাণে॥
সই, আর কিছু নাহি ভায়।
শয়ান ভোজন সকলি ছাড়িয়া
কদম-তলে মন ধায়॥
বসন ভূষণ অঙ্গ অভরণ
তাতে কিছু নাহি কাজ।
উনমত হৈয়া রতন মাঙ্গিব
তেজি কুল-ভয় লাজ॥
অপযশ কথা লোকে যে কহিবে
তাহা কিছু নাহি মানে।
চণ্ডীদাসে কহে তাহার পরাণে
হানিল কালিয়া-বাণে॥

অঃ ৩৫ (প্রাঃ পুথি)

১৩

গৃহেতে বসিয়া মনেরে কহিলুঁ
আর না বলিব কালা।

তবহুঁ পরাণে আন নাহি জানে
কানু হৈল জপ-মালা ॥
সই, আর না বলিস মোরে।
কালিয়া বরণ মনেতে পড়িল
সে বড়ি প্রমাদ করে ॥
কালিয়া কাজল নয়ানে পরিতে
মোর মনে নাহি লয়ে।
কালিয়া বরণে পরাণ পাগলি
না জানি আর কি হয়ে ॥
যমুনার জল গাগরী ভরিতে
দেখিলু কালিয়া-চাঁদ।
চণ্ডীদাস কহে রহিতে নারিবা
অন্তরে কালার ফাঁদ ॥

অঃ ৪১ (প্রাঃ পুথি)।

১৪

সই, মরম কহিলুঁ তোরে[১]।
শ্যাম বঁধু বিনে তিলেকে মরি যে[২]
ধরম রহিল দূরে ॥[৩]
পিরিতি আরতি জপিয়ে মূরতি[৪]
নাহিক তাহার মূল।[৫]
বঁধুর পিরিতে আপনা বেচিলুঁ[৬]
লিখি দিলুঁ জাতি কুল ॥[৭]
সে রূপ সায়রে মন যে ডুবিল[৮]
সে গুণে বান্ধল হিয়া।[৯]
সে সব চরিতে মন যে সপিঁলু[১০]
আনিব কি ধন দিয়া ॥[১১]
খাইতে খাইছি শুইতে শুইছি[১২]
আছিতে আছিয়ে ঘরে।[১৩]

চণ্ডীদাস কহে যে হয়ে সে হয়ে[১৪]
ছাড়িতে নারিব তারে ॥[১৫]

বরাহনগর ৬ (ঙ) (২১)।

এই পদের সঙ্গে পদকল্পতরুর ৮৯৩ সংখ্যক পদের সামান্য মিল দেখা যায়। যথা, ইহার ৬=তরুর ১০, ৮=১২, ৯=১৩, ১০=১৪, ১২=১৬, ১৩=১৭। অর্থাৎ ১৫ অংশের মধ্যে ৬ অংশের, ৪০% ভাগ মিল দেখা যায়। এখানে ১ হইতে ১৫ সংখ্যাগুলি চরণনির্দ্দেশক।

টীকা—পিরিতি আরতি জপিয়ে মূরতি ইত্যাদি—প্রীতির আর্ত্তি বা উৎকণ্ঠায় তাহার মূর্ত্তি জপ বা ধ্যান করি। সেই ধ্যান অমূল্য (নাহিক তাহার মূল), সে রূপসায়রে মন যে ডুবিল—বঁধুর রূপ যেন সাগরের তুল্য—অনন্ত, অতুলনীয়, তাহাতে মন ডুবিয়াছে।

আনিব কি ধন দিয়া তাহার চরিতে মুগ্ধ হইয়া মন সমর্পণ করিয়াছি—এখন কি ধন দিয়া তাহা ফিরাইয়া আনিব? কোন ধনের বদলেই মন ফেরৎ পাওয়া যাইবে না।

১৫

সই, জাতি জীবন কালা।
তোমরা আমারে যে বল সে বল
কালিয়া গলার মালা ॥ ১ ॥
সই, জাতি জীবন ধন কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী হইঞা রহিব
শুনিব (চান্দ) মুখের বেণু ॥ ২ ॥
সই, কি মোরে বঞ্চিলা বিধি।
তুরিতে মজিলুঁ পাঞা না ভজিলুঁ
সে হেন গুণের নিধি ॥ ৩ ॥
সই, না যাইব কদম্বতলা।
চণ্ডীদাস কহে এত প্রাণে সহে
বচন বিষের জ্বালা ॥ ৪ ॥

বরাহনগর ৬ (১০২৬ ক) ৩৪ সংখ্যক পদ, সা. প. ২০১ (৫৪ পৃঃ), ক. বি. ২৯১, ২৯২। নী. ২৮৫ (সামান্য মিল)। দী. ৬২৫ পৃঃ (সামান্য মিল)।

নীতে ৩য় চরণের 'মালা' শব্দের পরে আছে,—

সই, ছাড়িতে নারিব তারে।
অন্তর সহিত সে প্রেম জড়িত
কে তারে ছাড়িতে পারে॥
যে দিন যেখানে সেই সব লীলা
করেন কালিয়া কানু।
সঙ্গের সঙ্গিনী হৈয়া রহিনু
শুনিতাম মৃদু বেণু॥
এ ত রূপ নহে হিয়া পরতীত
যাইতাম কদম্বের তলা।
চণ্ডীদাস কহে এত প্রাণে সহে
বিষম বিষের জ্বালা॥

শুধু প্রথম কলি ও ভণিতার সঙ্গে মিল আছে, বাকী সবটাই আলাদা।

মণীন্দ্রবাবু ১এর পর পাঠ ধরিয়াছেন—সই ছাড়িতে বল যদি তারে। ক. বি. ২৯১ ও ২৯২তে "সেই সব লীলা করেন কালিয়া কানু"র স্থলে আছে—

যে সব রীতি লীলা করে কালা কানু।

১৬

শুন শুন ওগো মরম সখি।
এ ঘরকরণ, বিষের সমান, অতি বিপরীত দেখি॥
······কুলবতী রামা, কিবা কি বলিব আমি।
কানুর বিরহে, তনু জর জর, মরম শুনহ তুমি॥
কী······বাণ সম, বাজিল মরম স্থানে।
বাহির না হয়, পশিয়া রহিল, ধড়ফড় করে প্রাণে॥
ক্ষেণেক সোয়াস্ত, নাহি মন চিত, কি হল্য শ্যামের নেহা।
ভাবিতে গুণিতে, আন নাহি চিতে, কবে হারাইব দেহা॥
শয়ন ভোজনে, জ্বলিছি আগুনে, মুদিয়া নয়ন দুই।
সে রূপমাধুরি, ভাবি নিরবধি, কহিল তোমারে সই॥
কোথা না যাইব, শ্যামের লাগিয়া, তাপেতে তাপিত হয়্যা।
কে আছে এমন, করয়ে শীতল, নন্দের নন্দন দিয়া॥

চণ্ডীদাস কহে, সেই সে কালিয়া, কত না জানয়ে রঙ্গ।
নিকট মিলন, হব দরশন, হইব তাহার সঙ্গ॥

বরাহনগর ৬ (ঙ) ৩৮।

টীকা—এ ঘরকরণ বিষের সমান—রাধার ঘরকরণা (ঘরসংসার) বিষের মতন লাগিতেছে; সাধারণতঃ নারীর কাছে তাহার গৃহস্থালি খুব প্রিয়, কিন্তু রাধা বিপরীত দেখিতেছেন। কি হল্য শ্যামের নেহা—শ্যামের প্রেমে রাধার কি দারুণ অবস্থা হইল। তাঁহার মনে ও চিত্তে এক ক্ষণের জন্যও সোয়াস্তি নাই।

শয়নে ভোজনে জ্বলিছি আগুনে ইত্যাদি—রাধার খাইয়া সুখ নাই, শুইয়া সুখ নাই, সব সময়ে তিনি যেন আগুনে জ্বলিতেছেন। সেই জ্বালার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য রাধা দুই চোখ বন্ধ করিয়া শ্যামের রূপলাবণ্যেরে কথা নিরন্তর চিন্তা করেন। ভণিতায় চণ্ডীদাস রাধাকে বালতেছেন,—সে কালিয়া মজা দেখার জন্য তোমার কাছ হইতে দূরে আছেন। তিনি রাধাকে আশ্বাস দিতেছেন যে, শীঘ্রই কানুর দর্শন পাইবে, এবং মিলন হইবে।

১৭

(সখি) রাই, চিত নিবারণ কর।
সে শ্যাম বিহনে তনু হল ক্ষীণ
বচন কহিতে নার॥
সোনার বরণ দেখি যে মলিন
শুকায়াছে মুখচান্দ।
সে মুখ-মাধুরি হেন দশা করি
বিথার মলিন কান্দ॥
যে দেখি যে শুনি শুন বিনোদিনি
পরাণ হারাবে পারা।
সোনার বরণ হইল মলিন
পাঁজর দেখি যে সারা॥
কানুর বিরহ- শরে জরজর
কতক্ষণ জীবে রাই।
যাহার অন্তরে বিরহ পশিল
কতক্ষণ জীয়ে সেই॥

চণ্ডীদাসে কহে শুন রসবতি
একটি বিনতি মোর।
হইবে দরশ করিবে পরশ
তুরিতে করিবে কোর॥

বরাহনগর ৬ (ঙ) ৩৯।

টীকা—সখী রাধাকে একটু ধৈর্য্য ধরিতে অনুনয় করিতেছেন। শ্যামের বিরহে রাধার তনু ক্ষীণ হইল, মুখে কথা সরে না। রাধার প্রিয় সখী একবার সোনার বরণ মলিন হইল বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই কথা বলিলেন।

বিথার মলিন কান্দ ইত্যাদি—বিথার মানে বিশৃঙ্খল হয়, আবার বিস্তার করাও হয়। এখানে বিশৃঙ্খল অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই মুখের মাধুরির এরূপ বিশৃঙ্খল দশা করিয়া মলিনভাবে তুমি কান্দ। কতক্ষণ জীবে রাই—রাধা আর কতক্ষণ বাঁচিবে?

১৮

সই, না কহ ও-সব কথা।
কালার পিরিতি যাহারে লাগিল
জনম হইতে বেথা॥
কালিন্দীর জল নয়ানে না হেরি
বয়ানে না বলি কালা।
তভু ত১ সে কালা অন্তরে জাগয়ে
কালা হৈল জপমালা॥
বন্ধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কাণে।
সভার২ আগে বিদায় হইয়া
যাইব গহন বনে॥
গুরু পরিজন বলে কুবচন
না যাব সে লোক-পাড়া।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরিতি
জাতি কুল শীল ছাড়া॥

তরু ৯৩৩। ক. বি. ২৯২, ২৯৩।

নী. ২৭৪। ন. চ. ১১৩, ১৩৩ পৃঃ (উভয় স্থলেই নামাঙ্কিত)। দী. ৬২০। সুনীতিবাবু প্রভৃতি (ন. চ.) এই পদটি দুই বার ধরিয়াছেন।

পাঠান্তর: ১। রজনি দিবসে আন নাহি চিতে
—ক. বি. ২৯২, ২৯৩।
২। গুরুগরবিত বিদায় করিব
পরিবাদ যেন জানে —ক. বি. ২৯২, ২৯৩।

১৯

তোমরা কি আর বুঝাও ধরম।
শয়নে স্বপনে দেখি সে কালা-বরণ॥
কেশ আউলাইয়া বেশ বনাইতে
হাত না সরে যে বাঁধি।
সে কালা ভরমে কেশ কোলে করি
কালা কালা করি কাঁদি॥
কালা সে কেশ কালা সে বেশ
লোটন বাঁধিয়া রাখি।
যখন কালাকে পড়য়ে মনে
আউলাইয়া তাহা দেখি॥
সদাই জাগে মনে সে কালো বরণ
হাম কি করব ইবে।
কহে চণ্ডীদাস নব অনুরাগে
সে কালা তোমার হবে॥

ন. চ. ১০৮ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। তরু ৯৩১ (ভণিতাহীন)।
পদরত্নাকরের এক পুথি হইতে ন. চ.তে ভণিতা সঙ্কলিত। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের ব্যবহৃত পদরত্নাকর পুথিতে এই ভণিতা ছিল না।

২০

সই[১] ইহারে বলিব কি।
এমতি করিয়া শপতি করিল
বৃথাই জীবারে জি॥

ধরমে[২] না গুণে ভয় নাহি মানে
কেবল ডাকাতিয়া সে।
বুঝিলাম[৩] মনে ডাকাতিয়া সনে
ভালে যে ঘটিল নে॥
বিনা যে পরখি রূপ[৪] সে নিরখি
ভুলিলাম পরের বোলে।
পিরিতি করিয়া কলঙ্ক হইল
ডুবিলুঁ অগাধ জলে॥
গুরুর[৫] গঞ্জনা সহিব কত না
কে[৬] জানে কিসের বশে।
অমিঞা[৭] হইয়া গরল লাগিল
কে জানে এমন শেষে॥
পুরুবে[৮] জানিতাম এমনি হইব
সপনে না করিতাম মনে।
সে হেন পিরিতি এমন[৯] হইবে
কে ইহা এমন জানে॥
চণ্ডীদাস কহে ধৈরজ[১০] ধরহ
কাহারে না কহ কথা।
কথা[১১] যে কহিলে বৃথা যে হইবে
বৃথাই মনের ব্যথা॥

নী. ৩০৩। বরাহনগর ৬ (ঙ) ১৯।

পাঠান্তর: নী. ১। সই, তাহারে বালব কি
এমতি করিয়া শপথি করিলে
বৃথায় জীবন জী॥—নী।

বৃথায় জীবন জী—বৃথায় জীবন ধারণ করি। "বৃথাই জীবারে জি" এই পাঠে অর্থ ভাল হয়।

২। ধরম গুণে ভয় না মানে, এমন ডাকাতি সেহ—এই পাঠের কোন মানে হয় না। মূলে ধৃত পাঠের অর্থ—সে এমন ডাকাতিয়া যে, ধর্ম্মকে গণনা করে না, ভয়কেও মানে না।

৩। বুঝিলাম মনে, ডাকাতিয়া সনে, ঘুচিল ভাল যে দেহ—ইহারও মানে হয় না।

মূলে ধৃত "ভালে যে ঘটিল নে"—কপালে এমন লোকের সঙ্গে ভালবাসা (নে) ঘটিল, এই আক্ষেপের বেশ ভাল মানে হয়।

৪। রূপ যে দরসি। ৫। গুরুর গঞ্জন সহি সদাতন। ৬। না জানি। ৭। অমিয়া হইয়া গরল হইল এমতি বুঝিলাম শেষে।

৮। আগে যদি জানিতুঁ সতর্ক থাকিতুঁ এমত না করিতুঁ মনে।

৯। হবে বিপরীতি, কে জানে এমন মনে।

১০। ধৈর্য্য ধরি রহ।

১১। কথা যে কহিবে যথা সে যাইবে মনেতে পাইবে ব্যথা। ইহার অর্থ হয় যে, তোমার প্রিয়তম যেখানে যাইবে, সেইখানে তোমার কুৎসা করিবে এবং তাহাতে তুমি মনে ব্যথা পাইবে। এরূপ অর্থে রসাভাস দোষ ঘটে। মূলে ধৃত পাঠের অর্থ—ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, তোমার দুঃখের কথা কাহাকেও বলিও না; বলিলে কোন ফল হইবে না, শুধু মনের ব্যথাই বাড়িবে।

২১

বলে বা না বলে কেন গৃহে গুরুজন।
ছাড়িতে নারিব আমি সেই[১] শ্যামধন॥
সে রূপ লাবণি মোর হিয়ায় লাগিয়াছে।
পাঁজর[২] কাটিয়া কেহ লয়্যা যায় পাছে॥
সই, এই ভয় মনে বড় বাসি।
অচেতন[৩] থাকি নাহি জানি দিবানিশি॥
যদি বা অলসে থাকি মুদি দুটি আঁখি।
শ্যাম[৪] সমাধে থাকি সে রূপ সদা দেখি॥
এমন পিয়ারে মোর ছাড়িতে কে বলে।
তুমি যদি বল তবে খাইব গরলে॥
কাল রূপের নিছনি নিছহিঁ কুল।
এত[৫] দিনে বিধি মোর হল্য অনুকূল॥
পুরুক মনের সাধ ধরম যাউক দূরে।
নিরবধি[৬] প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে॥
চণ্ডীদাস[৭] বলে সেই চাহিয়ে এমতি বটে।
সুজনের পিরিতি হইলে কভু নাহি ছুটে॥

বরাহনগর ৬ (ঙ) ২০। ক. বি. ২৯২, ২৯৮।

নী. ১৮৬। ন. চ. ১৬০ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৬১৬ পৃঃ।

পাঠান্তর : ১। শ্যাম চিকন ধন—নী.।

২। হিয়া হৈতে পাঁজর কাটি লইয়া যায় পাছে—নী.।

হিয়া হইতে পাঁজর কাটিয়া যায় পাছে—ন. চ.।

ন. চ.-ধৃত পাঠের অর্থ সুগম নহে। মূল পাঠের সুন্দর অর্থ হয়। রাধার ভয়, পাছে কেহ তাহার পাঁজর কাটিয়া বঁধুর রূপলাবণ্য চুরিয়া লইয়া যায়।

৩। অচেতন নাহি থাকি জাগি দিবানিশি—নী, ন. চ.।

মূলধৃত পাঠের অর্থ প্রেমে আমি সব সময় অচৈতন্ত থাকি, রাতি দিন কোথা দিয়া যায় জানি না। তাই ভয় হয়, কেহ বুঝি বঁধুকে পাঁজর হইতে কাটিয়া লইয়া যাইবে।

৪। শয়ন করিয়া থাকি কুচ দিয়া ঝাঁপে—নী.।

শয়ন করিয়া থাকি হিয়ায় কুচ চাপি—ন. চ.।

নী. ও ন. চ.-ধৃত পাঠে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে "অচেতন নাহি থাকি, জাগি দিবানিশি;" তার পরই "অলসে আইসে নিদ" বলাটা কেমন অস্বাভাবিক। বরাহনগর-পুথির পাঠের অর্থগৌরব অধিক—যদি আলস্যবশে চক্ষু মুদিয়াও থাকি, তাহা হইলেও শ্যামের ধ্যান করি (সমাধে থাকি)—তাহারই রূপ সর্ব্বদা দেখি।

৫। এত দিনে বিহি মোরে হৈল অনুকূলে—নী.।

যে বলে সে বলুক মোরে সকল গোকুলে—ন. চ. (সা-কু-ত)।

৬। কানু কানু করি প্রাণ দিবানিশি ঝুরে—নী.।

৭। চণ্ডীদাস বলে রাই এমতি চাহ বটে।

সুজনের পীরিতি হৈলে কভু নাহি টুটে।—নী.।

সুজনের নেহ হইলে কভু নাহি টুটে —ন. চ.।

টীকা—কাল রূপের নিছনি নিছহিঁ কুল ইত্যাদি—আমি কাল রূপের নির্মঞ্ছন করিয়া কুলকে বিসর্জ্জন দিতেছি। এই যে আমার সাহস হইল, সে জন্য বলিতে হয়, বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন। এইবার আমার মনের সাধ পুরুক, কুলধর্ম্ম দূরে যাউক। এইরূপ না করিয়া আর উপায় নাই। কেন না, প্রাণ যে আমার দিনরাত কানুর জন্য কাঁদে।

২২

ও বোল না বল মোরে।

না দেখিলে মুখ যত হয় দুখ

কে আছে কহিব কারে ॥১॥

ঘর২ নহে মোর সব দেখি পর
যখন না থাকে কাছে।
দরশ৩ লালসে চিত বেয়াকুল
পুন পুন যাই কাছে ॥ ২ ॥
দাণ্ডাইয়া থাকি যদি বা না দেখি
মনের দুখেতে মরি।
কি৪ জানি কি খেনে হঞাছিল দেখা
তিলে পাসরিতে নারি ॥ ৩ ॥
নহিলে সে নয় তেঁঞি ঘর করি
পরাণে পরাণ বান্ধা।
জাতি কুল শীল পতি-পরসঙ্গ
সকলি লাগয়ে ধান্ধা ॥ ৪ ॥
উরে কর ঘাতি কহিব সভাতে৫
তুমি মোর প্রাণপতি।
যা৬ বিনে যাহার না রহে জীবন
সেই তার কুল জাতি ॥ ৫ ॥
যাউক কুরব দেশে দেশে সব
তাহাতে৭ বান্ধ্যাছি বুক।
চণ্ডীদাস কহে এমতি নহিলে
পিরীতি কিসের৮ সুখ ॥* ৬ ॥

* ক. বি. ২৮৯। ন. চ. কর্তৃক শ্রীসজনীকান্ত দাসের পুথি ও সা-কু ৭ হইতে সঙ্কলিত। ন. চ. ৮৩ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী ১৩৭ পৃঃ। ক. বি. পুথিতে চতুর্থ ত্রিপদীটি নাই। ক. বি. পুথিধৃত পাঠান্তর: ১। বঁধু, এ বোল না বল মোরে। ২। ঘর নহে ঘর সব বাসি পর। ৩। পরম। ৪। না জানি কি খেনে হল্য দরশনে। ৫। কহিব সভারে (এই পাঠ ভাল)। ৬। যারে না দেখিলে। ৭। তাহে মু বান্ধিল বুক। ৮। কেমন।

২৩

বঁধু, ভিন না বাসিও তুমি।
পতি গুরুজন এ ঘর-করণ
সকল ছাড়্যাছি১ আমি ॥

আবাল[২] হইতে আন নাহি চিতে
ও পদ[৩] কর্য্যাছি সার।
তুমি[৪] মোর ধন জীবন যৌবন
তুমি সে গলার হার॥
তোমার[৫] লাগিয়া চিত বেয়াকুল
পুন পুন যাই নাছে।
পথ পানে চাই দেখিতে না পাই
লোকে আস্থা দেখে পাছে॥
ঘরে[৬] গুরুজন বলে কুবচন
যেন দংশে কাল-সাপ।
চণ্ডীদাস কহে পিরীতি করিয়া
বড়ই পাইলা তাপ॥

ন. চ. ৮৬ পৃঃ। দী. ৫৯৪ পৃঃ। অঃ ৫০। ক. বি. ২৮৯।
ক. বি. ২৮৯তে পাঠান্তর ঃ
১। ছাড়িলেন, ২। শিশুকাল হইতে, ৩। উ পদ, ৪। তুমি ধন জন।
৫। শয়নে সপনে ঘুম জাগরণে, কভু ছাড়া নাহি তোমা।
অবলার ত্রুটি, হয় কত কোটি, সকল করিবে ক্ষমা॥
৬। এক নিবেদন, গলায় বসন, দিয়া বলি শ্যামরায়।
চণ্ডীদাস বলে, অনুগত জন, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়॥

২৪

সই, কি আর বলসি মোরে।
কানুর পিরিতি ছাড়িতে নারিব
মরম কহিয়ে তোরে॥
ছাড়িতে নারিব কানুর পিরিতি
আরতি সুখের সার।
নিশ্চয় কহিলুঁ মনের বেদনা
কি আর বলসি আর॥
গুরু পরিজন করাতিয়া গুণ
সে সব সহিতে পারি।

বন্ধুর বিচ্ছেদে জীবন না রহে
বুক বিদরিয়া মরি ॥
শুনহ সজনি দিবস রজনি
তাকিয়ে সঘনে সারা।
হিয়া চমকিত শরে জরজর
অনিবারে বহে ধারা ॥
কুলবতী হঞা কুলের গরিমা
সকল হইল চূর।
নন্দের নন্দন করি নিরূপণ
সে করে এতেক দূর ॥
চণ্ডিদাসে কহে শুন বিনোদিনি
মিছাই ভাবনা কর।
সে শ্যাম নাগর গুণের সাগর
হিয়ায়ে যতনে ধর ॥

বরাহনগর ৬ (ঙ) ৪০।

টীকা।—রাধা একবার বলিলেন, 'কানুর পিরিতি ছাড়িতে নারিব' এই মর্ম্মকথা তোমাকে বলিলাম। ফের বলিতেছেন 'ছাড়িতে নারিব'। কেন না, তাহার জন্য যে আর্ত্তি বা উৎকণ্ঠা, তাহাই সুখের সার। গুরু পরিজন করাতিয়া গুণ—গুরুজন এবং পরিজনেরা যেন করাত দিয়া আমাকে কাটে, সে বরং সহ্য হয়, কিন্তু বন্ধুর বিচ্ছেদে প্রাণ যে থাকে না। তাকিয়ে সঘনে সারা—আমি বারংবার (সঘনে) তাহার প্রতীক্ষা করিয়া সারা হইলাম।

২৫

কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি ফল পালুঁ।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
মনের আগুনে মলুঁ ॥ ১ ॥
গোকুল নগরে কেবা কি না করে
তাহে১ নাহি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
কানুকলঙ্কিনী২ রাধা ॥ ২ ॥

এ৩ ঘর করণ বিধি নিদারুণ
পিরিতি পরের বশে।
হেন করে মন হউক মরণ
কি৪ আর জীবার আশে ॥ ৩॥
রাধা৫ বলি কেহ নাম না রাখিহ
যে দিল আমার ভালে।
চণ্ডীদাস বলে সবারে পাইবে
বঁধুয়া আপন হল্যে ॥ ৪ ॥

বরাহনগর ৬ (ঙ) ৪১, ৬ (১০২৬—ক), ৬ (১০৬৭—ঘ), তরু ৯২০। ক. বি. ২৯৭।

নী. ৩৬৪, ৩৬৫। ন. চ. ১০১ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৬১৩ পৃঃ। পদকল্পতরুতে ণিতাহীন অবস্থায় ইহার একটি মাত্র চরণ পাওয়া যাইতেছে। যথা,—

মুঞি মৈলুঁ মৈলুঁ মরিয়া গেলুঁ
ঠেকিলুঁ পিরিতি-রসে।
এ ঘরকরণ ' বিহি নিদারুণ
সকলি পরের বশে ॥
কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া
জনমে কি সুখ পাইলুঁ।
হিয়া দগদগি পরাণ পুড়নি
মনের আগুনে মৈলুঁ। ৯২০।

পাঠান্তরঃ ১। তাঁহে কি নিষেধ বাধা—নী। ২। হাম কলঙ্কিনী—নী; শ্যাম-ঙ্কিনী—ক. বি. ২৮৯; কিন্তু ২৯৭তে 'কানুকলঙ্কিনী' পাঠই আছে।

। এ ঘরকরণ—নী, ক. বি. ২৯৭। কিন্তু ৬ (ঙ) পুথিতে 'এ রব করণ'। ইহার পর) পুথিতে আছে—"মানে। এহি বর, মরণ সকল, কি আর ও রস আশে"।

৪। আর যত অপযশে—নী. (মানে হয় না); কি আর জীবনে যশে—দী.। কি র জীবন আশে—ক. বি. ২৮৯; কি আর যশ অপযশে—২৯৭।

৫। গৃহীত পাঠ বরাহনগর, ঘ ৬, ১০৬৭ সংখ্যক পুথির। এই পাঠই সব চেয়ে শুদ্ধ মনে । রাধা বলি নাম, কেহ নাহি ধরে, এমনি এমনি মলে—২৯৭। ঐখনে অমনি মেলে— ৯। রাধা মেনে কেহ নাম নাহি লবে, এখানে অমনি মল্যে—তরু ও নী। ন. চ. ও তে ৩৬৪কেও ইহার পাঠান্তররূপে ধরা হইয়াছে। তরু-ধৃত পাঠের 'মুঞি মৈলুঁ মৈলুঁ'র

পরিবর্ত্তে উহাতে "মরিনু মরিনু মরিয়া গেনু, ঠেকিনু পীরিতি রসে" পাঠ আছে। এখানে
পদের আধুনিক রূপ নী.তে প্রদত্ত হইয়াছে।

২৬

কাহারে কহিব মনের বেদনা[১]
কেবা যাবে পরতিত।
কানুর পিরিতি ঝুরি দিবারাতি
সদাই চমকে চিত॥
সই, ছাড়িতে নারিব[২] কালা।
কুল তেয়াগিয়া ধরম ছাড়িয়া
লইব কলঙ্কের ডালা॥
মাথায় করিয়া দেশে দেশে যাব[৩]
মাগিয়া খাইব যবে[৪]।
সতী চরচার কুলের বিচার
তবে সে আমার হবে[৫]॥
চণ্ডীদাসে কয় কলঙ্কে কি ভয়
যে জনা[৬] পিরিতি করে।
পিরিতি লাগিয়ে মরয়ে ঝুরিয়ে
কি তার আপন পরে॥

বরাহনগর ৬ (ঙ) ৩। ক. বি. ২৯২।

নী. ২৮২। ন. চ. ১১৭ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৬২৪ পৃঃ। সুনীতিবাবু আ
(ন. চ.) পদটি, ঢাকা মিউজিয়াম ৫, ২৮ গ, র ২৭৭০, ২২৭৪ প্রভৃতিতেও পাইয়াছেন।

পাঠান্তর: ১। মনের মরম—নী., ২। নারি যে কালা—নী, ৩। ফিরে-
৪। তবে, ৫। যাবে, ৬। জন—নী., ক. বি. ২৯২তে শেষ চারি পংক্তি নাই;
বদলে "ধরম করম গেল গুরুগরবিত" ইত্যাদি (নী. ৩৫৪) আছে।

পাঠবিচার—বরাহনগর-পুথিতে "সতী চরচার কুলের বিচার তবে সে আমার হ
পাঠ নীলরতনবাবুর ধৃত "তবে সে আমার যাবে" অপেক্ষা বেশী ব্যঞ্জনাময়। রা
বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন যে, যখন কলঙ্কের ডালা মাথায় করিয়া দেশে দেশে বেড়াই
ভিক্ষা করিয়া খাইব, তখন আমার সতীধর্ম্মচর্চ্চা ও কুলধর্ম্ম বিচারের অবসর হইবে।

টীকা—পদটির মধ্যে একটু বলিষ্ঠ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রাধা জোর দি
বলিতেছেন যে, আমি কানুর প্রেমে দিনরাত্রি কাঁদি, সব সময়েই আমার চিত্ত চমৎকৃ

হয়—এহেন কানুর প্রেম আমি ছাড়িতে পারিব না। কবি তাহাকে সমর্থন করিয়া বলিতেছেন যে, প্রেমের জন্য যে কাঁদিয়া মরে, তাহার আবার ঘর-দুয়ার, আত্মীয় পরিজনের কি প্রয়োজন। "কি তার আপন পরে?"

২৭

পাশরিতে চাহি তারে পাশরা না যায় গো।
না দেখি তাহার রূপ মন[১] কেন টানে গো॥
শয়নে সুতিঞা থাকি ননদিনী সনে গো।
ভরমে তাহার নাম জিহ্বা কেনে বলে গো॥
পথে চলি যাই যদি চাহি লোক পানে গো।
তার[২] কথা না লয় তবে মন কেন কান্দে গো॥
খাইতে[৩] যদি বসি তবে খ্যাতে কেনে নারি গো।
কেশ পানে চাহিলে নয়ন কেনে ঝরে গো॥
বসন পরিয়া থাকি যদি[৪] চাহি বসন পানে গো।
সম্মুখে তাহার রূপ সদা মোরে ঝাঁপে গো॥
না জানি কি হৈল মোর কোথা আমি যাব গো।
না জানি তাহার সঙ্গ কোথা গেলে পাব গো॥
চণ্ডীদাস কহে মন নিবারিঞা রও[৫] গো।
সে জনা তোমার চিতে[৬] লাগিঞা আছয়ে গো॥

নী. ২৭৭। দী. ৬২২ পৃঃ। বরাহনগর ৬ (ক) ৫৩, কীর্ত্তনানন্দ ২৭৯ পৃঃ, ক. বি. ২৯৮।

পাঠান্তর: পদটির ১, ২, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪-র সহিত নীলরতন-বাবুর ধৃত পদের মিল আছে। ৩ ও ৪ পংক্তি বরাহনগরের পুথিতে বেশী। কীর্ত্তনানন্দে ১, ২, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, এই আট পংক্তি মাত্র আছে।

১। মনে—কী, নী।

২। তার কথায় না রয় মন তারে কেন টানে গো—নী. (ইহার মানে হয় না)।

৩। খাইতে যদি বসি তবে খাইতে না পারি গো—নী। কী-তে মূলে গৃহীত পাঠের মতন পাঠ। ইহার পরের পংক্তিতে কী—"সম্মুখে তাহার রূপ সদা মনে ঝাঁপে গো"।

৪। নী.তে 'যদি' নাই।

৫। থাক—কী, নী।

৬। সে জনা তোমার চিতে সদা লাগি আছে গো—কী, নী।

২৮

দূরে[১] গেল ধর্ম্ম কর্ম্ম গুরু-গরবিতে।
অবশ করিল মোরে[২] কানুর পিরিতে॥
(সই) ঘরে পরে কিনা বলে[৩] করিব গো কি।
কেবা[৪] নাঞি করে প্রেম আমরা কলঙ্কি॥
বাহিরে[৫] বেড়াতে নারি লোকচরচাতে।
এমন[৬] করয়ে মন বিষ খাইয়া মরিতে॥
একে নারী[৭] কুলের বৌরি পুড়ি মরি শোকে।
তাহে[৮] কানুপরিবাদ দেই পোড়া লোকে॥
খাইতে[৯] না পারি স্থির হৈতে নারি ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধি সামাল্য[১০] অন্তরে॥
জরিলেক[১১] তনু মন ঝাপিল শরীরে।
চণ্ডীদাস বলে ভাল হইবে সুস্থিরে॥

বরাহনগর ৬ (ঙ) ৪, ২৬ (১১৬০)। ক. বি. ২৯২, ৬২০৪ (১২৮ পৃঃ)। তরু ৮৮৬। নী. ৩৫৪। ন. চ. ১০০ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী.—৬৭৪ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। ধরম করম গেল গুরু গরবিত—তরু, নী. ২। কালা কানুর—তরু, নী.। ৩। করিব হাম কি—তরু, নী.। ৪। কে না করয়ে প্রেম আমি কলঙ্কী—তরু। আমি সে—নী.। ৫। বাহির হইতে নারি—তরু, নী.। ৬। হেন মন করে—তরু, নী.। ৭। নারী কুলবতী অবলা বলে লোকে—তরু, নী.। ৮। কানু পরিবাদ হৈল পুড়্যা মরি শোকে—তরু, পুড়িয়া মরি—নী.। নী পাঠান্তরধৃত—একে নারী কুলবতী পুড়ে মরি শোকে। তাহে কানুপরিবাদ দেয় পাপ লোকে। ৯। খাইতে নারিয়ে কিছু রহিতে নারি ঘরে—তরু, নারি যে—নী। ১০। সামাইল—তরু ; সাধাইল—নী.। ১১। জারিল সে তনু—তরু ; জারিলিকে তনু মন—নী.।

সুনীতিবাবু আদি (ন. চ.) বলেন—"এই পদটিতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাবের ও ভাষার ঝঙ্কার পাওয়া যাইতেছে।" কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার কোথাও কলঙ্কের ভয়ে "বাহিরে বেড়াতে নারি" বা "বাহির হইতে নারি" অবস্থা হয় নাই। এক জায়গায় রাধা বলিতেছেন—

সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে।
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী ॥—(কৃষ্ণকীর্ত্তন, পৃঃ ৩৪৪)।

কিন্তু রাধা কলঙ্কের ভয়ে অস্থির হন নাই। বরং তিনি এমন বেপরোয়া ভাবে চলিয়াছেন যে, বড়াইকে বলিতে হইয়াছে—

পুরুবে যে কাজ হৈল সে ভৈল গুপতে।
এবেঁ তোর মন তাক বেকত করিতেঁ ॥—(পৃঃ ২৯৯)।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণ বরং রাধার চেয়ে কলঙ্কের ভয়ে বেশী ভীত ;—তিনি ভার বহিয়াছেন ; তাই—"রাজ ভরিআঁ মোর কলঙ্ক থাকিল" (পৃঃ ৩৬৫)।

২৯

পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
আর না বলিব মুখে।
শ্যামের সঙ্গে পিরিতি করিয়া
জনম গোঙালুঁ দুখে ॥
সখি, এ বড়ি মরম ছিল।
আমি ত অবলা কুলবতী বালা
তিন তার সঙ্গে গেল ॥
আগে না জানিয়া পাছে না গণিয়া
পিরিতি মনের সাধে।
মনের ভরমে রতন হারালুঁ
বিধি সে লাগিল বাদে ॥
পতি গুরুজন বোলে কুবচন
ঘরে মন নাহি বাঁধে।
চণ্ডীদাস কহে বিরহে আকুল
ঠেকিলা কালিয়া-ফাঁদে ॥*

* অঃ ৩৮ (পাবনার মন্মথনাথ সান্যাল কর্ত্তৃক, মালঞ্চী গ্রাম হইতে সংগৃহীত এক শত বৎসরের কিছু বেশী প্রাচীন পুথি হইতে)।

টীকা—তিন তার সঙ্গে গেল—বোধ হয়, ধর্ম্ম, কর্ম্ম (ঘরকরনা) ও কুল। এই পদের পরে ঐ পুথিতে দুইটি পদ আছে। তাহার অর্থসঙ্গতি সুস্পষ্ট বোধ না হওয়ার জন্য উহা ধরিলাম না। এখানে দিতেছি—

এ তিন আখর, নাম যাহার, আপনা বলিবে যে।
চাতকী হইয়া, চাহিয়া চাহিয়া, পরাণ হারাবে সে॥
সই পিরিতি জানিবে যারা।
পরাণ পুতলী, হইবে পাগলী, অশ্রু নয়ানে ধারা॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ, যেমতি হইল, বিধিরে বলিব কি।
কানুর পিরিতে, ঠেকিয়া রহিলা, শুন গো রাজার ঝি॥
কুলের খাঁখার, না কৈলুঁ বিচার, শুনলি বচন মোর।
চণ্ডীদাস কহে, পিরিতি রতন, যাহার নাহিক ওর॥ ৩৯

টীকা—'এ তিন আখর' বোধ হয় কা-লি-য়া। প্রথম হইতে 'শুন গো রাজার ঝি' পর্য্যন্ত বোধ হয় সখীর উক্তি। তাহার পর 'কুলের খাঁখার না কৈলুঁ বিচার' রাধার উক্তি, কিন্তু 'শুনলি বচন মোর' কাহার উক্তি?

মনের দুখেতে, বারটি আখর, সদাই ভাবয়ে চিত।
নিঠুর সঙ্গে, পিরিতি করিয়া, না বুঝি তাহার রীত॥
সই, আর না বলিও মোরে।
শয়ানে সপনে, পাসরিতে নারি, বান্ধ্যাছে প্রেমের ডোরে॥
এমন না জানি, নবীন পিরিতে, মোর হবে পরমাদ।
হেন গুণনিধি, আমারে বঞ্চিয়া, পুরিল মনের সাধ॥
পিরিতি-বেয়াধি, দ্বিগুণ বাড়িল, না জানি আপন হিত।
চণ্ডীদাস কহে, বেকত না কর, ধৈরজ ধরাও চিত॥ ৪০

পদটি সুন্দর। কিন্তু 'বারটি আখর' কি? 'শ্যাম, কানু, কালিয়া, নন্দনন্দন' কি?

৩০

পিরিতি[১] অধীন ঘুচিবে কখন
এমন করয়ে ধাতা।
গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
না শুনি পিরিতি কথা॥
সই[২] আর না বলিহ মোরে।
শপথি[৩] করিয়া দোষ ছাড়াইয়া
না রব এ ছার ঘরে॥
গুরুর[৪] গর্জ্জন লোকের গঞ্জন
কত না সহিব প্রাণে।

ঘর[৫] যে ছাড়িয়া বাহির হইয়া
রহিব গহন বনে ॥
বনেতে[৬] থাকিব শুনিতে না পাব
এ পাপ লোকের[৭] কথা।
গঞ্জনা ঘুচিবে হিয়া জুড়াইবে
ঘুচিবে[৮] মনের বেথা ॥
চণ্ডীদাস[৯] কহে স্বতন্ত্র যে হয়ে
তারে সে এমতি বটে।
যে[১০] সব কহিলে সে সব হইলে
তাহারি তাপ যে ছুটে ॥*

* বরাহনগর ৬ (ঙ) ৩৪, ক. বি. ২৯২, ২৯৮, ৬২০৪ (১২৬ পৃঃ), তরু ৮৬১, কীর্ত্তনানন্দ, ২৯৭ পৃঃ।

নী. ৩১৬। দী. ৬৫৬ পৃঃ।

পাঠান্তর : ১। পরের রমণী ঘুচিবে কখনি এমতি করিবে ধাতা—তরু। পরের অধীন ঘুচিবে কখন এমন করয়ে ধাতা—প-র। পরের অধীন ঘুচিতে কখন এমন কি করি বিধাতা—কী.। পরের অধীনী ঘুচিবে কখনি এমতি করিবে ধাতা—নী.।

২। সই, যে বল সে বল মোরে—তরু। সই, আর যে না বল মোরে—কী.। ৩। শপতি করিয়া, বলি দড়াইয়া, না রব এ পাপ ঘরে—তরু, নী.। শপতি করিয়া, দোষ ছাড়াইয়া, না রব এ পাপ ঘরে—কী। ৪। গুরুর গঞ্জন, মেঘের গর্জ্জন, কত না সহিবে প্রাণে—তরু, নী.। (এখানে মেঘের গর্জ্জন নিরর্থক)। গুরুর তর্জ্জন, মেঘের গর্জ্জন ইত্যাদি—কী। এই দুই পাঠ অপেক্ষা বরাহনগরের পুথির পাঠ অনেক ভাল—গুরুজনে গর্জ্জন করে আর বাহিরের লোকে গঞ্জনা দেয়।

৫। ঘর তেয়াগিয়া যাইব চলিয়া—তরু। ঘর যে ছাড়িয়া, যাব বাহির হইয়া—কী। ঘর যে তেজিয়া, যাইব চলিয়া—নী। ৬। বনে যে—তরু, কী, নী; ৭। জনার—তরু, নী। ৮। যাইবে মনে ব্যথা—কী। অন্তরের যাইবে ব্যথা—নী। ৯। চণ্ডীদাস কয়, সতন্তরী হয়, তবে সে এমন বটে—তরু, নী। চণ্ডীদাস কয়, যদি স্বতন্ত্র হয়, তবে সে এমতি বটে—কী। ১০। যে সব কহিলে করিতে পারিলে, তবে সে এ তাপ ছুটে—তরু। যে সব কহিলে, সে সব হয়, তবে সে এ তাপ টুটে—কী।

টীকা। পদকল্পতরুধৃত "পরের রমণী ঘুচিবে কখনি" বা "পরের অধীন ঘুচিবে কখন" বলার চেয়ে "পিরিতি অধীন" কখন ঘুচিবে বলা ঢের বেশী ভাবগর্ভ উক্তি।

রাধা বলিতেছেন যে, বিধাতা এমন করেন, আমি যে প্রেমের অধীন হইয়া চলিতেছি,

সেই দশা ঘুচিয়া যায়, আর গোকুলনগরে কোথাও পিরিতির কথা শুনিতে না হয়, তাহা হইলে খুব ভাল হয়। কেন না, আর যে সহ্য করিতে পারিতেছি না। সখী পাছে তাঁহাকে অনুরোধ করেন যে, ঘরেই থাক, তাই আগেই সইকে বলিতেছেন—আর আমাকে বলিও না; এমন অবস্থায় কি ঘরে থাকা যায়? সব সময়ে আমাকে শপথ করিয়া বলিতে হয়—এমনটি করি নাই। ঐ রকম করিয়া দোষ ছাড়াইয়া আর এ ছার ঘরে রাধা থাকিবেন না। গুরুজনে গর্জ্জন করেন, লোকে গঞ্জনা দেয়, এ প্রাণে আর কত সহা যায়! তাই রাধা স্থির করিয়াছেন যে, তিনি গহন বনে থাকিবেন—যেখানে আর পাপলোকের কথা শুনিতে হইবে না। সেখানে শুধু যে গঞ্জনাই ঘুচিবে, তাহা নহে; হয় তো বাঘ ভালুকে প্রাণও হরণ করিয়া লইবে। লয় লউক, তাহা হইলে মনের ব্যথার তো শান্তি হয়। কবি বলিতেছেন যে, তুমি যে বনে যাইতে চাহিতেছ, তুমি কি স্বাধীন, যে যাইবে? তুমি যাহা বলিলে, সেই মত কেহ যদি করিতে পারে, তবে তাহার মনের তাপ শান্ত হয় বটে।

৩১

সই, কি হইল কানুর জ্বালা।
রাতি দিন মন করে[১] উচাটন
স্বপনে দেখিয়ে কালা॥
মুদিয়া[২] নয়ন যদি বা ঘুমাই
হৃদয়ে কানুরে দেখি।
মনের মরম তোমারে [৩]কহিয়ে
শুন গো মরম-সখি॥
ঘরে নাহি মন সদা[৪] উচাটন
কি না হইল মোর ব্যাধি।
কি[৫] জানি কি হয় - বাঁচিতে সংশয়
কহ না ইহার বুধি॥
সতত[৬] হৃদয়ে আমার পরাণ
কানুর চরণে বান্ধা।
যে জন পীরিতি পাড়ার পড়সী
সদাই করয়ে বাধা॥
দূরে রহু তার আদর পীরিতি
সে জনা আঁখির বালি।

না[৭] যাব সে ঘর পাড়ার পড়সী
দেই দেউ যত গালি ॥
চণ্ডীদাসে কহে লোকের বচনে
কিবা সে করিতে পারে।
আপন হৃদয়ে মনের মানসে
নিরবধি ভজ তারে ॥

নী. ৩২৪। দী. ৬৩৯ পৃঃ। ক. বি. ২৮৯, ২৯৫, ২৯৭।

পাঠান্তর: নী., ১। সদা, ২। মুদিত লোচনে, ৩। কহিনু, ৪। মন উচাটন (পুনরুক্তি-দোষ), ৫। কি জানি জীবন বাঁচিতে সংশয়, ৬। সদাই হৃদয়, ৭। না যাব সে ঘর পাড়ার পড়সী দেই যত গালি—ইহার অর্থ দাঁড়ায়, রাধা গালি দেন, কিন্তু ক. বি. পুথির পাঠে দেখা যায় যে, পড়সীরা যতই গালি দিক না কেন, তবুও রাধা তাদের বাড়ী যাইবেন না।

৩২

জানিতুঁ[১] পীরিতি এমন বলিয়া
তবে কি বাড়াতুঁ[২] পা।
পীরিতি-বিচ্ছেদে জীবন না রহে
এলায়ে পড়িছে গা ॥
কি বুদ্ধি করি গো সখি[৩]।
একে লোকলাজ এ পাপ-পরাণ
ঘরে থির নাহি থাকি ॥
আপনার[৪] বুড়া অঙ্গুলি বিনি যে
চলিতে নারিনু জোরে।
আমার করমে বিধির লিখনে
মিছা দোষ দিব কারে ॥
ভাবিতে গণিতে কানুর পীরিতি
পরাণ হইল সারা।
সঘনে সঘনে সজল নয়নে
নিরবধি বহে ধারা ॥

চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি
দেখি যে অবোধ-পারা।
মিছা লোককথা চাঁদ যার সখা
কিবা করে লাখ তারা॥

নী. ৩২৫। দী. ৬৪০ পৃঃ। ক. বি. ২৮৯, ২৯৭।

পাঠান্তর : নী., ১। না জানি পীরিতি এমন বলিয়া, ২। বাড়ামু পা, ৩। কহ কি বুদ্ধি করিব দেখি, ৪। আপনার বুড়া অঙ্গুলি বিনিয়া চলিতে নারি যে ধীরে। (মানে, নিজের বুড়া আঙ্গুল কাটিয়া ধীরে চলিতে পারি না। ইহা ভাল অর্থ হয় না)।

৩৩

যাহার সহিত যাহার পীরিতি
সেই সে মরম জানে।
লোক চরচায় ফিরিয়া না চায়[১]
সদাই অন্তরে টানে॥
গৃহকাজ[২] করি গুমরিয়া মরি
ফুকরি কান্দিতে নারি।
নাহি হেন জন করে নিবারণ
যেমত চোরের নারী॥
ঘরে[৩] গুরুজন বলে কুবচন
তাহা কি কাহারে কই।
মরণ সমান করে অপমান
বন্ধুর লাগিয়া[৪] সই॥
কাহারে কহিব কেবা পীত্যাইব[৫]
কেবা জানে মনের দুখ।
চণ্ডীদাসে[৬] কয় আশয় ছাড়হ
তবে সে পাইবে সুখ॥

নী. ৩৬২। ন. চ. ১০৫ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৬১২ পৃঃ। ক. বি. ২৯৭।

পাঠান্তর : ১। ফিরিয়া না চাই—নী। ফিরিয়া না চায়—ন. চ.। ২। গৃহকর্ম্মে থাকি, সদাই চমকি, গুমরে গুমরে মরি—নী. (সদাই চমকি, অর্থহীন)। মূলে গৃহীত

পাঠ ন. চ.—ক. বি. ২৯৭ হইতে লইয়াছেন। ৩। ঘরে গুরুজনা গঞ্জয়ে নানা তাহা বা কহিব কি—নী। ৪। বন্ধুর কারণ সে—নী. (মানে হয় না)। ৫। কেবা নিবারিবে—নী.। ৬। চণ্ডীদাস কহে করহ ঘোষণা (কোন অর্থ হয় না), ছাড়হ আশয়—ন. চ.।

টীকা—লোকচরচায় ফিরিয়া না চায়—আমার দয়িত লোকচর্চ্চাকে গ্রাহ্য করে না, সে সব সময়ে আমার মনকে আকর্ষণ করে।

নাহি হেন জন, করে নিবারণ, যেমত চোরের নারী—চোর যদি রাত্রিকালে খুব মার খাইয়া আসে, তবুও তাহার দৈহিক কষ্ট দেখিয়া চোরের বউ প্রকাশ্যে কাঁদিতে পারে না; কেন না, তাহা হইলে লোকে জানিবে যে, তাহার স্বামীই চুরি করিতে গিয়াছিল; তেমনি রাধা হাজার দুঃখসত্ত্বেও ফুকরিয়া অর্থাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে পারেন না। ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে পারিলে মনের ভার হয় তো লঘু হইত। তাঁহার গুমরিয়া কাঁদা নিবারণ করিবার লোক নাই বলিয়া রাধার আরও বেশী দুঃখ।

কেবা পীত্যাইব—অর্থাৎ প্রত্যয় করিবে, বিশ্বাস করিবে।

৩৪

শুন গো মরম-সখি।
কানুর পীরিতে পরাণ না রহে
বড় পরমাদ দেখি॥
কিবা সে কুদিনে[১] দেখিনু সে[২] জনে
নয়ান পসারি দুটি।
সেই দিন[৩] হতে আন নাহি চিতে
পীরিতি-আনলে ফাটি[৪]॥
জলন্ত[৫] আনলে জল[৬] ঢালি দিলে
তখনি নিবায়ে যায়।
মনের আগুনি[৭] নিবাইব কিসে
দ্বিগুণ জ্বলয়ে তায়॥
বন[৮] যে পুড়য়ে বনের আগুনে
দেখয়ে জগতলোকে।
এ বড়ি বিষম শুন লো[৯] সজনি
জ্বলি[১০] উঠে বিনি ফুকে॥

হের দেখ[১১] মোর গায়ে[১২] হাত দিয়া
উঠিছে বিরহ-আগি।
শ্যামের[১৩] লাগিয়া পরাণ না রহে
সদা কাঁদি তার লাগি॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনি
মিছাই ভাবনা কর।
শ্যামের কলঙ্ক চন্দন[১৪] করিয়া
হৃদয়ে যতনে পর॥

নী. ৩২৬। দী. ৬৪১ পৃঃ। ক. বি. ২৯২, ২৯৭, ৩২৬।

পাঠান্তর: নী. ১। কুদিন, ২। সে হনে, ৩। সে দিন হইতে—ক. বি. ২৯২, ৪। ছুটি (নিরর্থক), ৫। আন সে আনল, ৬। বারি, ৭। আগুন, ৮। বন পোড়ে বলে বনে আগুনি, ৯। গো, ১০। জলে উঠে বিনি ফুকে, ১১। সখি, ১২। অঙ্গে, ১৩। সে শ্যাম-বিচ্ছেদে ক্ষুধার বিষাদে, ১৪। যত পরিবাদ।

টীকা—এ বড়ি বিষম ইত্যাদি। বনের আগুন সবাই দেখেতি পায়। মনের আগুন কেহ দেখিতে না পাইলেও বড়ই ভীষণ। মনের আগুন ফুঁ দিলে নেভে না, আরও জ্বলিয়া উঠে (অথবা পাঠান্তরে, বিনা ফুকে জ্বলিয়া উঠে)।

৩৫

সই, বড়[১] পরমাদ দেখি।
কালা[২] কানু সনে পীরিতি করিয়া
নিরবধি ঝুরে আঁখি॥
কাহারে কহিব মনের আগুন
জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠে।
যেমন কুঞ্জর বাউল [৩]হইয়া
অঙ্কুশ ভাঙ্গিয়া ছুটে॥
কিসে নিবারিব নিবারিতে নারি
বিষম কানুর লেঠা।
হেন মনে করি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদি
তাহে গুরুজন কাঁটা॥

যাইয়া নিভৃতে বসি এক ভিতে
সদা ভাবি কালা কানু।
নিশ্চয়[৪] জানিনু ঝুরিতে ঝুরিতে
কবে হারাইব তনু॥
ধীবর দেখিয়া যত[৫] মীনগণ
যেমন তরাসে কাঁপে।
তেমতি[৬] আমার এ ঘর করণ
বচন-গরলে ঝাঁপে॥
ঘরে গুরুজন বলে কুবচন
যদি বা সহিতে পারি।
যাহার লাগিয়া এতেক সহিব
সে রহে ধৈরজ ধরি॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন বিনোদিনি
সকলি সকল[৭] মানি।
তুমি[৮] সে কানুর কানু সে তোমার
জগতে সবাই জানি॥

নী. ৩২৭। দী. ৬৪২ পৃঃ। ক. বি. ২৯২, ২৯৭।

পাঠান্তর : নী.—১। প্রমাদ, ২। কানুর সনে, ৩। হইলে, ৪। বিরলে বসিয়া (পুনরুক্তি-দোষ হয়—কেন না, 'যাইয়া নিভৃতে বসি এক ভিতে' এই কলিতেই 'নিভৃত' বা 'বিরল' বলা হইয়াছে)। ৫। জলে যত মীন, ৬। আমার তেমতি ঘরের বসতি গরজি গরজি ঝাঁপে, ৭। সকলি স্বপন মানি, ৮। তুমি সে কালার কালিয়া তোমার।

টীকা—বাউল—পাগল। লেঠা—মুস্কিল (কানুকে লইয়া বড়ই মুস্কিল)। এ ঘর-করণ—ঘরকরণা, এখানে ঘরের লোকজন, যাহাদের বিষের মতন কথায় রাধার প্রাণ অস্থির হয়। বচন-গরলে ঝাঁপে—বচনরূপ বিষে আমাকে আবৃত করে।

৩৬

আমি ত অবলা তাহে এত জ্বালা
বিষম হইল বড়।
নেবারিতে[১] নারি গুমরিয়া মরি
তোমারে কহিল দড়॥

সহজে আপন বয়স যেমন
আন নাহি হাম জান।
স্বপনে[২] কালিয়া সে রূপ ভাবিয়া
না রহে আমার প্রাণ॥
সই[৩]! মরণ নিশ্চয় ভাল।
সে নব[৪] নাগর না জানি কাহার
ভাবিয়া হইলোঁ কাল॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
এই ত রসের কূপ।
এক কীট হয়[৫] আর দেহ পায়
ভাবিয়া তাহার রূপ॥

নী. ৩৪৯। দী. ৬৪৮ পৃঃ। গীতচন্দ্রোদয়, ১৯৫।

মণীন্দ্রবাবু (দী. ৬৪৮) এই পদটি নীলরতনবাবু (৩৪৯) ছাড়া অন্য কোথাও না পাইলেও ইহাকে দীন চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়াছেন। নীতে—১। নিবারিতে, ২। স্বপনে ভালিয়া সে রূপ কালিয়া (বিবৃতাংশ), ৩। সই, মরণ ভাল (ছন্দ পতন)।

৪। সে নব নাগর মরমে পশিল
ভাবিতে হইল কাল।

৫। এক কীট হয়ে আর দেহ পায়ে
ভাবিয়ে তাহার রূপ।

টীকা—তোমারে কহিল দড়—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসার খুবই জ্বালা, আমি উহা নিবারণ করিতে পারি না, কেবল মনে মনে কাঁদিয়া মরি,—এই কথা তোমাকে জোর করিয়া (দড়) বলিতেছি।

সে নব নাগর না জানি কাহার ইত্যাদি—ভণিতার উপমা দিয়া অর্থ বিচার করিতে হইবে। চণ্ডীদাস বলিতেছেন যে, এক কীট (আরসুলা বা তেলাপোকা, কাঁচপোকা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, কাঁচপোকার রূপ ভাবিতে ভাবিতে কাঁচপোকা হইয়া যায় বলিয়া প্রবাদ) যেমন অন্য দেহের কথা নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে অন্য রূপই পায়, তেমনি রাধাও কালার কথা ভাবিতে ভাবিতে কাল হইতেছেন। সেই যে নবীন নাগর, যাহাকে রাধা ভালবাসিয়াছেন, সে কাহাকে না জানি ভালবাসে (না জানি কাহার), এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রাধা কাল হইলেন (ভাবিয়া হইলোঁ কাল—'হইলোঁ' ক্রিয়া এখানে 'হইলুঁ'র প্রাচীন রূপ)। নীতে পাঠের অর্থ—সেই নবনাগর আমার মর্ম্মে প্রবেশ করিল, তাই ভাবিতে ভাবিতে কাল হইলাম (হইল)।

৩৭

কি পুছ সখি, ভাবের কথা[১]।
কহিতে না জানি কহিয়ে[২] এথা॥
পিয়ার পিরিতি কি[৩] না জান তুমি।
এত দিনে তাহে ঠেকিলুঁ আমি॥
যত যত শ্যাম বঁধুর গুণ।
সোঙরি পাজরে বিন্ধল ঘুণ॥
দিবস রজনি কিছু না জানি।
মনে পড়ে চাঁদ-বদনখানি॥
চণ্ডীদাস কহে রসের সার।
পিয়ার পিরিতি আনন্দ পাথার॥

তরু ৬৭৫। পদরসসার ১১৪৯।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদরসরসারে ও তরুর গ পুথিতে চণ্ডীদাস ভণিতা পাইয়াছেন। ক, খ, ঘ ও চ পুথিতে পান নাই।

পাঠান্তর: ১। কি পুছহ সখি প্রেমের কথা—তরু, ২। কি হয় কথা—প. র. সা. ৩। কি জান তুমি—প. র. সা,।

৩৮

সই, এত[১] কি সহে পরাণে।
কি বোল বলিয়া গেল ননদিনী
শুনিলা[২] আপন কাণে॥
পরের কথায় এত কথা[৩] কহে
ইহাতে করিব[৪] কী।
কানু-পরিবাদে ভুবন[৫] ভরিল
বৃথাই[৬] পরাণে জী॥
কানুরে পাইত এ[৭] সব কহিত
তবে[৮] বা সে বোল ভাল।
মিছা[৯] পরিবাদে বাদিনী হইয়া
প্রাণ জর জর হৈল॥

কে আছে বুঝিয়া শ্যামেরে কহিয়া
এ দুখে করিবে পার।
চণ্ডীদাসে কহে ধৈর্য্য ধরি রহ
কে[১০] কোথা কি করে কার॥

নী. ২৯২। দী. ৬৫৮। তরু. ৮৬৭। কী. ২৯২।

পাঠান্তর: ১। সই, এ কি সহে পরাণে—নী, ২। শুনিলে—নী, ৩। কয়—কী, ৪। কহিব—নী, ৫। জগত ভাসিল—কী, ৬। কেমনে পরাণে জী—কী, ৭। তবে সে সহিতো—কী, এ সব কহিত—নী, ৮। সে বোল আমার ভাল—কী, ৯। মিছা বাদে পরিবাদিনী হইয়া পরাণ জরজর হইল—কী, ১০। কে কোথা কি করেছে কার—কী, কে কিবা করিবে কার—নী।

৩৯

সজনি[১] লো সই।
খানিক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই॥
শ্যামের বাঁশীটি দুপর‍্যা ডাকাতি
সরবস হরি লৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ পুড়নি
কেন বা এমতি কৈল॥
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
বধির করিলে বাঁশী।
সব পরিহরি করিলে বাউরী
মানয়ে যেমন দাসী॥
কুলের করম ধৈরজ ধরম
সরম মরম ফাঁসি।
চণ্ডীদাস কহে এই সে কারণে
কানু-সরবস বাঁশী॥

বরাহনগর ৬ (১০২৬ ক) ১৩ সংখ্যক পদ। তরু ৮২৭। ক. বি. ২৯২।
নী. ২৬১। দী. ৫৯৫ পৃঃ।
পাঠান্তর: ১। ক. বি. ২৯২-র আরম্ভ—

তিলেক দাঁড়াও শুনিয়া যাও
শ্যাম বন্ধুর কথা কই।

এই পাঠে ছন্দ ঠিক থাকে ; তরুধৃত পাঠে ছন্দ থাকে না। বরাহনগর-পুথির পদের আরম্ভ—

সজনি, নাহিক মোর কোই।
খানিক রহিঞা শুনিঞা যাও
বলিব সে দুখ যোই॥

নী.র আরম্ভ মূলে গৃহীত, তরুর পাঠের মতন।

টীকা—শ্যামের বাঁশী যেন দিন-দুপুরে সকলের সামনে ডাকাতি করিয়া আমার সর্ব্বস্ব লইয়া গেল। বাঁশীর গান আমাকে নিঃস্ব করিল—নিজের বলিতে আর কিছুই রাখিল না। শুধু তাহাই নহে, প্রাণের ভিতর সব সময়ে জ্বালা। কেন এমন হইল, রাধা তাহা ভাবিয়া পান না। শ্যাম ছাড়া আর কিছুই তাঁহার মনে নাই। তাই খাইতে শুইতে সব সময়ে তাঁহারই কথা মনে পড়ে। অন্য কোন কথা কেহ বলিলেও কানে ঢুকে না—'বধির করিল বাঁশী'। রাধার কুল শীল সব কিছু ছাড়াইয়া (পরিহরি) তাহাকে বাউরী বা পাগলিনী করিল। রাধা অভিমানভরে বলিতেছেন—আমি যেন তাহার কেনা দাসী, সে বাঁশীতে ডাক দিলেই আমাকে ছুটিয়া যাইতে হয় (মানয়ে যেমন দাসী)। রাধার কুলের কর্ম্ম, ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, লজ্জা ও মর্ম্মস্থল, সবই যেন বাঁধিয়া লইয়াছে (ফাঁসি)। চণ্ডীদাস বলেন—এত ক্ষমতা আছে বলিয়াই তো কানুর সর্ব্বস্ব হইতেছে বাঁশী।

বাঁশীর প্রভাব লইয়া বিদগ্ধমাধব রচনার পূর্ব্বে বিদ্যাপতিও পদ রচনা করিয়াছেন—

কি কহিব রে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁশি-নিশাস গরলে তনু ভোর॥
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজ॥ (তরু ৮৩১)

পরবর্ত্তী কালে এই পদটি ভাঙ্গিয়া নিম্নলিখিত পদটি তৈয়ারি করা হইয়াছিল অথবা পদটি গায়কদের মুখে নীচে প্রদত্ত রূপ লইয়াছিল।

শুনহ সজনি মরম কাহিনী
তোমারে সকল কই।
কালার বাঁশিটি করিয়া ডাকাতি
মোর সব কিছু লেই॥
এমত বেভার না বুঝি তাহার
পিরিতি যাহার সনে।
গোপত করিয়া কেন না করিলে
এমতি হইল কেনে॥
দোষ পরিহরি বাঁশিটি সম্বর
হইব তোমার দাসী।

চণ্ডীদাসে ভণে বুঝি অনুমানে
কানুর পরাণ বাঁশী।

বরাহনগর ৬ (ঙ) ২২।

চণ্ডীদাসে ভণে ইত্যাদি চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না—ইহা পরবর্ত্তী কালের যোজনা।

৪০

কুলের বৈরি, হইল মুরলি, করিল[১] সকল নাশে।
মদন[২] কিরাতে, ধনুর সুবাতে, ধরিতে আইল দেশে॥
সই জীব না এমন বাসি।
পিরিতি আঠা, ননদি কাঁটা, আনলা[৩] হইল বাঁশি॥
বৃন্দাবন মাঝে, বেড়ায়্যা[৪] সুলাজে, ধরিতে হরিতে জনা।
গাছের[৫] মূলে, দেখিয়ে ভালে, আসিয়া করিল থানা॥
একপাশ[৬] হয়্যা, হাততালি দিয়া, দেখিল রসিল আঁখি।
ধীরে ধীরে যায়, তাহা পানে চায়, আনলা চালায় দেখি॥
গাছের[৭] বডালে, বসিয়াছে ভালে, তাক করে এক দিঠে।
জড়াএ[৮] আঠা, লাগল কাঁটা, লাগিল পাখীর পিঠে॥
পড়িলা[৯] ভূমিতে, ধড়ফড় করে, কিরাতে ধরিলা পাখী।
পাখী[১০] পাক দিয়া, বান্ধিলেক লঞা, ঝুলির ভিতর রাখি॥
চণ্ডিদাস[১১] কহে, মহাজন যেবা, কিনিয়া লয় সে পাখী।
পাখা[১২] যে ধুয়ায়া, ছাড়িয়া দেয়, তবে সে এড়ান দেখি॥

নী. ২৬৩। দী. ৬৫৪ পৃঃ। বরাহ. ৬ (ঙ) ২৯। ক. বি. ২৯১, ২৯২, ৬২০৪ (১৩৮ পৃঃ)। তরু ৮৫৭।

পাঠান্তর: ১। সকলি করিল নাশে—তরু। ২। মদন-কিরাতী, মধুর যুবতী—তরু, ৩। পড়সী হইল ফাঁসী—তরু: আনলা হইল বাঁশী—নী। নী. বলেন, আনলা মানে নল। ৪। বেড়ায় সাজে ধরিতে যুবতীজনা—তরু, নী.। ৫। যমুনার কুলে, গাছের তলে,—তরু, নী। ৬। এই দুই পংক্তি তরুতে নাই, নীতে আছে, উহার পাঠ—এক পাশ হৈয়া, থাকি লুকাইয়া, দেখে যে বসিল পাখী। ধীরি ধীরি যায়, তার পানে চায়, আনলা চালায় দেখি॥ ৭। ছাদের ডালে, বসিয়া ভালে,—তরু, নী। ৮। জড়াল আঠা, না যায় কাটা—তরু। জড়াল আটা, লাগায় কাঁটা—নী। ৯। পড়িয়া ভূমিতে, ধড়ফড়াইতে,—তরু, নী। ধড়ফড় করিতে—ক বি. ২৯১। ১০। পাখে পাখা দিয়া বাঁধিল টানিয়া, ঝুলিতে ভরিয়া

রাখে—তরু ও নী। ১১। চণ্ডীদাসে কয়, মহাজন হয়—তরু ও নী। ১২। ছাড়িয়া দেয়, পাখা যে ধোয়ায়, তবে সে এড়ান দেখি—তরু, পাখা খুলি দেয়, নী।

টীকা—মদন-কিরাতে—মদনরূপী কিরাত ধনুর ছলে (সুবাতে)। জীব না এমন বাসি—মনে হয়, আমি আর বাঁচিব না। বেড়ায়্যা সুলাজে—গোপনে বেড়াইয়া, লোককে ধরিতে বা হরণ করিতে চায়। দেখিল রসিল আঁখি—আমি তাহার রসপূর্ণ আঁখি দেখিলাম; রাধা হাততালি দিয়া কৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহা পানে চায়, আনল চালায় দেখি—রাধা তৃতীয় পুরুষের ক্রিয়া দ্বারা বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ তাহার পানে চাহিল, যেন মনে হইল, ব্যাধ পাখী ধরার নল (আনল) চালাইল। গাছের বডালে—গাছের উচ্চ ডালে। তাক করে একদিঠে—এক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। ভণিতার অর্থ—চণ্ডীদাস বলিতেছেন যে, কোন মহাজন (মহৎব্যক্তি, অন্যার্থে ব্যবসায়ী) যদি এই পাখীটি কিনিয়া লইয়া, তাহার পাখার আঁটা ধোয়াইয়া ছাড়িয়া দেয়, তবেই পাখীটি মুক্তি পায়, না হইলে ব্যাধের হাতে প্রাণ হারাইবে।

ব্যাধের পাখী শিকারের উপমা দিয়া, কৃষ্ণ কর্তৃক রাধাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলিবার মনোরম একটি আলেখ্য কবি আঁকিয়াছেন। ইহাতে অলঙ্কারের আতিশয্য নাই। কবির সরল ভাষার সুতীক্ষ্ণ বাণ পাঠকেরও হৃদয়ে যাইয়া বিদ্ধ হয়।

৪১

বিষম বাঁশীর কথা কহিল না হয়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে॥
সতী ভোলে নিজ পতি মুনি ভোলে মন।
শুনি পুলকিত হয় তরু-লতাগণ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা॥

নী. ২৬২। ন. চ. ৯৩ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৫৯৯ পৃঃ। তরু ৮৩০।

'পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে'র পরে নী.তে আছে—

হারে সই, শুনি যবে বাঁশির নিশান।
গৃহ-কাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান॥

নিশান=নিঃস্বন। সুনীতিবাবু প্রভৃতি (ন. চ.) লিখিয়াছেন: "পদটিতে বড়ুর কবিতার ঝঙ্কার বিদ্যমান, কিন্তু ভাষা বহু স্থলে পরিবর্তিত।" বড়ুর রাধা নিজের দুঃখের কথাই

বলিয়াছেন, তাঁহার বন্ধন আউলাইয়া যায়, চন্দনেও শরীরের জ্বালা বাড়ে ইত্যাদি। কিন্তু এখানে “মুনি ভোলে মন” এবং “তরুলতাগণও” পুলকিত হয়।

৪২

এখন তখন নাই নাম ধরি গান গাই
বাঁশী কেনে ডাকে থাকি থাকি।
সেই হৈতে মোর মন নাহি হয় সম্বরণ
নিরন্তর ঝুরে দুটি আঁখি॥
একলা মন্দিরে থাকি কভু তারে নাহি দেখি
সেহ কভু না দেখে আমারে।
আমি কুলবতী রামা সে কেমনে জানে আমা
কোন্ ধনী কহি দিল তারে॥
না দেখিয়া ছিনু ভাল দেখিয়া অকাজ হ'ল
না দেখিলে প্রাণ কেন কাঁদে।
চণ্ডীদাস কহে ধনি কানু সে পরশমণি
ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফাঁদে॥

ন. চ. কর্ত্তৃক সা-কু ১২ পুথি হইতে সঙ্কলিত।

নী.—৩৫৬। ন. চ. পৃঃ ৫৫ (নামাঙ্কিত)। দী.—৬৪৯ পৃঃ (নী. হইতে)।

টীকা—এখন তখন নাই—সব সময়ে; কাল, অকাল বিচার না করিয়া। গান গাই—গান গাহিয়া। কোন্ ধনী কহি দিল তারে—কোন সুন্দরী হয় তো আমার কথা তাহাকে বলিয়াছে। না দেখিয়া ছিনু ভাল—প্রথমে জোর করিয়া “কভু তারে নাহি দেখি, সেহ কভু না দেখে আমারে” বলিয়া, ফের “তাহাকে না দেখিয়া ছিলাম ভাল”—থাকায় বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বের উক্তি দর্শনের পূর্ব্বে, আর পরের উক্তি দর্শনের পর। “পরশমণি”র সঙ্গে আবার “ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফাঁদে” বলায় দুইটি উপমা একত্রে মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে (mixed metaphors)।

৪৩

কে আছে বুঝিয়া বলিবে সুঝিয়া
আমার পিয়ার পাশে।
পীরিতি গোপত না করে বেকত
শুনিয়া লোকেতে হাসে॥

গোপত বলিয়া কে না বা বলিলে
এমত করিলে কেনে।
এমত ব্যাভার না বুঝি তাহার
পীরিতি যাহার সনে॥
সই, এমতি কেন বা হল।
পরের[২] যে নারী নিল মন হরি
নিশ্চয় ছাড়িয়া গেল॥
আমি অভাগিনী দিবস রজনী
সোঙরি সোঙরি মরি।
কুলের কলঙ্ক করিয়া[৩] সালঙ্ক
তবু[৪] না পাইনু হরি॥
পুরুষ পরাণ হইব[৫] দুরস
বিছুরল[৬] আপন রীতি।
জনম অবধি না পানু[৭] সোয়াথি
কাঁদিয়া মরি যে নিতি॥
চণ্ডীদাসে কয় সুজন যে হয়
এমতি না করে সে।
তাহার পীরিতি পাষাণ[৮] লেখতি
মুছিলে[৯] না মুছে সে॥

নী. ৩০০। দী. ৬৩১ পৃঃ। ক. বি. ২৯২।

পাঠান্তর: নী., ১। গোপত পীরিতি না করে বেকতি, ২। পরের নারী, মন যে-হরি, ৩। হইল সালঙ্ক, ৪। তবু যে না পানু হরি, ৫। হইল, ৬। বিছুরি আপন মতি, ৭। পাই, ৮। পাষাণে, ৯। মুছিলেও নাহি ঘুচে।

৪৪

না[১] জানে পীরিতি যারা নাহি পায় তাপ।
পরবশ[২] পীরিতি আঁধার ঘরে সাপ॥
সই, পীরিতি বড়ই বিষম।
না পাই মরমী জনা কহি যে মরম॥

গৃহে গুরুগঞ্জন কুবচন জ্বালা।
কত বা সহিবে দুখ পরাধীন বালা॥
পীরিতি-বেয়াধি যদি অন্তরে সামাইল।
ঔষধ[৩] খাইতে তবে পরাণ জারি গেল॥
চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম।
জীয়ন্তে মরণ[৪] করে লউক শমন॥

নী. ৩১৭। দী. ৬৪৭ (নী. হইতে গৃহীত)। ক. বি. ২৯১।

ক. বি. পুথির আরম্ভ—নাঞি জানি নাঞি শুনি মনে পাই তাপ।
পরবশ পিরিতি আন্ধিয়া ঘরে সাপ॥

পাঠান্তর: নী.ধৃড। ১। নাহি জানি নাহি শুনি তারা পায় তাপ, ২। পর সে পীরিতি (বিকৃত), ৩। ঔষধ খাইতে তবে পুন জরি গেল, ৪। এমন ('মরণ' অপেক্ষা 'এমন' ভাল পাঠ; কেন না, 'লউক শমন' কথা থাকার জন্য 'মরণ' পাঠ ধরিলে পুনরুক্তি হয়)।

টীকা—পরবশ পীরিতি আঁধার ঘরে সাপ—সসর্প গৃহে বাস করিলে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা যেমন বেশী, তেমনি প্রেমে পরের বশ হইলে মরণ হইতে পারে। অথবা পরের সঙ্গে প্রেম করিলে তেমনি বিপদের আশঙ্কা, যেমন আঁধার ঘরে সাপের সঙ্গে একত্র থাকিলে বিপদ্ ঘটিতে পারে। সামাইল—প্রবেশ করিল। ঔষধ খাইতে তবে পরাণ জারি গেল—ব্যাধি অপেক্ষা ঔষধই বেশী কষ্টদায়ক হইল।

এই সুন্দর পদটি অন্য কোথাও না পাওয়া গেলেও ইহাতে চণ্ডীদাসের রচনার ঘরোয়া পরিবেশ ও আন্তরিকতা দেখা যায়।

৪৫

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
বন্ধু,[১] কেমনে আইলে বাটে।
আঙ্গিনার কোণে গাখানি তিতিঞাছে[২]
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
সই,[৩] কি আর বলিব তোরে।
কোন্ পুণ্যফলে সে হেন বন্ধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে॥
ঘরে[৪] গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈলুঁ।

আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যন্ত্রণা দিলুঁ ॥
বন্ধুর[৫] পিরিতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই[৬] ঘরে ॥
আপনার[৭] দুখ সুখ করি মানে
আমার দুখের দুখী।
চণ্ডীদাস কহে[৮] বন্ধুর পিরিতি
শুনিয়া[৯] জগত সুখী ॥

বরাহনগর ৬ (১০২৬ ক), সা. প. ২০১, ক. বি. ২৯১, ২৯৭, সি. ১০৬-৭ পৃঃ, তরু ৭১৫। নী. ১৯১। ন. চ. ৬৬ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৭১৪ পৃঃ।

বরাহনগর ৬(ক) পুথিতে আরম্ভ এইরূপ—

সজনি, মরম কহিলুঁ তোরে।
বহু পুণ্যফলে সেহেন বন্ধুয়া
আনি মিলাওল মোরে ॥
এ ঘোর রজনী ইত্যাদি

পাঠান্তর: ১। তরুতে বন্ধু নাই, ২। বন্ধুয়া তিতিছে—তরু, ৩। 'সি'তে—সই, কি আর বলিব তোরে—কোন পুণ্যফলে ইত্যাদি চরণ নাই, ৪। নহি স্বতন্তর গুরুজনার বিলম্বে বাহির হনু—সি (পুথির দোষে ভুল পাঠ), ৫। বন্ধুর পীরিতি দেখিয়া আমার পরাণ যেমন করে—সি, ৬। ভিজাব—সি, ৭। আজিকার দুখ সুখ করি মনে, যৌবন মোর দুঃখের দুঃখী—সি (ভুল পাঠ), ৮। বলে, ৯। ভাবিতে—সি; শুনিতে—সা. প. ২০১। অন্যান্য পাঠান্তর ন. চ. পৃঃ ৬৭ দেখুন।

টীকা—রবীন্দ্রনাথ এই পদটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া
দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥

কিন্তু তাহার পরেই যে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া, সখীদের ডাকিয়া কহিলেন—

সই, কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্যফলে সেহেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে ॥

ইহার মধ্যে কতটা কথা রাধার মনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে! কতটা কথা একেবারে বলাই হয় নাই! প্রথমেই শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া দুঃখ, তাহার পরেই সখীদের ডাকিয়া তাহাদের কাছে সুখের উচ্ছ্বাস। ইহার মধ্যে শৃঙ্খলাটি কোথায়? সে শৃঙ্খল পাঠকদিগকে গড়িয়া লইতে হয়। রাধা যা কহিল, তাহা ত সামান্য, কিন্তু রাধা যা কহিল না, তাহা কতখানি! যাহা বলা হইল না, পাঠকদিগকে তাহাই শুনিতে হইবে। শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া রাধার দুঃখ ও শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়াই রাধার সুখ, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইতেছে। রাধার হৃদয়ের এই তরঙ্গ-ভঙ্গ—এই উত্থান-পতন, কত অল্প কথায়, কত সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম দুই ছত্রে শ্যামকে দেখিয়া দুঃখ, দ্বিতীয় দুই ছত্রে সুখ, তৃতীয় দুই ছত্রে আবার দুঃখ, চতুর্থ দুই ছত্রে আবার সুখ!"

'ঘরে গুরুজন' হইতে 'আনল জেজাই ঘরে' উদ্ধৃত করিয়া কবিগুরু বলিতেছেন—"রাধা হাসিবে, কি কাঁদিবে, ভাবিয়া পাইতেছে না। রাধা সুখে দুঃখে আকুল হইয়া পড়িয়াছে। শেষে রাধা এই মীমাংসা করিল, শ্যাম আমার জন্য কত কষ্ট পাইয়াছে; আমি শ্যামের জন্য ততোধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া, শ্যামের সে ঋণ পরিশোধ করিব।"

চণ্ডীদাস-পদাবলীতে (পৃঃ ৬৮) শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীতিবাবু এই পদটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"প্রাচীন কবি ও লেখকগণ চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া যে দুই তিনটি পদ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এটি অন্যতম।"

৪৬

আমি যাই যা'ই বলি বলে তিন বোল।
কত না চুম্বন দেই কত দেই কোল॥
পদ-আধ যায় পিয়া চাহে পালটিয়া।
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥
করে[১] কর ধরি পিয়া শপথি দেই মো'রে।
পুন দরশন লাগি কত[২] চাটু বোলে॥
নিগূঢ়[৪] পিরিতি পিয়ার আরতি বহু।
চণ্ডীদাস[৩] কহে হিয়ার মাঝারে রহু॥

তরু. ৬৭১। কী. ২৬০। প. র. ১৩|৪৫। প. র. সা. ১১৪৬। নী. ১৯২। দী. ৭২৭ পৃঃ।

পাঠান্তর: কীর্ত্তনানন্দে আরম্ভ—কহ কহ সুন্দরি রজনী বিলাস আমি যাই ইত্যাদি। পদরত্নাকরে আরম্ভ—যাই যাই বলি পিয়া বলে তিন বোল। ১। করে ধরি পিয়া সপতি

দেই মোরে—কী. ও প. র.। ২। কত করে কোরে—কী। পুন দেই কোরে—প. র.। ৩। নিগুড়হি পিয়া মোরে আরতি করে বহু—প. র.। ৪। চণ্ডীদাস কহে পিয়ার পীরিতি হিয়ায় রহু—কী., প. র.।

এই পদটি সম্বন্ধে মণীন্দ্রবাবু (দী.) বলিয়াছেন—"বিচ্ছিন্নভাবে সঙ্কলিত এই পদ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।" অর্থাৎ ইহা দীন চণ্ডীদাসের রচনা নহে। সুনীতিবাবু ইহার উল্লেখ করেন নাই।

৪৭

তুমি ত নাগর রসের সাগর
যেমত ভ্রমর-রীত।
আমি ত দুখিনী কুল-কলঙ্কিনী
হইলুঁ[১] করিয়া প্রীত॥
গুরুজন ঘরে গঞ্জয়ে আমারে
তোমারে কহিব কত।
বিষম বেদনা কহিলে কি যায়
পরাণে সহিছে যত॥
অনেক সাধের পিরিতি বন্ধু হে
কি জানি বিচ্ছেদ হয়।
বিচ্ছেদ হইলে পরাণে মরিব
এমতি মনে সে লয়॥
চণ্ডীদাস কহে পিরিতি বিষম
শুনহ বড়ুয়ার বহু।
পিরিতি-বিচ্ছেদ হইলে বিপদ
এমত না হউ কেহু॥

তরু. ৮১৬, সা. প. ২০১ পুথির ৫৫ পৃঃ, ক. বি. ২৯১, ২৯২। নী. ২৫৯। ন. চ. ৯১ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৫৯০ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। করিয়া তো সনে প্রীত—মু. শ. হইতে ন. চ.।

টীকা—যেমত ভ্রমর রীত—শ্রীরাধা কৃষ্ণের বহুবল্লভত্বের উল্লেখ করিতেছেন। এমত না হউ কেহু—প্রেম হইলে তাহাতে যেন কাহারও বিচ্ছেদ না ঘটে।

৪৮

এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে জানি টুটে[১] ॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল ॥
যথা তথা যাই আমি যত দুখ পাই।
চাঁদমুখের মধুর হাসি[২] তিলেক জুড়াই ॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায় ॥
চণ্ডীদাস কহে রাই ভাবিছ অনেক।
তোমার পিরিতি বিনে না জিয়ে তিলেক ॥

তরু ৮৯৪। কীর্ত্তনানন্দ ৩০৩ পৃঃ। ক. বি. ২৯২, ৬২০৪ (১২৮ পৃঃ)।
রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ৪৩। নী. ২৭৯, ২৮০। ন. চ. ১০৭ পৃঃ (নামাঙ্কিত), দী. ৬২৪।
নী.তে আরম্ভ— সই, মনে মোর এই ভয় উঠে।
শ্যাম বঁধুর পীরিতিখানি তিলেক পাছে ছুটে ॥

পাঠান্তর: কীর্ত্তনানন্দে ১। ছোটে। ২। হাসিতে।

সুনীতিবাবু (ন. চ.) বলেন—"পদটি অতি সুন্দর, মূলে বড়ু চণ্ডীদাসেরই হওয়া সম্ভব, হয় তো পরে অন্য কবির দ্বারা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়াছে।" মণীন্দ্রবাবু বলেন—"সখী-সম্বোধনের এই পদ বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।" এই পদের ভাষার সঙ্গে বড়ুর ভাষার কোন মিলই আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। বড়ুর রাধা বাতাসের গলায় দড়ি দিয়া কোথাও ঝগড়া করিয়া বলিয়াছে কি—

সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায় ॥

বড়ুর রাধার শুধু চাঁদমুখের হাসিতে বিরহ-বেদন দূর হয় না। নী.তে এই দুই চরণের আধুনিক রূপ দেখা যায়—

এমন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গাবে।
অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে ॥

৪৯

তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সোধায়[১] মোরে হেন জন নাই ॥

অনুখন গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে।
নিশ্চয় জানিহ মুঞি ভখিমু[২] গরলে॥
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদমুখ॥
খাইতে সোয়াস্ত নাই নাহি টুটে ভুক।
কে মোর বেথিত আছে কারে কব দুখ॥
চণ্ডীদাসে কহে রাই ইহা না জুয়ায়।
পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবারে চায়॥

তরু. ৮১০। কী. ৩১০।

নী. ২৫৫। ন. চ. ৮৪.পৃঃ (নামাঙ্কিত পর্য্যায়ে)। দী. ৫৮৮।

পাঠান্তরঃ কীর্ত্তনানন্দে—১। সুধাই, ২। ভখিমু।

টীকা—রাধা কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—হে বন্ধু, তুমিই আমার একমাত্র আপনার জন ; আর আমার কেহ নাই। আমি ভাল আছি, কি মন্দ আছি, এমন কথাটাও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবার মতন আমার কেহ নাই। ঘরে তো আমার দিনরাত্রি গঞ্জনা ভোগ করিতে হয়। ঐ গঞ্জনার জ্বালায় আমি নিশ্চয়ই বিষ খাইয়া মরিব। বাঁচিয়া কি লাভ? "এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ।" কেন না, তোমার সঙ্গে মিলিত হইতেই যখন পারি না, তখন আর দেহের ভার বহিয়া মরি কেন? তবে মরিবার আগে একবার তোমার চাঁদমুখখানি ভাল করিয়া দেখিব। তুমি আমার সামনে দাঁড়াও।

আমার খাইতে কোন স্বস্তি নাই, পেটও ভরে না (নাহি টুটে ভুক) ; কেন না, আহারে রুচি নাই। রাধা ফের কৃষ্ণকে বলিতেছেন—এই যে আমি অর্দ্ধাহারে থাকি, তাহাও কি কেহ খোঁজ লয়? আমার ব্যথার ব্যথী কেহ নাই, তাই তুমি ছাড়া আর কাহাকেও দুঃখের কথা বলিতে পারি না।

এই শেষাংশের পদে সুনীতিবাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'ভোখে ভাত নাহিঁ খাওঁ রাধা শোষে পাণী নাহিঁ পীওঁ তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল' (পৃঃ ১০৮) তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, "পদটিতে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাব সুস্পষ্ট।" আমাদের নিকট কিন্তু রাধার ভোখে ভাত না খাওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাব অস্পষ্টই রহিয়া গেল। মণীন্দ্রবাবু বলেন—"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণকে রাধা 'বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করেন নাই, এবং এইরূপ ভণিতাও তাহাতে ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব এই পদটিকে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।" তবে এই সুন্দর ভাবগর্ভ রচনাশৈলী দীন চণ্ডীদাসেরও নহে।

৫০

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥
গুরুজন মাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া।
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল।
তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল॥
নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাসে কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥

তরু ৭৫৫।

নী. ২৫২। ন. চ. ৮৫ (নামাঙ্কিত)। দী. ৫৯১ পৃঃ।

টীকা—কিছুই না ভায়—কিছুতেই রুচি নাই। ভরমে—ভ্রমক্রমে, বসিয়া থাকিতে থাকিতে আনমনা হয়ে মাটিতে তোমার আকৃতি অঙ্কন করি। পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া—প্রসঙ্গক্রমে তোমার নাম উঠিলে, তাহা শুনিয়া আমার হৃদয় দ্রব হয়। পুলকে পূরয়ে অঙ্গ—দেহে পুলকোদ্গম হয়, গা কাঁটা দিয়া উঠে। তাহা নিবারিতে আমি হইয়ে বিকল—তোমার নাম শুনিয়াই আমার চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। অশ্রুর বেগ থামাইতে চাই, থামে না, কাজেই আমি বিকল হইয়া পড়ি।

৫১

বঁধু[১] আর কি বলিব আমি।
জনমে জনমে[২] জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হও তুমি॥
ও দুটি চরণে আমার পরাণে
বাঁধিয়া প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া কায় মন[৩] হিয়া
নিশ্চয়[৪] হইল দাসি॥
এ কুলে[৫] ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আর কেবা মোর আছে।

রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
কান্দিব[৬] কাহার কাছে ॥
বুঝিয়া[৭] দেখিনু এ তিন ভুবনে
আপনা বলিব কায় ।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায় ॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর ।
ভাবিয়া দেখিনু তোমা[৮] বঁধু বিনু
আর[৯] নাহি কেহ মোর ॥
তিলে[১০] আঁখি আড় করিতে না পারি
তবে সে মরিয়ে আমি ।
চণ্ডীদাসে কহে পরশ রতন
হিয়ায় পরহ তুমি ॥

বরাহনগর ৬ (ঙ) ৪৮ ।

রবীন্দ্রনাথ ৪৫ পৃঃ । নী. ৭৩৯ । ন. চ. ১৪৭ পৃঃ (নামাঙ্কিত) । দী. ৩০৬ পৃঃ ।

পাঠান্তর : নী. ১ । বঁধু, কি আর বলিব আমি । ২ । জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হৈও তুমি ।—নী. । তোমার চরণে আমার পরাণে ।—নী. ৩ । একমন হৈয়া ।—নী. ৪ । হইলাম ।—নী. ৫ । ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে আর মোর কেহ আছে ।—নী. ৬ । দাঁড়াব কাহার কাছে ।—নী. ৭ । এ কুলে ও কুলে দু কুলে গোকুলে আপনা বলিব কায় । শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল-পায় ॥—নী. ৮ । প্রাণনাথ বিনে—নী. ৯ । গতি যে নাহিক মোর—নী. ১০ । আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি, তবে সে পরাণে মরি । চণ্ডীদাস কহে, পরশ রতন, গলায় গাঁথিয়া পরি ॥—রবীন্দ্রনাথ, নী । নীলরতনবাবু 'না ঠেলহ ছলে' ইত্যাদির পাঠান্তর ধরিয়াছেন—

অবলা অখলে না ঠেল চরণে
ত্রুটির নাহিক ওর ।
অবলার ত্রুটি যদি হয় কোটি
ক্ষমিতে উচিত তোর ॥
গলায় বসন করি নিবেদন
শুন হে রসিকরায় ।
চণ্ডীদাস কহে অনুগত জনে
ছাড়িতে উচিত নয় ॥

মণীন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, ঠিক ঐ পাঠান্তরই পদামৃতসমুদ্রে দেওয়া হইয়াছে।

টীকা—এটি আত্মসমর্পণের পদ। রাধা দেখিলেন যে, তাঁহার আর কেহ কোথাও আপনার জন নাই; তাই কায় মন হিয়া সব সমর্পিয়া তিনি বঁধুর দাসী হইলেন। রাধার সব সময় হারাই হারাই ভাব। তাই বলিতেছেন, আমাকে কোন ছল করিয়া যেন ঠেলিয়া ফেলিও না। শুধু অনুরোধ করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। সব সময়ে কৃষ্ণকে চোখের সামনে রাখিতে চান। এক তিলও যদি কৃষ্ণ চোখের অন্তরালে (আড়) যান, তাহা হইলে রাধা যেন জীবন হারান। তাই কবি বলিতেছেন, কৃষ্ণরূপ পরশমণিকে তুমি গলার হার করিয়া "হিয়ায় পরহ"।

নীলরতনবাবুর প্রদত্ত পাঠ অপেক্ষা বরাহনগরের পুথির পাঠ অনেক বেশী প্রাচীন। এই সুন্দর পদটির দ্বিতীয় চরণ লইয়া দীন চণ্ডীদাস যে পদ রচনা করিয়াছেন, তাহাকে parody ছাড়া আর কি বলিব?

কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে মরমে মরমে
রাখিয়া থাকহ তুমি ॥
রোষ পরিহরি শুনহ কিশোরি
ধৈরজ করহ চিত।
অবশ্য মিলব রসিক নাগর
দেখল এমন রিত ॥
আন দিন এই পথে আসি যায়
লইয়া কলসি জলে।
আচম্বিতে হেদে যেন গো কালিয়া
ডাণ্ডায়া কদম্বতলে ॥
আমারে দেখিয়া মুচকি হাসিয়া
পুরল মোহন বাঁশি।
সেই নবঘন দেখিল তখন
শুন মুখকলাশশি ॥
এই সে দেখল আচম্বিত কালে
সফল করিয়া মানি।
চণ্ডিদাস বলে রাধার হরষ
পুলক হইল প্রাণি ॥

বনপাশ-পুথির ৭৩৮ সংখ্যক পদ।

৫২

পদাউধ কাক কোকিলের ডাক
জাগিলা[১] যামিনী শেষ। ১
তুরিতে[২] নাগর উঠি গেল ঘর
বান্ধিতে বান্ধিতে কেশ॥ ২
সখি হে, তোরে কহিএ কথা। ৩
সে বন্ধু কালিয়া না গেল বলিঞা
মরমে রহল ব্যথা॥ ৪
মুই সে আলিসে ঠেকিঞা বালিসে-
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি। ৫
বসন ভূষণ হঞাছে বদল
এখনে উঠিঞা দেখি॥ ৬
কহে চণ্ডীদাস কি আর তরসে ৭
শুন হে গোপের বহু। ৮
কাহ্নর মোহিনী মায়ার প্রতাপে
লখিতে নারিবে কেহু॥ ৯

বরাহনগর ৬ (১০২৬ ক) ২১ পদ, তরু ১৫১২, ক. বি. ২৯২।

নী. ৯০, ৯১। দী. ৩৯৬ পৃঃ।

পাঠান্তর ও পাঠবিচার: ১। জাগিয়ে—নী, ২। তুরিতে নাগরী গেলা নিজ ঘর বান্ধিতে বান্ধিতে কেশ—তরু। কেশ বাঁধা অবশ্য নারীরই কাজ, কিন্তু কৃষ্ণেরও চুল খুব লম্বা ছিল বলিয়া বর্ণনা পাওয়া যায়। 'নাগরী' পাঠ ধরিলে শেষে রাধার "বসন ভূষণ হইয়াছে বদল, তখনি উঠিয়া দেখি" বর্ণনার সঙ্গে খাপ খায় না। তিনি যদি কেশ বাঁধিতে বাঁধিতে বাড়ীতেই গেলেন, তো আবার "তখনি উঠিয়া" বলা কেন? পদকল্পতরুর ক পুথিতে 'নাগর' পাঠই আছে। আমার মনে হয়, বৈষ্ণবগণ কুঞ্জভঙ্গ মনে করিয়া, রাধাই কুঞ্জ হইতে যান ভাবিয়া "নাগর"কে "নাগরী" করিয়াছেন। কিন্তু এই পদের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, ঘটনাটি রাধার নিজের বাড়ীতেই ঘটিয়াছিল। ৬ অংশের পর পদকল্পতরুতে ও নীলরতন-বাবুর সংগ্রহে অতিরিক্ত আছে,—

ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী
মিছা তোলে পরিবাদ।
জানিলে এখন হইবে কেমন
বড় দেখি পরমাদ॥

এটি প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। কেন না, বসন ভূষণ বদল হইয়াছে জানিয়াও রাধা কোন্ সাহসে বলিবেন—"মিছা তোলে পরিবাদ।" মূলে ধৃত পাঠের ভাষা পদকল্পতরুর ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন; পদকল্পতরুতে "সে বন্ধু কালিয়া, না গেল বলিয়া, মরমে রহল ব্যথা" নাই। নীলরতনবাবুর সংগ্রহেও উহা নাই। ৫ চিহ্নিত অংশের বদলে পদকল্পতরুতে আছে—"অবশ আলিসে ঠেসান বালিসে"।

পদকল্পতরুর ভণিতা—

চণ্ডীদাসে কহে শুন লো সুন্দরি
তুমি সে বড়ুয়ার বহু।
শ্যামের মোহিনী গুণের করণী
লখিতে নারিবে কেহু॥

নীলরতনবাবুর ৯০ সংখ্যক পদেও ঐরূপ ভণিতা। কেবল তফাৎ এই—

শ্যামের মোহন মায়ার কারণ

নীলরতনবাবুর ৯১ সংখ্যক পদটির সঙ্গে মূলে ধৃত পাঠের ও ৯০ সংখ্যক পদের অনেক মিল দেখা যায়। যথা—

প্রভাত কালের কাক কোকিল ডাকিল
দেখিয়া রজনী শেষ।
উঠিয়া নাগর তুরিতে গেল যে
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ॥
সই, তোরে সে বলিয়ে কথা।
সে বঁধু কালিয়া না গেল বলিয়া
মরমে রহল ব্যথা॥
রহিয়া আলিসে ঠেসনা বালিসে
ঢুলু ঢুলু ছুটি আঁখি।
বসনে বসনে বদল হয়েছে
এখন উঠিয়া দেখি॥
ঘরে মোর বাদী শাশুড়ী ননদী
মিছা করে পরিবাদ।
ইহাতে এমন করিব কেমন
কি হৈল পরমাদ॥
চণ্ডীদাস কহে মনের আহ্লাদে
শুন হে রসিক জন।
সদা জ্বালা যার তবে সে তাহার
মিলয়ে পিরিতি ধন॥—নী. ৯১।

টীকা।—পদাউধ—নীলরতনবাবু লিখিয়াছেন, দৈয়াল বা দোয়েল। মণীন্দ্রবাবু বলেন, কোড়ল পাখী, যাহা প্রহরে প্রহরে ডাকে। কাক ও কোকিলের বিশেষণ হইতেছে পদায়ুধ,—পদই হইয়াছে আয়ুধ (অস্ত্র) যাহার।

৫৩

ননদি ! কুবোল সহিতে নারি।
তোমার কুবোলে হেন লয় মনে
গরল ভখিয়া মরি ॥
কোথাকার কানাই কিবা রূপ তাই
কে জানে গোর কি কাল।
রাবে রাবে তুমি কাণ ভাঙ্গা দাও
ভাগ্যে স্বামী মোর ভাল ॥
কৌতুকে যমুনা কমল দেখিঞা
তুলিতে গেলুঁ সে ফুলে।
অগুরু চন্দন কস্তুরী কুঙ্কুম
সব ধোয়া গেল জলে ॥
চণ্ডীদাস কয় শুন বিনোদিনি
আর কি চাতুরি কর।
চুরি করিঞাছ পূর্ণ শশধরে
করে কি ঝাঁপিতে পার ॥

বরাহনগর ৬(ক), ১ম পদ।

টীকা।—রাধার অঙ্গের প্রসাধন সব বিলুপ্ত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার ননদিনী তাঁহাকে বলে যে, তিনি বোধ হয় কানাইয়ের সঙ্গে কেলি-বিলাস করিয়া আসিয়াছেন। তাহারই উত্তরে রাধা বলিতেছেন,—এ রকম খারাপ কথা বলিও না, সহা যায় না। তোমার এমন কথা শুনিলে মনে হয়, বিষ খাইয়া মরি। আমি কানাইকে কখনও দেখিই নাই। জানি না, সে কালো, কি ফরসা। তুমি পথে ঘাটে যা-তা শুনিয়া আসিয়া (রাবে রাবে—রব মানে শব্দ) স্বামীর মন ভাঙ্গাইতে চেষ্টা কর। আমি যমুনায় কমল-ফুল তুলিতে গিয়াছিলাম, তাই অগুরু চন্দন, কস্তুরী কুঙ্কুম, সব ধুইয়া গিয়াছে। কবি বলিতেছেন—এ সব চালাকি করিয়া কি ফল? হাত দিয়া যেমন পূর্ণিমার চাঁদ ঢাকা যায় না, তেমনি তোমার চুরি-করা প্রেমও লুকানো যাইবে না।

৫৪

শুন আল[১] সই আর তোমা বই
কহিব কাহার কাছে।
লোকমুখে শুনি ইহা বলে নাকি[২]
কানু সনে রাধা আছে॥
গোকুল নগরে গোপের মাঝারে
এত দিন আছি মোরা।
লোকমুখে শুনি কখন না চিনি
কানু কালা কিবা গোরা॥
ঘরের ঘরণী আছে কুবাদিনী[৩]
পাপমতি ননদিনী।
শুনাইঞা মোকে আর কাকে ডাকে
আস্য[৪] শ্যামসোহাগিনী॥
কেবা[৫] সেই শ্যাম কানু কার নাম
তাহা বা[৬] বলিব কি।
শুনাইঞা মোরে[৭] গঞ্জে নিরন্তরে
আই মায়ে জানায় কি॥
একা প্রাণপতি সেই মোর গতি
তা বিনু আন নাহি জানি।
চণ্ডীদাসে বলে ভাঁড়াইলে ভালে
তুমি[৮] রাধা ঠাকুরাণী॥

বরাহনগর খ$_{১০৬৬দ}$, ৩৩ পদ, ক. বি. ১৯১।

নী. ৩৩৩। দী. ৬৪৮ (নী হইতে গৃহীত)।

পাঠান্তর, নী হইতে—১। ওগো, ২। লোক, ৩। কালবাদিনী (ছন্দ পতন হয়), ৪। আইস, ৫। কিবা সে শ্যাম, ৬। না, ৭। শুনাইয়া মোকে, আর কাকে ডাকে, আইমাইকে জানাই দেখি (পূর্ব্বের কলিতেই 'শুনাইয়া মোকে আর কাকে' ডাকে আছে, সুতরাং এখানে এই পাঠ বিকৃত), ৮। ধন্য।

টীকা।—'একা প্রাণপতি সেই মোর গতি' ইত্যাদি—রাধা বলিতেছেন, আমি এক প্রাণপতি ছাড়া আর কাহাকেও জানি না। কবি তাহার উত্তরে বলিতেছেন—(সে প্রাণপতি নিশ্চয়ই তোমার ঘরের পতি নহে), তুমি ঠাকুরাণী খুব ঠকাইলে।

এই পদটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯১ সং পুথিতে নিম্নলিখিতরূপে পাওয়া যায়,—

সাধ করি সখি সঙ্গে বসিলা যে নানা রঙ্গে
পাপমতি ননদিনী।
দেখিয়া আমাকে আর কাকে ডাকে
আস্থ আস্থ শ্যামসোহাগিনী॥
রাধা বিনোদিনি, তোমারে কহিতে আসিয়াছি।
ঠাই দুই তিন সে সকল কথা
আপন কানেতে শুনিঞাছি॥
তুমি কোন দিনে যমুনা সিনানে
গিয়াছিলে নাকি একা।
সে শ্যাম সহিতে কদম্বতলাতে
হঞাছিল নাকি দেখা॥
সে দিন হইতে কানু এই পথে
নিতি করে আনাগোনা।
রাধা রাধা বলি বাজায়ে মুরলী
তেঞি হৈল জানাশুনা॥
মিছা অপবাদ দেই পরিবাদ
কি ছার পাড়ার লোকে।
পরচরচাতে যে থাকে ইহাতে
সাপে খাউ তার বুকে॥
গোকুল নগরে গোপের মাঝারে
এত দিন বসি মোরা।
কভু নাহি জানি কভু নাহি শুনি
কানু কাল নাকি গোরা॥
বড়ুয়ার ঝিয়ারি বড় নাম ধরি
বোলাই বড়ুয়ার বহু।
নিরমল কুলে কলঙ্ক যে তুলে
সোনার গরব খাউ॥
চিত দঢ় করি থাক হস্ত বারি
যেন মন নাহি টলে।
কাহার কথাতে কার কিবা যায়
বড়ু চণ্ডিদাস বলে॥

৫৫

তাহারে বুঝাই সই পাই তার লাগি।
ননদী-বচনে যেন বুকে উঠে আগি ॥
কাহারে[১] না কহি কথা রহি দুখে ভাসি।
ননদী-দ্বিগুণ বাদী এ পাড়াপড়সী ॥
কাহারে কহিব দুখ যাব আমি কোথা।
কার সনে কব[২] আর কালা কানুর কথা ॥
যত দূরে যায় মন তত দূরে যাব।
পিরিতি পরাণ-ভাগী যথা গেলে পাব ॥
তাহারে কহিব দুখ বিনয় করিয়া।
চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া ॥

তরু ৮৬০, কী ২৯৩ পৃঃ, ক. বি. ২৯২, ১৯৮, ৬২০৪ (পৃঃ ১২৫)।

নী. ২২৭। ন চ ২২ পৃঃ (আসল বড়ুর পদ)। দী. ৬৫৫ পৃঃ।

পাঠান্তর : ১। কাহারে কহি কথা থাকি দুঃখে ভাসি—কী, থাকি দুখ বাসি, ক. বি. ২৯২, ১৯৮, ২। কার সনে কব আমি কালা কানুর বাস—কী, কার সনে কব আমি কালা-রসের কথা, ক. বি. ২৯৮।

টীকা। রাধার সব চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, তাহার মনের কথা বলার মতন কোন লোক নাই। প্রেমে পড়িলে সখীর প্রয়োজন হয় মনের কথা বলার জন্য—কিন্তু রাধার কোন সখী নাই। তাই তিনি 'যত দূরে যায় মন তত দূরে' যাইতে চান। কেন না, তিনি আশা করেন যে, সেখানে তাহার প্রাণের সখী মিলিবে—'পিরিতি পরাণ-ভাগী যথা গেলে পাব।'

ডাঃ শহীদুল্লাহ এই পদটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন,—"চণ্ডীদাস কহে তবে জুড়াইবে হিয়া—ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না।" "ভাষার দিক হইতে আগি এবং পিরীতি চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধ। আগি শব্দের পরিবর্তে বড়ু চণ্ডীদাসের 'আগুন' কিংবা 'আগুনি' বসাইলে মিল ও ছন্দ থাকে না" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৩।১)। ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন,—"আগি শব্দ প্রাকৃতজ তদ্ভব রূপ—অর্ধতৎসম 'আগুনি, আগুন' অপেক্ষাও ভাষার প্রাচীনতর রূপ (অগ্‌গিকা > অগ্‌গিআ > অগ্‌গিঅ > আগী, স্ত্রীলিঙ্গ)—চর্যাপদে 'আগী' মিলে ; এই প্রাচীন রূপকে শহীদুল্লাহ সাহেব এই পদের প্রাচীনত্বের অন্তরায়স্বরূপ মনে করিতেছেন। 'পিরীতি' ('নেহার' বা স্নেহের) এইরূপ কোনও পুরাতন শব্দের পরিবর্তে আসিয়া থাকিতে পারে।" (ঐ, ৪৩।১, পৃঃ ৪৩)। কিন্তু বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তনে কোথাও 'আগি' শব্দ ব্যবহার করেন নাই,

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL LIBRARY.

আগুণ, আগুন, আগুনি বা আগুণী লিখিয়াছেন ; হঠাৎ তিনি আগি লিখিবেন কেন ? ডাঃ শহীদুল্লাহ্ বলেন যে, পিরীতি শব্দ কৃষ্ণকীর্ত্তনে শুধু একবার (৩২৮ পৃঃ) ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার উত্তরে ডাঃ সুনীতিবাবু ও হরেকৃষ্ণবাবু দেখাইয়াছেন যে, ঐ শব্দটি চার বার (১৬২, ২৭৯, ৩২৮ ও ৩৮২ পৃঃ) ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলীতে 'পিরীতি' প্রেম অর্থেই পাওয়া যায়, অন্য কোন অর্থে নহে। পক্ষান্তরে কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'পিরীতি' শব্দ একবারও ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই।

১। জলের কারণে ভৈল বিলম্ব সুরতী।
তাতে জগন্নাথ পাইল অধিক পিরিতী ॥ (১৬২ পৃঃ)

এখানে পিরিতী মানে সুখ বা তুষ্টি।

২। তোহ্মে যে বড়ায়ি হঅ কাহ্নাঞিঁর দূতী।
বারেক কাহ্নের মোর করাহ পিরিতী ॥
এবার রাখহ বড়ায়ি আহ্মার পরাণ।
লাখেকের মুদড়ী দিবোঁর হাত দাণ ॥ (২৭৯)

এখানে 'পিরিতী' মানে কেলি-বিলাস, প্রেম নহে, প্রেম হইলে 'বারেক' শব্দ প্রযুক্ত হইত না।

৩। বাঁশী চুরি যাওয়ায় কৃষ্ণ বড়ই মনমরা হইয়াছেন। তাই বড়াই বলিতেছেন,—
মোর বোল সুণ অবগাহী।
কাহ্নের পিরিতী কর রাহী ॥
দেহ বাঁশী কাহ্নের হাথে।
তুষ্ট হউ দেব জগন্নাথে ॥ (৩২৮ পৃঃ)

এখানেও 'পিরিতী' প্রেম অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। কেন না, রাধার তো বাঁশীর ডাক শুনিয়াই রন্ধন আউলাইয়াছিল, তিনি প্রেমে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। এখানে 'পিরিতী' অর্থে তুষ্টি।

৪। আল কাহ্ন করিল সুরতী।
পুরী মনোরথ রাধার পিরিতী ॥ (৩৮২ পৃঃ)

এখানেও পিরিতী 'তুষ্টি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রেম অর্থে নহে।

৫৬

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা।
শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভালা ॥
এ জ্বালা জঞ্জাল সই তবে[১] পরিহরি।
ছেদন[২] করিয়া দেহ পিরিতের ডুরি ॥

তেমতি নহিল যার এমতি বেভার।
কলঙ্ক-কলসী লইয়া ভাসিব পাথার॥
চণ্ডীদাসে কহে ইহা বাশুলী কৃপায়।
পিরিতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়॥

তরু ৮৮৫, ক. বি. ২৯২, ২৯৮, ৬২০৪ (পৃঃ ১২৭)।

নী. ৩১৩। ন. চ. ১৩৮ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৬৭৪।

পাঠান্তর: ১। সব পরিহরি—ক. বি. ২৯২। ২। ছেদনে ছেদিয়া দাও—ক. বি. ২৯২।

টীকা।—ছেদন করিয়া দেহ পিরিতের ডুরি—প্রেমের রজ্জু তাহা হইলে ছেদন করিয়া দাও। তেমতি নহিল যার এমতি বেভার—যাহার মতি (বুদ্ধি) ও ব্যবহার (শীল) সেরূপ না হইল অর্থাৎ যে কুলধর্ম্ম রাখিয়া চলিতে পারিল না, (তাহার ডুবিয়া মরাই ভাল)। ভাসিব পাথার—পাথার মানে সমুদ্র, তাহাতে কলঙ্করূপ কলসী লইয়া আমি ভাসিব। চণ্ডীদাসে কহে ইত্যাদ—'বাশুলী কৃপায়' দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবি বাশুলী দেবীর কৃপায় বলিতেছেন। অথবা রাধার যে প্রেম জন্মিয়াছে, তাহা বাশুলীর কৃপায়। সুতরাং প্রেমের জন্য কেন নদীতে ভাসিবে?

৫৭

সই[১] ডাকিয়া শুধাইতে নাই প্রাণ আনছান বাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম মোরা হৈলাম দোষী॥
[গোকুল নগরে, কেবা কি না করে, তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী, সে সব যুবতী, কানুকলঙ্কিনী রাধা॥]
বাহিরে[২] বাজাইতে লোকচরচা বিষম শাইল ঘরে।
পিরিতি করিয়া জগত বৈরী আপন বলিব কারে॥
অনেক[৩] দোষের, দুখিণী হইলে, না ছাড়ে আপন অঙ্গ।
তোমরা পরাণের, বেথিত আছিলা, জীবনে মরণে সঙ্গ॥
নন্দের নন্দন, গোকুলের কান, সভাই আপনা বলে।
মো পুনি ইছিয়া, নিছিয়া লইলুঁ, অনাদি জনম ফলে॥
রাধা[৪] বলি আর, ডাকি না শুধাও, এখনি এখানে মৈলে।
চণ্ডীদাস বোলে, সভারে পাইবে, বন্ধুয়া আপন হৈলে॥

বরাহনগর ৬ (ঙ) ৩৬, ৬ (ক) ৯, ক. বি. ২৯১, ২৯২, সা. প. ২০১ (পৃঃ ৫১),
নী. ২৭। দী. ১৬১৭ পৃঃ। তরু ৮৪৩, কীর্ত্তনানন্দ ৩০৪।

পাঠান্তর ও পাঠবিচার : ১। পদকল্পতরুতে আরম্ভ—

তোমরা মোরে ডাকিয়া সোধাও না প্রাণ আনছান বাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম আমি হৈলাম দোষী॥

সা. প. আরম্ভ—ডাকিয়া শোধাও না প্রাণ আনছান বাসি। (নীতেও ঐ)

কীর্ত্তনানন্দে— ডাকিয়া স্থধাও কে না প্রাণ আনচান বাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম আমরা হইলাম দোষী॥

বন্ধনীর মধ্যের অংশ বরাহনগর-পুথিতে নাই।

২। বাহির হইলে লোকে চরচায় বিষ মিশাইল ঘরে।
পিরিতি করিয়া জগতের বৈরী আপনা বলিব কারে॥—তরু।
বাহিরে বাহিরাইতে লোক চরচাতে বিষ মিশাইল ঘরে—কী।
বাহিরে বেড়াতে, লোকচরচাতে, বিষ মিশাইল ঘরে।
পীরিতি পীরিতি করি, জগৎ হৈল বৈরি, আপনা বলিব কারে। নী।

এই সব পাঠ অপেক্ষা মূলে গৃহীত বরাহনগরের পুথির পাঠ ভাল। কেন না, 'ঘরে বিষ মিশাইল' বলিতে কি বুঝায় ধরা যায় না, আর 'বাহিরে লোকচর্চ্চায়' কি হয়, তাহাও বলা হয় নাই। মূলের পাঠের অর্থ—আমার ঘরেই বিষম শাইল (ননদীরূপ বিষম শাল) আছে, যে বাহিরে লোকচর্চ্চা বাজায়। মূলের 'বিষম শাইল' শব্দটির 'ম'তে একটি ইকার যোগ করিয়া 'বিষ মিশাইল' পাঠ করা হইয়াছে। নীলরতন বাবুর ধৃত 'পীরিতি পীরিতি করি জগৎ হইল বৈরি' ভাল পাঠ নহে। রাধা পীরিত করিয়াছেন বলিয়া জগৎ তাঁহার বৈরী হইয়াছে, এই অর্থই স্থন্দর।

৩। পদকল্পতরুতে নীচের পংক্তি উপরে ও উপরের পংক্তি নীচে আছে। কীর্ত্তনানন্দে 'বেথিত আছিলা'র পরিবর্ত্তে 'পরম ব্যথিত' এবং 'না ছাড়ে' স্থলে 'কে ছাড়ে' আছে। নীলরতন বাবুর পাঠ বড় বেশী আধুনিক ও দুষ্ট, যথা—

অনেক দোষ দোষী হইলে সে কি ছাড়ে আপন অঙ্গ।

৪। রাধা বলি ডাকিয়া শুধাও না।—কী।
রাধা বলি ডাকি, শুধাইতে নাই, এখনে এমনে মৈলে।—নী।

টীকা।—একবার 'কেবা নাহি করে প্রেম আমি হৈলাম দোষী' বলিয়া, আবার 'গোকুল নগরে কেবা কি না করে' ইত্যাদি বলা পুনরুক্তি। বরাহনগর-পুথিতে পদকল্পতরুধৃত 'গোকুল নগরে' ইত্যাদি অংশ নাই। 'অনেক দোষের দুষিনী হইলে' ইত্যাদি······ যদি পায়ে ক্ষত হয় অথবা নিজের নাকটা যদি বোঁচা হয়, তাহা হইলে কেহ পা বা নাক কাটিয়া ফেলে না। বন্ধুদের সহিত রাধার নিজের অঙ্গের মতন সম্বন্ধ, তাঁহারা তাঁহার প্রাণের ব্যথার ব্যথিত ছিলেন, জীবনে মরণে তাঁহাদের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ। কিন্তু তাঁহারাও এখন রাধাকে ত্যাগ করিতেছেন দেখিয়া, রাধা মর্ম্মান্তিক দুঃখে এই কথা বলিতেছেন।

নন্দের নন্দনকে তো গোকুলে সবাই আপন বলিয়াই জানে ; রাধা কেবল ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন। কিন্তু সে ইচ্ছা কি তাঁহার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা? না, তাহা নহে ; তাঁহার অনাদি জন্মের পুণ্যফলে ঐ প্রেম ঘটিয়াছে। স্নুতরাং তাঁহার দোষ কোথায়? এই হইল ব্যঞ্জনা। কিন্তু তোমরা এমন হইয়াছ যে, রাধা যদি এখন এখানেই মারা যায়, তাহা হইলেও কেহ তাহাকে ডাকিয়া শুধাইতে নাই। কবি বলিতেছেন, তোমার বন্ধুকে আগে আপন কর, তিনি তোমার আপন হইলে, সবাই তোমাকে আদর করিবে।

৫৮

জনম যন্ত্রণা না ঘুচে আপনা
করিতে আইলুঁ কি।
কেবা কোথা কারে, পিরিতি না করে
কলঙ্কিনী রাজার ঝি॥
সই, কহিব আর কত দুখ।
পর অপমানে যত সহে পরাণে
কহিতে বিদরে বুক॥
অবলার গণ জন্ময়ে যখন
তখনি মরয়ে যদি।
ভাল যে হইত জঞ্জাল যাইত
করিত এমন বিধি॥
আপনা করমে পাপ যে জনমে
এমতি করিঞা মলুঁ।
অমিঞা বলিঞা মরণ গুলিঞা
কটোরি ভরিঞা খালুঁ॥
বিষ যে খাইলে মরণ হইবে
ঘুচিবে সকলি দুখ।
মরণ নহিল জীবন রহিল
লাগিল বুকেতে হুক॥
চণ্ডীদাস কয় পিরিতি এ হয়
সহজে সুজন জানে।

সুজন হইলে মরম জানয়ে
না রহে কুজন থানে ॥

বরাহনগর ৬ (১০২৬ ক), ৪৫ সংখ্যক পদ।

৫৯

সই, কেমনে ধরিব হিয়া[১]।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়[২]
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥[৩]
সে হেন কালিয়া না চাহে ফিরিয়া[৪]
এমতি করিল যে।[৫]
আমার অন্তর যেমতি করিছে[৬]
তেমতি হউক সে ॥[৭]
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু[৮]
লোকে অপযশ কয়।[৯]
সে যে গুণনিধি পীরিতি অবধি[১০]
আর কার জানি হয় ॥[১১]
আপনা আপনি মন বুঝাইলে[১২]
পরতীত নাহি হয়।[১৩]
পরের পরাণ রতন হরিলে[১৪]
কার বা পরাণে সয় ॥[১৫]
কি যোগ করিয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া[১৬]
এমন করিল কে।[১৭]
আমার পরাণ যেমন পুড়িছে[১৮]
তেমতি পুড়ুক সে ॥[১৯]
কহে চণ্ডীদাস করহ বিশ্বাস[২০]
সে শুনি উত্তম মুখে।[২১]
কেবা কোথা ভাল আছয়ে সুন্দরী[২২]
দিয়া পর মন দুখে ॥[২৩]

কীর্ত্তনানন্দ, পৃঃ ৩০৩-৩০৪।

নী. ৩০১। ন. চ. ১৭৫। দী. ৬৩১। মুদ্রাকর দোষে 'গুনি' স্থলে 'গুলি' ছাপা হইয়াছে।

ডাঃ সুকুমার সেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০, পৃঃ ২০-২১) সংকীর্ত্তনামৃত হইতে নরহরির নিম্নোদ্ধৃত পদটি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, সরকার ঠাকুরের পদটি ভাঙ্গিয়া নীলরতন বাবুর ৩০১ 'সই কেমনে ধরিব হিয়া' ও ৩০২ 'দেখিব যে দিনে আপন নয়ানে' সৃষ্ট হইয়াছে।

সই কত না সহিব ইহা। ১
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায় ২
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥ ৩
যে দিন দেখিব আপন নয়নে ৪
কহে কারো সনে কথা। ৫
কেশ ছিঁড়িব বেশ দূরে থোব ৬
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥ ৭
যাহার লাগিঞা সব তেয়াগিলাম ৮
লোকে অপযশ গায়। ৯
এ ধন পরাণ লএ আন জন ১০
তা না কি আমারে সয় ॥ ১১
কহে নরহরি শুন ল সুন্দরি ১২
কারে না করিহ রোষ। ১৩
কাহ্নু গুণনিধি বিধি মিলাওল ১৪
আপন করম দোষ ॥ ১৫

পদটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৭ সং পুথিতেও আছে। তথায় 'কেশ পরিহরি, বেশ দূর করি, ভাঙ্গিব আপন মাথা।' তাহার পর একটি অতিরিক্ত কলি,—'কানভাঙ্গানি দিয়া, শ্যামেরে ভাঙ্গিয়া, এমতি করিল যে। আমার পরাণ, যেমতি করিছে, তেমতি হউক সে।'

তুলনার সুবিধা হইবে বলিয়া প্রত্যেক কলির দক্ষিণ অংশে সংখ্যা দিলাম। কীর্ত্তনানন্দের পদের সঙ্গে নরহরির পদের ২, ৩ ও ৭-৮এর (নরহরির ৮-৯) মিল আছে, অর্থাৎ চণ্ডীদাসের পদের ২৩টি অংশের মধ্যে মাত্র ৪টি অংশে মিল পাওয়া যায়, বাকী ১৮টি অংশ সম্পূর্ণ আলাদা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৭ সং পুথির ভণিতা 'কহে নরহরি, শুন গো সুন্দরি, এ কথা বুঝিবে পাছে। শ্যামবন্ধু সনে, পিরিতি করিয়া, কেবা কোথা ভাল আছে॥'

এইবার নীলরতনবাবুর ধৃত পদ দুইটির সঙ্গে তুলনা করা যাউক—

সই, কেমনে ধরিব হিয়া। ১
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় ২
আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥ ৩

সে বঁধু কালিয়া   না চায় ফিরিয়া ৪
এমতি করিল কে। ৫
আমার অন্তর   যেমন করিছে ৬
তেমতি হউক সে॥ ৭
যাহার লাগিয়া   সব তেয়াগিনু ৮
লোক অপযশ কয়। ৯
সেই গুণনিধি   ছাড়িয়া পীরিতি ১০
আর জানি কার হয়॥ ১১
আপনা আপনি   মন বুঝাইতে ১২
পরতীত নাহি হয়। ১৩
পরের পরাণ   হরণ করিলে ১৪
কাহার পরাণে সয়॥ ১৫
যুবতী হইয়া   শ্যাম ভাঙ্গাইয়া ১৬
এমতি করিল কে। ১৭
আমার পরাণ   যেমতি করিছে ১৮
সেমতি হউক সে॥ ১৯
কহে চণ্ডীদাস   করহ বিশ্বাস ২০
যে শুনি উত্তম মুখে। ২১
কেবা কোথা ভাল   আছয়ে সুন্দরি ২২
দিয়া পরমনে দুখে॥ ২৩

এই পদের ২৩টি অংশের মধ্যে নরহরির সঙ্গে মিল আছে ২, ৩, ৮, ৯ অংশের, বাকী ১৯টি অংশের কোন মিল নাই। কীর্ত্তনানন্দে ধৃত পদের সঙ্গে নীলরতনবাবুর ধৃত পদের সবই মিল। শুধু ৪ 'সে হেন কালিয়া' স্থলে 'সে বঁধু কালিয়া,' ৫ 'এমতি করিল যে' স্থলে 'এমতি করিল কে,' ১০ 'সে যে গুণনিধি পীরিতি অবধি' স্থলে 'সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পীরিতি,' ১২ 'মন বুঝাইলে' স্থলে 'মন বুঝাইতে,' ১৬ 'যোগ করিয়া' স্থলে 'যুবতী হইয়া,' ১৮-১৯ 'আমার পরাণ যেমন পুড়িছে, তেমতি পুড়ুক সে' স্থলে 'আমার পরাণ যেমতি করিছে, সেমতি হউক সে,' ২৩ 'পর মন দুখে' স্থলে 'পরমনে দুখে' আছে। এই পাঠভেদ গুরুতর নহে।

দেখিব যে দিনে   আপন নয়ানে ১
কহিতে তা সনে কথা। ২
বেশ দূর করিব   কেশ ঘুচাইব ৩
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥ ৪

সই, কেমনে ধরিব হিয়া। ৫
এমত সাধের বঁধুয়া আমার ৬
দেখিলে না চায় ফিরিয়া ॥ ৭
সে হেন কালিয়া ঘা বিনেক হিয়া ৮
এমতি করিল কে। ৯
হৃদি সীদতি আমার যেমতি ১০
তেমতি পুড়ুক সে ॥ ১১
কহে চণ্ডীদাস কেন কর ত্রাস ১২
সে ধন তোমারি বটে। ১৩
তার মুখে ছাই দিয়া সে কানাই ১৪
আসিবে তোমা নিকটে ॥ ১৫ নী. ৩০২।

ইহার ১৫টি অংশের মধ্যে ১ (নরহরি ৪), ২, ৩, ৪, এই চারিটি অংশের মাত্র মিল ছে, বাকী ১১টি অংশ স্বতন্ত্র। কীর্ত্তনানন্দধৃত পদের সঙ্গে ইহার 'সই, কেমনে ধরিব হিয়া', খিলে না চায় ফিরিয়া' এই দুইটি কলির মাত্র মিল আছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ডে এ ম কলির মিল অসংখ্য। সুনীতিবাবু প্রভৃতি জ্ঞানদাস ভণিতায় পদকল্পতরুধৃত ৯৬১ থ্যক পদের উল্লেখ করিয়াছেন[১]। ঐ পদটি নীচে দিতেছি,—

বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিনু ১
লোকে অপযশ কয়। ২
এ ধন আমার লয় অন্য জন ৩
ইহা কি পরাণে সয় ॥ ৪
সই, কত না রাখিব হিয়া। ৫
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায় ৬
আমারি আঙ্গিনা দিয়া ॥ ৭
যে দিন দেখিব আপন নয়ানে ৮
আন জন সঞে কথা। ৯
কেশ ছিঁড়ি পেলি বেশ দূর করি ১০
ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥ ১১
বন্ধুর হিয়া এমন করিলে ১২
না জানি সে জন কে। ১৩
আমার পরাণ করিছে যেমন ১৪
এমনি হউক সে ॥ ১৫

জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি ১৬
মনে না ভাবিহ আন। ১৭
তুহুঁ সে শ্যামের সরবস ধন ১৮
শ্যাম সে তোহারি প্রাণ॥ ১৯ তরু, ৯৬১।

এই পদের সঙ্গে নরহরির পদের ২, ৩ (=জ্ঞানদাসের ৬, ৭) ৪, ৫ (=৮, ৯) ৬, ৭ (=১০, ১১) ৮, ৯ (=১, ২) প্রায় সম্পূর্ণ মিল ও ১ (=৫) অংশের আংশিক মিল অর্থাৎ নরহরির ১৫ অংশের মধ্যে ৯ অংশের মিল দেখা যায়। কিন্তু জ্ঞানদাসের পদের সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দধৃত চণ্ডীদাসের পদের ২, ৩ (=জ্ঞানদাসের ৬, ৭) ৬, ৭ (=১৪, ১৫) ৮, ৯ (=১, ২) প্রায় সম্পূর্ণ ও ১ (=৫) অংশের আংশিক মিল পাওয়া যায় অর্থাৎ চণ্ডীদাসের পদের ২৩ অংশের সঙ্গে মাত্র ৭ অংশ, মানে—এক-তৃতীয়াংশেরও কম মিলে। নীলরতন বাবুর ৩০২ সং পদের সঙ্গে জ্ঞানদাসের পদের ৮, ৯, ১০, ১১ (=চণ্ডীদাসের ১, ২, ৩, ৪) সম্পূর্ণ এবং ৫ ও ১৫ (অ=চণ্ডীদাসের ৫ ও ৯) অংশের আংশিক মিল অর্থাৎ চণ্ডীদাসের ১৫ অংশের মধ্যে ৬ ভাগের, মানে—শতকরা চল্লিশ ভাগের মিল পাওয়া যায়।

নীলরতন বাবুর ৩০২ সং পদ সম্বন্ধে জোর করিয়া বলা যায় না যে, উহা চণ্ডীদাসেরই রচনা। কিন্তু তাঁহার ৩০১ সং পদ, যাহার সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে ধৃত পদের প্রায় সবই মেলে, তাহা চণ্ডীদাসের রচনা নিশ্চয়। ঐ পদটি ভাষায় ও ভাবে নরহরি ও জ্ঞানদাসের নামে প্রচলিত পদ দুইটি অপেক্ষা অনেক গুণে ভাল। উহাতে রাধার রুদ্র ও অধীরা হইয়া কেশ ছেঁড়া, বেশ দূর করা ও আপন মাথা ভাঙ্গার কথা নাই। উহাতে রাধা শুধু বলেন,—'আমার অন্তর যেমতি করিছে, তেমতি হউক সে।' এই ভাবটি নরহরির পদে একেবারেই নাই। জ্ঞানদাসের রাধা বলেন,—

বন্ধুর হিয়া এমন করিলে
না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ করিছে যেমন
এমনি হউক সে॥

কিন্তু বন্ধুর হিয়া যে কেমন করিল, তাহা জ্ঞানদাসের পদে পাওয়া যায় না;—চণ্ডীদাসের পদে উহা সুন্দর ফুটিয়াছে,—

সে হেন কালিয়া না চাহে ফিরিয়া
এমতি করিল যে।

সে আমার আঙ্গিনা দিয়া অন্যের বাড়ী যায়, এই বলাই যথেষ্ট নহে; ইহার চেয়েও দুঃখের কথা এই যে, সে আমার দিকে একবারও 'না চাহে ফিরিয়া'। প্রিয়তমের এই ঔদাসীন্য চণ্ডীদাসের রাধার হৃদয়ে শেলের মত বিঁধিয়াছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসের পদটির ভাব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,— "আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে"—(পদে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ 'আমার

অন্তর' পাঠই ধরিয়াছেন) এই কথাটার মধ্যে কতটা কথা আছে! রাধা সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর অভিশাপ খুঁজিয়া পাইল না। শত সহস্র অভিশাপের পরিবর্ত্তে সে কেবল একটি কথা কহিল। সে কহিল—"আমার পরাণ যেমন করিছে, তেমনি হউক সে।" ইহাতেই বুঝিতে পারিয়াছি, রাধার পরাণ কেমন করিতেছে। ঐ এক 'যেমন করিছে' শব্দের মধ্যে নিদারুণ কষ্ট প্রচ্ছন্ন আছে, সে কষ্ট বর্ণনা না করিলে যতটা বর্ণিত হয়, এমন আর কিছুতে না! উপরি উক্ত পদটির মধ্যে রাধা দুই বার অভিশাপ দিতে গিয়াছে, কিন্তু উহার অপেক্ষা গুরুতর অভিশাপ সে আর কোন মতে খুঁজিয়া পাইল না। ইহাতেই রাধার সমস্ত হৃদয় দেখিতে পাইলাম।" (রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী, "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি," পৃঃ ১০৯৬-১১০২)।

সুনীতিবাবু প্রভৃতি (পৃঃ ১৭৭) তাঁহাদের ঘ প ষ্টর ১৫ সংখ্যক পদ, যাহার নীচে নীলরতন বাবুর ৩০১ ও ৩০২ লেখা আছে—তাহাে দকল্পতরুর জ্ঞানদাস ভণিতাযুক্ত পদাংশ উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—"এ ক্ষেত্রে ইহ ল্লেখ করা আবশ্যক যে, প-ক-ত-র কোনও কোনও হস্তলিখিত পুথিতে এই পদে চণ্ডী নরই ভণিতা আমরা দেখিয়াছি।" সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অনেকগুলি পুথি মিলাইয়া পদকল্পতরু সম্পাদনা করিয়াছেন। তিনি কোথাও চণ্ডীদাসের ভণিতা পান নাই। সম্ভবতঃ শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণবাবু কীর্ত্তনানন্দে ঐ ভণিতা দেখিয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি 'জ্ঞানদাসের পদাবলী' সম্পাদনা করিবার সময় পদকল্পতরুর ৯৬১ সং পদ পদকল্পতরুর উল্লেখ না করিয়া উদ্ধৃত করিয়া (পৃঃ ২৩১) লিখিয়াছেন,—"এই পদটি চণ্ডীদাসের নামেই চলিয়া আসিতেছে।" শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পদটির 'আমার পরাণ করিছে যেমন এমনি হউক সে' অংশের টীকায় লিখিয়াছেন, "ইহা অপেক্ষা তীব্রতর, দারুণতর অভিশাপ নায়িকার অজ্ঞাত।" তিনিও এখানে কবিগুরুর নামটি উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

৬০

দুয়ারের আগে ফুলের[১] বাগান
কিসের লাগিয়া কলুঁ[২]।
মধু খাই খাই ভ্রমর মাতল
বিরহ জ্বালায় মলুঁ॥[৩]
জুই রুইনু জাই রুইনু
রুইঁলু গন্ধ মালতী।
ফুলের বাসে নিদ না আসে
পুরুষ নিঠুর জাতি॥

কুসুম তুলিয়া বোঁটা[4] তেয়াগিয়া
শেজ বিছাইনু কেনে।
যদি শুই তায় কাঁটা ভুঁকে[5] গায়
রসিক[6] নাগর বিনে ॥
চান্দ[7] ঝলমল দিক্ নিরমল
পিককুল তারা বোলে।
কোন্ গুণবতী অধিক গুণেতে
পিয়া ভুলাইয়া নিলে ॥
আপনা খাইয়া সখীর বচনে
তা সনে করিলুঁ প্রেম।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পীরিতি
যেন দরিদ্রের হেম ॥

ক. বি. ২৯২ এবং ন. চ. কর্ত্তৃক পীতাম্বর দাসের 'অষ্টরসব্যাখ্যা'র পুথি হইতে সঙ্কলিত।

নী. ২১০। ন. চ. ৭৭ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৬৯৬ পৃঃ।

পাঠান্তর ঃ সুনীতিবাবুর ধৃত অষ্টরসব্যাখ্যার সহিত—১। গাছ, ২। রুইনু, ৩। মৈনু, ৪। যতন করিয়া, ৫। ফুটে, ৬। রসিয়া, ৭। 'চান্দ ঝলমল' হইতে 'পিয়া ভুলাইয়া নিলে' পর্য্যন্ত সুনীতিবাবুর ও নীলরতনবাবুর ধৃত পাঠে নাই। এই অংশটি বাসকসজ্জার অপরিহার্য্য অংশ।

৬১

ধিক্ রহু কুলবতী কুল তেয়াগিয়া।
মরয়ে খলের সনে লেহ বাড়াইয়া ॥
চিকণ চাঁচর কেশ বেশ খোয়াইয়া।
ধূলায় ধূসর কাঁদে নিশি পোহাইয়া ॥
জাতি কুল শীল দোষে আর গুরুজন।
কাহারে না কহে সেই মরম বেদন ॥
কে তার মরমে আছে মরমে পশিয়া।
মরমবেদনা তার লইবে বাঁটিয়া ॥
চণ্ডীদাস কহে সেই বেদনা জানিয়া।
পীরিতি বেয়াধি রহে মরমে লাগিয়া ॥

নী. ৩৯১।

৬২

সই, কহিতে বাসিয়ে ডর।
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিলুঁ
সে কেন বাসয়ে পর॥
সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে বলিব কি।
অন্তর মরম যে জন জানয়ে
পরাণ বাঁটিয়া দি॥
কানুর পিরিতি বলিতে[1] বলিতে
পরাণ[2] ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খ-বণিকের যেমতি করাতি[3]
আসিতে যাইতে কাটে॥
সোনার গাগরি যেন বিষ ভরি
দুধেতে পুরিল[4] মুখ।
বিচার করিয়া যে জন না খায়
পরিণামে পায় দুখ॥
চণ্ডীদাস কয় শুনহ[5] সুন্দরি
এ কথা বুঝিবে পাছে।
শ্যাম বন্ধু সনে পিরিতি করিঞা
কেবা কোথা ভাল আছে॥

বরাহনগর ৬ (১০২৬ ক) ২৪ সং পদ, ক. বি. ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৮, তরু. ৯৫৭ (ভণিতাহীন)।
নী. ২৮৮। ন. চ. ১১১ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৬২৭ পৃঃ।
পদকল্পতরুতে পদটির রূপ,—

সখি, আর কি কহিতে ডর।
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিলুঁ
সে কেন বাসয়ে পর॥
সুজন কুজন যে জন না জানে
তাহারে বলিব কি।
অন্তর বাহির যে জন জানয়ে
তাহারে পরাণ দি॥

কানুর পিরিতি কহিতে শুনিতে
পরাণ ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খবণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে॥

নীলরতনবাবুর আরম্ভ—সুজন কুজন যে জন না জানে। সুনীতিবাবুর ধৃত পাঠান্তর: ১। কহিতে শুনিতে, ২। পাঁজর ফাটিয়া উঠে, ৩। করাত যেমন, ৪। পুরিয়া, ৫। শুন হে।

৬৩

মন দড়াইনু পিরিতের কথা
আর না শুনিব কানে।
তবে যদি শুনি এ পাপ পরাণি
তখনি করিব দানে॥
সখি, পিরিতি এমন কাজে।
হাটে বাটে ঘাটে কুলটা খেয়াতি
জগত ভরিল লাজে॥
এ সব কলঙ্ক মলয় পঙ্কজ
হিয়াতে রাখিয়া নিলু।
পিরিতি করিয়ে পরাণ বিকল
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মলু॥
বস্যা মাটি খুঁটি হাস্যা কান্দ্যা উঠি
কি বলিতে কি না বলি।
গুরুজন দেখি ইঙ্গিত করিয়ে
দুকুলে লাগিল কালি॥
এতেক করিয়ে যদি না পাইনু
তারা না রাখিল মনে।
চণ্ডীদাস বলে সকলি সহিলে
পরাণ করহ দানে॥

ক. বি. ২৮৯।

দী. ৭৩৭ পৃঃ।

৬৪

যখন পিরিতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর[১] হিয়ার উপরে ধর[২]
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধীনী তাহে[৩] কুল-কামিনী
ঘরে হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ না যায় তমু ত আন
আর কত কহিব বিশেষ॥
ননদী বিষের কাঁটা বিষমাখা দেয়[৪] খোঁটা
তাহে তুমি এত নিদারুণ।
কবি[৫] চণ্ডীদাসে কয় কিবা তুমি কর ভয়
বন্ধু তোর নহে অকরুণ॥

তরু. ৮১৪. ক. বি. ২৯২।

নী. ২৫১। দী. ৫৮৯ পৃঃ।

পাঠান্তর: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৯২ পুথিতে—১। না করিথে, ২। হিয়ার মাঝারে থুতে, ৩। কুলের রমণী, ৪। বিষমাখা তার খোঁটা,

৫। ধুবিনি চরণরজে ধ্যান করি হিয়া মাঝে
চণ্ডীদাস করয়ে বিনতি॥

নীলরতনবাবুর ভণিতা—দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ইত্যাদি। হয়তো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির ভণিতাই আদি ভণিতা, বৈষ্ণবেরা উহাকে ভদ্রস্থ করিবার জন্য 'কবি', 'দ্বিজ' প্রভৃতি বিশেষণ দিয়া 'বন্ধু তোর নহে অকরুণ' করিয়াছেন।

টীকা।—আঁখির আড় নাহি কর—চোখের আড়াল করিতে না। এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ—এখন তোমার দেখা পাওয়াও কঠিন। সন্দেশ যেরূপ দুর্লভ, তুমিও সেইরূপ। তুলনীয়- করিলা পিরিতিময় ফাঁদ। হাতে দিলা আকাশের চাঁদ॥ এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ। কহে গোরা করিয়া আবেশ॥ নরহরি সরকার ঠাকুরের পদ—পদকল্পতরু, ১৯৯।

৬৫

বন্ধু, সকলি আমার দোষ।
না জানিয়া যদি করয়াছি পিরিতি
কাহারে করিব রোষ॥
সুধার সমুদ্র সমুখে দেখিয়া
খাইলুঁ আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে
পাইব এতেক দুখে॥
মো যদি জানিতাঙ অলপ ইঙ্গিতে
তবে কি এমন করি।
জাতি কুল শীল মজিল সকল
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥
অনেক আশার ভরসা মরুক
দেখিতে করিয়ে সাধ।
প্রথম পিরিতি তাহার নাহিক
ত্রিভাগ আধের আধ॥
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সেহ যদি করে আনে।
চণ্ডীদাস কহে এমনি পিরিতি
করয়ে সুজন সনে॥

তরু. ৮০১।

নী. ২৫৭। দী. ৫৮৬ পৃঃ।

টীকা।—শ্রীরাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—আমি ফলাফল বিবেচনা না করিয়া প্রেম করিয়াছি, এখন তাহারই ফল ভোগ করিতেছি। সবই আমার দোষ, হে বন্ধু! তোমার কোন দোষ নাই। আমি কাহারও উপর রাগ করিতেছি না।

অনেক আশার ভরসা মরুক—তোমার কাছে অনেক আশা করিয়াছিলাম। তোমার প্রতি ভরসাও যথেষ্ট ছিল। সে সব দূরে যাক, এখন তোমাকে দেখিতেও পাই না। অথচ দেখিতে সাধ করে।

'প্রথম পিরিতি তাহার নাহিক ত্রিভাগ আধের আধ'—প্রেমের প্রথম অবস্থায় তোমার যে আবেগ, যে আগ্রহ ছিল, এখন তাহার তিন ভাগের অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক অর্থাৎ এক-দ্বাদশাংশও নাই।

৬৬

আরে মোর আরে মোর বিনোদরায়।
ভাল হৈল ঘুচাইলে পিরিতের দায়॥
ভাবিতে গুণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগ ভরি কলঙ্ক রহিল এই চিন॥
[তোমা সনে পীরিতি করি কিবা কাজ কৈনু।
মনু লাজে মিছা কাজে দগদগি হৈনু॥]
না জানি অন্তরে মোর হৈল কি না বেথা।
একে মরি মনদুখে আর নানা কথা॥
[শয়নে স্বপনে বঁধু সদা করি ভয়।
কাহার অধীন যেন তোর প্রেম নয়॥]
ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়।
চণ্ডীদাস কহে কাহার কথায়ে কি যায়॥

তরু. ৮১৫। বরাহনগর, ৬ (ক), ১৬ সং পদ, ক. বি. ২৯১, ২৯২। নী. ২৫৬। ন. চ. ৮৮ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৫৯০ পৃঃ।

পাঠান্তর ঃ বন্ধনীমধ্যস্থ পয়ার দুইটি নীলরতনবাবুর গ্রন্থে আছে, অন্য কোন আকরে দেখি নাই।

টীকা।—'ভাবিতে গুণিতে'—ভাবনা চিন্তায়। গুণিতে মানে, কি লাভ-ক্ষতি হইল, বিচার করিতে। 'এই চিন'—কলঙ্কই আমার চিহ্নস্বরূপ হইয়াছিল। 'একে মরি মনদুখে'—তোমার ভালবাসা হারাইয়াছি, এই দুঃখেই আমি মৃতপ্রায় হইয়া আছি; তাহার উপর আবার কলঙ্কের কথা শুনি। 'ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু'—হাতের মারই বড় কথা নহে। আমি সে আঘাতে মরি না; কিন্তু মিথ্যা কলঙ্কের জালায় মরি।

৬৭

আরে মোর আরে মোর সোণার বন্ধুর।
অধরে কাজর দেখি কপালে সিন্দূর॥
বদন-কমলে কিবা তাম্বূল শোভিত।
পায়ের[১] নখের ঘায়ে হিয়ায় বিন্ধিত॥
না আইস না আইস বন্ধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে॥

শুনিয়া পরের মুখে নহ পরতীত।
এবে সে দেখিলাম তোমার এই সব রীত ॥
সাধিলা মনের কাজ কি আর বিচার।
দূরে দূরে রহ প্রণতি আমার ॥
চণ্ডীদাস বোলে ইহা বলিলা কেমনে।
চোর ধরিলেহ এত না কহে বচনে ॥

তরু. ৩৯১। ক. বি. ২৯২।

নী. ২২৬। ন. চ. ৮০ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৭০৪ পৃঃ।
পাঠান্তর ঃ ১। পায়ের নখের ঘাত হিয়াএ বিদিত (র ২২৭৪ ন. চ.)।

৬৮

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কে সাজালে হেন সাজে হেরে বাসি দুখ ॥
কপালে কঙ্কণ-দাগ আহা মরি মরি।
কে করিল হেন কাজ কেমন গোঙারি ॥
দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সর মাঝে ॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখালে তারে এহেন পীরিতি ॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে বস আঁচলেতে মুখানি মুছাই ॥
বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া ॥

ক. বি. ৬২০৪ পুথি (পৃঃ ১৪৮)।

নী. ২২৭। দী. ৭০৫ পৃঃ।

৬৯

নীল বরণ, ঝামর হয়েছে, মলিন হয়েছে দেহ।
কোন কুলবতী, রসনিধি পেয়ে, নিঙ্গড়ি লয়েছে সেহ॥
তাম্বুলের দাগ, অধরে লেগেছে, কালার উপরে কাল।
প্রভাতে উঠিয়া, ও মুখ দেখিলাম, দিবস যাইবে ভাল॥
ভালের উপরে, সিন্দূরের বিন্দু, ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি।
আমা পানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও, ভাল করে তোমা দেখি॥
ছি ছি পুরুষ হইয়া, এমন করহ, নারী হৈয়া সহি মোরা।
চণ্ডীদাস কয়, আপন স্বভাব, ছাড়িতে না পারে চোরা॥

ক. বি. ৬২০৪ পুথি (পৃঃ ১৪৯)।

দী. ৭২০ পৃঃ।

৭০

না কর না কর ধনি এত অপমান।
তরুণী হইয়া কেনে একে দেখ আন॥
বংশী পরশি আমি শপতি করিয়ে।
তোমা বিনে দিবানিশি কিছু না জানিয়ে॥
ফাগুবিন্দু দেখিয়া সিন্দূরবিন্দু কহ।
কণ্টকে কঙ্কণদাগ মিছাই ভাবহ॥
এত কহি বিনোদ নাগর চলিতে চায় ঘর।
চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর॥

তরু. ৩৯৪।

নী. ২৩০। দী. ৭০৭ পৃঃ।

টীকা।—'তরুণী হইয়া কেনে একে দেখ আন'—ইহার অনুরূপ ভাব উজ্জ্বলনীলমণির একটি শ্লোকে পাওয়া যায়,—

নখাঙ্কা ন শ্যামে ঘনঘুসৃণরেখাততিরিয়ং
ন লাক্ষাস্তঃক্রূরে পরিচিনু গিরের্গৈরিকমিদং।
ধিয়া ধ্বংসে চিত্রং বত মৃগমদেপ্যঞ্জনতয়া
তরুণ্যাস্তে দৃষ্টিঃ কিমিব বিপরীতা স্থিতিরভূৎ॥—উজ্জ্বলনীলমণি, পৃঃ ৪৬।

গোবিন্দদাস কবিরাজ ইহার ভাব লইয়া লিখিয়াছেন,—

কাঁহা নখচিহ্ন চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি
এ নব কুঙ্কুমরেহ।
কাজর ভরমে মরমে কিয়ে গঞ্জসি
মৃগমদপদ পুন এহ॥
মানিনি, মঝু মনে লাগল ধন্দ।
অপরূপ রোখ দোখ বিনু মানসি
দিনহিঁ তরুণিদিঠি মন্দ॥
গৈরিক হেরি বৈরি করি মানসি
উরপর যাবক ভাণে।
ফাগুক বিন্দু ইন্দুমুখি নিন্দসি
সিন্দুর করি অনুমানে॥
তোহাঁরি সম্বাদে জাগি সব যামিনী
অরুণিম ভেল নয়ান।
তুহুঁ পুন পালটি মোহে পরিবাদসি
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

তরু. ৪২৪।

৭১

শুন শুন সুনয়নি আমার যে রীত।
কহিলে প্রতীত নহে জগতে বিদিত॥
তুমি না মানিবে তাহা আমি ভালে জানি।
এতেক না কহ ধনি অসঙ্গত[১] বাণী॥
সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ।
অসঙ্গত হইলে পাইয়ে বড় দুখ॥
মিছা কথায় যত পাপ জানহ আপুনি।
জানিয়া না মানে যেই সেই ত পাপিনী॥
পরে পরিবাদ দিলে ধরমে সবে কেনে।
তাহার এমত বাদ হইবে তখনে॥
চণ্ডীদাস বোলে যেবা মিছা কথা কবে।
সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কি যাবে॥

তরু. ৩৯২, ক. বি. ২৯২, ৬২০৪ পুথির ১৪৮ পৃঃ।

নী. ২২৮। দী. ১০৫ পৃঃ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-পুথির পাঠান্তর :—১। অসম্ভব।

৭২

কেনে বা কালাকে আমি উপেখি আইলুঁ।
হাতের রতন কেনে পায়ে ফেলাইলুঁ॥
সুধা পিবইতেঁ[১] গেলুঁ ডুবিলাম বিষে।
হিয়া দগদগি হইল জুড়াইব কিসে॥
চন্দনতরুর গাছ সেবিলাম ভালে।
অমিয়া-বিরিখ-ফল হইল গরলে[২]॥
কি জানি কপালে[৩] মোর এমতি আছিল।
চণ্ডীদাসে[৪] বোলে সেই উদয় করিল॥

ন. চ. কর্ত্তৃক ঢা. বি. ১৮২/৮৮ এবং সা-কু-ত হইতে সঙ্কলিত, ক. বি. ২৯২।

ন. চ. পৃঃ ৮১ (নামাঙ্কিত)। দী. ১৩৮ পৃঃ।

সা-কু-ত পুথির ২য় চরণ—আপনা আপনি কেন গরল খাইলুঁ॥
৩য় চরণ—হাএ হাএ (কি) মাটি খাইয়া এমতি করিলুঁ॥

১। তেয়াগিয়া, ২। আমিয়া বিরিখ বিখ হৈল দৈব বলে। দৈবকালে, ৩। ললাটে, ৪। বলে সে উদয় করিল।

ক, বি. ২৯২তে ২য় চরণ—আপনা আপনি আমি গরল খাইনু॥
৩য় চরণ—হায় হায় কিবা খেয়্যা এমতি করিনু॥

৭৩

সই, আর কিছু কৈয় না গো।
সকল বজর পাড়িল কেবল
গোকুলে নন্দের পো॥
কে জানে হইবে এত পরমাদ[২]
স্বপনে নাহিক জানি।
তবে কি তা সনে বাড়াতুঁ[৩] মরমে
অখল[৪] কুলের ধনী॥

শয়নে স্বপনে আন নাহি মনে
সদা[৫] দেখি কালা কানু।
বিরহ-বেয়াধি কত[৬] দিনে যাবে
অবশ[৭] জীবন তনু॥
শুন[৮] গো সজনি হেন মনে গণি
গরল ভখিয়া মরি।
তবে ঘুচে তাপ বিষম সন্তাপ
গুপতে গুমরি মরি॥
কহে[৯] চণ্ডীদাসে কহি তুয়া পাশে
পীরিতি এমতি রীত।
কেন এত তুমি করিছ বিষাদ
ক্ষণেক ধৈরজ চিত॥

ক. বি. ২৮৯, ২৯২।

নী. ৩৩০। দী. ৬৪৫ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতনবাবু,—১। পাড়িয়া পরল, ২। অপবাদ, ৩। বাড়ান্থু, ৪। অথবা কুলের ধনী (এখানে অথবা শব্দ নিরর্থক, বিকৃত পাঠ। মূলে গৃহীত পাঠের অর্থ—যে কুলে কোন লোক খল নহে, সেই কুলের ধনী বা সুন্দরী), ৫। দেখিয়া কালিয়া কানু, ৬। কত না সহিব, ৭। কবে সে তেজিব তনু, ৮। শুনহ সজনি হেন মনে করি, ৯। কহে চণ্ডীদাস; হিত আশ্বাস।

টীকা।—'সকল বজর পাড়িল কেবল'—নন্দনন্দন যেন শুধু আমার নিকট বজ্রপাতের তুল্য বিপদ্ হইলেন। 'বাড়াতু মরমে'—প্রেম বাড়াইতাম। 'ক্ষণেক ধৈরজ চিত' (ক্রিয়া নাই)—মনে একটু ধৈর্য্য ধর।

৭৪

সাঁজে নিবাইল বাতি কত পোহাইব রাতি
সে[১] যে হৃদয় বিদরে।
না হয় মরণ না রহে জীবন
মরম কহিব কাহারে[২]॥
সই, কি ছিল আমার কপালে[৩]।
রোপিল কলপলতা না হল তাহার পাতা
শুকাইয়া[৪] গেল সেই ঠামে॥

জনম[৫] অবধি করি ক্ষীর নীর ধরি
সিঞ্চিল ও লতামূলে।
ক্ষীরের গরিমা নীরের[৬] যে সীমা
হরিয়া লইল আনলে॥
যাহার লাগিয়া সকল ছাড়িয়া
মন হইল বনবাসী।
চণ্ডীদাসে কয় সে[৭] কথাটি হয়
পরশে করিবে সুখী॥

ক. বি. ২৯৮।

নী. ৩৩২। দী. ৬৩৫ পৃঃ।

পাঠান্তর : নীলরতনবাবু,—১। ঘুণ ঘুণি হৃদয় বিদরে, ২। কারে, ৩। করমে, ৪। শুকাইয়া গেল ঠামে, ৫। জনম অবধি ক্ষীর নীরে করি, ৬। নীরের সীমা, ৭। তাহার কি ঘাটি হয়।

মন্তব্য।—মনে হয়, শেষের দিকে দুইটি কলির অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক ছাড়িয়া গিয়াছে—না হইলে 'বনবাসী'র সঙ্গে 'করিবে সুখী' থাকিত না।

টীকা।—মর্ম্মান্তিক দুঃখে যেমন কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে, এই পদটিতে সেইরূপ অনুচ্চারিত মর্ম্মবিলাপ রহিয়াছে। সন্ধ্যাবেলাতেই বাতি নিভিয়া গেল, সারারাত্রি দুঃখের অন্ধকারে কাটাইতে হইতেছে; সেই দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমার মরণ হইলে ভাল হইত, কিন্তু তাহাও হইল না, অথচ ভাল করিয়া বাঁচিতেও পারি না—এই মরমের কথা বলিব কাহাকে? আমি কল্পলতা রোপণ করিয়াছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, তাহার নিকট যাহা চাহিব, তাহাই পাইব—কিন্তু আমার এমন কপাল যে, সেই লতা সেইখানেই (ঠামে) শুকাইয়া গেল। আমি সেই লতার গোড়ায় কত দুধ, কত জল সিঞ্চন করিলাম, কিন্তু দুঃখের অনলে ক্ষীরের গৌরব ও জলের শেষ বিন্দুতক্ শুকাইয়া গেল।

৭৫

কাল জল ঢালিতে কালিয়া[১] পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়ন স্বপনে॥
কাল কেশ এল্যাইয়া[২] বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি॥
সই, আল মুই গণিলাম[৩] নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনু না রহে পরাণ॥

মনের দুঃখের[৪] কথা মনেতে রহিল।
ফুটিল সে শ্যামশেল বাহির না হইল[৫] ॥
চণ্ডীদাসে কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি[৬] বাহিরায় শেল দগধে পরাণ ॥

ক. বি. ২৯১, ২৯২, ২৯৮।

নী. ২৭৫। ন. চ. ১১৮ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৬২২ পৃঃ।

পাঠান্তর্ঃ ১। কালাচাঁদ—ক. বি. ২৯৮, ২। আউলাইয়া—ন. চ. ধৃত ঢা. বি, ৫, ৩। সই লো, আমি গণিলুঁ নিদান—ক. বি. ২৯৮, ৪। মরম্—ন. চ ৫। নহিল (র ২৭৭০), ৬। বাহির না হয় শেল দগধে পরাণ– ন. চ, ধৃত।

৭৬

পিয়ার পীরিতি লাগি যোগিনী হইনু।
তবু ত দারুণ চিতে সোয়াস্তি না পানু ॥
কি হৈল কলঙ্ক রব শুনি যথা তথা।
কেন বা পীরিতি কৈনু খানু আপন মাথা ॥
না বল না বল সখি[১] সে কানুর গুণ।
হাতের[২] কালি গালে দিলু মাখি নিলু চূণ ॥
আর না করিব পাপ পীরিতের লেহা।
পোড়া কড়ি সমান করিনু নিজ দেহা ॥
বিধিরে কি দিব দোষ করম আপনা।
সুজনে করিনু প্রেম হইল কুজনা ॥
চণ্ডীদাসে কহে[৩] রাই না কর ভাবনা।
সুজনে সুজন মিলে কুজনে কুজনা ॥

ক বি. ২৯২।

নী. ২৮৯। ন. চ. ১৩৭ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৬২৮ পৃঃ।

পাঠান্তর ঃ নীলরতনবাবু—১। সই, ২। হাতের কালি গালে দিল মাখে কালি চূণ। হাতে কালি মাথে দিলুঁ মাখি নিলুঁ চুণ—ন. চ. ধৃত ঢা. বি. ৮/২৮। হাতে কর্য়া গালে কালি আর নিলাম চূণ—ন. চ. ধৃত সা. কু. ৭।

সুনীতিবাবুর গৃহীত পাঠ—হাতের কালি গালে দিলাম মাখিলাম চূণ—ইহা আধুনিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৯২ পুথির পাঠ, যাহা মূলে দেওয়া হইল, তাহাই বিশুদ্ধ।

কেন না, মাথায় কেহ কালিচূণ দেওয়া বলে না, মুখে বা গালে কালিচূণ মাখা বা দেওয়া বলে। ৩। তুমি।

৭৭

আর কি মিলব মোরে পিয়া গুণনিধি।
কি রাতি সুরাতি হবে অনুকূল বিধি॥
গগনে আছিল চাঁদ সেহ অতি মন্দ।
হিয়া জরজর হৈল খসিল পাঁজরের বন্ধ॥
এখনে না আইল পিয়া কে কৈল আটকে।
নিজ ঘরে রৈল কিবা পড়িয়া বিপাকে॥
শরীরে না রহে প্রাণ বাহিরায় এখনে।
পরাণ গেলে কি করিবে পিয়া দরশনে॥
চণ্ডীদাস কহে প্রাণ যাইবেক কেনে।
চিত স্থির করি রহ মিলিবে এখনে॥

নী. ২১১। দী. ৬৯৭ পৃঃ (নী. হইতে)।

৭৮

দৈবের[১] যুকতি বিশেষ সুমতি
যাহারে লাগয়ে যে।
আন আন জনে করিয়া যতনে
প্রেমেতে গঢ়ল[২] দে॥
সই, এমতি কানুর লেহ[৩]।
জনম অবধি রহিল[৪] পীরিতি
বিচ্ছেদ না হইল[৫] সেহ॥
যাহা[৬] মনে ছিল তাহা না হইল
সোঙরি পরাণ কাঁদে।
লেহ-দাবানলে বন[৭] যেন জ্বলে
হরিণী পড়িল ফাঁদে॥
পলাইতে মনে[৮] চাহে পথ পানে
দেখিয়ে[৯] অনলময়।

বনের মাঝারে ছটফট করে
তাহে[১০] কি পরাণ রয়॥
অহীর[১১] আসিয়া বাণ জড়াইয়া
পড়িল তাহাতে যেন।
গরল-আনলে শরীর বিকলে
সামালিতে নারে যেন॥
করিবর আদি না পায় সমাধি
ফিরিয়া চীৎকার করে।
একে কুলনারী ফুকারিতে নারি
ননদী আছয়ে ঘরে॥
এমতি আমার পীরিতি তাহার
সহিতে[১২] সহিছে মনে।
ননদী-বচনে দগধে জীবনে[১৪]
পাঁজর বিঁধিল ঘুণে॥
নয়নে নয়নে নয়ন-পিঁজরে
রাখয়ে আপন কাছে।
জলে যাই যবে সঙ্গে চলে তবে
শ্যামেরে দেখি যে পাছে॥
চণ্ডীদাসে কয় বাশুলী সহায়
মনেতে থাকয়ে যদি।
যে জন যা বিনে না জীয়ে পরাণে
তায় কি করে ননদী॥

ক. বি. ২৯২, ২৯৮।

নী. ৩১৮। দী. ৬৩৬ পৃঃ।

পাঠান্তরঃ নীলরতনবাবু—১। দৈব যুকতি বিশেষ গতি যাহারে লাগয়ে তায়, ২। গড়ায়ে দেয়, ৩। রসে, ৪। রহিবে, ৫। বিচ্ছেদ না হবে শেষে, ৬। যে, ৭। মন, ৮। চায়, ৯। দেখি যে, ১০। কত বা পরাণে সয়, ১১। বাহিরে আসিয়া বাণ যে খাইয়া, পাশতে তাহাতে পুনঃ, ১২। সামাইতে, ১৩। রহিয়া, ১৪। পরাণে।

টীকা।—দৈবের যুক্তি বা বিধান অনুসারে সুমতি হইলে কেহ কাহারও প্রতি অনুরক্ত হয়; দুই জনে (আন আন জন) যত্ন করিয়া প্রেমের মূর্ত্তি গঠন করে, অর্থাৎ ভালবাসা সৃষ্টি করে। নীলরতনবাবুর ধৃত পাঠের—

দৈব যুকতি বিশেষ গতি
যাহারে লাগয়ে তায়।
আন আন জনে করিয়া যতনে
প্রেমেতে গড়ায়ে দেয়॥

কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। 'অহীর আসিয়া' ইত্যাদি—অহেরা মানে শিকার, হয় তো এখানে ঐ অর্থেই 'অহীর' ব্যবহৃত হইয়াছে। শিকার যেন বাণবিদ্ধ হইয়া পড়িল ; বিষাক্ত বাণ দ্বারা আহত হওয়াতে তাহার শরীর যেন বিকল হইয়াছে, সে আর নিজেকে সামলাইতে পারে না।

৭৯

শুন শুন সই কহিলুঁ[১] তোরে।
পিরিতি করিয়া কি হৈল মোরে॥
পিরিতি পাবক কে জানে এত।
সদাই পুড়িছে সহিব কত॥
পিরিতি দুরন্ত কে বলে[২] ভাল।
ভাবিতে পাঁজর হইল কাল॥
অবিরত বহে নয়ানে নীর।
নিলজ পরাণে না বান্ধে থীর॥
দোসর ধাতা পিরিতি হইল।
সেই বিধি মোরে এতেক কৈল॥
চণ্ডিদাস কহে সে ভাল বিধি।
এই অনুরাগে সকল সিধি॥

পদামৃতসমুদ্র, ৪২৩ পৃঃ।

নী. ৩০৮। দী ৬৪৬ পৃঃ।

মণীন্দ্রবাবু কোন পুথিতে এ পদ পান নাই। তবুও নীলরতনবাবুধৃত (৩০৮) পদ দেখিয়া ইহা দীন চণ্ডীদাসে আরোপ করিয়াছেন। নীলরতনবাবুর পাঠান্তর, ১। কহি, ২। জানে ('জানে' অপেক্ষা পদামৃত-সমুদ্রের 'বলে' ভাল পাঠ)।

টীকা।—পিরিতি পাবক কে জানে এত—প্রেম যে আগুনের মতন এমন করিয়া পুড়াইবে, তাহা কি জানিতাম! এখন আমার দেহ সব সময়েই যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছে ; কত আর সহ্য করিব ? পিরিতি দুরন্ত কে বলে ভাল…লোকে বলিয়া থাকে যে, প্রেমে জীবন ধন্য হয়, কিন্তু আমি তো দেখিতেছি, ইহা দুরন্ত অর্থাৎ কোন বিধিনিষেধ

মানে না ; ইহার উপদ্রবে আমার চিন্তা এত বেশী বাড়িয়াছে যে, পাঁজর কাল হইল—অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া অঙ্গারের মতন হইল। দোসর ধাতা পিরিতি হইল—প্রেম যেন দ্বিতীয় বিধাতার ন্যায় আমার জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সিধি—সিদ্ধি।

৮০

কোন্ বিধি সিরজিল কুলবতী নারী।
সদা পরাধীনী ঘরে রহে একেশ্বরী॥
ধিক্ রহুঁ হেন জন হৈয়া প্রেম করে।
বৃথা সে জীবন রাখে তখনি না মরে॥
বড় ডাকে কথাটি কহিতে যে না পারে।
পর-পুরুষেতে রতি ঘটে কেন তারে॥
এ ছার জীবনে মুই ঘুচাইলুঁ আশ।
চণ্ডীদাস কহে কেন ভাবহ উদাস॥

তরু ৮৩৭, ক. বি. ৬২০৪ (পৃঃ ১২৪)।

নী. ৩৭০। দী. ৬০৩ পৃঃ।

টীকা।—যে বিধাতা কুলবতী নারীকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি অদ্ভুত। কেন না, সেই নারীকে সব সময়ে পরের অধীন হইয়া থাকিতে হয়, আবার একলাও (একেশ্বরী) রহিতে হয়—একলা এই অর্থে যে, তাহার মনের কথা বলিবার মতন মানুষ কেহ কাছে থাকে না। এরূপ কুলবতী নারী যদি প্রেমে পড়ে, তবে তার মরাই ভাল। কেন না, অকারণ গঞ্জনা তিরস্কারে (বড় ডাকে) যাহার কথা বলিবার অধিকার নাই, সে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করিলে কি করিয়া প্রিয়তমের সঙ্গে মেলামেশা করিবে ? যদি একটুও তাহার বেচাল ধরা পড়ে তো সকলে তাহাকে এমন করিয়া কড়া পাহারায় রাখিবে যে, তাহার পক্ষে দয়িতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখাই কঠিন হইবে। সেই জন্য রাধা প্রেমে পড়িয়া জীবনের আশা ছাড়িয়া দিতেছেন। কবি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন, এত উদাস হইও না।

৮১

কানু পরিবাদ মনে ছিল সাধ
সফল করিল বিধি।
কুজন বচনে ছাড়িতে নারিব
সেহেন গুণের নিধি॥ ১

বন্ধুর পিরিতি শেলের ঘা
পশিলে সহিনু বুকে।
দেখিতে দেখিতে বেথাটি বাঢ়িল
এ দুখ কহিব কাকে ॥ ২
হিয়া দগদগ করে নিরন্তর
যারে না দেখিলে মরি।
হিয়ার ভিতরে কি শেল সাম্বাইল
বল না কি বুদ্ধি করি ॥ ৩
অন্য বেথা নয় বোধে সোধে রয়
হিয়ার মাঝারে থুইয়া।
কোন কুলবতী কুল মজাইয়া
কেমনে রৈয়াছে সইয়া ॥ ৪
অবলা অখল হৃদয় সরল
কথায়ে ভুলিয়া গেলুঁ।
পরের কথায় পিরিতি করিয়া
জনমে কান্দিয়া মলুঁ ॥ ৫
সকল ফুলে ভ্রমরা বুলে
কি তার আপনা পর।
চণ্ডীদাস কহে কানুর পিরিতি
কেবল দুখের ঘর ॥ ৬

বরাহনগর ৬ (১০২৬) ৩৮ পদ, তরু ৮৯৬, সা. প. ২০১ (পৃঃ ৫৩),
ক. বি. ৬২০৪ (১২৮ পৃঃ), ২৯১, ২৯২।

নী. ২৮১। ন. চ. ১১৪ (নামাঙ্কিত)। দী. ৬৮৪।

পাঠান্তর: ৩ ও ৫ চিহ্নিত অংশ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সা. প. ২০১ পুথি হইতে লইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; তিনি পদকল্পতরুর ক, খ, ঘ, চ, এবং পদরসসারের পুথিতে উহা পান নাই। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯২ ও ৬২০৪ পুথিতে উহা আছে।

সুনীতিবাবু প্রভৃতি বলেন,—"'কানু পরিবাদ মনে ছিল সাধ'—শ্রীচৈতন্যদেবের অনুবর্ত্তিগণের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি, সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কালের কথা।" কিন্তু তাঁহারা বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, এমন একটি পদে 'কানুপরিবাদ মনে ছিল সাধে'র অনুরূপ ভাব পাওয়া যায়। যথা,—

যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবারাতি।
নিছিয়া লইব তারে করিয়া খেয়াতি॥ পদ ১৮, (পৃঃ ২৬)।

'করিয়া খেয়াতি' মানে—তাহাই আমার খ্যাতিস্বরূপ হইবে। আর 'পরিবাদ' শব্দটি তাঁহাদের ১৬ সংখ্যক পদে আছে,—

জারিলেক তনু মন কি আছে ঔষধে।
জগত ভরিল এই কানু পরিবাদে॥ (২৪ পৃঃ)।

বরাহনগর ৬ (১০২৬ ক) পুঁথির ৩৮ সংখ্যক পদের ২ কলির সহিত এই পদের ১ কলির মিল দেখা যায়। অন্য কোন সাদৃশ্য নাই।

৮২

সই, আর কি জীবনে[১] সাধ।
এ কুল ও কুল দু কুল ভরিয়া
বড়[২] হৈল পরমাদ॥
শাশুড়ী ননদি গঞ্জে নিরবধি
তাহা বা কহিব[৩] কত।
পাড়ার পড়সি ইঙ্গিত আকারে
কুবচন বলে যত॥
অবলা পরাণে এত কিবা[৪] সয়
শুন গো মরম[৫] সই।
মনের বেদনা বুঝে[৬] কোন জনা
আপনা বলিয়া কই॥
এ ঘর করণ কুলের ধরম
ভরম[৭] সরম গণি।
কলঙ্কিনী বলি জগত ভরিল
নিশ্চয়[৮] মরণ জানি॥
চণ্ডীদাস কহে শুন শুন রাধে
সে শ্যাম তোমার বটে।
কি করিতে পারে গুরু দুরুজনে
কাল সাপ[৯] আছে বাটে॥

বরাহনগর ৬খ (১০৬৭)।

নী. ২৯৮।

পাঠান্তর : নীলরতনবাবু—১। জীবনে, ২। বাড়াইলা পরমাদ—(কৈ বাড়াইল, তাহা জানা যায় না—'বড় হৈলা পরমাদ' ইহার চেয়ে ভাল পাঠ)। ৩। সহিব, ৪। কিনা, ৫। পরাণ সই, ৬। যতেক যাতনা ('মনের বেদনা, যতেক যাতনা' বলিলে পুনরুক্তি-দোষ ঘটে)। ৭। ভরম সরম গেল, ৮। নিশ্চয় মরণ ভেল (ভেল তো অতীত কাল বুঝায়—সুতরাং এ পাঠ বিকৃত। এই ভাবেই 'ভেল' 'হাম' প্রভৃতি ব্রজবুলির শব্দ ঢুকিয়াছে ; মূলে প্রদত্ত পাঠ ইহার চেয়ে অনেক বেশী ভাবব্যঞ্জক), ৯। কানু সে রয়েছে বাটে—কানু পথে থাকিলেও গুরুজন ও দুর্জ্জন ভয় পাইবে না। সুতরাং কবির ভয়প্রদর্শন যে পথে কাল সাপ আছে—তাহাদিগকে কাটিবে, অনেক বেশী ভাল। এখানে কাল সাপের একটি ব্যঙ্গ্যার্থও আছে। সংস্কৃতে ভুজঙ্গ (সাপ) অর্থে লম্পটও হয়, কালা লম্পট পথে আছে, সুতরাং তাহার প্রেম পাইলে তোমার গুরুজন ও দুর্জ্জনের ভয় কি ?

৮৩

সই, কি আর বলিব গো।
দারুণ বজর মাথার উপরে
ফেলিল নন্দের পো॥
কে জানে পিরিতি হেন পরমাদ
স্বপনে নাহিক জানি।
তবে কি তা সনে করিয়ে পিরিতি
হইয়া অবলা প্রাণী॥
শয়নে স্বপনে আন নাই মনে
দেখিয়া কালিয়া কানু।
বিরহ বেদনে যাবে কত দিন
নহিলে তেজিব তনু॥
শুনহ সজনি হেন মনে গণি
গরল ভখিয়া মরি।
তবে ঘুচে তাপ বিষম সন্তাপ
গোপতে গুমরি মরি॥
কহে চণ্ডিদাস কহি তুয়া পাশ
পিরিতি এমন রীত।

কেন হৃদি মাঝে করিছ বিষাদ
ধৈরজ ধরহ চিত ॥

বরাহনগর ঘ ১৩০ ১৩শ পদ।

টীকা।—হইয়া অবলা প্রাণী—নন্দের পো কত বলবান্, হাতে পাহাড় ধরে, তাহার সঙ্গে অবলা প্রাণী হইয়া আমি প্রেম করিলাম। স্বপ্নেও যদি জানিতে পারিতাম যে; প্রেমে এত বিপদ্, তাহা হইলে কি প্রেম করিতাম!

৮৪

ধরম[১] ভরম সরম করম
সকলি হইনু ছাড়া।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া
এবে সে হইনু সারা ॥
কে জানে[৩] পিরিতি নামে হরে সুখ
আগে না জানিনু ইয়া।
জানিলে[৪] কেন গো করিব পিরিতি
আপনার মাথা খায়া ॥
এই[৫] হৈল রাধার জীবনে মরণে
বাঁচিতে সংশয় ভেল।
আছিল আমার সোনার বরণ
কালা[৬] যে হইয়া গেল ॥
চণ্ডিদাসে কহে শ্যামের পিরিতি
যে ধনী করিয়া[৭] আছে।
পিরিতি আদর করিয়া[৮] সে জন
কেবা কোথা সুখে আছে ॥

বরাহনগর, ঘ ১৩০ ১২শ পদ (গৃহীত পাঠ), ক. বি. ২৮৯, ২৯২, ২৯৩। নী. ৩৮৮। দী. ৬৯০ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। কুলের ধরম সরম ভরম—ক. বি. ২৯২, ২৯৩, কুলের ধরম ভরম সরম—নী, ২। গাঢ়া—নী. ৩। কে জানে এমন পরিণামে হবে পাইব এমন সুখ—নী. ৪। তবে কি পীরিতি করিমু আরতি এহেন প্রেমের সুখ—নী. তবে কি পীরিতি বাড়াতাম আরতি—ক. বি. ২৮৯, তবে কি পিরিতি করিমু আরতি—ঐ, ২৯২, ২৯৩, ৫। এই দেখি

ধারা, প্রেম হৈল হারা বাঁচিতে সংশয় ভেল—নী, যা দেখি যা ধারা, প্রাণ হব হারা,—দী ৬। কালিয়া হইয়া গেল—ক. বি. ২৯২, ২৯৩, কাল হৈয়া গেল—নী. ৭। করিয়াছে—নী, ক. বি. ২৯২, ২৯৩, ৮। সে জন করিয়া—নী, ক. বি. ২৯৩।

৮৫

সখি, মরিব গরল খায়্যা।
কালার পিরিতি বিরহের ব্যাধি
আমারে বেড়লসিয়া॥
কত না সহিব যাতনা[১] পরাণে
এ জ্বালা[২] বিষম সেহ।
মনের[৩] মরম বুঝে কোন জন
আন কি বুঝিবে কেহ॥
হেন মনে করি বিষ খাইয়া[৪] মরি
যাউক[৫] সকল দুখ।
যতেক[৬] কামিনী কুলের রমণী
তা সবা রহুক সুখ॥
কত না সহিব সে সব[৭] কথন
সহিতে হইনু কালি।
হেন করি মনে এ ঘর করণে
দিব সে আগুন[৮] জ্বালি॥
চণ্ডিদাস বলে পিরিতি[৯] এ রীতি
এমন[১০] প্রেমের নেহা।
পিরিতি আরতি যার উপজিল
তার কি থাকয়ে[১১] দেহা॥

বরাহনগর ঘ ১১৫৬ ১১শ পদ, ক. বি. ২৮৯, ২৯২।

নী. ৩২৯। দী. ৬৪৪।

নীলরতনবাবুর ধৃত প্রথম কলি—

'সই, মরিব গরল খেয়ে।
কানুর পীরিতি বিষম বেয়াধি
আমারে বেরল গিয়ে॥'

মণীন্দ্রবাবুর ধৃত পাঠ—সই, মরিব গরল খেয়া, কালার পীরিতি বিরহ-বেয়াধি, আমারে ঘেরিল সিয়া ॥ মণীন্দ্রবাবু 'সিয়া' মানে 'আসিয়া' করিয়াছেন।

পাঠান্তর: ১। অবলা পরাণে—নী, দী, ২। কুবচনে ভাজা দেহ—নী. দী. ৩। মনের বেদনা, বুঝে কোন জনা,—নী। আনে কি বুঝয়ে সেহ—দী। ৪। বিষ খেয়ে মরি—নী, ৫। দূরে যাউ যত দুখ—নী, ৬। অখলা রমণী, কুলের কামিনী, সবার হউক সুখ—নী, অবলা পরাণে—ক, বি. ২৮৯, ২৯২, ৭। সেই কুবচন, ৮। দিবসে আনল জ্বালি—নী। ৯। এমন পীরিতি, ১০। বিষম প্রেমের লেহা, ১১। আছয়ে—নী।

টীকা।—রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—আমাকে প্রেম যেন ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। কালার প্রেম আমার ব্যাধিস্বরূপ। আমি আর ইহার যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছি না। তাই ভাবিতেছি, গরল খাইয়া মরিব। মর্ম্মকথা কোন বিশেষ একজনই বুঝিতে পারে; অন্যে তাহার কি বুঝিবে? যে সব কুলবতী সব সময়ে আমার কুৎসা করে, আমার মরণ হইলে তাহারা সুখে থাকিবে। রাধা আবার অস্থির হইয়া বলিতেছেন,—ওদের কথার যন্ত্রণা সহিতে দেহ কালি হইয়া গেল। তাই ভাবি, এ ঘরকরণায় আগুন জ্বালিয়া দিব। কবি রাধাকে বলিতেছেন, তোমার দেহের রং কাল হইতেছে বলিয়া দুঃখ করিতেছ, কিন্তু প্রেমের তো এই নিয়ম। যার মনে প্রেম জন্মে, তার কি আর দেহ সুস্থ থাকে?

৮৬

আমরা সরল পিরিতি গরল
লাগিল অমিয়াময়।
মহানন্দ[১] রীতি বিছুরিলুঁ পতি
কলঙ্ক সভাই কয় ॥
সই, দৈবে হৈল হেন মতি।
অন্তর জ্বলিল পরাণ পুড়িল
ঐছন পিরিতি-রীতি ॥
মাটি খোদাইয়া খাল বানাইয়া
উপরে দেয়ল চাপ।
আহার দিয়া মারয়ে বান্ধিয়া[২]
এমন করয়ে পাপ ॥
নৌকাতে চড়াঞা দরিয়াতে লৈয়া
ছাড়য়ে অগাধ জলে।

ডুবু ডুবু[৩] করি ডুবিয়া না মরি
উঠিতে নারিয়ে কূলে ॥
এমতি করিয়া পরাণে মারিয়া
চলিল আপন ঘরে।
চণ্ডীদাসে কয় এমতি যে হয়
তুমি সে ভাবহ তারে ॥

তরু. ৮৮১, ক. বি. ৬২০৪ (পৃঃ ১৩৯), ২৯২, ২৯৮।

নী. ৩৪৪। দী. ৬৭১ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। আনন্দ মতি বিছুরি পতি—ক. বি. ২৯২, ২। আগে আহার দিয়া মারল বাঁধিয়া—নী, ৩। ডুবুডুবু করে, ডুবিয়া না মরে, উঠিতে না পারে কুলে—নী।

টীকা।—আমরা সরল ইত্যাদি—আমরা সরলপ্রকৃতির বলিয়া প্রথমে বুঝি নাই যে, পিরিতি গরলসদৃশ। তখন উহা অমৃতময়ই মনে হইয়াছিল। বিছুরিলুঁ পতি—পতিকে ভুলিলাম। মণীন্দ্রবাবু ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "পরকীয়াতে আনন্দ অধিক, ইহার উল্লেখে পদটি যে চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" ভাগবতের রাসলীলাতেও গোপীরা পতিকে ভুলিয়া কৃষ্ণের কাছে গিয়াছিলেন। উহাও তাহা হইলে চৈতন্যপরবর্ত্তী বলিতে হয়! পরকীয়া লইয়া সাধনার কথা বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাহিত্যে অজস্র পাওয়া যায়। খাল বানাইয়া—গর্ত্ত কাটিয়া সেই গর্ত্তে আমাকে রাখিয়া মাটি চাপা দিল। আহার দিয়া—আহারের প্রলোভন দেখাইয়া বাঁধিয়া ফেলে—এমন পাপী সে। উঠিতে নারিয়ে কূলে—নৌকায় চড়াইয়া নদীর মাঝখানে অগাধ জলে ছাড়িয়া দেয়। আমি ডুবিয়াও মরি না, কূলেতে উঠিতেও পারি না। মরিলে তো সব জ্বালা মিটিয়াই যাইত। এমতি সে হয়—সেই কানুর স্বভাবই এই রকম। তুমি সরল মানুষ বলিয়া তাহার কথা চিন্তা কর। (চালাক লোকে তাহাকে বর্জ্জন করিয়া চলে—এই ব্যঞ্জনা)।

৮৭

আপনা খাইলুঁ সোণা যে কিনিলুঁ
ভূষণে ভূষিব দেহ।
সোণা যে নহিল পিতল হইল
এমতি কানুর লেহ ॥
সই, মদন-সোণারে না চিনে সোণা।
সোণা যে বলিয়া পিতল আনিয়া
গড়ি দিল যে গহনা ॥

প্রতি অঙ্গুলিতে ঝলকে দেখিতে
হাসয়ে সকল লোকে।
ধন সে গেল কাজ না হইল
শেল রহি গেল বুকে॥
যেন মোর মতি তেমতি এ গতি
ভাবিয়া দেখিলুঁ চিতে।
খলের কথায় পাথারে সাঁতারি
উঠিতে নারিল ভিতে॥
অভাগিয়া জনে ভাগ্য নাহি জানে
না পূরয়ে সব সাধ।
খাইতে নাহি ঘরে সাধ বহু করে
বিহি করে অস্থবাদ॥
চণ্ডীদাসে কহে বাশুলী-কৃপায়ে
আর নিবেদিব কায়।
তভু ত পিরিতি নাহি পায় যদি
পরাণে মরিয়া যায়॥

তরু ৮৭৮, ক. বি. ৬২০৪ (১২৭ পৃঃ), ২৯২, ২৯৮।

নী. ৩৪১। দী. ৬৬৭ পৃঃ।

টীকা।—আপনা খাইলুঁ—নিজের মাথা খাইলাম, নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিলাম। মদন সোনার—মদনরূপ স্বর্ণকার। উঠিতে নারিল ভিতে—কূলে উঠিতে পারিলাম না। বিহি করে অস্থবাদ—বিধাতা শক্রতা করে। অস্থবাদ শব্দের অর্থ এখানে শক্রতা বা প্রতিকূলতা।

৮৮

বিবিধ কুসুম যতনে আনিয়া
গাঁথিলু পিরিতি-মালা।
শীতল নহিল পরিমল গেল
জ্বালাতে জ্বলিল গলা॥
সই, মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া বিষ মিশাইয়া
হিয়ার মাঝারে দিল॥

জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল যে হিয়া
আপাদমস্তক চুল।
কি কহিব[১] সখি না শুনি না দেখি
আগুন হইল ফুল॥
ফুলের উপর চন্দন লাগল
সংযোগ হইল ভাল।
দুই এক হৈয়া পোড়াইল হিয়া
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
ধসিতে ধসিতে সকলি ধসিল
নির্ম্মূল[২] হৈল দেহ।
চণ্ডীদাসে কয় কহিল[৩] না হয়
ঐছন কানুর লেহ॥

তরু ৮৮৩, ক. বি. ২৯১, ২৯২, ৬২০৪ (১২৭ পৃঃ)।

রবীন্দ্রনাথ, ৪৬ পৃঃ। নী. ৩৪৫। দী. ৬৭৩ পৃঃ।

পাঠান্তর : ১। এমন না দেখি শুন ওলো সখি—নী., ২। নির্ম্মল হইল দেহ—নী., ৩। কিছু নাহি ভয়—নী.।

টীকা।—রাধা প্রেমের মালা গাঁথিলেন, কিন্তু মালীরূপ কৃষ্ণ সেই মালায় 'বিষ মিশাইয়া, হিয়ার মাঝারে দিল'। ফুল আগুনের মতন জ্বালা দেয়। নির্ম্মল হইল দেহ—ইহাই বোধ হয় ঠিক পাঠ। প্রেমে দেহ নির্ম্মল হইল বলিলে পূর্ব্বের কলিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে না।

৮৯

এমত[১] বেভার না জানি তাহার
পিরিতি যাহার সনে।
গোপত করিয়া কেনে না রাখিল[২]
বেকত করিল কেনে॥
মনের[৪] মরম জানিবে কে।
সেই সে জানয়ে মনের মরম
এ রসে মজিল যে॥

চোরের মায়ে যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে।
কুলবতী হৈয়া পিরিতি করিলে
এমতি সঙ্কট তারে॥
কে আছে বেথিত করে পরতীত
এ দুখ কহিব কারে।
হয় দুখভাগী পাইয়ে[৫] তার লাগি
তবে সে কহিয়ে[৬] তারে॥
পরে কি জানয়ে পরের বেদন
সতর আপন কাজে।
চণ্ডীদাস কহে বনের ভিতর
তাহে[৭] কি রোদন সাজে॥

তরু ৯৫৩, কী ২৯৫ পৃঃ, ক. বি. ৬২০৪ (১৩০ পৃঃ), ২৯১, ২৯২।

নী. ৩৪৬। ন. চ. ১০৩-৪ (নামাঙ্কিত)। দী. ৬৮৫।

পাঠান্তর: নীলরতনবাবুর—নিঠুর কালিয়া, না গেল বলিয়া, জানিলে যাইত সাথে। গুরু গরবিত, বসতি আমার, পরাণ লইয়া হাতে॥ সই, কি আর বলিব তোরে। আপন অন্তর, না কর বেকত, তবে সে কহিয়ে তোরে॥ মনের মরম জানিবে কে ইত্যাদি। কীর্ত্তনানন্দে অন্যান্য পাঠান্তর: ১। এমতি, ২। রাখিলে, ৩। করিলে, ৪। যাই মনের মরম, ৫। পাই, ৬। কহি যে, ৭। তবে সে রোদন সাজে।

টীকা।—রাধা এখানে একেবারে নিঃসঙ্গ। তিনি "দুখভাগী"র 'লাগি' (দেখা) পান না বলিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করেন। রাত্রিতে চোরকে ধরিয়া খুব করিয়া মার দিয়াছে, তাহার গায়ে আঘাতের চিহ্ন দেখিয়া চোরের মা মনে খুব ব্যথা পাইয়াছে, কিন্তু সে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে পায় না—কেন না, কাঁদিলেই সকলে তাহার ছেলেকে সেই চোর বলিয়া সনাক্ত করিবে। তেমনি কুলবতী হইয়া প্রেম করিলে প্রাণ খুলিয়া কাঁদাও যায় না। 'সতর আপন কাজে'—অন্য লোকে নিজের নিজের কাজে সত্বর বা ব্যস্ত। চণ্ডীদাস বলিতেছেন, প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের ধান্দায় ব্যস্ত থাকে, তাহা হইলে অরণ্যে রোদন করিয়া লাভ কি? নীলরতনবাবুর ৩৭৩ সংখ্যক পদটি খুব সম্ভব দীন চণ্ডীদাসের রচনা, উহাতেও চোরের মায়ের কান্নার উপমা আছে।

৯০

দিবস[১] রজনি ভাবিতে আপুনি
কত না উঠিছে দুখ।
পাখা যদি পাই পাখী হয়্যা যাই
কাহারে[২] না দেখাই মুখ॥
সই,[৩] কানু মোরে দিল এত শোক।
পিরিতি করিয়া আশা[৪] না পুরিল
কলঙ্ক ঘোষয়ে[৫] লোক॥
হাম[৬] অভাগিনী তাহে একাকিনি
নহিল দোসর[৭] সঙ্গ।
অভাগিয়া লোকে যত বলে মোকে
সে[৮] আর জ্বালার তরঙ্গ॥
অবধি[৯] জানিথাউ মরম কহি যাউ
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডিদাস কহে জানি এই হয়ে
পিরিতি কিসের সুখ॥

বরাহনগর ৬ (ঙ) ২৫, ক. বি. ২৯১, ২৯২, ৬২০৪ (১২৫ পৃঃ), তরু ৮৫২। নী. ৩১৫। ন. চ. ১২৩ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৬৫২ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। আপনা আপনি দিবস রজনি ভাবিয়ে কতক দুখ—তরু, ২। না দেখাই াপ মুখ—তরু, ৩। সই, বিধি দিল মোরে শোকে—তরু। এই পাঠ অপেক্ষা সোজাসুজি ানুকে দায়ী করিয়া, মূলে ধৃত পাঠের—'সই, কানু মোরে দিল এত শোক' ঢের বেশী ঙ্গারালো। ৪। আশ—তরু; আরতি—ক. বি ২৯১, ৫। ঘুষিল লোকে—তরু, । আমি অভাগিনী, কিছু নাহি জানি—ক. বি. ২৯১, ৭। জনা—তরু, ৮। তাহা যে া যায় শুনা—তরু, ৯। বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত, ঘুচিত সকল দুখ। চণ্ডীদাসে কয়, মতি হইলে, পিরিতির কিবা সুখ॥—তরু ও নী.। এই পাঠে অর্থ খুব সহজ। কিন্তু দটির প্রাচীনতর রূপ বরাহনগর-পুথির পাঠে আছে। উহার অর্থ—আমি যদি এই জ্বালার বধি অর্থাৎ কত দূর সীমা, তাহা জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে মনের কথা বলিয়া চলিয়া াইতাম—বোধ হয় পরলোকে। তাহা হইলে সকল দুঃখ ঘুচিত। কবি বলিতেছেন, এই কমই হয় জানি। কেন লোকে প্রেমের নিকট সুখ প্রত্যাশা করে? প্রেমে সুখ কোথায়? সুনীতিবাবু প্রভৃতি বলেন, "পদটি মূলে বড়ু চণ্ডীদাসের হওয়া সম্ভব।" কোন কারণ দেখান নাই।

৯১

পিরিতি পসার লইয়া বেভার
দেখিয়ে জগতময়।
যত সে[১] না করি কুলের কুমারি
কলঙ্কি আমারে কয়॥
সই,[২] কি হবে উপায় মোর।
সে শ্যাম নাগর গুণের সাগর
কেমনে বাসিব পর॥
সে গুণ সঙরিতে যেন[৩] করে চিতে
তাহা বা কহিব[৪] কত।
গুরুজনা কুলে ডুবাইয়া মূলে
তাহারে হইব রত॥
থাকিয়ে যে দেশে[৫] সদা মোর দোষে
কহিতে না পারি কথা।
অযথা[৬] এ লোকে যত দেয় শোকে
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
বাসুলি[৭] আদেশে কহে চণ্ডিদাসে
ধৈরজ করহ চিত।
যত না সয়ে পিরিতি করয়ে
ঐছন পিরিতি রীত॥

বরাহনগর ৬ (ঙ) ২৬, ক. বি. ২৯২, ২৯৮।

নী. ৩০৪। দী ৬৩৪ পৃঃ।

পাঠান্তরঃ ১। যতেক নাগরী কুলের কুমারী—নী.। এই পাঠে নাগরী ও কুলের কুমারীদের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, পূর্ব্ব-কলির ভাব টানিয়া আনিয়া বলিতে হয় যে, তাহারা পিরিতির পসরা করে। বরাহনগর-পুথির পাঠে জোর দিয়া বলা হইয়াছে—কুলের কুমারীরা 'যত সে না করি,' যাহা কিছু করুক না, তাহাদের কোন কলঙ্ক হয় না, শুধু আমাকেই লোকে কলঙ্কিনী বলে। ২। সখি, জানি কি হইবে মোর—নী.। ইহার চেয়ে— 'সই, কি হবে উপায় মোর' অনেক ভাল। ৩। যাহা করে—নী, ৪। বলিব—নী, ৫। থাকিলে যে দেশে আমারে হাসে—নী.। ইহার চেয়ে মূলে ধৃত পাঠ ছন্দ ও ভাবের দিক্ দিয়া ভাল। ৬। অযোগ্য লোকে তত দেয় শোকে—নী.। মূলধৃত পাঠের অর্থ—অযথা এই লোকেরা আমাকে যত দুঃখ দেয়, তাহাতে দ্বিগুণ ব্যথা প্রাণে বাজে। ৭। কহে চণ্ডীদাস,

াশুলীর পাশ, এমন যদি হয় মনোরীত। যার সনে হয়, পীরিতি করয়, কহিলে সে হয় ারতীত॥—নী.। কহে চণ্ডীদাস, বাশুলীর আশ, যদি হয় এমন রীত।—ক. বি. ২৯৮।

৯২

সই, রহিতে নারিলাম[১] ঘরে।
নিরবধি শুনি[২] কালাকলঙ্কিনী
এ কথা কহিব কারে॥
ঘরে[৩] গুরুজন বলে কুবচন
কালার কলঙ্ক সারা।
বিরলে যাইয়া[৪] সেখানে বসিয়া
নয়নে গলয়ে ধারা॥
কি করিব[৫] হায় নাহিক উপায়
শুন গো মরমসখি।
এ পাপ[৬] পরাণ সদা উচাটন
ঘরে[৭] স্থির হৈয়া থাকি॥
বিষ সম[৮] হেন না রুচে ভোজন
সোয়াস্ত নাহিক হয়ে।
শ্যামের[৯] প্রসঙ্গ বিনা মোর অঙ্গ
শ্রবণে তাহা কি সয়ে॥
চিত[১০] গৃহকাজে কেনে নাহি মজে
কালার ভাবনা বাড়া।
চণ্ডিদাসে বলে বিরহ বিহ্বলে
সকলি হউক ছাড়া॥

বরাহনগর ঘ $\frac{১৩}{১৬৩}$, ক. বি. ২৮৯, ২৯২, ২৯৩।

নী. ৩২৮। দী. ৬৪৩ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। নারিনু—নী., কিন্তু ক. বি. ২৯২, ২৯৩ নারিলাম, ২। নিরবধি বলে কানু-কলঙ্কিনী—নী., ২৯২, ২৯২, ৩। ঘরে গুরুজনে, যত আছে মনে, কালার কলঙ্ক সারা —নী., কানুর কলঙ্ক—২৯৩। কিন্তু ইহাতে 'যত আছে মনে'র ক্রিয়া কই? মূলে গৃহীত বরাহনগর-পুথির পাঠে 'ঘরে গুরুজনে বলে কুবচন' যেমন মিল ভাল, তেমনি অর্থব্যঞ্জক। ৪। বিরলে বসিয়া সেখানে বসিয়া—নী. (এখানে দুই বার বসিয়া শব্দ থাকায় পাঠ দুষ্ট

হইয়াছে)। বরাহনগর ও ক. বি. ২৮৯ পুথিতে 'বিরলে যাইয়া সেখানে বসিয়া' পাঠে এ দোষ নাই। ৫। কি করিব বল ইহার উপায়—নী. (মিল হয় নাই, কিন্তু বরাহনগর-পুথির পাঠে 'কি করিব হায়, নাহিক উপায়' যেমন মিল আছে, তেমনি নৈরাশ্যের গভীরতা আছে), ৬। এ পাপ পরাণ সদাই চঞ্চল—নী. ও বরাহনগর-পুথি ছাড়া সব পুথি—এখানেও মূল পাঠেই মাত্র মিল দেখা যায়। ৭। ঘরে স্থির নাহি থাকি—নী. ও ক. বি. পুথিসমূহ। বরাহনগর-পুথির পাঠে মনের ভিতরের উচাটন ভাবের সঙ্গে বাহিরে ঘরের মধ্যে স্থির হইয়া থাকার বৈসাদৃশ্য দেখানোতে ভাব আরও গভীর হইয়াছে। ৮। বিষ ভেল গৃহ ভোজন না রুচে ঘুম নাহিক হয়—নী., বিষ ভৈল গৃহ, ভোজন না রুচে, ঘুম সে নাহিক হয়—দী., উভয় পাঠেই ঘুম নাহিক হয় গদ্যাত্মক। ৯। শ্যাম-পরসঙ্গ, বিনে নাহি ভায়, শ্রবণ তা পানে রয়—নী, ১০। গৃহকাজে চিত, না রয় বেকত, কালার ভাবনা গাঢ়া। চণ্ডীদাস বলে, কালার পীরিতি, সকলি হইবে ছাড়া॥—নী., গৃহকাজে চিত, না হয় বেকত, কালার ভাবনা লাগি। চণ্ডীদাসে বলে, কালার পীরিতি, মরমে রহিল জাগি॥—দী., চিত্ত গৃহকাজে রত হয় না ব'লে ব্যক্ত হয় না বলা যায় না—সুতরাং 'না রয়' বা 'না হয় বেকত' বিকৃত পাঠ। মূলে ধৃত বরাহনগর-পুথির পাঠের অর্থ—রাধা নিজের সখীকে বলিতেছেন, গৃহকাজে চিত্ত মজে না কেন? কালার ভাবনাই যে সব চেয়ে বড় হইল। চণ্ডীদাস বলেন, তোমার বিরহের বিহ্বলতায় গৃহকাজ প্রভৃতি সকলই ছাড়া হউক।

৯৩

শিশুকাল হৈতে শ্রবণে শুনিনু
সহজ পীরিতি কথা।
সেই হৈতে মোর তনু জরজর
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥
দৈবের ঘটিতে বঁধুর সহিতে
মিলন হইবে যবে।
মান অভিমান বেদের বিধান
ধৈরজ ভাঙ্গিবে তবে॥
জাতি কুল বলি দিতাম জলাঞ্জলি
ছাড়িনু পতির আশ।
ধরম করম সরম ভরম
সকলি করিনু নাশ॥
কুলে কলঙ্কিনী বলি দেয় গালি
গুরু পরিজন মেলি।

কাতর হইয়ে আদর করিয়ে
লইনু কলঙ্কের ডালি ॥
চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকরি কাঁদিতে নারে ।
কুলবতী হয়ে পীরিতি করিলে
এমতি ঘটিবে তারে ॥
মুই অভাগিনী কেবল দুখিনী
সকলি পরের আশে ।
আপনা খাইয়া পীরিতি করিনু
লোক শুনি কেন হাসে ॥
চণ্ডীদাস বলে পীরিতি লক্ষণ
শুন গো বরজ-নারি ।
পীরিতি-ঝুলিটি কাঁধেতে করিয়া
পীরিতি নগরে ফিরি ॥

নী. ৩৭৩ । দী. ৬৯১ পৃঃ (নী. হইতে) ।

পদটি প্রাক্-চৈতন্য চণ্ডীদাসের হইতে পারে, কিন্তু ভাষায় অনেক অদল-বদল হইয়াছে। 'দিতাম জলাঞ্জলি' বোধ হয় 'দিলাম জলাঞ্জলি'র বিকৃত রূপ ।

৯৪

সই, পিরিতি আঁখর তিন ।
জনম অবধি ভাবি নিরবধি
ন জানিয়ে[১] রাতি দিন ॥
পিরিতি পিরিতি সব জনা কহে
পিরিতি কেমন রীত ।
রসের স্বরূপ পিরিতি-মুরতি
কেবা করে পরতীত[২] ॥
পিরিতি-মন্তর জপে যেই জন
নাহিক তাহার মূল ।
বন্ধুর পিরিতে আপনা বেচিলুঁ
নিছি দিলুঁ জাতি কুল ॥

সে রূপ সায়রে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বান্ধল হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবিল যে চিতে
নিবারিব কিবা দিয়া॥
খাইতে খাইছি শুইতে শুইছি
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
অনল৩ দি ঘর-দ্বারে॥

তরু. ৮৯৩, ক. বি. ২৯২, ৬২০৪ (১২৮ পৃঃ)।

নী. ৩৩৬। দী. ৬২৮।

পাঠান্তর: ১। না জানি কি রাতি দিন—ক. বি. ২৯২, না জানি রাতি কি দিন—নী, ২। কে না করে পরতীত—ক. বি. ২৯২, নী., ইহার পর নীলরতনবাবুতে অতিরিক্ত—'সই, কি আর কুল বিচারে। শ্যাম বঁধু বিনে তিলেক না জীব কি মোর সোদর পরে॥' ৩। আগুন ভেজায় ঘরে।

টীকা।—প্রেমের উচ্চতম আদর্শ এই পদে প্রকট হইয়াছে। প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে রাত্রিদিন কোথা দিয়া চলিয়া যায়, জানা যায় না। বন্ধুর প্রেমে রাধা যেন জাতি কুল বিসর্জন দিয়া নিজেকে বেচিয়া দিয়াছেন। খাইতে হয় তাই খান, শুইতে হয় তাই শয়ন করেন, সবই যেন কলের মতন করেন। নীলরতনবাবুর ধৃত পাঠান্তরে আছে যে, নিজের ভাই (সোদর) বা অন্য লোক দিয়া তাঁহার কি হইবে? তিনি শুধু শ্যাম বন্ধুকেই চাহেন।

৯৫

সুখের পিরিতি আনন্দ যে রীতি
দেখিতে সুন্দর হয়।
মধুর পীযূষে মদন সহিতে
মাখিলে সে রসময়॥
সই, কিবা কারিগর সে।
এমত সংযোগে করি অনুরাগে
কেমতে গড়িল দে॥
সাগর মাঝারে থাকয়ে অমিয়া
কেমনে পাইবে সেহ।

মদন মাদন পাইল কোন স্থান
রসে নিরমিল দেহ ॥
তিন তিন গুণে বিন্ধিলেক ঘুণে
পাঁজর ধসিয়া গেল।
যতন করিয়া অবলা বধিতে
আনিলে এমতি শেল ॥
এমন অকাজ করে কোন রাজ
বুঝিতে নারিলুঁ মোরা।
কুলের ধরমে তেজিলুঁ মরমে
এমতি হউক তারা ॥
চণ্ডীদাসে কয় মিছা গালি হয়
না দেখি জনেক লোকে।
আপনা আপনি বোলহ কহিনী
আপন মনের সুখে ॥

তরু. ৮৯২, ক. বি. ৬২০৪ (পৃঃ ১২৮), ২৯২।

নী. ৩৪০। দী. ৬৮০ পৃঃ।

পদকল্পতরুর এই পাঠ অপেক্ষা বরাহনগরের পুথিতে অনেক ভাল পাঠ পাওয়া যাইতেছে। প্রায় পদের স্থলে পার্থক্য আছে বলিয়া পদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পদকল্পতরুর পাঠের সংখ্যাচিহ্ন দেখিলে পার্থক্য কোথায়, পাঠক তাহা ধরিতে পারিবেন।

সুখের পিরিতি আনন্দ কিরিতি
দেখিতে সুন্দর হয়।
কাঞ্চন পীযুষে মদন মোহিত
মথিলে এমতি নয় ॥
সই, কেমন করিব সে।
এ সব সংযোগ কেমনে করিলে
কেমনে গড়িল যে ॥
সিন্ধুর ভিতরে অমিয়া আছএ
কেমতে পাইলে এ।
মাটির ভিতরে কাঞ্চন গঢ়এ
বড়ই সন্দেহ এ ॥
মদন মাদন থাকে কোন স্থান
বুঝিতে সন্দেহ এ।

এ তিন আনিঞা একত্র করিঞা
গঢ়িল কেমন সে ॥
এ তিন গুণে বিন্ধিলেক ঘুণে
পাঁজরে পশিঞা গেল।
যতন করিঞা অবলা মারিতে
আনলি এমতি শেল ॥
এমতি অকাজ করে কোন রাজ
বুঝিতে নারিলু মোরা।
কুলের ধরমে তেজিলুঁ মরমে
এমতি হউক তারা ॥
চণ্ডীদাস কয় মিছা গালি হয়
না দেখি জনেক লোকে।
আপনা আপুনি বোলয়ে কাহিনী
আপন মনের সুখে ॥

বরাহনগর ৬(ক), ৪০ পদ।

'সুখের পিরিতি'কে পদকল্পতরুতে 'আনন্দ যে রীতি' বলা হইয়াছে, আর এই পুথিতে আনন্দের কীর্ত্তি (কিরিতি)স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পদকল্পতরুর 'মধুর পীযূষে মদন সহিতে মাখিলে সে রসময়' অনেকটা নিরর্থক—কেন না, পীযূষ চিরকালই মধুর, তাহাকে মদনের সহিতে মাখিলে রসময় হয় বলিলে কি বুঝায় জানি না। এই পুথির পাঠে পাই যে, মদন কাঞ্চনে ও পীযূষে মোহিত হয়; এই তিনটিকে একসঙ্গে মথিত করিলেও প্রেমের তুল্য হয় না। পরের কলিতে (১) সিন্ধুর ভিতরকার অমিয়, (২) মাটির ভিতরকার কাঞ্চন ও (৩) কোন অজ্ঞাত স্থানের মদন, এই তিন একত্র আনিয়া প্রেম গঢ়িল। পদকল্পতরুর পাঠেও 'তিন তিন গুণে' আছে বটে, কিন্তু শুধু অমিয়া মাদনের কথা বলা হইয়াছে।

৯৬

পিরিতি[১] পিরিতি পিরিতি রতন
যাহার হিয়ায় জাগে।
পরাণ ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে
এ বড় সুখ যে লাগে ॥
পিরিতি রসের সায়র দেখিয়া
নাহিতে[২] ডুবিলাম তায়।

ডুবিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগল³ দুখের বায় ॥
গুরুজন জালা জলের শেহলা
পড়সী জিয়ল মাছে।
কুল পানিফল কাঁটায় সকল
সলিল⁴ ঢাকিয়া আছে ॥
কলঙ্ক-পানা সদা লাগে গায়
ছাঁকিয়া⁵ খাইলুঁ যদি।
অন্তরে বাহিরে কুটকুট করে
সুখে দুখ দিল বিধি ॥
চণ্ডিদাস⁶ কহে শুন লো সুন্দরি
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই ॥

বরাহনগর ৬ (৮) গৃহীত মূলপাঠ, সা. প. ২০১ (পৃঃ ৫১), তরু. ৮৭২, ক. বি. ২৯১, ২৯২, ৩২৭ (J. L ২৪, পৃঃ ৪২)।

নী. ৩৮৭। ন. চ. ১৩১ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৬৬২।

পাঠান্তর : ১। পিরিতি সুখের সায়র দেখিয়া—তরু। পিরিতি রসের সায়র দেখিয়া—সা-প পুথি ও নী। প্রথম কলিটি অতি সুন্দর, ইহা শুধু বরাহনগরের পুথিতে আছে। ইহার সহিত তুলনীয়—

পিরিতি পিরিতি কি রীতি মুরতি
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে
পিরিতি গঢ়ল কে ॥—তরু. ৮৭৫।

২। নাহিতে নামিলাম তায়—তরু ; কিন্তু সা-প-২০১ ও সুনীতিবাবু প্রভৃতির ধৃত অন্য চারিখানি পুথিতে 'ডুবিলাম' বা 'ডুবিলুঁ' আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৭ সংখ্যক পুথির পাঠ—নাইতে উঠিনু তায়। নাহিয়া উঠিতে ফিরিয়া চাহিতে ইত্যাদি। ৩। 'লাগল' বা তরুধৃত 'লাগিল দুখের বায়'। ইহার পরে পদকল্পতরুতে আছে,—

কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর, নিরমল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ করে টলমল ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৭ সংখ্যক পুথিতে আছে,—

কে না সিরজিল পিরিতি সায়র
সুকোমল তার জল।
দুখের মকর দেখিয়া সকল
প্রাণ করে টলবল॥

সুনীতিবাবু প্রভৃতি পাঠ ধরিয়াছেন,—

দেখিতে সুন্দর প্রেম-সরোবর
সুখময় তার জল।
দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলবল॥

কিন্তু এই পদেই পরের কলিতে আছে যে, জলে শিহালা বা শ্যাওলা অনেক, সেখানে পানিফলের কাঁটা আছে, কলঙ্ক পানা আছে—এ ক্ষেত্রে সেই সরোবরের জলকে 'সুখময় তার জল' বা পদকল্পতরুধৃত 'নিরমল তার জল' বলা অস্বাভাবিক। এই কলিটি বরাহনগরের পুথিতে নাই। মনে হয়, কোন গায়ক উহা পরে জুড়িয়া দিয়া থাকিবেন। ৪। সলিল বেড়িয়া আছে—তরু., সলিল যুড়িয়া আছে—সা-প. ২০১, ৫। ছানিয়া খাইলুঁ যদি—তরু., ছানিয়া খাইলাম যদি—পদরত্নাকর, ৬। কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনি—তরু., পদরত্নাকরে—চণ্ডীদাসে বলে শুন গো সুন্দরি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৭ সংখ্যক পুথির ভণিতা,—

চণ্ডিদাসে কহে শুন বিনোদিনি
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া পিরিতি করিলে
দুখ যায় তার ঠাঞি॥

টীকা।—প্রেম হইতেছে রত্ন। এ রত্ন যাহার হৃদয়ে জন্মে বা জাগে, তাহার খুব ভাগ্য! কেন না, প্রেমে এতই সুখ যে, প্রাণ গেলেও প্রেমকে ছাড়া যায় না। কবি বলিতেছেন,—সুখ দুখ দুটি ভাই, তাই রাধা বলেন,—প্রেমকে সুখের সাগর দেখিয়া আমি উহাতে ডুব দিলাম, কিন্তু ডুব দিয়া উঠিতে না উঠিতে গায়ে দুঃখের বাতাস লাগিল। কেন না, ঐ সরোবরের শ্যাওলা হইতেছে গুরুজনের জালা, প্রতিবেশিনীরা জিয়ল মাছের কাঁটার তুল্য, কুলধর্ম্ম যেন পানিফলের কাঁটা, আর কলঙ্ক যেন জলের পানা। সে জল এত খারাপ যে, ছাঁকিয়া খাইলেও উহাতে অন্তর বাহির কুটকুট করে। সুনীতিবাবু প্রভৃতি বলেন,—"এই বিখ্যাত পদটিতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের দুই এক স্থলে বর্ণিত উপমার সহিত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের দুইটি সুন্দর পদে সরোবরের সহিত ও পুষ্পাবলীর সহিত শ্রীরাধার দেহ তুলিত হইয়াছে।" কিন্তু এখানে তো সে রকম কিছুই নাই—তবুও তাঁহারা উপমার সাদৃশ্য দেখিলেন কোথায়? অবশ্য তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে—"সমগ্র পদটি ভাবে ও ভাষায় বড়ু চণ্ডীদাসের না হওয়াই সম্ভব"।

৯৭

ভুবন ছানিয়া যতন করিয়া[১]
আনিলু প্রেমের বীজ।
রোপণ করিতে গাছ যে হইল
সাধল[২] মরম নিজ॥
সই,[৩] প্রেম-তরু কেন হৈল।
হাম অভাগিনী দিবস রজনী
সিঁচিতে জনম গেল॥
পিরিতি করিয়া সুখ যে পাইব
শুনিলুঁ সখীর মুখে।
অমিয়া বলিয়া গরল কিনিয়া
খাইলুঁ আপন সুখে॥
অমিয়া হইত স্বাদু লাগিত
হইল গরল ফলে।
কানুর পিরিতি শেষে হেন রীতি
জানিলুঁ পুণ্যের বলে॥
যত মনে ছিল সকলি পূরিল
আর না চাহিব নেহা।
চণ্ডীদাস কহে পরশন বিনে
কেমনে ধরিবে দেহা॥

তরু. ৮৭৬, ক. বি. ২৯৮, ৬২০৪ (১২৭ পৃঃ)।

নী. ৩৫০। দী. ৬৬৫ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। করিব—ক. বি. ২৯৮, ২। সাধিব—ক. বি. ২৯৮, ৩। প্রেমের গাছ কেবা বানাইল—ক. বি. ২৯৮।

টীকা।—পৃথিবী খুঁজিয়া প্রেমের বীজ আনিয়া বপন করিলাম, প্রেমতরু জন্মিল; কিন্তু উহাতে জলসেচন করিতেই জীবন গেল। প্রেমে সুখ আছে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু এ যে দেখিতেছি, স্বেচ্ছায় গরল কিনিয়া খাইয়াছি। যত মনে ছিল, সকলি পূরিল—ব্যঙ্গ্য অর্থ—কোন সাধই পূর্ণ হইল না। আর না চাহিব নেহা—আর প্রেম, স্নেহ, নেহা চাহিব না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে নেহ শব্দ সাত বার এবং নেহা শব্দ ১৭ বার ব্যবহৃত হইয়াছে। তথাপি সুনীতিবাবু প্রভৃতি এই পদটিকে কোথাও স্থান দিলেন না কেন, বুঝিলাম না।

৯৮

যতন করিয়া বেসালি ধুইয়া
যতনে[১] সাজানু দুধ।
দধি[২] যেন হেন জল যে হইল
পাইনু কেবল দুখ॥
সই, দধি কেন ছাড়ি[৩] গেল।
কানুর পিরিতি কুলের করাতি
পরাণ কাটিয়া নিল॥
পিরিতি ঘুচিল আরতি[৪] পূরিল
না[৫] গেল কলঙ্কজ্বালা।
তবু অভাগিনী না ঘুচে কাহিনী
পরিবাদ দেই কালা॥
বুঝিলু[৬] যতনে বধিল পরাণে
ছাড়িনু তাহার আশ।
চিতে আর কত ভাবি অবিরত
দৈবে করিল নৈরাশ॥
যে[৭] ছিল কপালে ঝাঁপ দিব জলে
তেজিব[৮] আপন দেহ।
চণ্ডীদাস কহে ছাড়িলে[৯] ছাড়া নহে
শুধুই সুধা যে নেহ॥

বরাহনগর ৬ (ঙ) ২৮, ক. বি. ২৯১, ২৯২, ২৯৮।

নী. ৩২০। দী. ৬৩৮ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। সাঁজেতে সাঁজাইলুঁ দুধ—ক. বি. ২৯১, সাঁজা সাজাইনু দুধ—ক. বি. ২৯৮, সাজে সাজা দিলু দুধে—নী., ২। দধি সে নহিল, জল সে হইল, পাইলু বড়ই দুখ—নী, ৩। ছিঁড়ি—নী., ছিড়িয় লা—ক. বি ২৯১, ৪। আরতি না পূরিল—নী., ৫। না ঘুচিল—নী, ৬। বুঝিলাম যতনে প্রবোধিনু পরাণে—নী., ৭। আর কেহ বলে ঝাঁপ দিব জলে—নী., ৮। তেজিব এ পাপ দেহ—নী, ৯। ছাড়িলে ছাড়ন নহে শুধু সুধাময় লেহ—নী.।

টীকা।—যতনে সাজানু দুধ—দুধে দইয়ের সাজা দিয়া দই বসান হয়। দধি কেন ছাড়ি গেল—দই জমিল না, কাটিয়া গেল। কুলের করাতি—করাত দিয়া যেন কুলধর্ম্মকে কাটা হইল। বুঝিনু যতনে বধিল পরাণে—যত্ন করিয়া বুঝিলাম যে, আমাকে প্রাণে মারিল;

তাহার আশা ছাড়িয়া দিলাম। ভণিতায় কবি বলিতেছেন যে, তুমি ছাড়িব মনে করিলেই কি ছাড়া যায়? প্রেম (নেহ) যে শুধুই সুধা।

৯৯

জনম অবধি পিরিতি বিয়াধি
অন্তরে রহিল মোর।
জ্বলিয়ে উঠয়ে পরাণ ফাটয়ে[১]
জ্বালার নাহিক ওর॥
সই, এ[২] বড় বিষম ব্যথা।
কানুর কলঙ্কে[৩] জগত ভরিল
জুড়াইব[৪] আর কোথা॥
বেয়াধি সমাধি[৫] করিতে অবধি
পাইয়ে কাহার লাগি।
উপদেশ[৬] দেয় মোরে কিনি লয়
ঘুচায় মনের আগি॥
জনম অবধি কণ্টক ননদী
জ্বালাতে জ্বলিল মূল।
তাহার অধিক নিদারুণ[৭] জ্বালা
খলের পিরিতি শূল॥
খলের[৮] সংহতি ছাড়িলুঁ পিরিতি
ছাড়িলুঁ সকল সুখ।
চণ্ডীদাস কহে যদি দেখা নহে
তবে[৯] সে বাসিয়ে দুখ॥

বরাহনগর ৬ (ঙ) ২৫, কীর্ত্তনানন্দ ৩০৬ পৃঃ, ক. বি. ২৯১, ২৯২, ২৯৮। নী. ৩১৯। দী. ৬৩৭ পৃঃ।

পাঠবিচার: নীলরতনবাবুর পদাবলীতে এই পদটির ৫ ও ৬ চিহ্নিত স্থানের পরিবর্ত্তে পাঠ আছে,—

বেয়াধি অবধি সমাধি করিয়ে
পাই এবে যার লাগি।
এমতি ঔষধ হয় অল্প মূল্য নয়
হিয়ার ঘুচায় আগি॥

ব্যাধি পর্য্যন্ত সমাধি বা ধ্যান করি, এখন যাহার সঙ্গ পাই। অল্প মূল্য দিলে যদি এমন ঔষধ পাওয়া যায় যে, হৃদয়ের আগুন নিভে—এ সব কথা অসংলগ্ন ও অর্থহীন। রাধা যেন শুধু বেশী দাম বলিয়াই ঔষধ কিনিতে পারিতেছেন না! কীর্ত্তনানন্দে ঐ স্থানে পাঠ আছে,—

বেয়াধি সমাধি অবধি করিতে,
পাইয়ে কাহার লাগি।
ঔষধ দেয় মূল্য যে লয়
হিয়ার ঘুচয়ে আগি॥

ইহার অর্থ,—আমি যে বন্ধুর কথা ধ্যান করি (সমাধি), তাহা একটা আমার রোগ, সেই রোগের অবধি অর্থাৎ শেষ করিতে পারে, এমন কাহারও যদি দেখা পাই (কাহার লাগি), তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে মূল্য দিয়া ঔষধ লইব, যাহাতে হৃদয়ের আগুন নিভে। এই পাঠে সঙ্গত অর্থ পাওয়া গেলেও ঔষধ দেওয়া ও মুল্য লওয়ার সঙ্গে পদটির পৌর্ব্বাপর্য্য ভাব মেলে না। বরাহনগরের পুথির পাঠে 'পাইব কাহার লাগি' বড় মিষ্ট; কেন না, দয়িতের নাম না করিয়া, বঁধু না বলিয়া, নৈর্ব্যক্তিক 'কাহার' বলাটা যেন নববধূর বরকে উল্লেখ করার মতন। তাহার দেখা পাইলে রাধা তাহাকে উপদেশ দিবেন যে, রাধাকে আর এ সংসারে না রাখিয়া, তাহাকে দাসীরূপে কিনিয়া লইয়া, তাহার মনের আগুন ঘুচাক্। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দাস-দাসী বিক্রয়ের প্রথা বাংলাদেশে ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের প্রথমে হুগলীতে দাস-দাসী বিক্রয়ের কথা Camposএর বাংলায় পর্ত্তুগীজদের ইতিহাস হইতে জানা যায়। ৭ চিহ্নিত অংশের পরিবর্ত্তে নীলরতনবাবুর ধৃত পাঠ,—

জনম অবধি কণ্টক ননদী
জ্বালাতে জ্বলিল মন।
তাহার অধিক দ্বিগুণ জ্বালায়
খলের পীরিতি শুন॥
খলের সংহতি ছাড়িনু পীরিতি
ছাড়িনু সকল সুখ।

অর্থাৎ জন্ম হইতেই ননদিনী কাঁটার মতন লাগিয়া আছে; তাহার জ্বালায় মন জ্বলিয়া গেল। শোন, ননদিনীর জ্বালার চেয়েও দ্বিগুণ জ্বালা হইতেছে খলের সঙ্গে আমার প্রেমে পড়া। সেই জন্য খলের সঙ্গে পীরিতি ছাড়িলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সকল সুখই বিসর্জ্জন দিলাম। এই ভাবটি বরাহনগরের পুথির পাঠে আরও জোরালো হইয়া ফুটিয়াছে,—

জনম অবধি কণ্টক ননদী
জ্বালাতে জ্বলিল মূল।
তাহার অধিক দারুণ জ্বালা
খলের পিরিতি শূল॥

ননদিনীর জ্বালায় আমার অন্তর যেন সমূলে জ্বলিয়া গেল ; কিন্তু তাহার চেয়েও অধিক জ্বালা দিতেছে খলের প্রেম , উহা যেন শূলব্যথার মতন লাগে।

উভয় পাঠেই একটি খট্‌কা থাকে—কাহারও কি জন্ম হইতেই ননদিনী হয় ? সে কালে খুব অল্প বয়সে বিবাহ হইত—থালার উপর মেয়েকে শোয়াইয়া সম্প্রদান করা হইত বটে, কিন্তু তাহাতেও জনম অবধি ননদিনী হয় না। বরাহনগরের পুথির পাঠ এই সমস্যার সমাধান করে।

১০৭

যাবত জনমে কি হৈল মরমে[১]
পিরিতি হইল কাল।
অন্তরে বাহিরে পশিয়া রহিল
জনম[২] অবধি শাল॥
সই, উপায় বল না মোরে।
গঞ্জনা সহিতে নারি আর চিতে
মরম কহিয়ে[৩] তোরে॥
ননদি-বচনে পুড়িছে[৪] পরাণে
আপাদমস্তক চুল।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
পাথারে ভাসাব কুল॥
ভাসিয়া যায় ঘুচে[৫] যে দায়
না[৬] বলে কেহো যে লোকে।
চণ্ডীদাসে[৭] কয় না করিহ ভয়
কি করে অবোধ লোকে॥

বরাহনগর ৬(ঙ) ৩২, ক. বি. ২৯২, ২৯৮, তরু. ৮৮০, কী, ২৯৪ পৃঃ।

নী. ৩১২। দী. ৩৭০ পৃঃ।

পাঠান্তর : ১। যাবত জনমে, কি হইল করমে—তরু, কী, যাবত জনমে, কি হইল মরমে—নী, 'মরমে' অর্থাৎ হৃদয়ে কি হইল, এই পাঠই ভাল। ২। অন্তরে বাহিরে পশিয়া রহিল কেমতে হইবে ভাল।—তরু। কি পশিয়া রহিল, তাহা এই পাঠে বুঝা যায় না। পূর্ব্বের কলিতে পিরিতি কালস্বরূপ হইল বলা হইয়াছে, কিন্তু পশিল কি ? বরাহনগর-পুথিতে ও কীর্ত্তনানন্দের পাঠে দেখা যায় যে, পিরিতি জনম অবধি শালের মতন

(শূলের মতন) রাধার অন্তরে পশিল। ৩। কহিলুঁ—তরু, ৪। জ্বলিছে—তরু, নী, ৫। ঘুচয়ে দায়—তরু, ৬। না বোলে এ ছার লোকে—তরু, না বলে ছাড়য়ে লোকে—নী, (আধুনিক ভাষায় রূপান্তরিত ও অর্থ বিকৃত)। এই দুই পাঠ অপেক্ষা বরাহনগরের পুথির পাঠ ভাল; কেন না, উহাতে বলা হইয়াছে যে, কুল ভাসিয়া গেলে দায় চুকিয়া যায়, আর লোকে কিছু বলিবে না (যতক্ষণ কুলে থাকা যায়, ততক্ষণই গঞ্জনা)। ৭। চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে মরিবে তাহারা শোকে—তরু, চণ্ডীদাস কয়, নাহি কর লাজ ভয়, কি করিবে অবোধ লোকে—কী, চণ্ডীদাস কয়, না করিহ ভয়, কি করিবে অধম লোকে—নী।

১০১

দূর দূর কলঙ্কিনি বলে অবোধ লোকে গো[১]।
না জানি কাহার ধন হর্‌্যা দিলাম কাকে গো[২]॥
কার সনে নাহি কথা, থাকি ভয় করি গো[৩]।
তবু ত দারুণ লোকে সেই কথা কয় গো[৪]॥
তার সনে নাহি কথা, মিছা কথা রটে গো[৫]।
দেখা হয়, কথা কয়, তবু সহি বটে গো[৬]॥
মিছা কথা কহি লোকের মন ভারি করে গো[৭]।
পরকুৎসায় ধর্ম্মনাশ তিন লোক মরে গো[৮]॥
চণ্ডিদাস কয়, লোকে মিছা কথা কয় গো[৯]।
আপন মন, বুঝি দেখ, হয় কি না হয় গো[১০]॥

বরাহনগর ৬(ঙ) ৩৩, ৬(ক) ৫৪ পদ,
ক. বি. ২৯২, ২৯৮, কী. ২৯৬ পৃঃ।

নী. ২৮৭। ন. চ. ১০৬ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৬২৬ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। দূর দূর কলঙ্কিনি বলে সব লোকে গো—নী, ন চ, দী, সব লোক গো—কী, ২। না জানি কাহার ধন কিবা আমি নিনু গো—কী, দী, না জানি কাহার ধন নিলাম আমি গো—নী, না জানি কাহার ধন নিল কোন পাকে গো—ন. চ, ৩। কার সনে না কহি কথা থাকি ভয় করি গো—কী, নী, কারো সনে না কহি কথা থাকি করি ভয় গো—ন চ, ৪। তবু তো দারুণ লোকে কয় সেই কথা গো—কী, তবু তো দারুণ লোকে কহে নানা কথা গো—নী, দী, তবু ত দারুণ লোকে মিছা কথা কয় গো—ন চ, ৫। তার সনে মোর দেখা নাই বটে মিছা কথা গো—কী, তার সনে মোর দেখা নাই মিছা কথা রটে গো—নী, তার সনে মোর দেখা নাহি পরিচয় গো—দী, তার সনে নাহি দেখা নাহি পরিচয়

গো—ন চ, ৬। দেখা হইলে কহিত যদি তার বলে সহি গো—কী. দেখা হইলে কইত যদি তার কোলে সইত গো—নী. দী, (কোল), দেখা হইলে কইত যদি তবে মনে সয় গো—ন চ, ৭। মিছা কথা কহিয়া পরের মন ভারি করে গো—কী, কইয়ে—নী, কয়া—দী, কইয়া—ন চ। নীলরতনবাবুর ধৃত পাঠান্তর—একে নারী কুলের বৈরী দেখিতে মোরে নারে গো—ন চ,-গৃহীত পাঠ. ৮। পরকুচ্ছা অধর্ম বলে কেমন করিয়া রহে গো—কী, পরকুচ্ছায় ধরম মেনে কেমন করে সয় গো—নী. ন চ, করি—দী, ৯। চণ্ডীদাস কয় লোকে মিছা কথা কয় গো—কী, নী, দী, চণ্ডীদাস কয় লোকের মিছা কথা হয় গো—ন চ, ১০। হয় কি না হয় মনে আপনি বুঝি দেখ গো—কী (নী-র অষ্টম পংক্তি), আপন মনে বুঝে দেখ হয় কি না হয় গো—দী। সুনীতিবাবু প্রভৃতি আধুনিক আকর দেখিয়া পাঠ ধরিয়াছেন বলিয়া "এই পদটি ভাষায় ও ভাবে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয়" লিখিয়াছেন। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পুথি বা ১৭৬৬ খ্রীঃ সঙ্কলিত কীর্ত্তনানন্দকে নিতান্ত আধুনিক বলা চলে না।

১০২

পিরিতি[১] মিরিতি এ দুই বচন
কে বলে পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া
জনম কান্দিতে গেল॥
সই লো, এ বুকে দারুণ ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পিরিতির কথা॥
কুলবতী[২] হৈয়া কুলে দাঁড়াইয়া
যে জন পিরিতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
অমনি পুড়িয়া মরে॥
হামু[৩] অভাগিনী এ দুখে দুখিনী
সদাই ঝরয়ে আঁখি।
চণ্ডীদাসে কয় যে সুখ উঠিল
জীবন সংশয় দেখি॥

বরাহনগর ৬(ঙ) ৩৬, ক. বি. ২৯১, ২৯২, ২৩৯৪, ৬২০৪ (পৃঃ ১২৬), তরু. ৮৭০, সা. প. ২০১ (পৃঃ ৫১)। নী. ৩০৯। ন চ. ১২৫ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী. ৬৬০ পৃঃ।

বরাহনগর-পুথির আরম্ভ,—

সই, কি বুকে দারুণ ব্যথা।
যে দেশে নাহিক সে দেশে যাইব
পাপ পিরিতি কথা॥

সা. প. ২০১ পুথিতে আরম্ভ,—

এ কি দারুণ বুকে বেথা।
সে দেশেরে যাব যে দেশে না শুনিব
পাপ পিরিতির কথা॥

পদকল্পতরুতে আরম্ভ,—

কি বুকে দারুণ বেথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি
পাপ পিরিতের কথা॥

সুনীতিবাবু প্রভৃতি ও মণীন্দ্রবাবুর গ্রন্থে—সই, কি বুকে দারুণ ব্যথা।

১। পদকল্পতরু ও অন্যান্য পুথিতে—পিরিতি মিরিতি এ দুই বচন— নাই, ২। সুনীতি-বাবু প্রভৃতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৯৪ পুথি হইতে পাঠ লইয়াছেন,—

কুলবতী হৈয়া কুল তেয়াগিয়া
যে ধনী পিরীতি করে।

এখানে কুলত্যাগ করিয়া যে পিরীত করিবে, তাহার আর তুষের আগুনের মতন ধিকি ধিকি করিয়া গোপনে আগুন জলিবে কেন? সেই জন্য কুলে দাঁড়াইয়া অর্থাৎ কুলের মধ্যে থাকিয়াই প্রেম করে, এই পাঠই ভাল মনে হয়। ধনী মানে সুন্দরী, এখানে 'যে ধনী' অপেক্ষা 'যে জন' ভাল পাঠ মনে হয়. ৩। পদকল্পতরুর পাঠ—

হাম বিনোদিনী এ দুখে দুখিনী প্রেমে ছলছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে যে গতি হইল পরাণ-সংশয় দেখি॥

এই পদের পৌর্ব্বাপর্য্য বিবেচনায় 'বিনোদিনী' অপেক্ষা 'অভাগিনী' অধিক সঙ্গত। 'প্রেমে ছলছল আঁখি' অপেক্ষা 'সদাই ঝরয়ে আঁখি' পাঠই ভাল মনে হয়। সুনীতিবাবু (র, ম, ও নীলরতনবাবু হইতে) 'হাম অভাগিনী' পাঠই ধরিয়াছেন। বরাহনগর ৬(ক) পুথিতে এ স্থানে পাঠ আছে,—

এ দুখে দুখিত, রাই বিনোদিনী, ভাবে ছলছল আঁখি।
কহে চণ্ডিদাস, বিষম হইল, জীবন সংশয় দেখি॥

টীকা।—পিরিতি ও মিরিতি (মৃত্যু), এই দুইটি শব্দের মধ্যে কে বলে যে, পিরিতি ভাল? যখন প্রেম করিয়াছিলাম, তখন হাসিতে হাসিতে আনন্দ করিয়াই করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন কাঁদিতে কাঁদিতে জন্ম গেল। রাধার বুকে নিদারুণ যন্ত্রণা, তিনি দিনরাত কষ্ট

পাইতেছেন। তাই তিনি এমন দেশে চলিয়া যাইতে চান, যেখানে 'পাপ পিরিতে'র কথা আর শুনিতে না হয়। চণ্ডীদাস কয় যে সুখ উঠিল—'সুখ' এখানে বিদ্রূপ করিয়া বলা হইয়াছে। কবি বলিতেছেন, তুমি হাসিতে হাসিতে প্রেম করিয়াছিলে, এখন দেখি যে, তোমার সুখের জ্বালায় প্রাণ সংশয় হইয়াছে। বরাহনগর ৬(১০২৬ক) পুথিতে এই পদটির নিম্নলিখিত রূপ পাওয়া যাইতেছে,—

কুলবতী হঞা কুলে ডারাইঞা ১
যে ধনি পিরিতি করে। ২
তুষের আনল যেন সাজাইঞা ৩
তেমতি পুড়িঞা মরে ॥ ৪
সই, এ বুকে দারুণ বেথা। ৫
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনিব ৬
পাপ পিরিতির কথা ॥ ৭
পিরিতি মিরিতি এ দুই আখর ৮
কে বলে পিরিতি ভাল। ৯
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিলু ১০
কান্দিতে জনম গেল ॥ ১১
এ দুখে দুখিত রাই বিনোদিনী ১২
ভাবে ছলছল আঁখি। ১৩
কহে চণ্ডিদাস বিষম হইল ১৪
জীবন সংশয় দেখি ॥ ১৫

এই পদের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ = মূলে ধৃত ৮, ৯, ১০, ১১, ৫, ৬, ৭, ইহার ৮, ৯, ১০, ১১, ১৫ = ১, ২, ৩, ৪, ১৫, ইহার ১২, ১৩, ১৪র সঙ্গে পদকল্পতরুধৃত ১২, ১৩, ১৪ পাঠান্তরের সাদৃশ্য আছে। ইহাতে "পিরিতি মিরিতি এ দুই আখর" এই পাঠ মূলে ধৃত "পিরিতি মিরিতি এ দুই বচন" অপেক্ষা ভাল।

১০৩

অঙ্গ-অভরণ হস্তের কঙ্কণ
গলার গজমতি-হার।
চিন্তার আবেশে তনু শুখাইল
সেহ লাগয়ে ভার ॥
সখি, এ দুখ কহিব কারে।
যতনে যে জন পিরিতি গঠিল
সেই সে বুঝিতে পারে ॥

পরের মন-তুখ পরে নাহি জানে
শুনি করে উপহাস।
আপনা বলিয়া পিরিতি করিলুঁ
জাতি কুল হৈল নাশ ॥
কহে চণ্ডীদাসে বিরহ দেখিয়া
শুন গো রাজার ঝি।
রাধা রাধা বলি বংশীটি বাজায়
বিচ্ছেদে ঠেক্যাছ কি ॥

অঃ ৫৬।

১০৪

কাঞ্চন বরণ দেহের গঠন
তাহারে করিলুঁ কালা।
সে পর পুরুষ লাগি করি আশ
হয়্যা কুলবতী বালা ॥
সই, কি আর বলিব তোরে।
পিরিতি করিয়া মরিলু ঝুরিয়া
আনলে বেড়িল মোরে ॥
মন যে পামর ভাবে নিরন্তর
কালা কানু লাগি ঝুরে।
কে আছে এমন করে নিবারণ
আনিয়া মিলাবে মোরে ॥
চণ্ডীদাস কহে মনের আনন্দে
শুন অদভুত কথা।
সে বঁধু নাগর তোমা ছাড়া নহে
অন্তরে না ভাব বেথা ॥

অঃ ৩৭ (প্রাঃ পুাথ)।

১০৫

কালিয়া বরণ নিরমিল যার
অন্তরে বাহিরে কালা।
কোন্ বা বিদগধ খেনেতে দেখিলুঁ
আমারে বাড়িল জ্বালা॥
সই, দগধে হিয়ার মাঝে।
আমার অন্তর দহে কলেবর
কান্দিতে নারি গো লাজে॥
নগর মাঝারে লোকে বোলে মোরে
ঐ আইল শ্যামের রাই।
সহজে কলঙ্কে জগত ভরিল
তারে দেখিতে না পাই॥
শাশুড়ী ননদী কানু-পরিবাদী
বিনে নাহি বোলে আর।
চণ্ডীদাসে বোলে কালিয়া-রতন
তোমারি গলার হার॥

অঃ ৫৭ (প্রাঃ পুথি)।

১০৬

সুখের লাগিয়া পিরিতি করিলুঁ
শ্যাম বন্ধুয়ার সনে।
পরিণামে এত দুখ হবে বল্যা
কোন্ অভাগিনী জানে॥
সই, পিরিতি বিষম মানি।
এত সুখে এত দুখ হবে বল্যা
স্বপনে নাহিক জানি॥
সেহেন কালিয়া নিঠুর হইঞা[১]
কি শেল লাগিল যেন।
দরশন লাগি[২] যেন হৈল যুগি
সে এত নিঠুর কেন॥

না বল না কি বুদ্ধি করিব
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি কি[৩] দিয়ে জুড়াব
কেমনে হইব ভাল॥
চণ্ডীদাসে কহে শুন[৪] বিনোদিনি
মনে না ভাবিহ আন।
তুমি সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥

তরু ৮৮২, বরাহনগর ৬(ক) (পৃঃ ৯),
ক. বি. ২৯১, ২৯২, ৬২০৪ (১২৭ পৃঃ)।

নী. ৩৩৮। দী. ৬৭২।

পাঠান্তর: ১। হইলা—তরু, নী, ২। দরশন আশে যে জন ফিরয়ে—তরু, ৩। পরাণ পোড়ানি কি দিলে হইবে ভাল—তরু, ৪। শুনহ সুন্দরি—ক. বি. ২৯১।

টীকা।—দরশন লাগি যেন হৈল যুগি—যোগী বা ভিক্ষুকের মতন যে আমার দেখা পাইবার জন্য ঘুরিত। পদকল্পতরুধৃত পাঠ—দরশন আশে যে জন ফিরয়ে—শ্যাম বন্ধু আমার দর্শন পাইবার আশায় চারি দিকে ঘুরাফিরা করিত, সে এখন এত নিষ্ঠুর হইল কেন? বরাহনগর-পুথির পাঠ পদকল্পতরুর পাঠ অপেক্ষা প্রাচীনতর মনে হয়।

১০৭

সুখের লাগিয়া রন্ধন করিলুঁ
ঝালেতে[১] ঝালিল দে।
আস্বাদ[২] নহিল জাতি সে গেল
ব্যঞ্জন খাইবে কে॥
সই, ভোজন বিস্বাদ হৈল।
কানুর পিরিতি রস[৩] এই মতি
কে[৪] জানে কেমন ভেল॥
পিরিতি রসের নাগর দেখিয়া
আরতি বাঢ়ালুঁ তাতে।
পরাণ[৫] সজনি গুণিঞা রজনী
আগুন উঠিল চিতে॥

উঠিতে উঠিতে অধিক উঠিল
পিরিতে পুড়িল[৬] দেহ।
নিমে[৭] লোনে সুধা একত্র করিয়া
ঐছন তাহারি[৮] লেহ॥
চণ্ডীদাস কয় হিয়া[৯] এত সয়
সকলি গরল হৈল।
কিছু কিছু সুধা বিষ গুণ আধা
নেহা চিরঞ্জীবী কৈল॥

বরাহনগর ৬ (১০২৬ ক) (পৃঃ ৭), তরু ৮৮৪,
ক. বি. ২৯১, ২৯২, ৬২০৪ (১২৭ পৃঃ)।

নী. ৩৩৯। দী. ৬৭৩ পৃঃ।

পাঠান্তর : ১। জ্বালাতে জ্বলিল দে—তরু, ঝালেতে ঝালিল দে—নী, ২। স্বাদ নহিল—তরু, নী, ৩। হেন রসবতী—তরু, ৪। কি জানি কেমন হল—নী, স্বাদ গন্ধ দূরে গেল—তরু, ৫। তবে সে সজনি, দিবস রজনী, অনল উঠিল চিতে—তরু, নী, ৬। ডুবিল, ৭। নিমে সুধা দিয়া—তরু, নী, ৮। কানুর—তরু, নী, ৯। হিয়ায় সহয়—তরু, নী।

টীকা।—প্রেম করার সঙ্গে রন্ধনের তুলনায় দেখা যাইতেছে, রন্ধন বিস্বাদ হইয়াছে। ঐ বিস্বাদ রন্ধনের বা ভোজনের সঙ্গে কানুর পিরিতির তুলনা দেওয়া হইয়াছে। পদকল্পতরু-ধৃত পাঠে 'আগুন উঠিল' বলিয়া আবার 'পিরিতে ডুবিল দেহ' বলার মধ্যে উপমার গোলমাল হইয়াছে (mixed metaphor)। প্রকৃত পাঠ যে 'পুড়িল,' তাহা বরাহনগর-পুথিতে পাওয়া যাইতেছে। চণ্ডীদাস বলেন, সবই গরল হইল, তবুও প্রাণে ইহা সহ্য হইতেছে ; কেন না, কানুর প্রেমে কিছু কিছু সুধা ও তাহার অর্দ্ধেক ভাগ বিষ আছে। উহাতে প্রেম চিরঞ্জীবী হইল অথবা প্রেমে দেহ চিরঞ্জীবী হইল।

১০৮

সই,[১] আর যে কহিব কত।
আপন খাইলুঁ ছাড়িতে নারিলুঁ
হইতে নারিনু রত॥
জলে[২] ঝাঁপ দিয়া যমুনা পশিয়া
থাকিব যেমন মরি।
গোঠ বিহরিতে ধেনু চরাইতে
সেখানে দেখিবে হরি॥

তখন[৩] তখনি চরণ দুখানি
পরিণাম কিছু নয়।
কহিতে কহিতে সোনা যে বরিখে
রাঙ্গের[৪] তুলনা হয়॥
ধাউড় চতুর সে[৫] ঢীট সকলি
সব যে মিছাই কয়।
তাহার অধিক বচন[৬] চাতুরি
ঢীট ঢঙ্গেতে কয়॥
এমতি নাগর গুণের সাগর
ঐছন[৭] বচন তার।
এমতি বচনে করিয়া প্রমাণে
কেবা কোথা হৈল পার॥
চণ্ডীদাসে[৮] কহে ক্রোধে কিবা হয়ে
এখন কি আর কয়।
না বুঝি তখন পিরিতি করিলে
এখন কেন না রয়॥

বরাহনগর ৬(ঙ) ৩৫, ক. বি. ২৯২, ২৯৮।

নী ২৭৬। দী ৬২০ পৃঃ।

পাঠান্তর ও পাঠবিচার: ১। সই, আর বা সহিব কত—ক. বি. ২৯২, ২। ঝাঁপ যে দিয়া, জলেতে পশিয়া, যমুনায় থাকিব মরি—নী, ঝাঁপ যে দিয়া, জলে পশিব—ক. বি ২৯৮, মূলে গৃহীত পাঠ ভাল, সত্য সত্য রাধা মরিবেন না, তিনি মরার মতন পড়িয়া থাকিবেন, যাহাতে কৃষ্ণ গোরু চরাইতে আসিয়া দেখিতে পান। ৩। এখন তখনি বচন দুখানি পরিমাণ কিছু নয়—নী (মানে হয় না)। কিন্তু বরাহনগর ও ক. বি. ২৯২, ২৯৮ পুথিতে স্পষ্ট করিয়া 'চরণ দুখানি' লেখা আছে। মূলে গৃহীত পাঠ অনুসারে অর্থ—আমাকে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কৃষ্ণ দেখিতে আসিবেন, আমি তখনি তাঁহার চরণ দুখানি জড়াইয়া ধরিব। কিন্তু তাহাতেও কি কিছু ফল হইবে? (পরিণাম কিছু নয়) সে তো মুখে খুব মিষ্ট, মনে হয় যেন স্বর্ণবর্ষণ (সোনা যে বরিখে) করিতেছে; কিন্তু কাজে দেখা যায়, সে সোনা নয়, রাঙ্গতা। ৪। রাঙ্গের তুলনা নয়—নী. (ইহার মানে হয়-না; মণীন্দ্রবাবু টানিয়া বুনিয়া মানে করিয়াছেন, "কহিবার সময় মনে হয় যে, তাহা খাঁটি সোনা এবং তাহাতে রাঙ্গের ভাঁজও নাই, কিন্তু পরে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।" পরে যে ব্যতিক্রম দেখা যায়, ইহা তাঁহার কল্পনা। যদি 'রাঙ্গের তুলনা নয়' পাঠ গ্রহণ না করিয়া 'রাঙ্গের তুলনা হয়'

পাঠ পাইতেন, যেমনটি বরাহনগর-পুথিতে আছে, তাহা হইলে তাঁহাকে অর্থ করিবার জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে হইত না। ৫। চোর যে চাট—নী, চতুর যে চোর—ক. বি. ২৯২, চোর যে ছেচড়—ক বি. ২৯৮, ৬। দ্বিগুণ চাতুরী—নী, দী, ৭। এমতি—নী, যেমতি—ক. বি. ২৯২, ৮। চণ্ডীদাসে কয়, ক্রোধী যেবা হয়, সেই ত এতেক কয়। আপনা বুঝি, মনেতে সম্বরি, মনের মনেতে রয়।—নী, চণ্ডীদাসে কয় ক্রোধে কি না হয়—ক. বি. ২৯২, ২৯৮। নীলরতনবাবুর ধৃত পাঠের অর্থ—চণ্ডীদাস বলেন, তুমি ক্রোধপরায়ণা, তাই এত বলিতেছ। (যে ক্রোধী না হয়—ইহা উহ্য রহিয়াছে মনে করিয়া পরের পংক্তির মানে করিতে হইবে), অন্যে নিজের ওজন বুঝিয়া, রাগ মনে মনে সম্বরণ করিয়া, মনের ভিতরই ভাব লুকাইয়া রাখে। এই পাঠ অপেক্ষা বরাহনগরের পুথির পাঠ ভাল। কেন না, উহার অর্থ—চণ্ডীদাস বলেন, রাগ করিলে কি কোন কাজ হয়? তোমাকে কানু এমন আর বেশী কি বলিয়াছেন? তুমি তখন না বুঝিয়া সুঝিয়া প্রেম করিয়াছ! এখন সে প্রেম টিকিতেছে না কেন?

২০৯

পর যে পুরুষে যৌবন সঁপিলে
আশ যে না পূরে তায়।
আপনার রীত বিছায় দ্বিগুণ
শেষেতে দুখ যে পায়॥ ১
সই, বিধি কৈল এই রীত।
কুলবতী হয়্যা কুল তেয়াগিয়া
পরপতি সঙ্গে প্রীত॥ ২
পহিলে নহিল এবে সে বুঝল
দু কুল ভাসিল জলে।
পিরিতি কিরিতি করাতে চিরিয়া
কুল দুই ফাঁক কৈলে॥ ৩
দু দিগ ভাসিতে ডুবু ডুবু করিতে
কিনারা নইল দেখি।
মহাজন-ঘরে চোরে চুরি করে
পড়সি দেয় আসি সাখি॥ ৪
তলাস করিয়া বেড়ায় চাহিয়া
ধনের না পায় লেশ।

মনেতে বুঝিয়া মরমে সুঝিয়া
তাহার কপালে দোষ ॥ ৫
আপন পর বিসরিল সব
তেজিল গৃহে গুরুজন।
এমন ডাকাতি বঁধুর পিরিতি
কেমনে হরিল মন ॥ ৬
কহে চণ্ডিদাসে করহ বিশ্বাসে
ঘুচিবে সকল জ্বালা।
সকল পাইবে কুশল হইবে
আলিঙ্গনে চিকনকালা ॥ ৭

বরাহনগর ৬(ঙ) ৩০, ক. বি. ২৯১, ২৯২, ২৯৮।

নী ২৯৩। দী ৬৫২ পৃঃ।

পদটির পাঠান্তর অনেক। মূলের ১ম কলির অর্থ—পরপুরুষে যৌবন সমর্পণ করিলে আশা পূর্ণ হয় না; নিজের রীতি (স্বভাব) দ্বিগুণ বিস্তার করে (নিজেকে খুব ভালভাবে দয়িতের নিকট উপস্থিত করে), কিন্তু শেষে সে দুঃখ পায়। ২। সখি, ইহা বিধিরই বিধান যে, আমি কুলবতী হইয়াও কুল ত্যাগ করিয়া, পরের পতির সঙ্গে প্রেম করিলাম। ৩। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, এখন বুঝিতেছি যে, আমার দুই কুলই (পিতৃকুল, পতিকুল) জলে ভাসিল, কেহ যেন প্রীতির কীর্ত্তিরূপ করাত দিয়া চিরিয়া দুই কুলকে ফাঁক করিল। ৪। তখন আমি সেই অকূলে (দু দিকে) ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। কখন কখনও ডুবু ডুবু হই; কূলকিনারা আর পাই না। আমার অবস্থা সেই রকম বেনিয়ার (মহাজন) মতন, যাহার ঘরে চুরি হইয়াছে ও পড়সীরা সেই চুরির কথা বলিয়া বেড়ায় (রাধার ক্ষেত্রে, কলঙ্ক রটায়)। ৫। মহাজন যেমন তাহার অপহৃত ধন খুঁজিয়া বেড়ায়, কিন্তু ধনের সন্ধান কিছুই (কোন) পায় না, আমারও দশা তেমনি; মহাজন তখন মনকে প্রবোধ (বুঝিয়া) দিয়া অন্তরকে (মরমে সুঝিয়া) শান্ত করে এই বলিয়া যে, এই লোকসান তাহার কপালে ছিল, কি করিবে। ৬। আমি আপন পর সব ভুলিলাম (বিসরিল), গৃহ, গুরুজন সব ত্যাগ করিলাম। বঁধুর প্রেম তো চুরি নয়, একেবারে ডাকাতি। আমার মনটিকে একেবারে চুরি করিল কিরূপে? ৭। চণ্ডিদাস বলেন—বিশ্বাস কর, তোমার সব জ্বালা ঘুচিবে, তুমি সব কিছু পাইবে, তোমার কুশল হইবে, যদি তুমি চিকনকালাকে আলিঙ্গন কর।

এই পাঠের বেশ সুসঙ্গত মানে পাওয়া গেল। এইবার ইহার সঙ্গে নীলরতনবাবু ও মণীন্দ্রবাবুধৃত পাঠের তুলনা করা যাক্। যেখানে মিল আছে, সেখানে কিছু বলিব না।

১। পরপুরুষে যৌবন সঁপিলে আশা না পূরয়ে তায়। আপন রতন, বিছুরিলে কতি, দ্বিগুণ সুখ সে পায় ॥—নী, নিজের রত্ন কোথাও ভুলিয়া গেলে, সে দ্বিগুণ সুখ পায়—(ইহা অসংলগ্ন

মনে হয়)। মণীন্দ্রবাবুধৃত পাঠ—আপন যে পতি বিছুরিলে কতি, দ্বিগুণ দুখ সে পায়। নিজের পতি যদি ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে সে (নারী) দ্বিগুণ দুঃখ পায়। ইহা কতকটা সঙ্গত। কতকটা এই জন্য বলিতেছি যে, পরপুরুষে যৌবন সমর্পণ করিলে আশা পূরে না বলিয়াই নিজের পতি ভুলিয়া গেলে দ্বিগুণ দুঃখ পায় বলাটা যেন কেমন কেমন লাগে। ৩। অর্থগত পার্থক্য নাই। পড়িলে পড়িল, এবে সে জানিল, দুকূল ভাসিল জলে—নী, পড়িলে পড়িল, এবে সে জানিল, দুকূল ভাসিল জলে—দী, পীরিতি করাতিয়া, শিরে চড়াইয়া, কুল দুই কার কৈলে—নী, দী। ৪। দুদিকে ভাসিল, উড় ডুবু দিতে, কিনারা নহিল দেখি—নী, দী। ৫। মনেতে বুঝিয়ে, মরমে ঝুরিয়ে, তাহারি কপাল দোষ—নী, মনেতে বুঝিয়া, মরমে ঝুরিয়া, কপালে সে দেয় দোষ—দী। ৬। এমন ডাকাতি বঁধুর পীরিতি, হরি নিল মোর মন। আপন পর, বিছুরল সব, ত্যজিল গৃহ গুরুজন॥—নী, আপনা কি পর, বিছরলু সব, ত্যজিলু গৃহের জন॥—দী। ৭। বাশুলীকৃপায়, চণ্ডীদাস হিয়ায়, দোসর ধোবিক জনা। সকলি পাইবে, কুলে সে রহিবে, আলিঙ্গনে নন্দনন্দনা॥—নী, বাশুলিকৃপায়, চণ্ডীদাসে গায়, দোসর বোধিনী জনা। সকলি পাইবে, কুলে সে রহিবে, আনি দিলে নন্দনন্দনা॥—দী। নীলরতন-বাবুর পাঠের মানে—বাশুলীকৃপায় চণ্ডীদাসের হৃদয়ের দোসর হইতেছে ধোবীর মেয়ে (জনা); নন্দনন্দনকে আলিঙ্গন করিলে সব পাইবে আর কুলেও থাকিবে। (এরূপ সান্ত্বনা দিবার অর্থ কি? শ্যাম আর কুল, দুই কি রাখা যায়?)।

১১০

ধিক্[1] রহুঁ জীবনে যে পরাধীনী জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ হয়ে॥
এ পাপ কপালে বিহি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোরে গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিলুঁ তায়।
গরল ভরিয়া কেনে উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
এ[2] দেহ-অনল-তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি বসি যাই তরু লতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতা পাতা সনে॥
যমুনার[3] জলে জাঞা যদি দিই ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥

অতএ৪ এই ছার পরাণ য়াবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুঞি এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব-গতি নাহি জান।
দারুণ৫ পিরিতি সেই বধয়ে পরাণ॥

তরু ৮৩৪, ক. বি. ২৯২, ২৯৮,৬২০৪ (১২৪ পৃঃ)।

নী ৩৬৩। ন চ ১৭ পৃঃ (আসল বড়ুর পদ—১১)। দী ৬০১ পৃঃ।

পাঠান্তর : ১। সুনীতিবাবু প্রভৃতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের $\frac{৮১}{২}$R পুথিতে পাইয়াছেন—ধিক্ রহু জীবনে পরাধীনী যেহ। তাহার অধিক ধিক্ পরবশ নেহ॥ এক ন্যারসিসাস্ (Narcisus) ছাড়া আর সকলেরই নেহ হয় অন্যের সঙ্গে, সুতরাং সকলেরই নেহ পরবশ, সে ক্ষেত্রে উহাকে অধিক ধিক্ দেওয়া কেন? পদকল্পতরুধৃত পাঠে পরাধীনী ও পরবশের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য টানা হইয়াছে। রাধা সামাজিক ব্যবস্থার ফলে পরাধীনী, কিন্তু তিনি নিজে জানিয়া শুনিয়া পরবশ অর্থাৎ কৃষ্ণের বশ হইয়াছেন। ২। সুনীতিবাবু ক বি ২৯৮, সা-কু ৩, র ২২৭৪, ২৭৭০ পাঠ গ্রহণ করিয়া পাঠ ধরিয়াছেন—পিরীতি অনলতাপে পাষাণ যে গলে॥ উত্তাপটা পিরীতির নহে, দেহেরই; এবং সে উত্তাপ এত বেশী যে, পাষাণও দ্রবীভূত হয়। সুতরাং পিরীতির তাপ না বলিয়া 'এ দেহ-অনল-তাপে' বলাই ভাল মনে হয়। ৩। গৃহীত পাঠ ক বি ২৯২; তরুতে 'যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ'। ৪। অতএব এই ছার পরাণ যাবে কিসে। নিচয়ে ভখিমু মুঞি এ গরল বিষে॥ এই পয়ারটি সম্বন্ধে সুনীতিবাবু বলেন, "ঢা-মি ৫, ঢা বি $\frac{৮১}{২}$R,র ২৭৭০ ও মু-স প্রমুখ প্রামাণিক পুথিতে এই পয়ারটি নাই; এই কারণে, এবং সমগ্র পদটির সঙ্গে এই পয়ারটির তাদৃশ সঙ্গতি নাই বলিয়া, অতিরিক্ত বা প্রক্ষিপ্ত বোধে ইহা উপরে দত্ত পাঠ হইতে পরিত্যক্ত হইল।" সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ইহা পদকল্পতরুর সব পুথিতে এবং পদরসসার ও পদরত্নাকরে পাইয়াছেন; এসবগুলির চেয়ে যে ঢা-মি ইত্যাদির পুথি অধিক প্রামাণ্য, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ। ঐ পয়ারটিতে অসঙ্গতি কিছু দেখিতেছি না, বরং যমুনায় ঝাঁপ দেওয়ায় প্রাণ গেল না বলিয়া রাধা বিষ খাইতে চাহিতেছেন—ইহাই বলা স্বাভাবিক। ৫। সুনীতিবাবু প্রভৃতি 'দারুণ পিরিতি সেই বধয়ে পরাণ' স্থলে মু-স-প্রদত্ত 'পিরীতি-অমিয়া-রসে বধএ পরাণ' পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পিরীতির জ্বালায় যখন রাধা জ্বলিতেছেন, তখন 'পিরীতি-অমিয়া-রসে' বলা অপেক্ষা 'দারুণ পিরিতি' বলাই তো ভালো। বিশেষ করিয়া অমিয়া রস সঞ্জীবিতই করে, বধ করে না—সুতরাং কবির পক্ষে 'অমিয়ারসে বধএ পরাণ' বলা স্বাভাবিক নহে। পদটিকে কৃষ্ণকীর্ত্তনের রচয়িতার রচনা বলিবার কারণ দেখি না। 'রাধাবিরহের' আক্ষেপের সঙ্গে ইহার মিল কোথায়? বড়ুর রাধার বিরহের ধরণ কেমন দেখুন,—

১। ঝাঁট করী কাহাঞিঁ আনাওঁ।
রতী সুখেঁ রজনী পোহাওঁ॥—পৃঃ ৩৩৫ (১ম সং)।

২। ভিড়ি আলিঙ্গন দিতেঁ না পাইলোঁ।
এ শাল থাকিল বুকে।—পৃঃ ৩৪৯।

৩। উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ।
কাহ্নাঞি না বুঝে দেবে এ বিশেষ ॥—পৃঃ ৩৫১।

৪। হেন সম্বন্ধে মো জাগিলোঁ এ
নিফল পোহাইল রাতী।—পৃঃ ৩৫৩।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধাবিরহে কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া অন্যত্র যান নাই—তিনি অন্য নারী লইয়া বৃন্দাবনে কেলি-বিলাস করিতেছেন,—

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
বড়ায়ি, না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে আক্ষা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥—(পৃঃ ৩৪৪)।

উদ্ধৃত অংশের সঙ্গে বিদগ্ধমাধবের (২।৮০) কিছু মিল দেখা যায়,—

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিক্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী ॥

যদুনন্দন দাস ইহার চমৎকার অনুবাদ করিয়াছেন,—

যার সঙ্গসুখ আশে কৈনু ধর্ম্মকর্ম্ম নাশে
তেয়াগিনু গুরু লজ্জাগণ।
যত সখীগণ তোরা প্রাণ হইতে অধিক মোরা
দুঃখ দিল যাহার কারণ ॥
সখি হে, রহু ধৈরজ আমার।
সে কৃষ্ণ উপেক্ষা শুনি তভু রহে পাপ প্রাণী
কিবা চাহে করিবারে আর ॥
যাহার লাগিয়া সতী- ধর্ম্ম তেয়াগিনু অতি
না গণিনু দুর্জ্জন বচন।
দু কুলে কলঙ্ক হইল তাহা নাহি মনে কৈল
সে রূপে মগন কৈনু মন ॥
যাহার লাগিয়া কত গুরুর গঞ্জনা যত
করিয়া লইনু হিয়াহার।
এতেক কহিতে রাই মূর্চ্ছা পাইয়া সেই ঠাঞি
পড়ি রহে জ্ঞান নাহি আর ॥

বড়ু চণ্ডীদাসের রাধার সব চেয়ে ভাল আক্ষেপ,—

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ সিসের সিন্দূর
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর॥

সমালোচকগণ ইহাতে জয়দেবের "মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্"এর প্রতিধ্বনি পাইয়াছেন; কিন্তু বিদ্যাপতিতে যে ঠিক এই কথা কয়টিই আছে, তাহা লক্ষ্য করেন নাই,—

শঙ্খ কর চূর বসন কর দূর
তোড়হ গজমোতিহার।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ সিঙ্গারে
জামুন সলিলে সব ডার রে॥

বিদ্যাপতি ৭৩১ (মিত্র-মজুমদার)।

১১১

শুন সহচরি না কর চাতুরি
সহজে দেহ উত্তর।
কি জাতি মুরতি কানুর পিরিতি
কোথায় তাহার ঘর॥
চলে কি বাহনে টিকে কোন্ স্থানে
সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে।
কোন অস্ত্র ধরে পারাপার করে
কেমনে প্রবেশে অঙ্গে॥
পাইয়া সন্ধান হব সাবধান
না লব তাহার বা।
নয়নে শ্রবণে বচনে তেজিব
সোঙরি তাহার পা॥
সখী কহে সার দেখি নৈরাকার
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ-ছুরি বৈসে মনোপরি
জাতির বাহিরে সে॥

মন তার বাহন রক্ষক মদন
ভাবগণ তার সঙ্গী।
সুজন পাইলে না দেয় ছাড়িয়া
পিরিতি অদ্ভুত রঙ্গী॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
ছাড়িতে কি কর আশ।
পিরিতি-নগরে বসতি কর্য়াছ
পর্য়াছ পিরিতি-বাস॥

তরু ৮৭৪, ক. বি. ৬২০৪ (পৃঃ ১২৬)।

নী ৩০৭, দী ৩৬৩।

টীকা।—নয়নে শ্রবনে বচনে তেজিব সোঙরি তাহার পা। অর্থাৎ তাহাকে চোখে দেখিব না, কাণে তাহার কথা শুনিব না, মুখে তাহার কথা বলিব না, কেবল তাহার পা স্মরণ করিব। ইহা প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাসের রচনা না হইতেও পারে। সেই প্রেমের লক্ষণ হইতেছে এই যে, ইহা আকারবিহীন, জাতির বাছবিচার করে না, মনেতে বাস করে, ছুরির মতন বুকে ঘা মারে, মনই তাহার বাহন ; আর মদন তাহার রক্ষক।

১১২

সই, পিরিতি বিষম বড়।
আমার কপালে যে হব তা হল্য
তোমরা থাকিহ দড়॥ ১
কানুর পিরিতি বড়ই বিষম
ছাড়িলে না যায় ছাড়া।
আমি সে ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে
এ দুখ হয়েছে বাড়া॥ ২
পিরিতি বলিয়া কিবা সে সজনি
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া যতনে খাইনু
তিতায়ে ভরিল দে॥ ৩
বহুত পিরিতি বহুত দুখ
অলপ পিরিতি ভাল।

হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া
কান্দিতে জনম গেল ॥ ৪
না জানি কপট যেই সে নিপট
পিরিতে হইনু ভোর।
চণ্ডীদাস বলে কালার পিরিতি
দুখের নাহিক ওর ॥ ৫

ক. বি. ২৮৯।

দী ৭৩৬ পৃঃ।

পদটী সুন্দর। কিন্তু মনে হয়, কয়েকটি পদের টুকুরা টুকুরা অংশ জুড়িয়া বোধ হয় এটি গাঁথা হইয়াছে। যেমন—'পীরিতি বলিয়া কেবা সে সজনি ভুবনে আনিল কে' ইত্যাদি তৃতীয় ত্রিপদীটি নিম্নলিখিত পদের অংশ মিলাইয়া দেখুন,

পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইলুঁ
তিতায় তিতিল দে ॥

১১৩

কাহারে কহিব দুখের কাহিনী
কহিতে নাহিক ঠাই।
খির সর দধি করি নানাবিধি
বঁধুরে না দিলুঁ[১] তাই ॥
সই, এ কি[২] অকাজ কৈলুঁ।
বঁধুর পিরিতি- শরে দিবা রাতি
জ্বলন্ত[৩] আগুনে রৈলুঁ ॥
খেনে খেনে মন করে[৪] উচাটন
বিষম কুসুম-শরে।
কাহারে কহিব কে আছে বান্ধব
পরাণ কেমন[৫] করে ॥

কহে চণ্ডীদাস কর বিশোয়াস[৬]
শুন গো রাজার ঝি।
বিধির বিপাকে আপন পর হয়ে
পরেরে বলিবে কি॥

অঃ ৫৪।

দী ৭৪৩ পৃঃ। মণীন্দ্রবাবু বরিশালের রহমৎপুর গ্রামের এক পুথিতেও এই পদ পাইয়াছেন।

পাঠান্তর ঃ ১। দিলাম—দী, ২। কি আর তোমাকে কহি—দী, ৩। জ্বলন্ত আনলে রৈলাম—দী, ৪। আনচান—অঃ, ৫। যেমন—অঃ, ৬। বিশ্বাস—দী।

১১৪

এই যে পিরিতি সুখের অবধি
ইহাতে বাধক যে।
না জানে মরম না বুঝে ধরম
মরুক পাপিনী সে॥
এ দুখে না জীব সখি।
এই সে জনমে পিরিতি না জানে
সে জনা কিসেতে লেখি॥
পিরিতি জানিত সে শ্যাম বঁধুয়া
সে বিনে না জানে আন।
আমার পরাণে পিরিতি সন্ধানে
হানিঞাছে পাঁচবাণ॥
চণ্ডীদাসে কহে শুনহ সুন্দরি
এ কথা বুঝিলে ভালে।
পিরিতি লাগিয়া সে শ্যাম বঁধুয়া
বিকিয়াছে বিনি মূলে॥

বরাহনগর ঃ ২৬[illegible]।

১১৫

সুধার অবধি এই যে পিরিতি
যার চিতে উপজিল।
সে ধনী শতেক জনম ধরিয়া
পুণ্যব্রত করেছিল॥
যাহার লাগিয়া নন্দের নন্দন
জনম লভিয়াছে।
এমন পিরিতে যে জন বাধক
তা সম পাতকী কে॥
সকল উপরে পিরিতি সাধন
যে জন সাধিতে পারে।
চণ্ডীদাস কহে সেই সে দুর্ল্লভ
এ তিন ভুবন সারে॥

বরাহনগর ১১১৫।

১১৬

অবলা বলিয়া কেন বা বিধাতা
আমারে সৃজিয়াছিল।
জনম অবধি পিরিতির ব্যাধি
পাঁজর ধ্বসিয়া দিল॥
গুরুর বচন সহি যে সঘন
দারুণ পিরিতি লাগি।
আন কে অবলা আছয়ে জগতে
কে আছে এমন ভাগি॥
যে সব যুবতি মনের আকুতি
আছয়ে মনের সুখে।
আমার করমে যে ছিল লিখনে
সদাই গোঙাই দুখে॥

চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি
এ কথা কিছুই নাঞি।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি
দুখ যায় তার ঠাঞি ॥

বরাহনগর ১ ২৬/১৮৫।

১১৭

চিকণকালিয়া শুন।
চিত বেয়াকুল, অকূল সায়রে, আমারে ডুবাল্যে কেন ॥
চিরকাল বলি এমতি চলিবে চিতে বড় ছিল সাধ।
চান্দমুখ বিনে, তিলেক না জিব, বিধি সে সাধিল বাদ ॥
চাঁচর কুন্তলে, ধরি দুই করে, মুছিব ও রাঙ্গা পায়।
চন্দন ঘসিয়া, শ্রীঅঙ্গে লেপিব, চামর ঢুলাব গায় ॥
চিতে আছে শ্যাম, যাইতে মথুরা, তাই যে করিলে তুমি।
চিতে আছে যেবা, তাই যে করিবে, কিবা নিবেদিব আমি ॥
চিকণকালিয়া, যেমন কঠিন, চারু সে কালিয়া কানু।
চিরকাল হইতে, মনের সহিতে, সোঁপ্যাছি আপন তনু ॥
চিত বেয়াকুল, নাহি রহে থির, নাগর রসিকরায়।
চণ্ডীদাস কহে, ক্ষমা কর রাই, তুরিতে আসিবে তায় ॥

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের পুথি, ১০৭ পৃঃ।

১১৮

হেদে রে নাগররায়।
কুলবতী রামা, সকল ছাড়িয়া, শরণ লইল পায় ॥
জাতি কুল শীল, যে জনা সোঁপিল, কুলেতে লাঞ্ছনা দিয়া।
তাহে হেন কর, হইয়া নিঠুর, এহেন গুণের পিয়া ॥
এ সকল কথা, কহিতে কহিতে, তবে বিনোদিনী রাই।
ঘন ঘন শ্বাস, নিশ্বাস ছাড়িছে, ক্ষিতিতলে গড়ি যাই ॥

করপুট করি, রহে সারি সারি, কাষ্ঠের পুতলি হেন।
চণ্ডীদাস কহে, আকুল গোকুলে, বজর পড়িল যেন॥

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের পুথি, ১১০ পৃঃ।

১১৯

পিয়া গেল দূরদেশে হাম অভাগিনী।
শুনিতে না বাহিরায় এ পাপ পরাণী॥
পরশ সোঙরি মোর সদা মন ঝুরে।
এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে॥
কাহারে কহিব সই আনি দিবে মোরে।
রতন ছাড়িয়া গেল ফেলিয়া সাগরে॥
গরল গুলিয়া দেহ জিহ্বার উপরে।
ছাড়িব পরাণ মোর কি কাজ শরীরে॥
চণ্ডীদাস কহে কেন এমতি করিবে।
কানু সে পরাণনিধি আপনি মিলিবে॥

ন চ-ধৃত ঢা. বি. $\frac{১১৮}{৮৫}$R, সা-কু ৪।

নী ৬৮৯। ন চ পৃঃ ৩০ (বড়ুর আসল পদ—২১)। দী ২৮০ পৃঃ।

সুনীতিবাবু প্রভৃতি কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে "হাতে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে" (পৃঃ ৩৩৬) তুলিয়াছেন। পদটিতে গরল খাওয়ার কথা আছে বলিয়াই যদি এটিকে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা 'চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত' ৩৫ সংখ্যক পদ (পৃঃ ৮৪), ৪৮ সংখ্যক পদ (পৃঃ ১০০), ৭২ সংখ্যক পদ (পৃঃ ১৩৬), ৭৭ সংখ্যক পদ (পৃঃ ১৪০) প্রভৃতিকেও বড়ুর পদ বলিয়া ধরেন নাই কেন ?

ডাঃ শহীদুল্লাহ লিখিয়াছেন,—"ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না।" সম্পাদকদ্বয়ও দেখাইয়াছেন যে, "এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে"—এই "ছত্রে অক্রূর আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার ইঙ্গিত আছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কিন্তু অন্যরূপ" ইত্যাদি। তবুও যে কেন তাঁহারা ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ-পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩)। ১। 'এমন গুণের নিধি লয়ে গেল পরে'—ইহার প্রকৃত অর্থ—নায়ক অন্য নায়িকার প্রেমে মজিল, অক্রূর লইয়া গেল নহে।

১২০

পিরিতির রীতি শুন রসবতি
পিরিতি করহ সার।
পিরিতি-সাগরে যেবা না সাঁতারে
কি ছার জীবন তার॥
পিরিতি নগরে বসতি করহ
থাকহ পিরিতি মাঝে।
সকল তেজিয়া পিরিতে মজহ
কি করে লোকের লাজে॥
পিরিতি বলিয়া নিশান তুলিয়া
দাও না ভুবন ভরি।
পিরিতি রসের কলঙ্ক পাইলে
বিলম্ব নাহিক করি॥
কহে চণ্ডীদাসে বাশুলী আদেশে
পিরিতি সুগম ভাল।
সুজন জানিয়া পিরিতি করহ
পিরিতে গোঙাও কাল॥

বরাহনগর ২৬ (ঙ), ১২ পদ।

চণ্ডীদাসের পদাবলী

দ্বিতীয় ভাগ

১২১

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন বেয়াধি কহন নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলী যেন ভূমিতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডীদাস বলে কাঁদে কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তার হৃদয়ে জাগিয়া॥

তরু ৯১৪।

নী ৬৯৩। ন চ ৩৫ পৃঃ (আসল বড়ুর পদ), ১৪ পৃঃ (নামাঙ্কিত পদ)। দী ২৮১।

সুনীতিবাবু প্রভৃতি পদটিকে বড়ুর ২৪টি পদের মধ্যে শেষ আসল পদ বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু ঐ পদই আবার ১৪২ পৃষ্ঠায় চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত পদের ৭৯ সংখ্যক পদরূপে ধরিয়াছেন। দুইটি পদের পাঠের মধ্যে তফাৎ এই যে, ৩৫ পৃষ্ঠার পদের আরম্ভ—"অকথন বেয়াধি কহনে নাহি যায়," আর ১৪২ পৃষ্ঠায়—"অকথ্য বেদন সই কহনে না যায়," আর সবই সমান। উভয় পদেই নীলরতনবাবুর ৬৯৩ পদকে আকর বলিয়া ধরা হইয়াছে। সম্পাদকদ্বয়ের আর একটি অনবধানতার দৃষ্টান্ত দিই। তাঁহাদের চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত ৫৫ সংখ্যক পদটি প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দদাসের; কেন না, পদকল্পতরু ৯০০, কীর্ত্তনানন্দ ২৭১ পৃঃ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৬২০৪ পুথির ১২৫ পৃষ্ঠায় গোবিন্দদাসের ভণিতা আছে। ঐ পদটি তাঁহারা পরিশিষ্টে দিলে ভাল করিতেন। 'যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়'—অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে গয়া-প্রত্যাগত বিশ্বম্ভর মিশ্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন,—

যে বৈষ্ণব ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে।
তাঁহারেই জিজ্ঞাসেন 'কৃষ্ণ কোন্‌খানে'॥
… … …
গদাধরে দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা।
'কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীতবাসা?'
সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব্ব-হৃদয় বিদরে।
কি বোল বলিব হেন বচন না স্ফুরে॥

সম্ভ্রমে বোলেন গদাধর মহাশয়।
'নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমার হৃদয় ॥'

—চৈঃ ভাঃ (২।২।২০২-২০৪)।

গদাধরের 'নিরবধি আছে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়'—চৈতন্যপরবর্ত্তী কোন চণ্ডীদাসের 'সে কালা আছয়ে তার হৃদয়ে জাগিয়া' রূপ লইয়াছে।

ডঃ শহীদুল্লাহ্ পদটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"চণ্ডীদাস কহে কাঁদে কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তার হৃদয়ে জাগিয়া ॥

ইহা কিছুতেই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। ইহাতে দুই দুই বার 'কালা' (=কৃষ্ণ) শব্দের প্রয়োগ বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। তবে 'কাহ্নু' শব্দ স্থলে অনায়াসে 'কালা' করা যাইতে পারে। কিন্তু 'কানু' পাঠ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ভণিতা-প্রমাণে ইহাকে বড়ু চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩।১, পৃঃ ৩৩)। সুনীতিবাবু প্রভৃতি ইহার উত্তরে বলেন যে, "তিনি ভণিতার উপরেই বড় বেশী জোর দিয়াছেন—বড় বেশী কেন, প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করিয়াছেন।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ঐ, পৃঃ ৩৮)। আমরা ভণিতার উপর জোর না দিয়া, ভাব বিচার করিয়া দেখাইলাম যে, চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যের ভাববর্ণনা পড়িবার পর এই পদ লেখা। সুনীতিবাবু প্রভৃতি অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে, পদটি "অপেক্ষাকৃত আধুনিক-গন্ধী" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ঐ, পৃঃ ৪৪)। গন্ধ শুঁকিয়া যদি ইহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিকই মনে হইল, তবে বড়ুর আসল পদ বলিয়া ইহাকে নির্ব্বাচন করিলেন কেন? আবার অনবধানতাবশতঃ ঐ পদকেই তাঁহারা নামাঙ্কিত বলিয়াছেন।

১২২

সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে[১] পশিল গো
আকুল[২] করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন[৩] ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে[৪] পাসরিব তারে ॥
নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো
তনুর[৫] পরশে কিবা হয়।

যেখানে বসতি তার　　　　নয়ানে দেখিয়ে[৬] গো
যুবতীধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে　　　　পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ[৭] চণ্ডীদাসে　　　　কুলবতীর কুল নাশে
আপনার[৮] যৌবন যাচায়॥

গীতচন্দ্রোদয় ২০৮ পৃঃ, তরু ১৪১, কীর্ত্তনানন্দ ৬২-৬৩ পৃঃ।

নী ৫৪। ন চ ৫৩ পৃঃ। দী ৫৩৯ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। মরমে হানিলো গো—কী, ২। আকুল করিলে মোর প্রাণ—গী, আকুল করিল মোর প্রাণ—তরু, ৩। বদনে ছাড়িতে নাই পারে—গী, ৪। কেমনে পাইব সই তারে—গী ও তরু, ৫। অঙ্গের পরশে—গী ও তরু, ৬। দেখিয়া গো—গী ও তরু, ৭। মূলে ধৃত পাঠ—গী ও তরু, চণ্ডীদাসে কহে কুলবতীর কুল নাশে গো—কী, ৮। আপনারে—কী।

সুনীতিবাবু প্রভৃতি (৫৪ পৃঃ) বলেন,—"এই জনপ্রিয় পদটি প্রায় সমস্ত পুথিতে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতায় পাওয়া যায়—অন্য নামে পাওয়া যায় না। আমাদের অনুমান হয়, ভাবে ও ভাষায় এই পদ বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত নহে। এই জন্য পদটি 'নামাঙ্কিত' শ্রেণীতেই রক্ষিত হইল।" কীর্ত্তনানন্দে শুধু 'চণ্ডীদাস' ভণিতা আছে—দ্বিজ নাই। কীর্ত্তনানন্দের প্রামাণ্য পদকল্পতরুর চেয়ে কম নহে; কেন না, পদকল্পতরুতে কীর্ত্তনানন্দের সঙ্কলয়িতা গৌরসুন্দর দাসের পদ আছে, কিন্তু কীর্ত্তনানন্দে বৈষ্ণবদাসের পদ নাই। মণীন্দ্রবাবু (৫৩৯) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পুথিতে পদটি না পাইলেও দীন চণ্ডীদাসে আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"বিদগ্ধ মাধবের 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং' (ঐ ২৯ পৃঃ) ইত্যাদি শ্লোকের প্রভাবও আলোচ্য পদটিতে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়।" ঐ শ্লোকটি নীচে দিতেছি,—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীং রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম্
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী॥

কৃষ্ণ, এই দুইটি বর্ণে যে কত সুধা আছে, তাহা জানি না। এই সুধাময় নাম যখন আমার রসনায় নৃত্য করে, তখন মনে হয়, আরও বহু রসনা যদি পাইতাম! কাণের ভিতর ইহা অঙ্কুরিত হইলে কোটি কর্ণলাভের ইচ্ছা হয়; চিত্তের প্রাঙ্গণে যখন এই নাম প্রবেশ করে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারকে অভিভূত করে। যদুনন্দনদাস উহার অনুবাদ করিয়াছেন,—

মুখে লইতে কৃষ্ণনাম　　　　নাচে তুণ্ড অবিরাম
আরতি বাড়ায় অতিশয়।

নাম-সুমাধুরী পিয়ে ধরিবারে নারে হিয়ে
অনেক তুণ্ডের বাঞ্ছা হয় ॥
কি কহব নামের মাধুরী।
কেমন অমিয়া দিয়া কে জানি গড়ল ইহা
কৃষ্ণ এই দু আখর করি ॥
আপন মাধুরী গুণে আনন্দ বাড়ায় কাণে
তাতে কাণে অঙ্কুর জনমে।
বাঞ্ছা হয় লক্ষ কাণ যবে হয় তার নাম
মাধুরী করিয়ে আস্বাদনে ॥
কৃষ্ণ দু আখর দেখি জুড়ায় তাপিত আঁখি
অঙ্গ দেখিবারে আঁখি চায়।
যদি হয় কোটি আঁখি তবে কৃষ্ণরূপ দেখি
নাম আর তনু ভিন্ন নয় ॥
চিত্তে কৃষ্ণ নাম যবে প্রকাশ করয়ে তবে
বিস্তারিত হৈতে হয় সাধ।
সকল ইন্দ্রিয়গণ করে অতি আহ্লাদন
নাম করে প্রেম-উনমাদ ॥
যে কাণে পরশে নাম সে তেজয়ে আন কাম
সম ভাব করায় উদয়।
সকল মাধুর্য্য স্থান সব রস কৃষ্ণনাম
এ যদুনন্দনদাসে কয় ॥

১২৩

কানড় কুসুম জিনি কালিয়া বরণখানি
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
তেজিয়া সকল কাজ জাতি কুল শীল লাজ
মরিবে কালিয়া-অনুরাগে ॥
সই, আমার বচন যদি রাখ।
ফিরিয়া নয়ন-কোণে না চাইহ তার পানে
কালিয়া বরণ যার দেখ ॥

আরতি পিরিতি মনে যে করে কালিয়া সনে
কখন তাহার নহে ভাল।
কালিয়া রভস কালা মনেতে গাঁথিয়া মালা
জাগিয়া জপিয়া প্রাণ গেল॥
নিশিদিশি অনুখন প্রাণ করে উচাটন
বিরহ-অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণামে কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু॥
দারুণ মুরলী-স্বর না মানে আপন পর
মরম ভেদিয়া যার থাকে।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় তনু মন তার নয়
যোগিনী হইবে সেই পাকে॥

তরু ৭৯৫, ক. বি. ২৯১।

নী ২৬০। ন চ ১৯৪ পৃঃ।

পাঠান্তর: চণ্ডীদাসেতে কয় তনু মন তার নয়—ক. বি. ২৯১। সুনীতিবাবু প্রভৃতি বলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭৪৮ পুথিতে 'দ্বিজ শ্যামদাসে কয়' আছে।

১২৪

ঘরের বাহির দণ্ডে শত বার
তিলে[২] তিলে আসি যাও।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চাও॥ ১
কেনে বা এমন হৈলে।
গুরু দুরুজনে ভয়[৩] না করিলে
কোথা[৪] বা কি দেবে পাইলে॥ ২
সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল
সম্বরণ নাহি কর।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি
ভূষণ খসাঞা পর॥ ৩

বয়সে কিশোরী রাজার ঝিয়ারী
তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে বাঢ়াল্যে লালসে
না৺ বুঝি তোমার ছলা॥ ৪
তোমার৺ চরিত অতি বিপরীত
হাত বাঢ়াইলে' চান্দে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকিলা কালিয়া-ফান্দে॥ ৫

বরাহনগর ৬ (১০২৬ ক) ৪ পদ, গীতচন্দ্রোদয়, ১৪৪ পৃঃ,
তরু ২৯ (মূলে গৃহীত পাঠ), ক. বি. ২৯২, ২৯৭।

নী ৪৬। ন চ ৪৭ পৃঃ। দী ৫৪৫ পৃঃ।

টীকা।—পদকল্পতরুতে পদটি যেন সখী রাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। গীত-চন্দ্রোদয়ের পাঠে দেখা যায়, এক সখী যেন আর এক সখীকে বলিতেছেন—কেন না, 'তিলে তিলে আইসে যায়, কদম্বকাননে চায়' ইত্যাদি আছে। নীলরতনবাবু ও সুনীতিবাবু প্রভৃতিও ঐরূপ পাঠ দিয়াছেন, কিন্তু মণীন্দ্রবাবু পদকল্পতরুকে অনুসরণ করিয়াছেন। বরাহনগরের পুথিতে দেখা যায় যে, রাধা প্রথমে তাঁহার অনুরাগের কথা সখীকে বলিলে, সখী আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাধার অবস্থা জানিবার জন্য যেন প্রশ্ন করিতেছেন। ঐ পুথিতে সাত পংক্তি নূতন পাওয়া যাইতেছে। ঐ পুথি হইতে পদটি সম্পূর্ণ নকল করিয়া নীচে দিতেছি।

আজু গো যমুনাতীরে বিদগধ নাগর
মধুর মধুর চলি যায়।
দরশনে চান্দমুখ ঘুচিল মনের দুখ
পরশিলে আর কিবা হয়॥ ১
যদি বা দাওয়া থাকি পথে রাখি দুটি আঁখি
প্রাণ ছনছন করে মোর॥ ২
প্রিয় সখি তোরে বলি।
ঘরের বাহির দণ্ডে শত বার
তিলে তিলে আসি যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্বকাননে চায়॥ ৩
রাইয়ের এমন কেনে বা হলে।
গুরু দুরুজন ভয় না মানিলে
কোথা বা কি দেবে পালে॥ ৪

সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল
সম্বরণ নাহি কর।
বসি থাকি থাকি উঠ লো চমকি
ভূষণ খসায়া পর ॥ ৫
বয়েসে কিশোরী রাজার ঝিয়ারী
তাহে কুলবতী বালা।
কিবা অভিলাষ বাঢ়ালে লালস
না বুঝি তোমার ছলা ॥ ৬
তোমার চরিত্র হেন বুঝি চিত,
হাথ বাড়াইলে চান্দে।
চণ্ডীদাস কয় করি অনুনয়
ঠেকেছ কালিয়া-ফান্দে ॥ ৭

প্রথম দুই অংশ পদকল্পতরুতে নাই। গীতচন্দ্রোদয়ে পঞ্চম অংশটি নিম্নলিখিত আকারে পাওয়া যায়,—

সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি বসন খসায়া পরে ॥

ইহা এক সখী যেন অন্য সখীকে বলিতেছেন। কিন্তু একবার বসন অঞ্চল সর্ব্বদাই চঞ্চল অর্থাৎ বুক হইতে খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে বলিয়া, ফের 'বসন খসায়া পরে' বলা পুনরুক্তি। মেয়েরা মনশ্চাঞ্চল্যবশতঃ ভূষণ খসাইয়া পরে অর্থাৎ একবার খোলে, একবার পরে, কিন্তু বসন খসাইয়া পরে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে গীতচন্দ্রোদয়ের পাঠ অপেক্ষা পদকল্পতরু ও বরাহনগর-পুথির পাঠ ভাল। নীলরতনবাবুও 'ভূষণ খসিয়ে পড়ে' পাঠ ধরিয়াছেন। 'ভূষণ খসাঞা পরে' অবশ্য উহার চেয়ে ভাল। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—"বসি থাকি থাকি ইত্যাদি—(শ্রীরাধা) বসিয়া থাকা অবস্থায়, এই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ বাহিরের পথ দিয়া যাইতেছেন,—মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ চমকিয়া উঠেন এবং প্রিয়তমের দৃষ্টিপথে পতিত হইতে যাইতেছেন ভাবিয়া অলঙ্কার পরিধান করেন, কিন্তু পরক্ষণেই প্রিয়তমের সহিত সে সময়ে সাক্ষাৎ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া খেদবশতঃ অঙ্গের অলঙ্কার উন্মোচিত করেন। অসজ্জিত অবস্থায় প্রিয়তমের সম্মুখে যাওয়ার অনিচ্ছা নায়িকাদিগের স্বভাবসিদ্ধ।" বরাহনগরের পুথির প্রথম সাত পংক্তির বচনভঙ্গীর সঙ্গে পদটির শেষাংশের সাদৃশ্য দেখা যায় না। হয় তো দুইটি পদ ভাঙ্গিয়া কেহ এক করিয়াছেন, অথবা কেহ ঐ প্রথম অংশ যোগ করিয়া দিয়াছেন। 'প্রিয় সখি তোরে বলি'—এই চরণের মিলযুক্ত চরণ নাই।

পাঠান্তরঃ ১। এ ঘর বাহির দণ্ডে শত বার—গী, দশ বার—ক. বি. ২৯২, ২। নিত্য নিত্য—ক. বি. ২৯৭ (বিকৃত পাঠ); আইসে যাও—গী; আসে যায়—নী, ৩। ভয়

নাহি মনে—গী (এই পাঠ ভাল, ছন্দ মেলে), ভয় না মানিল—নী, ৪। পদকল্পতরু-ধৃত পাঠের অর্থ—তুমি কি কোথায় কোন দেবতাকে লাভ করিয়াছ? গীতচন্দ্রোদয় এখানে পাঠ ধরিয়াছেন,—"কোথা কি দেবে পাইল"—এ স্থানে দেব অর্থে অপদেবতায় ভর করিল। পদকল্পতরুর অর্থই ভাল মনে হয়, তবে চণ্ডীদাস ভূতে পাওয়া লইয়া পদ লিখিয়াছেন। কোথা কি দেবতা পাইল—নী, ৫। বাঢ়য়ে লালসে—গী, ৬। না বুঝি তাহার ছলা—গী, বুঝিতে নারি এ ছলা—নী, ৭। তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে, হাত বাঢ়াইল চান্দে—গী, তাহার চরিত, হেন বুঝি রীত, হাত বাড়াইল চাদে—নী।

সুনীতিবাবু পদকল্পতরুর পাঠ বিচার করেন নাই এবং গীতচন্দ্রোদয়ের পাঠ দেখেন নাই; নীলরতনবাবুর গ্রন্থে পদটিকে আধুনিক ভাষায় রূপান্তরিত করা হইয়াছে। তাহাই দেখিয়া সুনীতিবাবু প্রভৃতি লিখিয়াছেন,—"এই পদটি কাব্য হিসাবে সুন্দর, তবে আধুনিক-গন্ধী"। পদটি উজ্জ্বলনীলমণির শ্লোকের অনুবাদ হওয়াই সম্ভব। উজ্জ্বলনীলমণির শ্লোকটি এই,—

> অমুদবসিতান্নিষ্ক্রামন্তী পুনঃ প্রবিশন্ত্যসৌ
> ঝটিতি ঘটিকামধ্যে বারান্ শতং ব্রজসীমনি।
> অগণিতগুরুত্রপয়া শ্বাসান্ বিমুচ্য বিমুচ্য কিং
> ক্ষিপসি বহুশো নীপারণ্যে কিশোরি দৃশোর্দ্বয়ম্ ॥—(পূর্ব্বরাগ, ১২)।

হে কিশোরি! তুমি কেন ঘটিকার মধ্যে শত বার ঝটিতি অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া ব্রজের সীমান্তে যাইতেছ, আবার তথা হইতে আসিতেছ? কেনই বা গুরুগণের ভয়কে অগ্রাহ্য করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কদম্বকাননের দিকে নয়নদ্বয় নিক্ষেপ করিতেছ? ঘরের বাহিরে যাওয়া, নীপকাননের পানে চাওয়া ও গুরুজনের ভয় অগ্রাহ্য করা, এই সাদৃশ্য ছাড়া, বাকী চারি অংশের সঙ্গে শ্লোকটির বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই।

১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে সঙ্কলিত সদুক্তিকর্ণামৃতের ২।৪৮ বীচিতে নায়িকার "বর্ত্মাবলোকিনী" অবস্থা বর্ণনা করিয়া পাঁচটি শ্লোক ধৃত হইয়াছে। সেগুলির সহিত চণ্ডীদাসের পদটির সামান্য কিছু সাদৃশ্য পাওয়া যাইবে। দুইটি নীচে দিতেছি,—

> উৎক্ষিপ্যালকমালিকাং বিলুলিতামাপাণ্ডুগণ্ডস্থলা-
> দ্বিশ্লিষ্যদ্বলয়প্রপাতভয়তঃ প্রোল্লাঘ্য কিঞ্চিৎ করৌ।
> দ্বারস্তম্ভনিষণ্ণগাত্রলতিকা কেনাপি পুণ্যাত্মনা
> মার্গালোকনদত্তদৃষ্টিরবলা তৎকালমালিঙ্গ্যতে ॥ ৩—রুদ্রট।

অত্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থল হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়া যাইবে, এই ভয়ে করদ্বয় কিঞ্চিৎ উঠাইয়া, শ্লথ কেশদাম তুলিয়া তুলিয়া, তোমার দেহলতিকা দুয়ারের থামে হেলান দিয়া, পথপানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া যেন কোন পুণ্যাত্মা কর্ত্তৃক সেই কালে আলিঙ্গিত হইতেছে (স্তম্ভদ্বারা আলিঙ্গিত হইতেছ)।

> পাণ্ডুক্ষামকপোলপালিলুঠিতাং ত্রস্তৈণশাবেক্ষণা
> হস্তেন শ্লথকঙ্কণেন কবরীমুল্লাসয়ন্তী মুহুঃ।

দ্বারোপান্তবিলম্বিনী প্রিয়পথং তন্বঙ্গি যদীক্ষসে
তন্মন্যে বিকটৈরিবাঞ্চসি পুরঃ পন্থানমিন্দীবরৈঃ ॥ ১—কস্যচিৎ ।

হে কৃশাঙ্গি, তুমি যে ভীত মৃগশাবকের মতন লোচনযুক্তা হইয়া, যে হস্তের কঙ্কণ শ্লথ হইয়া গিয়াছে, সেই হস্তের দ্বারা পাণ্ডুবর্ণ কৃশ কপোলের উপরে বিলুণ্ঠিত কবরী মুহুর্মুহু তুলিতে তুলিতে দরজার কাছে বিলম্ব করিয়া প্রিয়ের পথপানে চাহিতেছ, তাহাতে মনে হয়, প্রস্ফুটিত নীল কমলের দ্বারা নগরীর পথ যেন পর্য্যবেক্ষণ করিতেছ। দীন চণ্ডীদাস ইহার অনুকরণে লিখিয়াছেন,—

কারে নিবেদিব যেবা করে মন
কি হল্য মরমে মোর।
কি খেনে কুদিনে দেখিনু সে জনে
দরশে হইল ভোর ॥
ক্ষণেক আঙ্গিনা ক্ষণেক বাহির
ক্ষণেক যমুনাতীর।
ক্ষণে করে মন খন উচাটন
ক্ষণেক না হই স্থির ॥
আঁখি মুদইতে সদা কানু দেখি
কি হল্য কালিয়া কানু।
ভোজনে বসিলে নিরবধি দেখি
ও নব রসের তনু ॥
ক্ষণেক নয়নে যদি ঘুম আসে
চকিতে ভাঙ্গিয়া যায়।
নিশিতে উঠিয়া থাকিয়ে বসিয়া
দীন চণ্ডীদাস গায় ॥*

১২৫

সজনি, কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুলনন্দন হরল[১] আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা[২] তরুমূলে ॥
গোকুল নগর মাঝে আর[৩] কত নারী আছে
তাহে কেনে না পড়িল বাধা।

* বনপাশের পুথির ৯৪৬ পদ। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা'য় (পৃঃ ৭৩-১৩৪) উদ্ধৃত।

নিরমল কুলখানি যতনে র‍্যাখাছি[৪] আমি
বাঁশি[৫] কেনে বোলে রাধা রাধা ॥
মল্লিকা-চম্পক-দামে চূড়ার টালনি বামে
তাহে শোভে মউরের পাখে।
আশে[৬] পাশে ধাএ্যা ধাএ্যা সুন্দর সৌরভ পাএ্যা
অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে ॥
সে[৭] কি চূড়ার ঠাম কেবল ঐছন[৮] কাম
নানা[৯] ছান্দে বান্ধে পাকমোড়া।
শিরে[১০] বেড়া বৌলি জালে নব গুঞ্জামণিমালে
চঞ্চল[১১] চাঁদ উপরে জোড়া ॥
পায়ের উপরে পা কদম হেলন গা
গলে শোভে[১২] মালতীর মালা।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় না হইল পরিচয়
রসের নাগর বড় কালা ॥

বরাহনগর ৬ (১০২৬ক) ১৯ পদ।

নী ৫৭। ন চ ৫৬ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী ৫৭৭ পৃঃ (নী হইতে)। মন্তব্য—'ব্রজকুল-নন্দন' শব্দটি প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কি না সন্দেহ।

পাঠান্তর : নী, ১। হরিল, ২। দাড়ায়ে, ৩। আর যে রমণী আছে, ৪। রেখেছি (আধুনিক রূপ), ৫। বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা, ৬। আশে পাশে চলে ধেয়ে, সুন্দর সৌরভ নিয়ে (আধুনিক রূপ), ৭। সে শিরে, ৮। যৈছন, ৯। নানা ছাঁদে বাঁধে, ১০। সে শিরে বেনানি জালে (অর্থ বোধ হয় জাল বিনাইয়া—কিন্তু ভাল মানে হয় না), ১১। চঞ্চল চাঁদ পরে পারা (অর্থহীন), ১২। দোলে। পাঠান্তরধৃত—চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া (এখানে চাঁদ মানে মউরের পাখায় যে চন্দ্রিকা দেখা যায়)।

টীকা।—শিরে বেড়ল বৌলি জালে—মাথায় বৌলি নামক মুকুলের আকার সোনার গহনা। বৌলি শব্দ—চৈতন্যচরিতামৃতে (১।১১।১১২) পাওয়া যায়।

১২৬

যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাইতে সে কানু-পথে ধায় রে ॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে ॥

এ ছার নাসিকা মুঞি যত করি বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যামগন্ধ॥
সে না কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক্ রহুঁ এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥
কহে চণ্ডীদাস রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥

তরু ৮৩৫, ক. বি. ২৯২, ২৯৮।

নী ৩৬৯। ন চ ৯৯ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী ৬০২ পৃঃ।

টীকা।—প্রথম পয়ারে পদযুগল, দ্বিতীয়ে জিহ্বা, তৃতীয়ে নাসিকা, চতুর্থে কর্ণ, পঞ্চমে সর্ব্বেন্দ্রিয় এবং মন কি করিয়া কানুর বশ হইয়াছে, তাহাই দেখান হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে চক্ষুর ও হস্তের কথা নাই। পদটি সর্ব্বেন্দ্রিয়েয় দ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের উদাহরণ বলা চলে।

১২৭

নিতুই নৌতুন পিরিতি দুজন
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাঢ়য়
পরিণামে নাহি থায়॥
সখি হে, অদভুত দুহুঁ প্রেম।
এত দিন চাই অবধি না পাই
ইথে কি কষিল হেম॥
উপমার গণ সব কৈল আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
এ কি অপরূপ তাহার স্বরূপ
স্বভাবে করিলে অন্ধ॥
চণ্ডীদাসে কহে দোহ সম হয়ে
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে হেন কোন জনে
শুনি না দরবে চীত॥

তরু ৯১৩।

রবীন্দ্রনাথ ১০৭ পৃঃ। নী ১৯৮। দী ৭৩০ পৃঃ।

চৈতন্যচরিতামৃতের—

রাধাপ্রেম বিভু—যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥

এই ভাব লইয়া পদটি রচিত হইয়াছে মনে হয়। শ্রীজীবের প্রীতিসন্দর্ভ (৮৪) ও শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়ী ভাব প্রকরণের ১৩২ শ্লোকের ভাব লইয়া পদটি লেখা হইবার সম্ভাবনা, তাহা ভূমিকায় 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' প্রকরণে দেখাইয়াছি। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদে সূত্রাকারে ভাবটি পাইয়া শ্রীরূপ, শ্রীজীব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ উহা তাঁহাদের গ্রন্থে বিশদভাবে বলিয়াছেন, এরূপ তর্কও উঠাইতে পারা যায়।

১২৮

এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণে বান্ধা আপনা আপনি ॥
দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় কি মরিয়া ॥
জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥
ভানু কমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয় ॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা ॥
কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে তুল।
না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল ॥
কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাসে কহে ॥

তরু ৯১২।

নী ১৯৩। ন চ ৭৪ (নামাঙ্কিত)। দী ৭২৮।

সুনীতিবাবু প্রভৃতি ময়নাডালের মিত্র-ঠাকুরদের গান হইতে ষষ্ঠ পয়ারের পর উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

ক্ষীর নীর সম কহি সে শুধু কৌতুকে।
উত্তাপে মরয়ে নীর ক্ষীর রহে সুখে ॥

ঐ ভাবটি বিদ্যাপতির। 'দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভরিয়া'—প্রেমবৈচিত্ত্যের এই অভিব্যক্তি শ্রীরূপ গোস্বামীর পূর্ব্বে ছিল কি না সন্দেহ। তবে এটি সন্দেহ মাত্র, কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না। পরের পদের উপর মন্তব্য দেখুন।

১২৯

এমন পিরিতি কভু দেখি নাহি শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি ॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা ॥
একতনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই ॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন[১] মোর প্রাণ চলি যায় ॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনি[২] সব পরমাণ ॥

তরু ৬৭০।

নী ১৯৪। ন চ ৭১ পৃঃ। দী ৭২৮ পৃঃ।

নীলরতনবাবুর পাঠান্তর : ১। দেহ ছাড়ি মোর যেন, ২। সই। প্রেমবৈচিত্ত্যের এই পদ সম্ভবত প্রাক্‌চৈতন্য যুগের নহে। তবে জোর করিয়া কিছু বলা চলে না। ময়মনসিংহ-গীতিকা ও পূর্ব্ববঙ্গগীতিকার অনেক পালায় "কোরে দূর মানি" ধরণের ভাব আছে। বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বে এরূপ প্রেমের অভিব্যক্তি যে ছিল না, তাহার প্রমাণ নাই।

১৩০

আগোর চন্দন চুয়া দিব কার গায়।
পিয়া বিনু হিয়া মোর ফাটিয়া যে যায় ॥
তাম্বুল কর্পূর আমি দিব কার মুখে।
রজনী বঞ্চিব আমি কারে লয়ে সুখে ॥
কার অঙ্গ পরশে শীতল হবে দেহা।
কান্দিয়া গোঙাব কত নাহি ছুটে নেহা ॥

কোন্ দেশে গেল পিয়া মোরে পরিহরি।
তুমি যদি বল সখি বিষ খাঞা মরি॥
পিয়ার চূড়ার ফুল গলায় গাঁথিয়া।
জ্বালহ অনল সই মরিব পুড়িয়া॥
গুণ সোঙরিতে সে পাঁজর খসি যায়।
দহনে দগধে মোর এ পাপ হিয়ায়॥
তোমরা চলিয়া যাহ আপনার ঘরে।
মরিব অনলে পুড়ি যমুনার তীরে॥
চণ্ডীদাসে বলে কেন কহ হেন কথা।
শরীর ছাড়িলে প্রীতি রহিবেক কোথা॥
জনমে জনমে পিয়া মিলিবে আমারে।
মো হেন পাপিনী যেন না মিলে তাহারে॥*

ন চ-ধৃত ঢা. বি. ১১৮/৮৫R, সা-কু ৭।

নী ৬৯০। ন চ ৩৩ পৃঃ (আসল বড়ুর পদ-২৩)। দী ২৮০ পৃঃ (আকরের উল্লেখ নাই)।

এই পদটি সম্বন্ধে ডাঃ শহীদুল্লাহ্ বলেন,—"ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। 'প্রীতি' শব্দের প্রয়োগও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩।১)।

১৩১

সখি, কেমনে জীব গো আর।
বুকে খাঞাছি[১] শ্যামের শেল
পিঠে হৈলা[২] গো পার॥
মলুঁ মলুঁ মল্যাঙ গো সখি
কালিয়া বাঁশির গানে।
সুজন দেখিঞা পিরিতি করিলুঁ
এমনি হইবে কে জানে॥

* শেষ দুই চরণ প্রথমোক্ত দুই আকরে থাকা সত্ত্বেও, সুনীতিবাবু প্রভৃতি উহা মূল পাঠে ধরেন নাই, টীকায় ধরিয়াছেন।

সকল গোকুল হইল আকুল
শুনিঞা[৩] রাধার কথা।
খলের সহিতে পিরিতি করিঞা
কি হৈল[৪] অন্তরে ব্যথা॥
স্থির হৈতে নারি প্রাণের সখি গো
বুকে খাঞাছি[৫] ঘা।
আঁখির জলে পথ না সুঝায়
মুখে না বাহিরায় রা॥
পিরিতি রতন পিরিতি যতন
পিরিতি গলার হারে[৬]।
শ্যাম বন্ধুয়ার নিদারুণ বাঁশী
পরাণে বধিল মোরে[৭]॥
কে জানে কেমন পিরিতি এমন
পিরিতি কৈল সব নাশ।
গঞ্জে গুরুজনে সেহ সুখ মানে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

বরাহনগর ৬ (১০২৬ ক), ১২ পদ।

নী ২৭৩। দী ৬১৯ (নী হইতে, অন্য কোথাও পান নাই)।

চণ্ডীদাসের ভাষা ও ভণিতা কিরূপে আধুনিক আকার লইয়াছে, তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে নীলরতনবাবুর ধৃত পাঠ অন্যতম। উহার ভণিতায় আছে—

গঞ্জে গুরুজন, সেহ সুখমন, কহে দীন চণ্ডীদাস॥

পদটির ভাষা ও ভাব 'দীনে'র মতন নহে। নীলরতনবাবুর ক্রিয়াপদগুলি অত্যন্ত আধুনিক রূপ লইয়াছে, যথা—১। খেয়েছি, ২। হইল, ৩। শুনিয়া, ৪। হ'ল, ৫। খেয়েছি—(খেয়েছির সঙ্গে 'মুখে না বাহিরায় রা' একেবারে বিসদৃশ লাগে), ৬। হার, ৭। আমার।

১৩২

হিয়া জরজর করে নিরন্তর
তারে না দেখিলে মরি।
হিয়ার ভিতরে[১] কি শেল সামাল্য[২]
বোল না কি বুদ্ধি করি॥ ১

মনে ছিল সাধ কানু-পরিবাদ
সফল করল বিধি।
লোকের বোলনে ছাড়িব কেমনে
শ্যাম হেন গুণনিধি ॥ ২
কুলবতী হঞা কুলে দাঁড়াইয়া
যে ধনী পিরিতি করে।
তুষের আনল যেমতি জ্বলয়ে
তেমতি পুড়িঞা মরে ॥ ৩
বন্ধুর পিরিতি শেলের[৩] আঘাতি
পশিঞা রহিল বুকে।
দেখিতে দেখিতে ব্যথাটি বাড়ল
এ কথা[৪] কহিব কাকে ॥ ৪
সুখের লাগিঞা পিরিতি করিলুঁ
শ্যাম বন্ধুয়ার সনে। ৫
বন্ধুর লাগিঞা যাব[৫] দেশান্তরে
ধরিব যোগিনী বেশ।
অঙ্গ[৬] আভরণ দূরে তেয়াগিব[৭]
মুড়াব মাথার কেশ ॥ ৬
অনুরাগি জনা[৮] অনেক বেদনা
জীবনে[৯] কি তার আশ।
পিরিতি বিচ্ছেদে আকুল[১০] হইল
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥ ৭

বরাহনগর ৬(১০২৬ ক) ৩৮ পদ, ন চ — ঢা-মি ২১ জ পুথি হইতে, ১১৬ পৃঃ (নামাঙ্কিত)।

সুনীতিবাবুর প্রদত্ত পাঠে ২ এবং ৩ চিহ্নিত কলি নাই ; ৫ চিহ্নিত অংশে এক কলি পাওয়া যাইতেছে মাত্র, তাহাতে উহাও নাই।

পাঠান্তর : ন চ-র সহিত, ১। মাঝারে, ২। সামাইল, ৩। শেলের ঘাও, ৪। ই দুখ, ৫। হব, ৬। অঙ্গের আভরণ, ৭। তেয়াগিয়া, ৮। জনের, ৯। তার কি জীবনের আশ, ১০। জীব বা কেমনে।

১৩৩

পিরিতি[১] বিয়াধি লাগি সব তিয়াগিলুঁ।
তবে[২] কেনে শ্যামসঙ্গে গোঙাতে নারিলুঁ॥
বিধিরে কি দিব দোষ আপনা করম।
কি খেনে[৩] বাঢ়ালুঁ প্রেম না জানি মরম॥
ঘরে ঘরে চাতরে কুলটা বলি খ্যাতি।
ভাবিতে[৪] গুণিতে মোর পোহাইল রাতি॥
আপনার[৫] কুলক্রিয়া করি মুই যাই।
মনের[৬] ভরমে পাছে বন্ধুরে হারাই॥
চল চল আল সখি ওঝার বাড়ী যাই।
আনিঞা[৭] গরল বিষ হাথে গুল্যা খাই॥
পিরিতি[৮] মিরিতি লাগি কেবা করে আশ।
পিরিতি লাগিঞা মৈল দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

বরাহনগর ৬ (১০২৬ ক) ২৬ পদ, ক. বি. ২৯৮।

নী ২৯৫। ন চ ১৩৬ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী ৬৫৪ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। পিরিতি লাগিয়া আমি সব তেয়াগিনু—নী, রমণীমোহন মল্লিক 'আমি' স্থানে 'হম' পাঠ ধরিয়াছেন, ২। তবু ত শ্যামের সনে গোঙাতে নারিনু—নী, ৩। কি খেনে করিনু—নী, ৪। কানু সনে প্রেম করি না পোহালে রাতি—(নিশ্চয়ই ইহা পরবর্ত্তী কালের যোজনা। ইহার অর্থ হইতেছে যে, আমার সব জায়গায় কুলটা অপবাদ অথচ সারারাত্রি ধরিয়া কানুর সঙ্গে প্রেম করিতে পারিলাম না। মূলে ধৃত পাঠের অর্থ, ভাবিতে চিন্তিতেই আমার রাত শেষ হইল—ব্যঞ্জনা—প্রেম করা হইল না)। ৫ ও ৬ নীলরতনবাবুর পদে বা সুনীতিবাবুর দৃষ্ট ঢা. বি. $\frac{১১২}{৮৪}$R পুথিতে নাই। ৭। কালকূট বিষ আনি হাতে তুলি খাই—নী, কালকূট বিষ আনি হাতে তুলি খাঙ—ন চ, 'তুলি' নহে, 'গুল্যা'ই (অর্থাৎ গুলিয়া) বিশুদ্ধ পাঠ। ৮। পীরিতে মরিতে লাগি যেবা করে আশ—নী, পিরীতি মরমে করি যেবা করে আশ—ন চ (র. ম-ধৃত) এই দুই পাঠের কোনটারই ভাল মানে হয় না। মূলে ধৃত পাঠের অর্থ—প্রেমরূপ মরণ (মিরিতি)।

১৩৪

আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পিরিতি করিব তাহে।
পিরিতি রতন করিয়া যতন
এমতি সমান যাহে॥

ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু পান করি উড়ি চলি যায়
এমতি তাহার রীত॥
সখি, পিরিতি বিষম বড়।
পরাণে পরাণে মিশাইতে পারে
তবে সে পিরিতি দড়॥
সুজন কুজনে পিরিতি করিলে
সদাই দুখের ঘর।
আপন সুখে যে করয়ে পিরিতি
তাহারে জানিয়ে পর॥
আপন পিরিতি হৃদয়ে রাখিয়া
হৃদয়ে পিরিতি আশ।
তাহার নিছনি পরাণ পুতলি
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাস॥

বরাহনগর ১৩৬৭ (খ)।

টীকা।—এমতি সমান যাহে—সমানে সমানে ভালবাসা যত্ন করিয়া করিব। তবে সে পিরিতি দড়—প্রাণে প্রাণে যদি মিলিয়া যায়, তবেই প্রেম স্থায়ী হয়। আপন সুখে যে করয়ে পিরিতি—নিজের সুখের জন্য যে প্রেম করে, সে কখনও আপনার হইতে পারে না, সে পরই াকিয়া যায়। আপন পিরিতি হৃদয়ে রাখিয়া ইত্যাদি—যে নিজের হৃদয় প্রেমে পূর্ণ করিয়া, পরের হৃদয়ের প্রেম আশা করে, সেই প্রাণের পুত্তলি সমান এবং তাহারই আরতি নিছনি)র কথা দ্বিজ চণ্ডীদাস বলিতেছেন।

১৩৫

গোকুল নগরে আমার বঁধুরে
সবাই আপনা বাসে।
হাম অভাগিনী আপন বলিলে
দারুণ লোকেতে হাসে॥
সই, কি জানি কি হৈল মোরে।
আপনা বলিয়া দু কুল চাহিয়া
না দেখি দোসর পরে॥

কুলের কামিনী হাম অভাগিনী[১]
নহিল দোসর জনা।
রসিয়া[২] নাগরী গুরুজনা বৈরী
এ বড় মূরখপণা॥
বিধির বিধান এমন করল[৩]
বুঝিলু[৪] করমদোষে।
আগু পাছু বুঝি[৫] না কৈল সমঝি
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

ক. বি. ২৯৮।

নী ২৯৪। দী ৬৫৩ পৃঃ।

পাঠান্তর: নী, ১। একাকিনী, ২। রসিক নাগর গুরুজনা বৈরি, ৩। করণ, ৪। বুঝিনু, ৫। আগেতে বুঝিয়া না কৈল সুঝিয়া।

১৩৬

কাহারে কহিব দুখ কে বুঝে অন্তর।
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর॥
আপনার বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে।
এত দিনে বুঝিলুঁ সে ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি জুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুন সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
এত দিনে বুঝিলাম মনে ত ভাবিয়া।
এ তিন ভুবনে নাই আপনা বলিয়া॥
এ দেশে না রব একা যাব দূরদেশে।
সেই সে যুগতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

তরু ৮৪১, ক. বি. ৬২০৪ (১২৫ পৃঃ)।

নী ৩৭২। ম চ ২১ পৃঃ (আসল বড়ুর)।

টীকা।—যাহাকে ভালবাসি, মরমের কথা যাহাকে বলা যায় বলিয়া যাহাকে মরমী বলি, সে আমাকে ভালবাসে না,—'সে বাসয়ে পর'। সুতরাং আমার আপনার জন বলিয়া পৃথিবীতে কেহই নাই। আমি যাহাকে আপন ভাবিয়া মরমের কথা বলিয়া দগ্ধ প্রাণ শীতল করিতে চাহিয়াছিলাম, সে তাহার ঔদাসীন্যের দ্বারা আমার প্রাণে দ্বিগুণ আগুন জ্বালিয়া দিল। সেই জন্য আর এ দেশে না থাকিয়া অন্য দেশে চলিয়া যাইব। কবি বলেন,

এই যুক্তিই ভাল। সুনীতিবাবু পদটিকে কৃষ্ণকীর্ত্তনের বড়ুর রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ, বড়ুতে আছে—মাথা মুড়িআঁ যোগিনী হআঁ বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে (পৃঃ ৩৫০); কাহু বিনি মো যোগিনী হৈবোঁ ভ্রমিবোঁ সকল দেশে (পৃঃ ৩৭৬), পদটিতে কোথাও যোগিনী হইবার কথা নাই। আর যোগিনীর কথা থাকার দরুণ তো 'আগো রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা' পদটিকে তাঁহারা উজ্জ্বলনীলমণির অনুকরণ বলিয়াছেন (পৃঃ ৫২), যদিও উজ্জ্বলধৃত শ্লোকটি শ্রীরূপের চার পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে ও সদুক্তিকর্ণামৃতে আছে। ডাঃ শহীদুল্লা দেখাইয়াছেন যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনে কোথাও দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতা নাই (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩, পৃঃ ২৬)।

১৩৭

কালা গরলের জ্বালা আর তাহে অবলা
তাহে মুঞি কুলের বৌহারী।
অন্তরে মরম বেথা কাহারে কহিব কথা
গোপতে গুমরি মরি মরি॥
সখি হে, বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে পরাণ না রহে ধড়ে
তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে॥
কালার লাগিয়া আমি হব বনবাসী।
কালা নিলে জাতি কুল প্রাণ নিলে বাঁশী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়াজাল।
সভারি সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর-সুধা উগারে গরল॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ের লাগ পাঙ।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাঙ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥

তরু ৮২৮, ক. বি ২৯১, ২৯২।

নী ২৬৭ ও ২৬৫। ন চ ৯৪ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী ৫৯৬-৯৭।

নীলরতনবাবুর ২৬৭ পদে ত্রিপদীর 'তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে'র পর আছে—মুরলী সরল হয়ে, বাঁকার মুখেতে রয়ে, শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব। দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, সঙ্গদোষে কি না

হয়, রাহুমুখে শশী মসী লাভ॥ ইহাতে সমগ্র পদটিই ত্রিপদীতে রচিত দেখা যায়। পদকল্পতরুতে অর্দ্ধেক ত্রিপদী, অর্দ্ধেক পয়ার। এখানে পদকল্পতরু অপেক্ষা নীলরতনবাবুর সংগ্রহ ভাল। তাঁহার 'রাধার হৈল কাল'-র পরে—

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশি দিশি কাঁদি আমি হাসি লোকলাজে॥
হারে সখি, কি দারুণ বাঁশী।
যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী॥

ইহার পর—অন্তরে সরল বাঁশী বাহিরে প্রবল—ইত্যাদি। ইহার ভণিতায় সুনীতিবাবুপ্রদত্ত পাঠান্তর হইতে দেখা যায়, বড়ু, দ্বিজ ও শুধু চণ্ডীদাস পাঠ আছে। বড়ু চণ্ডীদাস কএ বংশী কি করিবে—সা-কু ৩, দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে বংশীটি কি করে—ঢা-মি. ৫, চণ্ডীদাসেতে কহে বংশী কি কএ—ক. বি. ২৯১, চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করে—ঢা. বি. $\frac{১১৮}{৮৫}$R। সুনীতিবাবু রসকল্পবল্লীতে 'তরল বাঁশের বাঁশি' ইত্যাদি চারি পংক্তি ভণিতাহীন অবস্থায় পাইয়াছেন এবং ভবানন্দের হরিবংশেও চাঁদ কাজির পদে উহার প্রতিধ্বনি আবিষ্কার করিয়াছেন।

১৩৮

এ দেশে না রহিব সই দূরদেশে যাব।
এ পাপ পিরিতের কথা শুনিতে না পাব॥
না দেখিব নয়নে পিরিতি করে যে।
এমতি বিষম বেথা[১] জানি দিবে সে॥
পিরিতি আঁখর তিন না দেখি নয়ানে।
যে কহে তাহার[২] আর না দেখি বয়ানে॥
পিরিতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি।
দ্বিজ[৩] চণ্ডীদাসে কহে ইহার গুরু তুমি॥

তরু ৮৮৮, ক. বি. ৬২০৪ (১২৮ পৃঃ)।

নী ৩১০। ন চ ১৩৭ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী ৬৭৬ পৃঃ।

পাঠান্তরঃ ১। চিতা জ্বালি—নী, ২। তাহারে—নী, ৩। চণ্ডীদাস কহে রামি ইহার গুরু তুমি—নী, পদকল্পতরুতে—দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে ইহার গুরু তুমি।

টীকা।—না দেখিব নয়নে পিরিতি করে যে—যে প্রেম করে, তাহাকে আমি চোখেও দেখিব না; কেন না, সে এইরূপ বিষম ব্যথা দিবে (এমতি বিষম বেথা জানি দিবে সে)। পিরিতি আঁখর তিন দেখি নয়নে—পি রি তি এই তিন অক্ষর যেখানে লেখা থাকিবে, সেখানেও তাকাইব না। যে কহে তাহার আর না দেখি বয়ানে—যে পিরিতি

শব্দ বলিবে, তাহার গতি ও বয়ান (বদন) দেখি না। 'আর' শব্দের গতি (ঋ গতৌ ঘঞ)
অর্থে ব্যবহার অলঙ্কারকৌস্তুভে (৭।১০) আছে। নীলরতনবাবু উহা না জানিয়া 'আর'কে
পুনরায় অর্থে ধরিয়া পাঠ ধরিয়াছেন—"যে কহে তাহারে আর না দেখি বয়ানে"।
স্থনীতিবাবুও পদকল্পতরুর পাঠকে নিরর্থক মনে করিয়া লিখিয়াছেন,—

"পিরীতি আখর তিন না বলি বয়ানে।
যে করে তাহারে আর না দেখি নয়ানে॥

এইরূপ কোন পাঠ ছিল বলিয়া মনে হয়।"

১৩৯

(সখি হে), শ্যামের পিরিতি বিষম যে রীতি
যতনে পরাণ রয়।
দিবানিশি হিয়া যেমন করিছে
এ কথা বলিব কায়॥
মনের আগুন জ্বলিছে দ্বিগুণ
কেবা পরতিত যায়।
আমি সে অবলা ঘর হৈল জ্বালা
লোকলাজ হৈল তায়॥
আঁধুয়া পুকুরে যেন থাকে মীন
ঝাঁপয়ে ধীবর জালে।
এমতি আছিএ এ ঘরকরণে
গুরুজনা কত বলে॥
ক্ষুরের উপর যেমন বসতি
নড়িতে[১] কাটয়ে দেহ।
আমার দুখের আচার বিচার
এ কথা বুঝয়ে কেহ॥
শঙ্খবণিকের করাত যেমন
দুদিক্ কাটিয়া যায়।
তেমতি আমারে গুরুজনা কাটে
দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

বরাহনগর ৬(১০৬৭খ), ক. বি. ২৯২, ২৯৭

নী ২৬৯। দী ৬০০ পৃঃ।

নীলরতনবাবুর ২৬৯ পদে ইহার প্রথম অংশ অন্য রকম, যথা,—

সই, পশিল বিষম বাঁশী।
বাহির করিতে, যতন করিনু, মরমে রহিল পশি।
তেরছ নয়ানে, বানের সন্ধানে, হানল যৈমনি নয়।
বাজিল অন্তরে, আকুল করিতে, যতনে পরাণ রয়॥
নাহি দিবা নিশি, এমন করিছে, এ কথা কহিব কায়।
মনের আগুন, জ্বলিছে দ্বিগুণ, কে না পরতীত যায়॥

নীলরতনবাবু এবং মণীন্দ্রবাবু, উভয়েই পাঠ ধরিয়াছেন—১। নাড়ীতে কাটয়ে দেহ। বোধ হয়, 'নড়িতে' লিখিতে যাইয়া 'নাড়ীতে' হইয়াছে। এখানে নাড়ী কাটার কোন প্রসঙ্গই নাই।

১৪০

দিবস রজনী গুণ গণি গণি
কি হৈল অন্তরে বেথা।
খলের বচনে পাতিয়া শ্রবণে
খাইলুঁ আপন মাথা॥ ১
সই, কে বলে পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিলুঁ
কান্দিতে জনম গেল॥ ২
ক্ষীরের গাগরি মুখে বিষ পূরি
অবলা বালাকে দিল।
স্বোয়াদ পাইয়া খাইতে খাইতে
নিকট মরণ হৈল॥ ৩
নীরলোভে মৃগী পিয়াসে[১] ধাইতে
ব্যাধ শর দিল বুকে।
জলের সফরী আহার করিতে
বড়শী লাগিল মুখে॥ ৪
ক্ষীর নাড়ু করি বিষ মিশাইয়া
কেবা আনি দিল মুখে।
না কৈল বিচার করিল আহার
এ বধ লাগিবে কাখে॥ ৫

নব ঘন হেরি পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক বারণ করল পবন
কুলিশ মিলল শেষে ॥ ৬
লাখ হেম পাইয়া যতনে বান্ধিতে
পড়িল অগাধ জলে।
হেন অনুচিত করে পাপ বিধি
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে ॥ ৭

বরাহনগর ৬(৮), ক. বি. ২৯১, সা-প ২০১ (পৃঃ ৫১), তরু ৮৪৮। নী ৩২৩। ন চ ১২১-২২ (নামাঙ্কিত)। দী ৬৪৯ পৃঃ।

পাঠান্তর : পদকল্পতরুতে ২য় কলির পরিবর্ত্তে আছে,—

শুন শুন দূতি কি কহ মো প্রতি
বচন না লাগে ভাল।
কি ছার পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে
সোণার বরণ কাল ॥

নীলরতনবাবুর পাঠান্তর,—

কে বলে পীরিতি ভাল গো সখি
কে বলে পীরিতি ভাল।
সে ছার পীরিতি ভাবিতে ভাবিতে
সোণার বরণ কাল ॥

সুনীতিবাবু প্রভৃতিও ঢা. বি. ১১৮/৮R পুথিতে মূলে ধৃত পাঠের ন্যায় চারি পংক্তির বদলে তিন পংক্তি পাইয়াছেন। কিন্তু অর্থগৌরবে মূলের পাঠই উৎকৃষ্টতর। পদকল্পতরুধৃত দূতীসম্বোধন আক্ষেপে অপ্রাসঙ্গিক ; নায়িকার নিজের রংকে সোণার বরণ বলাও প্রশংসনীয় নহে। ৩য় কলির পরিবর্ত্তে পদকল্পতরুতে আছে,—

সোণার গাগরি বিষজল ভরি
কেবা আনি দিল আগে।
করিলু আহার না করি বিচার
এ বধ কাহারে লাগে ॥

ইহার শেষ অংশের সঙ্গে ৫ম কলির শেষের মিল আছে। নীলরতনবাবুর ধৃত পাঠ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯১ পুথিতে প্রায় এই পাঠ,—

বিষের গাগরি ক্ষীর মুখে ভরি
কেবা আনি দিল আগে।

করিনু আহার না করি বিচার
এ বধ কাহারে লাগে ॥

২। আনন্দে—নী। ৫ম কলি পদকল্পতরুতে নাই। ৬ষ্ঠ কলির পর নীলরতনবাবুর পাঠ,—

ক্ষীর নাড়ু করি বিষে মিশাইয়া
অবলা বালাকে দিল।
সুস্বাদ পাইয়া খাইতে খাইতে
নিকটে মরণ ভেল ॥

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদরত্নাকরে অনুরূপ অতিরিক্ত কলি পাইয়া পাদটীকায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

টীকা।—রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, রাতদিন দয়িতের গুণের কথা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার অন্তরে ব্যথা জন্মিল। প্রবঞ্চকের কথা শুনিয়া তিনি নিজের মাথা নিজেই খাইলেন। লোকে বলে প্রেম ভাল, কিন্তু রাধার তো কান্দিতে কান্দিতেই জন্ম গেল। প্রথমটায় অবশ্য প্রেম খুবই ভাল লাগে—মনে হয় যেন ক্ষীরের কলসী, কিন্তু সত্য সত্য উহাতে বিষ মেশানো আছে। প্রথমটায় উহা খাইতে সুস্বাদু লাগিল, কিন্তু শেষে বিষের প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু হইল। তৃষ্ণায় আকুল হইয়া হরিণী যেমন জল খাইতে যায়, আর ব্যাধ তাহার বুকে বাণ মারে, রাধার বুকেও তেমনি কৃষ্ণ মারিয়াছেন। পুঁটি মাছকে যেমন আহারের লোভ দেখাইয়া বড়শিতে মারিয়া ফেলা হয়, রাধাকেও তেমনি ভালবাসার লোভ দেখাইয়া মারা হইয়াছে। ভালবাসা যেন বিষমিশ্রিত নাড়ু। নূতন মেঘ দেখিয়া তৃষ্ণায় চাতকী হাঁ করিলে পবন মেঘ উড়াইয়া লইয়া গেল। চাতকী বজ্রের আঘাতে মারা পড়িল। কৃষ্ণের প্রেম যেন লক্ষ সুবর্ণমুদ্রার তুল্য। উহা পাইয়া রাধা যত্ন করিয়া আঁচলে বাঁধিতে গেলেন, কিন্তু উহা যেন অগাধ জলে পড়িয়া হারাইয়া গেল। এই ভাবে কতকগুলি ঘরোয়া উপমা দিয়া কবি রাধার মনের অপরিসীম দুঃখকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

১৪১

এই মোর মনে হয় রাত্রি দিনে
ইহা বহি নাহি আর।
পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
এ তিন ভুবন-সার ॥
বিহি একচিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল পি।
রসের সায়র মন্থন করিতে
তাহে উপজিল রি ॥

পুন[১] যে মথিয়া অমিয়া হইল
তাহে ভিয়াইল তি।
সকল সুখের এ তিন আখর
তুলনা দিব যে[২] কি॥
যাহার মরমে পশিল যতনে
এ তিন আখর সার।
ধরম করম সরম ভরম
কিবা জাতি কুল তার॥
এহেন পিরিতি না জানি কি রীতি
পরিণামে[৩] কিবা হয়।
পিরিতি-বন্ধন বড়ই বিষম
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

তরু ৮৯০, ক. বি. ২৯২, ২৯৩, ৬২০৪ (পৃঃ ১২৮)।

নী ৩৭৯। দী ৬৭৮ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। অমিয়া মথিয়া তাহে যে হইল—ক. বি. ২৯২, ২৯৩, ২। সে পিরিতি রসের সায়র মথিয়া তাহে উপজিল তি—নী, ৩। পরিণাম—নী।

টীকা।—মণীন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৮৯ (দীন চণ্ডীদাসের পুথির) ৪৮৮ সংখ্যক পদে আছে যে, দেবতারা সুখের সাগর মন্থন করিলে—প্রথম মথনে উঠল তাহাতে আনন্দরসের পী। তাহার পর ৪৮৯ সংখ্যক পদে আছে—দ্বিতীয় মথনে উঠল যতনে আনন্দরসের রী। ৪৯০ পদে তৃতীয় বার মন্থনে—প্রেমের সায়রে পায়ল খুঁজিতে আনন্দলহরীর তি। কিন্তু এখানে মন্থন করিয়া নহে, কিন্তু একচিত্তে ভাবিতে ভাবিতে বিধি পি নির্ম্মাণ করিলেন। দুই বিবরণ পৃথক্।

১৪২

পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে।
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইলুঁ
তিতায় তিতিল দে॥
সই,[১] এ কথা কহিল নহে।
হিয়ার ভিতর বসতি করিয়া
কখন[২] কি জানি কহে॥

পিয়ার পিরিতি প্রথম[৩] আরতি
তাহার নাহিক শেষ।
পুন নিদারুণ শমন সমান
দয়ার নাহিক লেশ॥
কপট পিরিতি আরতি বাঢ়াঞা
মিরিতি সাধিলুঁ কাজে।
লোকচরচায়ে কুলের খাঁখার[৪]
জগত ভরিল লাজে॥
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মলুঁ।
কহিতে কহিতে তনু জর জর
পাগলী হইয়া গেলুঁ॥
এমতি পিরিতি না জানি এ রীতি
পরিণামে কিবা হয়।
পিরিতি[৫] পরম হয় দুখময়
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥

তরু ৮৭৪, ক. বি. ২৮৯, ২৯১, ২৯৩।

নী ৩৩৪। ন চ ১২৭ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী ৬৬৩ পৃঃ।

ভণিতা।—স্থনীতিবাবু প্রভৃতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৩৬ পুথিতে 'চণ্ডীদাসে ইহা কয়'—এই পাঠ পাইয়াছেন। পদকল্পতরুতে পাঠ—দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়। ১। সই, এ কথা কহিব কারে—নী, ২। কখন কি জানি করে—নী, ৩। বিষম আরতি—ক বি ২৮৯, ৪। লোকচরচায় কুল রক্ষা দায়—নী। মূলের 'কুলের খাঁখার' (কলঙ্ক) পাঠই ভাল। নীলরতনবাবুর পাঠের অর্থ—লোকে এত কুৎসা করে যে, কুলে থাকা আমার পক্ষে কঠিন হয়। ৫। পিরীতি পরম সুখদুখময়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২৯৩।

টীকা।—পিরিতি ছানিয়া খাইলেও সমস্ত দেহ তিক্তরসে ভরিয়া গেল। সেই দয়িত, নিরন্তর আমার হিয়ার ভিতরে বসতি করিতেছে, সে আমাকে কখন কি করিতে বলিবে জানি না। (তবে সে যাহা বলিবে, তাহা আমাকে করিতেই হইবে)।

১৪৩

পিরিতি অঙ্কুর জনময়ে যদি
অনেক ভাগ্যের ফলে।
দিবানিশি তাহা রাখিহ যতনে
সেঁচিয়া নয়নজলে॥
সেঁচিতে সেঁচিতে ভাগ্যের ফলেতে
মিলে যদি তাহে পাতা।
পাতা আশে আশ করিয়া বৈঠহ
নেহ হয় তরু লতা॥
সেই নেহ হ'তে দোঁহাকার চিতে
নিবিড় বন্ধন হয়।
ধরম করম লোক-চরচায়
সকল দূরেতে যায়॥
দোঁহার পিরিতি বাড়য়ে আরতি
ফলের জনম হয়।
সাধিতে সাধিতে দোঁহাকার চিতে
কোটিকে গুটিক হয়॥
রতি মতি হৈতে ফুলের জনম
নাহিক ইথে সংশয়।
মধুর যে ফুল তার হয় নাম
চণ্ডীদাস ইহা কয়॥

ক. বি. ৬২০৪ (পৃঃ ২০৭)।

পদটিতে পিরিতকে 'সেঁচিয়া নয়নজলে' লালন-করিও, এবং 'ধরম করম লোকচরচায় সকল দূরেতে যায়' দেখিয়া মনে হয়, ইহা প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাসের রচনা। এখানে 'ধরম করম' অর্থে 'কুলের ধর্ম্ম কর্ম্ম' বা লোকাচার বুঝাইতেছে। কিন্তু 'সাধিতে সাধিতে দোঁহাকার চিতে' থাকায় মনে হয়, ইহাতে প্রেমকে সাধনারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রাক্‌-চৈতন্য যুগে এরূপ সাধনার প্রচলন ছিল কি না, বলা কঠিন।

১৪৪

কেনে কৈলুঁ পিরিতের সাধ।

পিরিতি-অঙ্কুর হৈতে যত দুখ পাইলুঁ[১] চিতে
শুনিলে গণিবে পরমাদ॥

মুঞি যদি[২] জানিতুঁ এত তবে কেন হব রত
না করিতুঁ হেন সব কাজ।

ভুলিলুঁ পরের বোলে কুলটা হইলুঁ[৩] কুলে
জগত ভরিয়া রৈল লাজ॥

যখন পিরিতি কৈল আনি[৪] চাঁদ হাতে দিল
পুন তারে না পাই দেখিতে।

কি করিতে কি না করি ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি
অবশেষে প্রাণ চাহে নিতে॥

পিরিতি আখর তিন যাহার[৫] হৃদয়ে চিন
কিবা তার লাজ কুল ভয়।

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস যে করে পিরিতি আশ
তার[৬] বুঝি এই দশা হয়॥

তরু ৯৫৬, কী ৩০০ পৃঃ।

নী ৩৭৮। ন চ ১৩৯ (নামাঙ্কিত)। দী ৬৮৬ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। পাইনু—কী, ২। জানিত—কী, ৩। হইনু—কী, ৪। হাতে চাঁদ আনি দিল—কী, ৫। যার—কী, ৬। তার বুঝি এই সব হয়—নী।

টীকা।—পিরিতি-অঙ্কুর হইতে প্রেমের অঙ্কুর জন্মিতে না জন্মিতেই যে দুঃখ অন্তরে পাইলাম, তাহা যদি তোমরা শুন তো প্রমাদ মনে করিবে। প্রেমের অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হইতে পারিল না, ইহা রাধার আক্ষেপ। 'অবশেষে প্রাণ চাহে নিতে'—দয়িতের বিরহে শুধু যে কাঁদিই, তাহা নহে, প্রাণও থাকে কি না সন্দেহ। 'পিরিতি আখর তিন' ইত্যাদি—যাহার হৃদয়ে 'পিরিতি' এই তিন অক্ষরের দাগ পড়িয়াছে, তার আর লজ্জা ও কুলভয় থাকে না।

১৪৫

সোনার[১] নাতিনি কেন আসি যাও পুন পুন
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।

সদাই কান্দনা দেখি অঝরে ঝরএ আঁখি
জাতি কুল সব সব পাছে যায়॥

যমুনার[২] জলে যাও কদম্বতলা পানে চাও
না জানি দেখিলে কোন্ জনে।
শ্যামলবরণ পীতপিন্ধন বসি থাকে যখন তখন
সে জনা পড়িছে বুঝি মনে॥
ঘরে আসি নাহি খাও সদাই তাহারে চাও
বুঝিলাম[৩] তোমার মনের কথা।
এখন শুনিলে ঘরে কি বোল বলিবে তোরে
বাড়াইয়া[৪] ভাঙ্গিবে তোর মাথা॥
একে[৫] তুমি কুলের নারী কুল আছে তোমার বৈরী
তাহে আর বড়ুয়ার বধূ।
কহে[৬] দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুল শীল সব ভাসে
লাগিলে কালিয়া-প্রেম-মধু॥

বরাহনগর ৬(১০২৬ক), গী ১৫০ পৃঃ।

নী ৪৯। ন চ ১ পৃঃ (আসল বড়ুর পদ—১)। দী ৫৫৫ পৃঃ। গৃহীত পাঠ গীতচন্দ্রোদয়।

বরাহনগর-পুথিতে পাঠান্তরঃ ১। সোনার নাতিনি নিতি নিতি আস্ত পুন, ২। যমুনার জলে যাও' হইতে 'সে জনা পড়িছে বুঝি মনে' নাই, ৩। বুঝিলু, ৪। বাড়িয়া ভাঙ্গিবে, ৫। একে সে কুলের নারী, ৬। কহে এই চণ্ডিদাসে কুল শীল সব ভাসে,—এই পাঠ বরাহনগর-পুথির। 'কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুল শীল সব ভাসে' গীতচন্দ্রোদয়ে ৫ সংখ্যক পদের সঙ্গে তুলনা করিয়া পাঠ করুন।

মন্তব্য।—প্রথমে ভণিতা বিচার করা যাউক। বরাহনগর-পুথিতে এবং কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১১২, ৫৪২০ ও ৫৪২১ সংখ্যক পুঁথিতে 'বড়ু' বা 'দ্বিজ' বিশেষণ নাই। গীতচন্দ্রোদয়ে 'দ্বিজ' আছে, নীলরতনবাবু ৪৯ পদে 'বড়ু' পাইয়াছেন। তাই সুনীতিবাবু (পৃঃ ২) লিখিয়াছেন,—"পদটি মূলতঃ বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়াই মনে হয়—ভাবে কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিরোধী কিছুই নাই এবং ভাষায় আধুনিক হইলেও প্রাচীনত্বের বিরোধী নহে।" 'আস্ত' বা 'আসি যাও'র বদলে নীলরতনবাবু 'আইস যাও'; 'বাড়াইয়া' স্থলে 'বাড়িয়া'; 'নাশে' স্থলে 'ভাসে' পাঠ ধরিয়াছেন বলিয়া সুনীতিবাবু ভাষাকে আধুনিক বলিয়াছেন। গীতচন্দ্রোদয়ের ভাষা তাঁহারা মূলরূপে লইলে আর এরূপ আধুনিকতার গন্ধ পাইতেন না। কিন্তু উহা লইলে 'বড়ু' যে 'দ্বিজ' হইয়া যায়।

মণীন্দ্রবাবু বলেন (পৃঃ ৫৫৬),—"এই পদদ্বয়ের ভাব সম্পূর্ণই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হয় নাই। কৃষ্ণের প্রেম-নিবেদন শুনিয়া রাধা বড়াইকে অপমানিত করিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন, আর এই পদদ্বয়ে দেখা যায় যে, কৃষ্ণকে

দেখিয়া আসিয়া রাধা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জন্য পাগলিনী হইয়াছেন। এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য থাকা ত দূরের কথা, পদদ্বয়ের ভাব যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পূর্ণ বিরোধী, ইহা বুঝাইবার জন্য কোন টীকাকারের প্রয়োজন আছে বলিয়াও আমাদের মনে হয় না।"

এইবার দেখা যাউক, পদ দুইটি স্বতন্ত্র কি না। প্রথম পদটিতে রাধাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, তুমি এমন পাগলিনীর মতন হইলে কেন? আর দ্বিতীয়টিতে আশঙ্কা করা হইয়াছে যে, তোমার জাতি কুল পাছে যায়! তোমার মতলবটা কি? তুমি কেন আসা যাওয়া কর? উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য সর্ব্বদা ক্রন্দন আছে। প্রথম পদে আছে যে, যমুনার পথে কদম্বতলাতে বসিয়া থাকিলে ধর্ম্মনাশ হয়, তবুও তুমি সেখানে থাক। আর দ্বিতীয়টিতে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে যে, জল আনিতে যাইয়া তুমি কদমতল পানে চাও কেন? সেই অনুপম সুন্দর শ্যামলবর্ণকে বুঝি মনে পড়িতেছে? এই দুই ভাবের মধ্যে যদি মিল থাকে, তাহা হইলে সব বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গেই সব পদের মিল আছে।

শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণবাবুর সম্পাদিত 'জ্ঞানদাসের পদাবলী' হইতে দুইটি পদের প্রথম অংশ তুলিয়া দিতেছি। যদি একাধিক জ্ঞানদাস কল্পনা কোন দিন খাড়া হয়, তাহা হইলে একটি অন্যটির অনুকরণ বলা হইবে।

১।

তুমি কি না জান সই যত পরমাদ। কি ঘরে বাহিরে লোকে বলে পরিবাদ॥
তমু যে বন্ধুরে আমি পাসরিতে নারি। কি বিধি বেয়াধি দিল কি বুদ্ধি বা করি॥
কি খেনে দেখিলুঁ সই বিদগধরায়। পাষাণের রেখ যেন মিটিলে না যায়॥ (পৃঃ ১৯৬)

২।

কি ঘর বাহিরে লোকে বলে এ কি রীতি। জীতে পাসরিল নহে বন্ধুর পিরীতি॥
দেখিতে না দেখি আঁখি শ্যাম বিনে আন। ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান॥
(পৃঃ ২০৭)

উভয় পদেই লোকের দেওয়া কলঙ্কের কথা আছে; উভয় পদেই দেখি, রাধা চেষ্টা করিয়াও শ্যামকে ভুলিতে পারিতেছেন না; উভয়ত্রই আছে, শ্যামকে দেখিয়া রাধার মনে স্থায়ী অনুরাগ জাগিয়াছে। তবুও তো এই পদ দুইটি আলাদা।

১৪৬

একে কাল হৈল মোর নহলি যৌবন।
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোরে কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোরে যমুনার জল॥

আর কাল হৈল মোর রতন-ভূষণ।
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল হনে আমি থাকি একাকিনী।
এমন বেথিত নাহি শুনে যে কাহিনী॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে না কহ এমন।
কারু কোন দোষ নাই সবে একজন॥*

তরু ৯৪৫ ক. বি. ৬২০৪ (১৩৯ পৃঃ)।

নী ৩৬০। ন চ ১২ পৃঃ (আসল বড়ুর ৭ সংখ্যক পদ। দী ৬১০।

পাঠান্তর : ১। আর কাল হইল তাহে অলিকুলগণ।
আর কাল হইল মোরে গিরি গোবর্দ্ধন॥ ন চ-ধৃত ঢা. বি. ২৬৪৮।

মণীন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৯।৩) যে, এই পদটির প্রথম চারিটি পংক্তির সঙ্গে, ১২৩৭ সালে (১৮৩০ খৃষ্টাব্দ) অনুলিপি করা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০৯২ পুথিতে প্রাপ্ত নিম্নলিখিত পদে অনেকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়—

এক কাল হইল মোর জমুনার জল।
আর কাল হইল মোর কদম্বের তল॥
আর কাল হইল মোরে পাসে বৃন্দাবন।
আর কাল হইল মোর নহলি জৌবন॥
আর কাল হইল মোরে ভ্রমরার বোল।
আর কাল হইল মোরে কানু মাগে কোল॥

এই পদটি সম্বন্ধে সুনীতিবাবু লিখিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাপ্ত অন্য পদের সহিত এই পুথিতে আলোচ্য পদটির অবস্থান হেতু, ইহা মূলে যে বড়ু চণ্ডীদাসের, সে বিষয়ে আমরা অনেকটা নিশ্চিত হইতে পারি।" 'কানু মাগে কোল' এই মোটা সুরের কথা দেখিয়া আমাদেরও মনে হয়, পদটি কৃষ্ণকীর্ত্তনের রচয়িতার। কিন্তু পুথিখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। উহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে, প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাস, বড়ুর পদ হইতে এই পদটি লইয়াছেন। ডাঃ শহীদুল্লাহও লিখিয়াছেন,—

"দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোন দোষ নাহি সবে একজন॥

ইহা কিছুতেই বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা নহে। পদটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের (সা-প-পত্রিকা, ১৩৪৩।১ ৩১ পৃঃ)। ইহার উত্তরে সুনীতিবাবু লিখিয়াছেন যে,—

"ইহা বড়ু চণ্ডীদাসেরই—তবে ভণিতা পরবর্ত্তী কালের হওয়া সম্ভব।" (ঐ)

---

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৫।১, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের 'কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুর ও তাল' প্রবন্ধে এই পদটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের হওয়া সত্ত্বেও বড়ুর নামে চালাইবার সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

১৪৭

হাথ দিঞা দেখ বড়াই মোর কলেবরে।
ধান দিলে খই হয় বিরহ আনলে[১] ॥
জিহ্বা[২] খণ্ড খণ্ড হৈল রাধা রাধা বলি।
তাহার বিচ্ছেদে মোর বুকে হৈল শেলি[৩] ॥
আমি[৪] মেনে মরি বড়াই তার নাহি দায়।
রাধা বিনে মোর মনে আন নাহি ভায় ॥
মরিলে পোড়াইও বড়াই যমুনার কূলে।
যে ঘাটে আইসে[৫] রাধা বিহানে বিকালে ॥
মরিবার বেলে বড়াই সোঙারিহ রাধা।
জনমে জনমে যেন মিলায় বিধাতা ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে[৬] রাখহ বচন।
দরশন দিয়া রাই[৭] রাখহ জীবন ॥

বরাহনগর ৬ক(১০২৬) ৩৬ পদ।

নী ২৪১। ন চ ৮ পৃঃ (আসল বড়ুর পদ—৫)। দী ৭১৯ পৃঃ।

পাঠান্তর ঃ সুনীতিবাবুধৃত পাঠের সহিত—১। অনলে, ২। জিভা, ৩। সলি, (সলি শব্দের মানে হয় না, শেলি—মানে বুকে যেন শেল বিঁধিয়াছে, সুতরাং বরাহনগরের পাঠ ভাল), ৪। মইলে মরিব বড়াই তার নাহি দায়—ঢা. বি. ১২৭/৪০ R পুথিতে আছে—আমি যেন মরিব—নী, আমি মৈলে মরিব—নী, এই সব পাঠ অপেক্ষা বরাহনগরের পুথির পাঠ ভাল। ৫। আসিবে, ৬। বলে, ৭। রাধা। এই পদটিতে সাত্ত্বিক বিরহের ভাব দেখা যায়, কৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণের বিরহ মদনজ্বালার নামান্তর।

১৪৮

হেদে হে নিলজ বন্ধু লাজ নাহি বাসো।
বিহানে পরের বাড়ী কোন্ লাজে আইসো ॥
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন্ কলাবতী আজি পাইয়াছিল লাগ ॥
নখ-পদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভা করিলে ভূষিত ॥

কপালে সিন্দূর-রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী-বিরহে তোমার আঁখি ছলছল ॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি।
না ছুইহ ইহার আমি সব রঙ্গ জানি ॥

তরু ৩৯৩।

নী ২২৩। ন চ ১৮০ পৃঃ। দী ৭০৩ পৃঃ।

স্থনীতিবাবু লিখিয়াছেন,—"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১১৫৪ ও ১১৫৫ পুথিদ্বয়ে নরোত্তম দাসের ভণিতায় এই ভাবের একটি পদ আছে, তাহার দুই একটি পংক্তি উপরের পদের অনুরূপ।" খণ্ডিতার বিষয়বস্তু লইয়া ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন সদুক্তিকর্ণামৃত সঙ্কলিত হয়, তাহার পূর্ব্ব হইতে অসংখ্য শ্লোক ও কবিতা লেখা হইয়াছে—স্থতরাং বিষয় এক হওয়া বিচিত্র নহে। নরোত্তম আরোপিত পদেতে আছে,—

"বন্ধু বিহানে পরের বাড়ী কোন্ কাজে আস্ত।
যেখানকার হাসিখানি সেইখানে গা হাস ॥"

ইহার সঙ্গে উপরের পদের এক পংক্তির একটু মাত্র মেলে। আর কোন মিল দেখা গেল না। গোবিন্দদাসের পদের সঙ্গেও 'প্রভাতে পরের বাড়ী কোন লাজে আস' এইটুকু ছাড়া আর কোন মিল নাই।

১৭৯

বঁধু,[১] কহিলে বাসিবে মনে দুখ।
যতেক রমণী ধনী বৈঠয়ে জগত মাঝে
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ ॥
লোকমুখে জানিনু লখি আগে না দেখিনু
আমারে কুমতি দিল বিধি।
না বুঝিয়া করে কাজ তার মুণ্ডে পড়ে বাজ
দুখ রহে জনম অবধি ॥
কেন হেন বেশ ধর পরের পরাণ হর
স্ত্রীবধে ভয় নাহি কর।
গগন-ইন্দু আনিঞা করে কর দর্শাইয়া
এবে কেন এমতি আচর ॥

পিরিতি পরশে যার হিয়া নাহি দরবয়ে
সে কেন পীরিতি করে সাধ।
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় মোর মনে হেন লয়
ভাঙ্গিলে গড়িতে পরমাদ॥

বরাহনগর ৬(১০২৬ক) ১৪ পদ।

নী ২৫৮। দী ৫৯৩ পৃঃ (নী হইতে)।

নীলরতনবাবুধৃত মূল পাঠের সঙ্গে এই পদের সম্পূর্ণ মিল আছে।

নীলরতনবাবুধৃত পাঠান্তর ঃ ১। বঁধু, না কহিলে করিবে মনে দুখ, সে জানি দেখয়ে তুয়া মুখ (বিকৃত পাঠ)।

টীকা।—রাধা কৃষ্ণের মুখ দেখা মাত্র প্রেমে পড়িয়াছিলেন এবং তাহাতে অনেক জ্বালা ভোগ করিতেছেন বলিয়া অন্য সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, কেহ যেন কৃষ্ণের মুখের পানে তাকায় না। রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—লোকের কাছে শুনিয়াছিলাম যে, তুমি নাকি খুব সুন্দর, তাই আমার দুষ্টবুদ্ধির বশে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তোমাকে দেখিয়াছিলাম। আমার মতন না বুঝিয়া যে কাজ করে, তাহার মাথায় বজ্র পড়ে; অথবা তাহার সারাজীবন দুঃখে কাটে। তুমি এমন মন-ভুলানো বেশ কেন পরিধান কর? ইহাতে যে স্ত্রীবধ হয়, তাহা কি জান না? তাহাদের বধ করার পাপ তো তোমাকেই লাগিবে। ভালবাসার প্রথম অবস্থায় তুমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে আনিয়া দাও। আর এখন এমন আচরণ করিতেছ কেন? প্রেমের স্পর্শ পাইয়া যাহার মন গলে না, সে কেন প্রেম করিতে যায়? কবি বলিতেছেন যে, তাঁহার মনে হয়, একবার ভালবাসা যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা ফের জোড়া লাগানো বড় কঠিন।

১৫০

মরি মরি যাই লো শ্যামের বাঁশিয়া নাগরে।
কুলছাড়া বাঁশিটি কলঙ্ক হৈল মোরে॥ ১
নিতি নিতি ডাক[১] বাঁশি রহিতে[২] না দেয় ঘরে।
মরম সন্ধান দিঞা[৩] হৃদয় বিদারে॥ ২
যদি বা বাজাবে বাঁশী না হইবে[৪] ত্রিভঙ্গ।
কুলবতী-কুলব্রত[৫] না করিহ ভঙ্গ॥ ৩
শাশুড়ী ক্ষুরের ধার ননদিনী জ্বালা।
মরমে মরমের ব্যথা নাহি জানে কালা॥ ৪

কালা কালা বলিঞা ঘোষয়ে[৬] জগজনে।
চরণে শরণ নিলুঁ জীবনে মরণে ॥ ৫
চরণে শরণ নিলুঁ না ভাবিহ ভীন।
একে ত অবলা জাতি পরের অধীন ॥ ৬
নিরমল কুল ছিল তাহে দিলাঙ[৭] কালি।
হাতে তুল্যা মাথে নিলাঙ[৮] কলঙ্কের ডালি ॥ ৭
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে[৯] শুন রাজার ঝি।
বাঁশিয়া দংশিল তোরে[১০] আনে করিব কি ॥ ৮

বরাহনগর ৬(১০২৬ক) ৩০ পদ।

নী ২৬৮। ন চ ৯২ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী ৬০০ পৃঃ (নী হইতে গৃহীত)।

পাঠান্তর: এই পদটি সঙ্কলন করিবার সময় ৬এর প্রথম পংক্তি নীলরতনবাবুতে ও রমণীমোহন মল্লিকে······চিহ্নিত দেখিয়া স্নীতিবাবু বলিয়াছেন,—"অনেক ক্ষেত্রে র-ম নী-র মূল বলিয়া মনে হয়"। তাঁহারা পংক্তিটি সা-কু ৪ পুথিতে পাইয়াছেন, আমিও বরাহনগরের পুথিতে পাইয়াছি। তাঁহাদের ধৃত পাঠ—"চরণে শরণ নিলাম না বাসিহ ভিন" অপেক্ষা বরাহনগরের পুথির "চরণে শরণ নিলুঁ না ভাবিহ ভীন" পাঠ প্রাচীন। দুই বার চরণে শরণ লইলাম বলিয়া রাধা নিজের উক্তির উপর জোর দিয়াছেন।

অন্যান্য পাঠান্তর: নীলরতনবাবুতে—১। ডাকে, ২। রইতে, ৩। দিয়ে, ৪। না হও, ৫। কুলবতীর কুলবত্ব (মানে হয় না), ৬। আসয়ে জগৎজনে—কালা বলি দোষে জগতের জনে (আধুনিক রূপ), ৭। দিনু, ৮। নিনু, ৯। বলে, ১০। বাঁশীয়া দংশিল তোমায় আমি করিব কি (আধুনিক ভাষা)।

১৫১

বন্ধু, চিতনিবারণ তুমি।
কোন শুভ দিনে দেখা তোমা সনে
পাশরিতে নারি আমি ॥
ও চাঁদ-বদন না দেখি যখন
শুন হে প্রাণের হরি।
অনাথীর প্রাণ করে আনচান
দিনে কত বার মরি ॥

তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
তোমার তুলনা তুমি।
তুমি হেন শ্যাম মোরে হলে বাম
বড় অভাগিনী আমি ॥
তখন করিলে যেমন পিরীতি
এখন এমতি কর।
অবলা হইলে পরমাদ হ'ত
পুরুষ হইয়া তর ॥
চণ্ডীদাস ভণে কানুর চরণে
শুন হে প্রাণের হরি।
সকল ছাড়িয়া শরণ যে লয়
তাহার এমতি করি ॥

ন চ কর্তৃক সা-কু ১ পুথি হইতে সঙ্কলিত।

ন চ পৃঃ ৮৭ (নামাঙ্কিত)। দী ৫৯৪ পৃঃ (ন চ হইতে)।

পদটির ভণিতা অংশে কানুর চরণে চণ্ডীদাসের নিবেদন একটু সন্দেহজনক মনে হয়। তবে শেষে হরিকে ধমকাইয়া দেওয়া হইয়াছে—যে সব ছাড়িয়া তোমার শরণ লয়, তাহাকে তুমি এমন কর? এটি চণ্ডীদাসের রীতির সঙ্গে খাপ খায়।

১৫২

পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
সিরজিল কোন ধাতা।
অবধি জানিতে শুধাব[১] কাহাতে
ঘুচাব[২] মনের ব্যথা ॥
পিরিতি[৩] রতন যার চিতে উপজিল।
সে ধনি কতেক জনমে জনমে
ভাগ্য[৪] করিয়াছিল ॥
সই, পিরিতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে মানুষ[৫] জনমে
কি সুখ পাইল[৬] তারা ॥

যে[৭] জন জানিবে সে জন মজিবে
হইব কুল যে নাশী।
তবে কেন তারে কলঙ্কিনী বলে
অবোধ গোকুলবাসী ॥
গোকুল নগরে কেবা কি না করে
এ[৮] ছার মূঢ় যে লোকে।
চণ্ডিদাসে ভণে মরুক সে জনে
পর[৯]চরচায় যেবা থাকে ॥

বরাহনগর ৬(২), তরু ৮৮৯, ক. বি. ২৯২, ২৯৩।

নী ৩৩৭। দী ৬৭৭।

পাঠান্তর: নীলরতনবাবু মোটামুটি পদকল্পতরুর পাঠই দিয়াছেন। ১। সোধাই—রু; শুধাই—নী, ২। ঘুচাই—তরু ও নী, ৩। পিরিতি মুরতি, পিরিতি রতন, যার চিতে পজিল—তরু, পিরিতি রতন, পিরিতি যতন, যার চিতে উপজিল—নী, ৪। কি ভাগ্য—া, ৫। জনমে জনমে—তরু, মানুষ জনমে—নী, ৬। জানয়ে—তরু; কি সুখে আছয়ে—নী, । যে জন যা বিনে না রহে পরাণে, সে যে হল কুলনাশী—তরু ও নী, ৮। অবুধ মূঢ় সে লাকে—তরু; অবোধ মূঢ় যে লোকে—নী।

পাঠবিচার।—৯। পরচরচায় থাকে—তরু ও নী—কিন্তু 'পরচরচায় যেবা থাকে' বলিলে ন্দ রক্ষা পায়। এ হিসাবে বরাহনগরের পাঠ ভাল। তরুর "যে জন যা বিনে না রহে রাণে সে যে হৈল কুলনাশী" অর্থ ভাল প্রকাশ করে না। কিন্তু বরাহনগরের—

যে জন জানিবে সে জন মজিবে
হইব কুল যে নাশী।

র্থাৎ এই ত্রিভুবনের মধ্যে মানুষজন্ম পাইয়া তাহারা কি সুখ পাইল, যাহারা পিরিতি না ানে? কিন্তু যাহারা সে সুখ জানে, তাহারা মজে এবং কুলনাশী হয়। এই ভাবটি মৎকার। মণীন্দ্রবাবু কোন অনুল্লিখিত পুথিতে পাঠ পাইয়াছেন,—

যে জন যা বিনে না জীয়ে পরাণে
সেই তার কুল বাসি।

তনি ইহার অর্থ করিয়াছেন,—"কোন রমণী যদি কোন পরপুরুষকেও এমন গভীর ভাবে ালবাসে যে, ঐ পুরুষকে না পাইলে তাহার জীবনান্ত হয়, তাহা হইলে ঐ পুরুষকেই ঐ মণীর কুল বলা হয়, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়াই ঐ রমণী কুলবতী হইতে পারে, ইহাই হজিয়া পিরীতির মূলতত্ত্ব।" কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অনেক পুথি ঘাঁটিয়াও যখন

ঐরূপ পাঠ পান নাই, আমরাও পাই নাই, তখন এই পদের ঐরূপ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত মনে হয় না।

টীকা।—রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

"সই পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা?

পিরীতি নামক যে জ্বালা, পিরীতি নামক যে দুঃখ, এ দুঃখ যাহারা না জানিয়াছে, তাহারা পৃথিবীতে কি সুখ পাইয়াছে! যখন রাধা কহিলেন,—

বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ।

তখন—'চণ্ডীদাস কয়, এমতি হইলে পিরীতের কিবা সুখ।' দুঃখই যদি ঘুচিল, তবে আর সুখ কিসের? এত গম্ভীর কথা, বিদ্যাপতি কোথাও প্রকাশ করেন নাই।" (রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী—সমালোচনা, পৃঃ ১০৯৮)। বরাহনগর গ্রন্থাগারের ৬(চ) পুথি একখানি পাতড়া মাত্র, উহাতে চারিটিমাত্র চণ্ডীদাসের পদ আছে। উহার দ্বিতীয় পদের প্রথম অংশের সঙ্গে আলোচ্য পদের কিছু মিল আছে, দ্বিতীয় অংশ সম্পূর্ণ নূতন। পদটি এই,—

পিরিতি রতন যার চিতে উপজিল।
সে ধনি কতেক জনম ভরিয়া ভাগ্য করিয়াছিল॥
পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর, সৃজিল কোন ধাতা।
অবধি জানিতে, সুধাব কাহাতে, ঘুচাই মনের বেথা॥
প্রেমের সাগর, মথন করিতে, তাহে উপজিল পী।
রসের সাগর মথন করিতে, তাহে উপজিল রি॥
সুখের সাগর মথন করিতে তাহে উপজিল তি।
সকল সুখের এ তিন আখর তুলনা দিবার কি॥
ঐ যে পিরিতি, না জানি কি রীতি, পরিণামে কিবা হয়।
পিরিতি বন্ধন বড়ই বিষম, দ্বিজ চণ্ডিদাসে কয়॥

১৫৩

সখি, কহবি কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুখাওল
তিয়াসে পরাণ যায়॥

সখি, ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে সপনে করিল[১] ভাবনে
বিহি সে করিল[২] বাদ॥
সখি, হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুন দহয়ে[৩] দ্বিগুণ
সহন নাহিক যায়॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আসয়ে সে জন
দ্বিজ চণ্ডিদাস ভণ॥

পদামৃতসমুদ্র ৩১৭, তরু ১৭১৬।

রবীন্দ্রনাথ ৬৬ পৃঃ। নী ৭০৫। ন চ ১৪৬ পৃঃ। দী ২৮৭ পৃঃ। পদামৃতসমুদ্রে আরম্ভ—

সে সুখ সায়র দৈবে শুখায়ল।

পাঠান্তর : ১। করিলুঁ—তরু, ২। করিলে—তরু, ৩। সহয়ে যে গুণ—পদামৃতসমুদ্র। রাধামোহন ঠাকুর উহার অর্থ লিখিয়াছেন,—"বিরহাগ্নিসহনে যো গুণঃ স তু ময়ি নাস্তীত্যতঃ সোঢ়ুং ন শক্নোমি।" এই পদটিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পুথিতে না পাইলেও মণীন্দ্রবাবু দীন চণ্ডীদাসে আরোপ করিয়াছেন। সুনীতিবাবু (১৪৬ পৃঃ) (নী ৭০৫) এটি শুধু নামাঙ্কিত পদের মধ্যে স্থান দিয়াছেন—কোন মন্তব্য করেন নাই।

টীকা।—শ্রীকৃষ্ণকে উদাসীন দেখিয়া শ্রীরাধা সখীকে বলিতেছেন যে, আমার হইয়া তুমি যাইয়া কানুর পায়ে নিবেদন কর যে, তাহার প্রেম সুখের সরোবরতুল্য ছিল, কিন্তু এখন আমার দৈবগুণে যেন তাহা শুকাইয়া গিয়াছে। তাহার হাতে ধরিবে, তোমার নিজের ব্যাপার হইলে যেমন আকুতি দেখাইতে, তেমনি দেখাইও, কোন কথা যেন না-বলা রহিয়া যায় না, যেরূপে হউক, বর মাগিয়া লইবে। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়—'আপনা বলিয়া বোল না তেজবি'র অর্থ লিখিয়াছেন—"হে সখি, শ্রীকৃষ্ণের হাতে ধরিবে, '(শ্রীরাধা) নিজ জন' বলিয়া যে কথা আছে, তাহা ত্যাগ করিবে না, এই বর তাঁহার নিকট মাগিয়া লইবে।" 'যেমন করিলে আসয়ে সে জন' ইহার পর কোন সমাপিকা ক্রিয়ার পরিবর্তে 'দ্বিজ চণ্ডিদাস ভণ' আছে।

১৫৪

বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই।
যদি সে পরাণবন্ধু তার লাগি পাই॥
গুরু দুরুজন যত বন্ধুর দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে॥
আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়।
কাল সাপিনী যেন তার বুকে খায়॥
আমার বন্ধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপরে যেন পোড়ে তার ঘর॥
এতেক যুবতি আছে গোকুল নগরে।
কে না বন্ধুরে দেখি বুক ফাটি মরে॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে।
তোমার বন্ধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে॥

তরু ৮৫১, ক. বি. ৬২০৪ (১২৫ পৃঃ।)

নী ৩৮২। দী ৬৫১ পৃঃ।

এই পদের ভাব ও ভাষার সঙ্গে চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতার কোন পদের কিছুমাত্র মিল দেখিতে পাওয়া যায় না। পদটি অন্য কোন কবি রচনা করিয়া দ্বিজ চণ্ডীদাসে আরোপ করিয়াছেন।

টীকা।—রাধার রুদ্রমূর্ত্তি। তাঁহার বন্ধুকে যাহারা দ্বেষ করে, তাহারা গুরুজনই হউক অথবা দুর্জ্জনই হউক, তাহাদের বুকের উপর যেন সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যামুনিনামক বিষাক্ত সর্প পতিত হয়। আর যাহারা নিজের দোষের খোঁজ না রাখিয়া পরের কুৎসা রটনা করে, তাহারাও যেন কালসাপিনীর বিষে প্রাণ হারায়। রাধার বন্ধুকে যে পর করিতে চায়, তাহার ঘরে যেন দিনদুপুরেই আগুন লাগে। গোকুলে এত যুবতী আছে; সবাই তো বন্ধুর জন্য পাগল; তবে রাধারই কেন কলঙ্ক হয়?

১৫৫

আগুন জ্বালিয়া মরিব পুড়িয়া
কত নিবারিব মন।
গরল ভখিয়া[১] মো পুনি[২] মরিব
নতুবা লউক শমন॥

সই, জ্বালহ আনল চিতা।
সীমন্তিনী আনিয়া কেশ[৩] যে সাজাইয়া
সিন্দূর দেহ যে সিঁথা॥
তনু তেয়াগিয়ে সিদ্ধ[৪] যে হইব
সাধিব[৫] মনেতে যত।
মরিলে সে পতি আসিবে সংহতি
আমারে সেবিবে কত॥
তখনি জানিবে বিরহ-বেদন
পরের লাগয়ে যত।
তাপিত হইলে তাপ সে জানয়ে
তাপ[৬] হয় যে কত॥
বিরহ বেদন না জানে আপন
দরদের দরদী নয়।
চণ্ডীদাস ভণে পর-দরদের
দরদী হইলে হয়॥

কী ৩০৪ পৃঃ, ক. বি. ২৯২, ২৯৮।

নী ২৭২। দী ৬১৮।

পাঠান্তর: ১। খাইব—ক. বি. ২৯২, ২। আপনি মরিব—নী, সো পুন—ক. বি. ২৯৮, ৩। কেশ বাঁধিয়া, ৪। সতী যে হইব—নী, ৫। সাধিব মনের যত—নী, ৬। ইহার পর নী-তে—

বিনা যে বেদনে না জানে চেতনে
দরদের দরদী নয়।
পর দরদের দরদ জানিবে
সেই সে সুজন হয়॥
আপনি মরে কি করে পরে
সোদর নহে বা কেনে।
কাহার কারণ কে সহে মরণ
চণ্ডীদাস বলে মেনে॥

নীলরতনবাবুর ধৃত পাঠান্তরের সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দের ভণিতা অংশ মেলে। ভাষা ও ভঙ্গী প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাসের বলিয়া বোধ হয় না।

১৫৬

(সই), কহিও তাহার পাশে।
যাহারে ছুঁইলে সিনান করিয়ে
সে মোরে দেখিঞা[১] হাসে॥
কার শিরে হাত দিঞা[২]।
কদম্ব তলাতে কারে[৩] কি বলিলা
যমুনার জল ছুঞা[৪]॥
মোর বৃন্দাবন আছে সাথী।
আর এক হয় যদি মনে লয়
কপোত নামেতে পাখী॥
একলা[৫] কহিও তারে।
সে[৬] গুণ ঝুরিঞা যে জন মরিবে
সে বধ লাগিবে কারে॥
দ্বিজ[৭] চণ্ডীদাস ভণে।
তাহার লাগিঞা যে জন মরয়ে
সে তারে পাসরে কেনে॥

বরাহনগর ৬ক(১০২৬), ২৯ পদ।

নী ৭০৪। ন চ ১৪৩ পৃঃ (নামাঙ্কিত) বৃন্দাবনের পুথিতে প্রাপ্ত। দী ২৮৬ পৃঃ। পদটি বনপাশের দীন চণ্ডীদাসের পুথিতে পাওয়া যায় নাই।

পাঠান্তর ও পাঠবিচার: ১। দেখিলে—নী, ন চ, ২। দিয়ে—নী, ন চ (আধুনিক), ৩। কি কথা কহিলে—নী, ন চ, কি কথা বলেছ (বৃন্দাবনপুথি, আধুনিক ভাষা), ইহার চেয়ে মূলে গৃহীত পরোক্ষ উক্তি 'কারে কি বলিলা' বেশী মধুর, ৪। ছুঁয়ে—নী, ন চ, ৫। এ কথা কহিও তারে—নী, বোল নিঠুরের আগে—ন চ (বৃন্দাবনের পুথি)। এই দুই পাঠ অপেক্ষা 'একলা কহিও তারে' বেশী ভাবগর্ভ, অন্যের সাক্ষাতে নহে, একান্ত গোপনে বলিও, ৬। যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে—ন চ, ৭। বড়ু চণ্ডীদাস ভণে—ন-চ-ধৃত বৃন্দাবনের পুথি।

১৫৭

পিরিতি[১] যদি বা সুজনের হয়।
নয়নে নয়নে মিলন হইলে
তবে কি[২] ফিরিয়া রয়॥

সে[৩] মোর পরাণের পরম[৪] বেথিত
তারে বা কিসের ভয়।
অতি দুরন্তর সুজন[৫] পিরিতি
তারে[৬] কি পরাণ সয়॥
অবলা হইয়া বিরলে বসিয়া[৭]
না[৮] দেখে দোসর জনা।
হাসিতে হাসিতে গীতের[৯] মাঝারে
এ[১০] বড় সুগড়পণা॥
যেন মলয়জ শিলাতে ঘষিতে
সৌরভ অধিক হয়।
সুজন[১১] পিরিতি ঐছন জানিহ
বড়ু চণ্ডিদাসে কয়॥

বরাহনগর ৬(ঙ) (১৮), ৬ক (১৪), ক. বি. ১৯১।

নী ৩৬৮। দী ৬৯১ পৃঃ।

পাঠান্তর ও পাঠবিচার : ১। যদি বা পিরিতি সুজনের হয়—ক, নী, ২। তবে সে ফিরিয়া লয়—নী, নীলরতনবাবুধৃত পাঠান্তর—"তবে কেন প্রেম ফিরিয়া না লয়"—এই দুই পাঠেই অর্থ ভাল হয় না। মূলে ধৃত পাঠের অর্থ—যদি সুজনের সঙ্গে প্রেম হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে চোখে চোখে মিলন হইলে কি সে মুখ ফিরাইয়া লয়? ক পুথির পাঠ—নয়নে নয়নে লাগিলে কেনে বা নয়ন ফিরিঞা লয়। (ইহাও ভাল পাঠ), ৩। যে মোর—নী, ৪। মরম ব্যথিত—নী, ৫। বিষম পীরিতি—নী, ৬। সকলি পরাণে সয়—নী, ৭। বিরলে রহিয়া—নী, ৮। না দেখি দোসর জনা—ক। না ছিল দোসর জনা—নী, ৯। গীতের ঝামরু—ক, নী, ১০। তু বড়ি সুঘড়পণা—ক, ১১। শ্যাম বঁধুয়ার ঐছন পীরিতি দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়—ক. বি. ১৯১, নী, সুজন পিরিতি ঐছন চরিতি, বড়ু চণ্ডীদাসে কয়—ক।

টীকা।—সুগড়পণা—খুব চতুরতা।

১৫৮

পীরিতি-আনল ছুঁইলে মরণ
শুন[১] গো বড়ুয়ার বধু।
এখন[২] আমার না শুন বচন
জানিবে যেমন মধু॥

ও[৩] বোল না বল মুখে।
পীরিতি-আনলে পুড়িয়া মরিবে
জনম যাইবে দুখে ॥
সদা ছটফট মুরলী বিকট
লট-পটি তার বেশ।
বিষের[৪] করণ তখনি মরণ
এ বিষে জীবন শেষ ॥
নয়ানের কোণে চাহে যার পানে
সে ছাড়ে জীবন আশ।
কানুর[৫] পরশে অমিয়া বরিষে
কহে বড়ু দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

ক. বি. ২৯১, ২৯২, ২৯৭ (৩২), ২৯৮, ৩৩০০।

নী ৩৫১, ৩৭৪। দী ৬৮৭ পৃঃ।

ভণিতা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯১, ২৯৮ ও ৩৩০০ সংখ্যক পুথির ভণিতা মূলে দেওয়া হইল। নীলরতনবাবুর ৩৭৪ সংখ্যক পদের সঙ্গে এই পদের অনেক সাদৃশ্য। উহা নীচে দেওয়া হইল,—

কালার পীরিতি, গরল সমান, না খাইলে থাকে সুখে।
পীরিতি অনলে, পুড়িয়া মরয়ে, জনম যায় তার দুখে ॥
আর বিষ খেলে, তখনি মরণ, এ বিষে জীবন শেষ।
সদা ছটফট, ঘুরুনি নিপট (?) লটপট তার বেশ ॥
নয়নের কোণে, চাহে যাহা পানে, সে ছাড়ে জীবনের আশ।
পরশ পাথর, ঠেকিয়া রহিল, কহে বড়ু চণ্ডীদাস ॥

মনে হয়, পদটির এইটি আসল রূপ এবং নীলরতনবাবুর ৩৫১ পদ ইহারই বিকৃত রূপ। ঐ পদে মুরলীকে বিকট বলা হইয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধা নানারূপে মুরলীর প্রতি আক্ষেপ জানাইলেও তাহাকে বিকট বলেন নাই।

পাঠান্তর: নীলরতনবাবুর ৩৫১ পদে—১। শুনহ কুলের বধু, ২। আমার বচন না শুন এখন—ক. বি. ২৯৭, এখন না শুন, আমার বচন, পাছে জানিবে যেমন মধু—ক. বি. ২৯৭, ৩। সই, ও বোল না বল মোকে, ৪। আর বিষ খাইলে, তখনি মরিয়ে, বিষে ত জীবন শেষ, ৫। পরশ পাথর ঠেকিয়া রহিলে, কহে বড়ু চণ্ডীদাস, পরশ পাথরে ঠেকিয়া রহিলে বড়ু দ্বিজ চণ্ডীদাস—ক. বি. ২৯৭।

১৫৯

এ সখি ! সুন্দরি কহ কহ মোয় ।
কাহে[১] লাগি অঙ্গ অবশ তুয়া হোয় ॥
অধর কাঁপয়ে তোর[২] ছলছল আঁখি ।
কাঁপিয়া উঠয়ে তনু[৩] কণ্ঠময় দেখি ॥
মৌন করিয়া তুমি কি[৪] ভাবো মনে ।
এক দিঠি করি চাহ[৫] কিসের কারণে ॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কহে বুঝিলুঁ[৬] নিচয় ।
শ্রবণে[৭] পশিল বাঁশী অতএ সে হয় ॥

গীতচন্দ্রোদয়, ২৪৬ পৃঃ ।

নী ৪৮ । ন চ ৫২ পৃঃ (নামাঙ্কিত) । দী ৫৭১ পৃঃ (নী হইতে) ।

পাঠান্তর : নীলরতনবাবু—১ । কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয়, ২ । তুয়া, ৩ । তনু কণ্টক দেখি, ৪ । কি ভাবিছ, ৫ । রহ, ৬ । বুঝিলাম, ৭ । পশিল শ্রবণে বাঁশী অতত্ত্ব সে হয়—'অতএ' (অতএব) শব্দ রমণী মল্লিক ও নীলরতন-সংস্করণে অতত্ত্বরূপে ছাপা হইয়াছে—উহা ভুল। গীতচন্দ্রোদয়ের পাঠ—'তনু কণ্ঠময় দেখি' অর্থাৎ তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে—জীবন সংশয়। নীলরতনবাবুর পাঠ—কাঁপিয়া উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি—তোমার দেহ কাঁপিয়া উঠে এবং রোমাঞ্চিত হয়। এই পাঠ অপেক্ষা 'তনু কণ্টকিত দেখি' পাঠ ধরিলে অর্থ ভাল হয়।

১৬০

সে যে বৃষভানু-সুতা ।
মরমে পাইয়া বেথা ॥
সজল নয়ান হৈয়া ।
রহে পথ পানে চাঞা[১] ॥
ফুল-শেজ বিছাইয়া ।
রহয়ে ধেয়ানি হৈয়া ॥
উজর চান্দনি রাতি ।
মন্দিরে রতন বাতি ॥
কহে সব ভেল আন ।
কাহে না মিলল কান ॥

সকল বিফল হৈল।
আধ রজনি গেল॥
শ্যাম-বন্ধুর[২] পাশ।
চলু বড়ু চণ্ডীদাস॥

তরু ৩৩১, ক. বি. ৬২০৪ (১৪০ পৃঃ)।

নী ২১৫। ন চ ৭৫ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী ৭১৬ পৃঃ।

পাঠান্তর ঃ নীলরতনবাবুতে—১। চাইয়া, ২। বঁধুয়ার পাশ।

যে বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিয়াছেন, তিনি এই পদের রচয়িতা হইতে পারেন না; কেন না, তাঁহার রাধা বৃষভানুসুতা নহেন, তাঁহার রাধা—

তে কারণে পদুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে॥—পৃঃ ৬।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি "কহে সব ভেল আন" লিখিবেন না।

১৬১

কানু নাহি আইল মোর ঘরে।
কাহার লাগিয়া মুঞি সাজ সাজিলাম গো
পরাণ কেমন কেমন করে॥ ধ্রু
চাঁদ হেরিতে মোর তাপ বাঢ়য়ে গো
বিষ লাগে মলয়েরি বাত।
সরস চন্দন ঘন আগুন লাগয়ে গো
ফুল হেরি ফুলশরাঘাত॥ ১
বক্ষের পঞ্জরে মোর বাজ বাজিছে গো
দারুণ কুহু কুহু রা।
কুঞ্জ যেন বন্দীজালে ঘেরিয়া রেখেছে গো
পথ নাহি মিলে এক পা॥
আপনা আপনি মুঞি বৈরী বাসিয়ে গো
বাঁচি যদি ছাড়িয়ে পরাণে।
নয়নের জল মোর করিবে কি উপায় গো
বড়ু কহে বাসুলীচরণে॥

রসমঞ্জরী, পৃঃ ১৯, প্রথমার্দ্ধ, অবশিষ্টাংশ হরেকৃষ্ণবাবু কর্ত্তৃক নানুরের অনাদিকিঙ্কর রায়ের প্রদত্ত পদ হইতে সঙ্কলিত।

পদটি বৈশিষ্ট্যহীন। চাঁদ, চন্দন, মলয় পবনে তাপ বৃদ্ধি পাওয়ার কথা জয়দেবে আছে, তাহার আগেও আছে, বিদ্যাপতিতেও আছে। ফুল হেরি ফুলশরাঘাত—মানে ফুল দেখিয়া মনে হয়, মদনের আঘাত লাগিল। নয়নের জল মোর করিবে কি উপায় গো—ইহা কোন বড় কবির রচনা মনে হয় না।

১৬২

কেন বা পিরিতি কৈলু কালা কানু সনে।
ভাবিতে রসের[১] তনু জারিলেক ঘুণে ॥ ১
কত ঘর বাহির করিব রাত্রি[২] দিনে।
বিষম হইল মোর[৩] কালা কানু সনে ॥ ২
না রুচে ভোজন পান তেজিলুঁ শয়নে[৪]।
বিষ মিশাইল যেন এ ঘরকরণে[৫] ॥ ৩
ঘরে গুরু দুরুজন ননদিনী আগি।
দু আঁখি মুদিলে বলে[৬] কান্দে কানু লাগি ॥ ৪
আকাশ জুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই।
কহে[৭] বড়ু চণ্ডিদাস মিলিব হেথাই ॥ ৫

বরাহনগর ৬(ঙ), ৬ পদ এবং ৬ক(১০২৬) ২৮ পদ (পাঠ ৬ (ঙ) হইতে গৃহীত), কীর্ত্তনানন্দ পৃঃ ২৮৬, ক. বি. ২৯১, ২৯২, ২৯৮।

নী ৩৫৩। ন চ ১৫ পৃঃ (আসল বড়ুর পদ—৯)। দী ৬০৪ পৃঃ।

বরাহনগর ৬ক (১০২৬) পুথিতে তৃতীয় পয়ারের পর আছে,—

পিরিতি এমন জালা জানিব কেমনে।
তবে কেন পিরিতি বাড়াব শ্যাম সনে ॥
পাসরিতে চাহোঁ যদি পাসরা না যায়।
তুষের আনল যেন জলিছে হিয়ায় ॥
হাসি হাসি শ্যাম সনে পিরিতি করিয়া।
নাহি জানি দিবানিশি মরিয়ে ঝুরিয়া ॥
পিরিতি গরলে মোর হেন দশা ভেল।
আছিল সোনার তনু হঞা গেল কাল ॥
তিলেক বিচ্ছেদ পাপ পরাণ না সহে।
এমন পিরিতি নাহি চণ্ডীদাস কহে ॥

পাঠান্তর: বরাহনগর ৬ক এবং ক. বি. ২৯১তে আরম্ভ,—কত ঘর বাহির হইব দিবা রাতি। কী-তে ১। 'রসের তনু' পাঠই আছে, কিন্তু স্নীতিবাবু ব্র-পুথি হইতে 'ভাবিতে অসার তনু' পাঠ ধরিয়াছেন। 'রসের তনু' বলিলে তনুতে ঘুণ ধরিবার পূর্ব্বের অবস্থা বর্ণনা করা হয়, অসার তনু বলিলে তাহা হয় না। ২। দিবা রাতি—কী, ৩। কী-তে 'মোর' নাই; 'কালাকানুর পীরিতি' আছে, ৪। শয়ন—কী, ৫। করণ—কী, ৬। কানু লাগি কান্দি—কী, ৭। কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস মিলিব এথাই—কী। পদটি তাহা হইলে (১) শুধু চণ্ডীদাস, (২) দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং (৩) বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। পদটিকে বড়ুর রচনা বলিবার কোন কারণ দেখি না। বড়ুর রাধাকে "কত ঘর বাহির" করিতে দেখা যায় না।

টীকা।—বিষ মিশাইল—কে যেন ঘরকরণায় বিষ মিশাইয়া দিয়াছে। ননদিনী আগি—ননদিনী যেন আগুনের মত জালা দেয়। তাহার ফাঁদ আকাশ-জোড়া, সুতরাং পালাইবার কোন পথ নাই।

১৬৩

জনম গোঁয়ানু দুখে কত না[১] সহিব বুকে
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল বেথা কুল শীল গেল কোথা
কানু লাগি গরল ভখিব॥
কুলে দিল[২] তিলাঞ্জলি গুরুদিঠে দিল[৩] বালি
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িল[৪] গৃহের সাধ কানু হৈল পরিবাদ
তাহার উচিত ফল পানু[৫]॥
অবলা[৬] কি জানে কিছু এমতি হইবে পিছু
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভাল মন্দ নাহি জানে পরমুখে যেবা শুনে
তেঞি সে[৭] আনলে পুড়ে মরে॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কয় প্রেম কি আনল হয়
সুধুই যে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ লেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥

ক. বি. ২৯২, ২৯৮।

নী ৩৫৭, ৩৮৯। ন চ ১৯ পৃঃ (আসল বড়ুর পদ ১২)। দী ৬১৫ পৃঃ।

সুনীতিবাবু প্রভৃতি ঢা-মি ৫ ও র ২২৭৪ পুথিতে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভণিতা পান নাই ; শুধু 'চণ্ডীদাসেতে কয়ে' পাঠ পাইয়াছেন। নীলরতনবাবুর ৩৮৯ সংখ্যক পদটি ইহারই পয়ার রূপ ; তাহাতেও 'বড়ু' নাই, শুধু 'চণ্ডীদাস' আছে। একই পদ দুইটি বিভিন্ন ছন্দে রূপান্তরিত হইবার দৃষ্টান্ত এখানে মিলিতেছে,—

জনম গেল পরদুখে কত বা সহিব।
কানু কানু করি কত নিশি পোহাইব॥
অন্তরে রহিল ব্যথা কুলে কি করিবে।
অনুরাগে কোন দিন গরল ভখিবে॥
মনেতে করেছি কুলে দিব তিলাঞ্জলি।
দেশান্তরী হব গুরুদিঠে দিয়া বালি॥
ছাড়িনু গৃহের সাধ কানুর লাগিয়া।
পাইনু উচিত ফল আগে না বুঝিয়া॥
অবলা কি জানে এমত হইবে পাছে।
তবে এমন প্রেম করিব কেন যেচে॥ (নিতান্ত আধুনিক ভাষা)
ভালমন্দ না জানিয়া সঁপেছি হে মন।
তেঁই সে অনলে পুড়ি যায় দেহ প্রাণ॥
চণ্ডীদাস কয় প্রেম হয় সুধাময়।
কপালক্রমে অমৃতেতে বিষ উপজয়॥

পাঠান্তর : নীলরতনবাবুধৃত ৩৫৭ পদের সহিত—১। বা, ২। দিনু, ৩। দিনু, ৪। ড়িনু, ৫। পাইনু, ৬। অবলা না গণে কিছু, ৭। তেঁই ত।

১৬৪

পিরিতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি।
কানু বিনু[১] দোসর দু কুলে নাহি শুনি॥
কানুরূপ[২] দেখিঞা যার আরতি নাহি টুটে।
বল[৩] না কি করি সই, চিতে যত উঠে॥
মনোদুখ হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে।
কানুপরসঙ্গ বিনে তিলেক না জীয়ে॥
যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবারাতি

নিছিয়া লয়েছি তারে[৪] করিয়া খেয়াতি ॥
আর যত অভিমান দিনু বঁধুর পায়।
চণ্ডিদাসেতে[৫] কহে যেবা যারে ভায় ॥

ক. বি. ২৯২, ২৯৮।

নী ৩৬৭। ন চ ২৬ পৃঃ (আসল বড়ুর পদ ১৮)। দী ৬০৮ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। কানু বিনে দোসর দু কাণে নাহি শুনি—নী, ন চ, ২। রূপ নিরখিয়া আরতি নাহি ছুটে—নী, নিরখিয়া রূপ আরতি নাহি টুটে—ন চ, ৩। বোল কি বলিতে পারি যত উঠে চিতে—নী ('ছুটের' সহিত 'চিতের' মিল হয় না), বোল কি বলিতে পারি চিতে যত উঠে—ন চ, ৪। নিছিয়া লয়েছি তারে কুল-শীল জাতি (মানে হয় না), ৫। বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যারে ভায়—নী, বড়ু চণ্ডীদাস কহে যার যেবা ভায়—ন চ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২৯৮। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২৯২-তে—'চণ্ডিদাসেতে কহে যেবা যারে ভায়' পাঠ আছে।

টীকা।—কানু বিনু দোসর··· —পিতৃকুলে ও শ্বশুরকুলে কানু ছাড়া অন্য কোন সহায়ের কথা রাধা শোনেন নাই। আরতি নাহি টুটে—যাহার আর্ত্তি দূর হয় না অর্থাৎ বন্ধুর রূপ দেখিয়াই রাধার সব দুঃখ দূর হয়। তিলেক না জীয়ে—কানুর কথা ছাড়া এক তিল সময়ও জীবন ধারণ করিতে পারি না। করিয়া খেয়াতি—নামডাকে, প্রকাশ্যে তাহাকে বরণ করিয়া লইয়াছি। যারে ভায়—যাহার যেমন রুচি বা পছন্দ।

ডাঃ শহীদুল্লাহ বলেন,—"বড়ু চণ্ডীদাস কহে যার যেবা ভায়,—ইহা বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা হইতে পারে না। ইহার ভাষাও বড়ু চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। ইহার প্রথম চরণে আছে—'পিরীতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি'। 'পিরীতি লাগিয়া' স্থানে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষায় 'নেহাত লাগিয়া' বসান যায়। কিন্তু 'নিছনি' শব্দের পরিবর্ত্তে অন্য শব্দ বসাইলে মিল থাকে না। বড়ু চণ্ডীদাস 'নিছন' শব্দ একবার ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা উৎপাত অর্থে। যথা,—

না জাইব আল রাধা মথুরা নগর।
পথে দুরবার কাহ্নাঞি নান্দের সুন্দর ॥
নিছন লইআঁ কাহ্নাঞি থাকু এক বাটে।
আন পথে যাইব বিকে মথুরার হাটে ॥—(১২০ পৃঃ)

সুতরাং পদটি জাল বড়ু চণ্ডীদাসের।" (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩।১)।

ইহার উত্তরে সুনীতিবাবু প্রভৃতি লিখিয়াছেন যে, "ভণিতায়ও কেবল 'বড়ু' চণ্ডীদাস পাইতেছি।" কিন্তু তাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯২ পুথি দেখিলেই বড়ুহীন চণ্ডীদাস পাইতেন।

১৬৫

রাইর দশা সখীর মুখে।
শুনিয়া মাধব[1] মনের দুখে॥
নয়নের জলে বহএ নদী।
চাহিতে চাহিতে হরল বুধি[2]॥
অনেক যতনে ধৈরজ ধরি।
বরজ গমন ইছিল হরি॥
আগে আগুআন করিয়া তাঁর।
সখী পাঠাওল কহিয়া সার॥
এখন[3] আসিছোঁ মথুরা হতে।
ইথে[4] আনমত না ভাব চিতে॥
অধিক[5] উলাসে সখিনি ধায়[6]।
বড়ু চণ্ডিদাস তাহাই গায়॥

পদামৃতসমুদ্র, ৩৭৬ পৃঃ, তরু ১৯৬৬।

নী ৭১৮। দী ৩২২।

পদকল্পতরুতে পাঠান্তর: ১। নাগর, ২। সুধি, ৩। এখনি আসিছ মথুরা হৈতে,—স, ৪। ইথে আন মত মা ভাব চিতে, ৫। উল্লাসে, ৬। যায়।

টীকা।—চাহিতে চাহিতে দেখিতে দেখিতে ইছিল—ইচ্ছা করিল। আগে আগুআন করিয়া তাঁর—সখী পাঠাওল কহিয়া সার—সখীকে তাঁহার সার কথা বলিয়া আগে আগে পাঠাইয়া দিলেন। সখী যাইয়া রাধাকে বলিলেন যে, এখনই মাধব মথুরা হইতে আসিতেছে, এ বিষয়ে তুমি আর অন্যমত কিছু ভাবিও না। মণীন্দ্রবাবু (৩২২ পৃঃ) এটিকে সন্দেহজনক মনে করিয়াছেন এবং অন্য কেহ রচনা করিয়া বড়ুতে আরোপ করিয়াছে বলিয়াছেন। এটিকে তিনি দীনের রচনা বলেন নাই। সুনীতিবাবু প্রভৃতির সম্পাদিত গ্রন্থে এই পদ নাই।

১৬৬

নন্দের নন্দন চতুর কান।
মিলল আসিয়া হৃদয় জান॥
যাহার যেমত পিরিতি গাঢ়া।
তাহারে তেমতি করিয়া[1] বাঢ়া॥

মথুরা হইতে এখন[২] হরি।
আইল বলিয়া শবদ করি॥
আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা॥
কোলেতে করিয়া নয়ানজলে।
সেচন করল কান্দিয়া বলে॥
আর দূর দেশে না যাবে তুমি।
মরিব[৩] তবে এবারে আমি॥
এত বলি কত দেওল চুম্ব।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ॥
ঐছনে মিলল সবহুঁ[৪] সখা।
আর[৫] সব জন যতেক লেখা॥
খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াইল ঘরে।
ঘুমাকু বলিয়া গেল ত[৬] দূরে॥
তখন[৭] বুঝিয়া সময় পুন।
আওল[৮] যমুনা-তীরক বন॥
রাইক নিকটে পাঠাইল দূতি।
বড়ু চণ্ডীদাস কহএ সতি॥

পদামৃতসমুদ্র ৩৮৬, তরু ১৯৯৩।

নী ৭২৬। দী ৩২১ পৃঃ।

পাঠান্তর: পদকল্পতরুতে—১। করিল, ২। এখনি, ৩। বাহির আর না করিব আমি, ৪। সকল, ৫। আর কত জন কে করে লেখা, ৬। যতন করে (৭ ও ৮) তরুতে নাই। মণীন্দ্রবাবু পদটিকে সন্দেহজনক অর্থাৎ বড়ুর রচনা নহে বলিয়াছেন, দীন চণ্ডীদাসেও আরোপ করেন নাই। ইহার ভাষাও পূর্ব্বোক্ত পদের ন্যায়, যথা—'ঐছনে মিলল সবহু সখা' 'রাইক' ইত্যাদি। 'নয়ানজলে সেচন করল, কান্দিয়া বলে' বড় কবির উপযুক্ত মনে হয় না। স্নীতিবাবু প্রভৃতি ইহা ধরেন নাই।

১৬৭

সে[১] যে নাগর গুণের ধাম।
জপয়ে তুহারি[২] নাম॥
শুনিতে তুহারি[৩] বাত।
পুলক[৪] ভরএ গাত॥
সে[৫] যে অবনত করি শীর।
লোচনে[৬] ঝরএ নীর॥
যদি বা পুছিএ বাণি।
উলট করএ পাণি॥
এ[৭] ধনি, কহিএ তাহারি রীতে।
আন না বুঝবি[৮] চিতে॥
ধৈরজ নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডিদাস গায়॥

গীতচন্দ্রোদয় ৪১২ পৃঃ, পদামৃতসমুদ্র ১১৬ পৃঃ, তরু ৯৪, কী ১৫০।

নী ৬৮। ন চ ৬১ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী ৫৬০ পৃঃ।

পাঠান্তর: গীতচন্দ্রোদয়ে—১। সে যে নাই, ২-৩। তুহারি স্থলে কী-তে তোহারী, ৪। পুলকে—তরু, ৫। সে যে—গী, চ-তে নাই, ৬। নয়ানে—কী, ৭। এ ধনি—গী, চ-তে নাই, ৮। বুঝব—কী। সুনীতিবাবু এটিকে আসল বড়ুর পদ বলেন নাই।

১৬৮

শুনহ রাজার ঝি।
লোকে না বুলিবে কি॥
মিছাই করলি মান।
তো বিনু জাগল[১] কান॥
আনত সঙ্কেত করি।
তাহা জাগাইলে হরি॥
উলটি করসি মান।
বড়ু চণ্ডিদাস গান॥

পদামৃতসমুদ্র ২০১ পৃঃ, তরু ৫৭৫।

নী ২৩৪। ন চ ৭৯ পৃঃ। দী ৭১৫ পৃঃ।

পাঠান্তর : পদকল্পতরু—১। আকুল। স্নীতিবাবু প্রভৃতি (পৃঃ ৭৯) এটিকে চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত অর্থাৎ কৃষ্ণকীর্ত্তনের বড়ুর পদ বলেন নাই। মণীন্দ্রবাবু (পৃঃ ৭১৫) এটিকে দীন চণ্ডীদাসের রচনা বলেন নাই। তিনি পদকল্পতরুর ২১৫ সংখ্যক পদ—যাহাতে বিদ্যাপতির ভণিতা আছে, তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। ঐ পদেও—

শুন লো রাজার ঝি।
তোরে কহিতে আসিয়াছি॥
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলা কি॥—ইত্যাদি

ইহা যেমন কখনও মিথিলার বিদ্যাপতির রচনা হইতে পারে না; তেমনি এই পদটিও কৃষ্ণকীর্ত্তনের লেখকের রচনা নহে।

১৬৯

বন্ধুর[১] লাগিয়া শেজ বিছায়লুঁ[২]
গাঁজিলুঁ[৩] ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজিলুঁ[৪] দীপ উজারলুঁ[৫]
মন্দির হইল আলা॥
সই, পাছে এ সব হইবে[৬] আন।
সেহেন নাগর গুণের সাগর
কাহে না মিলল কান॥
শাশুড়ি ননদী বঞ্চনা করিয়া
আইলুঁ[৭] গহন বনে।
বড় সাধ মনে এ রূপ যৌবনে
মিলব[৮] বন্ধুর সনে॥
পথ পানে চাহি কত না[৯] হেরিব
কত প্রবোধিব মনে।
রস-শিরোমণি আসিব[১০] এখনি
বড়ু চণ্ডীদাসে ভণে॥

তরু ২৮২।

নী ২০৮। ন চ ৭৬ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী ৭১৬ পৃঃ।

পাঠান্তর : নী—(ক্রিয়াপদগুলি আধুনিক করা হইয়াছে)। ১। বঁধুর, ২। বিছাইনু, ৩। গাঁথিলু, ৪। সাজিনু, ৫। উজারিনু, ৬। হবে, ৭। আইনু, ৮। মিলিব, ৯। কত বা রহিব, ১০। আসিবে। বড়ু ভণিতা থাকিলেও ভাষায় বা ভাবে কৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাস কৃষ্ণকে রসশিরোমণি বলিবেন কি না সন্দেহ।

১৭০

কি রূপ দেখিনু সই, কদম্বের তলে।
ঘরে যাইতে নাহি মন পরাণ কেমন করে॥
নয়ানে লাগিল রূপ কি আর বলিব।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব॥
নিবারিতে নারি চিত শয়নে স্বপনে।
আকুল করিল মোরে কালার বরণে॥
অধরে মধুর হাসি চমকে চপলা।
ইথে কি পরাণ জীয়ে কামিনী অবলা॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কহে না ভাবিহ আন।
কালা সে তোমার তুমি কালার পরাণ॥

ক. বি. ৬২০৪ (পৃঃ ১৩০)। ন চ কর্ত্তৃক পদরত্নাকর হইতে সঙ্কলিত, পৃঃ ৫৭ (নামাঙ্কিত)।

১৭১

পথে জড়াজড়ি দেখিলুঁ[১] নাগরী
সখীর সহিতে যায়।
সকল অঙ্গ মদন[২] -তরঙ্গ
হসিত-বদনে চায়॥
সই, কেবল মোহিনী সেহ।
বিধি[৩] সহায় পাই এমত[৪] বা হয়
তা সঞে করিয়ে নেহ॥

নীল[৫] মুকুতা- হার যে বেকতা
শোভিত দেখিলুঁ ভাল।
যেন তারাগণ উদিত গগন
চান্দেরে[৬] বেঢ়িয়া জাল॥
কুচ[৭] -মণ্ডলী কনক-কটোরি
বনাল্যে[৮] কেমন ধাতা।
হাসির রাশি মনের খুসি
দান[৮] করিছে দাতা॥
চণ্ডীদাসে[৯] কয় দান যে হয়
কি জানি মাগিবা তায়।
যে ধন[১০] মাগিবা তাহাই পাইবা
অপযশ রহি যায়।

বরাহনগর ৬(ক) ১৮ পদ, গীতচন্দ্রোদয় ৩৩৮ পৃঃ, তরু ১৯৮,
কীর্ত্তনানন্দ ১২৫ পৃঃ, ক. বি. ২৯২।

র ২৬ পৃঃ। নী ৫। দী ৫১৮ পৃঃ। ল ৯৮ পৃঃ।

পাঠান্তরঃ ১। সুন্দরী—গী, ২। মদনরঙ্গ—তরু ও গী, ৩। যদি—গী, তরু, কী, —কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯২ পুথিতে যে পাঠ আছে, উহাই সঙ্গত মনে হয়। ৪। এমতি হয়—গী; গৃহীত পাঠ কী; ৫। নীল যে তার মুকুতার হার শোভিত দেখিয়ে ভাল—গী, ৬। গৃহীত পাঠ গী, চাঁদে যে বেড়িয়া জাল—কী, ৭। কুচ যে মণ্ডলী—গী, ৮। বানাইলে—গী ও কী, ৮। গৃহীত পাঠ গী, দান করে যদি দাতা—তরু ও কী, ৯। গৃহীত পাঠ—গী, চণ্ডীদাস কহে দান যে হয়ে—কী, যদি দান হয়ে—তরু, ১০। ছটার ঝলকে পরাণ চমকে তিমিরে লাগয়ে ভয়—তরু, তিমির পলায় ভয়—কী।

টীকা।—রাধাকে পাইতে হইলে কৃষ্ণের সহায় চাই- ইহা লক্ষ্য করার বিষয়। 'হাসির রাশি মনের খুসি দান করিছে দাতা'—রাধা যেন মনের খুশীতে হাসি দান করিতেছেন। গীতচন্দ্রোদয়ের পাঠ তরু ও কী-র অপেক্ষা ভাল। তরুর—'ছটার ঝলকে পরাণ চমকে, তিমিরে লাগয়ে ভয়' অর্থ—হাসির ছটার ঝলকে প্রাণ চমকিয়া উঠে এবং অন্ধকার ভয় পায় (অন্ধকারে ভয় পায়—হইবে না)। পদটিতে 'যে' শব্দের প্রয়োগাধিক্য, 'বেকতা' প্রভৃতি ব্রজবুলির ব্যবহার এবং 'হাসির রাশি, মনের খুসি' দেখিয়া সন্দেহ হয় যে, ইহা দীন চণ্ডীদাসের রচনা।

১৭২

একদিন যাইতে ননদিনী সনে।
শ্যাম বন্ধুর কথা পড়ি গেল মনে॥
ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি।
অবশ হইল তনু কাঁপে থরহরি॥
কি কহিব সখি, সে হইল বড় দায়।
ঠেকিলুঁ বিপাকে আর না দেখি উপায়॥
ননদী বোলয়ে হে লো কিনা তোর হৈল।
কহে চণ্ডীদাস উহাঁর কপালে যে ছিল॥

তরু ৭৩৯।

নী ১৯৫। দী ৭২৮।

মণীন্দ্রবাবু বলেন,—"এইরূপ আখ্যায়িকা কোন পালাতেই পাওয়া যায় নাই।" তথাপি ভাবে ভরল মন', 'ননদী বোলয়ে' প্রভৃতি দীন চণ্ডীদাসের ভাষা বলিয়া মনে হয়।

১৭৩

আর একদিন সখি শুতিয়া আছিলুঁ।
বন্ধুর[১] ভরমে ননদিনী কোলে নিলুঁ॥
বন্ধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া।
কহে[২] তোর বন্ধু কোথা গেল পলাইয়া॥
সতী-কুলবতী-কুলে জ্বালি দিলি আগি।
আছিল আমার ভালে তোর বধভাগি॥
শুনিয়া বচন তার অথির পরাণি।
কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি॥
কেমতে[৩] এড়াব সখি সে পাপিনীর হাথে।
বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরিতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরিতি॥

তরু ৭৪২।

নী ১৮৮। দী ৭২৫ পৃঃ।

পাঠান্তর.ঃ ১। বঁধুয়া ভরমে ননদী কোড়ে নিনু, ২। বলে, ৩। এমত যে ডরি খি পাপিনীর হাতে। পদটির আখ্যান অংশ দেখিয়া মনে হয়, ইহা বুঝি দীন চণ্ডীদাসের

রচনা। 'সতী কুলবতী-কুলে জ্বালি দিলি আগি' অক্ষম রচনা—সতী কি কুলের বিশেষণ? রাধার বিশেষণ তো হইতেই পারে না। হরিণী ও কিরাতের উপমা এবং 'যার যত জ্বালা তার ততই পিরিতি' দেখিয়া মনে হয়, আসল চণ্ডীদাসেরই রচনা।

১৭৪

সখীগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে
যমুনা-সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাওয়ে[১]
ঝঙ্কার করয়ে ফেরি ॥[২]
নানা আভরণ মণির কিরণ
সহজে মলিন লাগে।
নবীন কিশোরী বরণ বিজুরী
সদাই মনেতে জাগে ॥
সই, সে নব রমণী কে।
চকিতে হেরিয়া জ্বলয়ে[৩] যে হিয়া
ধরিতে[৪] নারিয়ে দে ॥
পুন না হেরিলে না রহে জীবন
তোমারে কহিনু দঢ়।
কহে চণ্ডীদাস পূরাহ লালস
নাগর আতুর বড় ॥

গীতচন্দ্রোদয়, ৩৫০ পৃঃ।

নী ১৪। দী ৫৬৭ পৃঃ।

নীলরতনবাবুর (১৪) পাঠান্তর: ১। ধাবয়ে, ২। ফিরি, ৩। জ্বলত এ হিয়া, ৪। ধরিতে নারি এ দে।

মণীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন,—"পদটি পদকল্পতরুতে নাই এবং কোন পুথিতেও আমরা প্রাপ্ত হই নাই; কিন্তু ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতায় নীলরতনবাবুর সংগ্রহে মুদ্রিত হইয়াছে।" তিনি গীতচন্দ্রোদয় দেখেন নাই। পদটি দীন চণ্ডীদাসের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।

১৭৫

কি মোর এ ঘর দুয়ারের কাজ
লাজে কহিতে নারি।
তিলেক বিচ্ছেদে লাগে পরমাদ
হিয়া বিদরিয়া মরি॥
আপন ইচ্ছায় বাছিয়া লইলুঁ
যে মোর করমে ছিল।
এ কথা শুনিয়া যে জন বিমুখ
তারে তিলাঞ্জলি দিল॥
কি আর বুঝাও কুলের ধরম
মন সতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ
জনি কারো পাছে হয়॥
কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
এ দুটি নয়ানের তারা।
পরাণ অধিক নয়ান-পুতলী
তিলেকে বাসিয়ে হারা॥
গঞ্জে গুরুজন বলু কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যাম-অনুরাগে অঙ্গ বেচিয়াছি
তীল তুলসী দিয়া॥
অবহুঁ রে সখি শ্যাম-মন-পাখী
মনেতে সদাই বসে।
কহে চণ্ডীদাসে তুহুঁ ত শ্যামের
শ্যাম আছে তব আশে॥

তরু ৮৪৭, ৯৩৫ ভণিতাহীন।

সুনীতিবাবু প্রভৃতি ভণিতাটি পদরত্নাকরের পুথি হইতে দিয়াছেন; সতীশচন্দ্র রায়ের ব্যবহৃত পদরত্নাকরের পুথিতে এই ভণিতা অংশ ছিল না। ভণিতায় সহসা ব্রজবুলির 'অবহুঁ' 'তুহুঁ' আসিল কেন? 'শ্যামমন-পাখী'র কথা চণ্ডীদাসের কোন পদে নাই। পদটি হয় তো চণ্ডীদাসের, কিন্তু ভণিতাটি নিশ্চয়ই নয়।

১৭৬

সই, মরম কহিয়ে তোরে।
উ ভাবে জর্জর যাহার অন্তর
এ কথা কহিব কারে॥
অমৃত বলিয়া গরল ভখিলাম
শরীর জারিল বিষে।
যাহার পরশে নিশির স্বপনে
তা বিনু জীবন কিসে॥
পাইয়া মাণিক আঁচলে রাখিলাম
কখনে হইনু হারা।
দিবস রজনি দিন গুণি গুণি-
পঞ্জর হইল সারা॥
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
তাহে পড়ি গেনু চরে।
চণ্ডিদাস বলে শ্যামের পিরিতি
সদাই দুখের ঘরে॥

ক. বি. ২৮৯।

দী ৭৪০ পৃঃ।

'উ ভাবে জর্জর', 'যাহার পরশ নিশির স্বপনে', 'পঞ্জর হইল সারা', 'তাহে পড়ি গেনু চরে' প্রভৃতির ভাষা খঞ্জ। সুতরাং এটিকে চণ্ডীদাসের অকৃত্রিম রচনা বলা যায় না।

১৭৭

বরণ দেখিলু শ্যাম জিনিয়া ত কোটি কাম
বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ ধনুভঙ্গি ঠাম নয়নকোণে পুরে বাণ
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥
সই, এমন সুন্দর বরকান।
হেরিয়া সে মুরুতি সতী ছাড়ে নিজ পতি
তিয়াগিয়া লাজ ভয় মান॥

বড়[১] কারিগরে কুন্দিলে তাহারে
প্রত্যঙ্গ[২] মদনশরে।
যুবতী ধরম ধৈর্য্য ভুজঙ্গম
দমন করিবার তরে॥
অতি সুশোভিত বক্ষ বিস্তারিত
দেখিলু দর্পণাকার।
তাহার উপরে মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার॥
নাভির উপরে লোমলতাবলী
সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলনি কাম[৩] -কদনি
ইন্দ্রধনুক[৪] আভা॥
চরণনখরে বিধু বিরাজিত
মণির মঞ্জীর তায়।
চণ্ডীদাস[৫] হিয়া সে রূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া ধায়॥

গীতচন্দ্রোদয় ১৮৭-৮৮ পৃঃ।

নী ৫৯। দী ৫৪৯ পৃঃ।

পদকল্পতরুতে পাঠান্তর: ১। এ বড় কারিগরে, ২। প্রতি অঙ্গে মদনের শরে, ৩। রামকদলী, ৪। তমাল জিনিয়া আভা, ৫। চণ্ডীদাসের হিয়া।

মণীন্দ্রবাবুর (৫৪৯) মনে সন্দেহ জাগিয়াছে যে, এটি দীন চণ্ডীদাসের রচনা কি না; তিনি তাঁহার অবলম্বিত ২৯২, ২৯৭, ২৩৮৯ সংখ্যক পুথিতে এটি পান নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—"পদটি দীন চণ্ডীদাসের রচিত হইলে ইহার পূর্ব্বে এইরূপ কোন আখ্যায়িকা নিশ্চয়ই সন্নিবিষ্ট ছিল।" এটি নিছক অনুমান। তবে পদটি নিতান্তই গতানুগতিক। ভাষা বা ভাবে কোন বৈশিষ্ট্য দেখি না। দীন চণ্ডীদাসের রচনা হওয়াই সম্ভব।

১৭৮

বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা ব'লে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥

দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥
এ সব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি ॥
এ সব দুখ গেল হে দূরে।
হারাণ রতন পাইলাম কোরে ॥
এখন, কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান ॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ।
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে।
দুখ দূরে গেল সুখ-বিলাসে ॥

নী ৭৩২। ন চ ১৪৬ পৃঃ (নামাঙ্কিত, নী হইতে)। দী ৩২৪ পৃঃ (রমণী মল্লিক সংস্করণ হইতে)।

পদটির ভাষা আধুনিক। ভাবেও চণ্ডীদাসের সঙ্গে মিলে না।

১৭৯

বাঁশীর নিঃস্বন কাণে সান্ধাইল বিষস্বরে
এ অঙ্গ জ্বলিয়া গেল মোর।
কেবা করে প্রাণ দান সেচয়ে বা কোন জন
তবে যায় এ দুখের ওর ॥
সই, হিয়া মোর কেন কাঁপে।
নয়ানে ঝরয়ে নীর পরাণ না রহে স্থির
এই বাঁশীর মধুর আলাপে ॥
মিলাইছে শিলারাজি চকিত হইল শশী
মোর-কাছে নাচিছে আসিয়া।
নারীর যৌবন-ধন তাতে তার আছে মন
তেঁই পূরে হাসিয়া হাসিয়া ॥

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে   শবদ যায় আকাশে
মুনীন্দ্র মূরছি পড়ে যাতে।
সে ধ্বনি নারীর কাণে   হানয়ে মরমস্থানে
কেমনে সে ধরিবেক চিতে॥

মী ২৬৬।

পদটির ভাষা বা ভাবের সঙ্গে প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাসের রচনার সাদৃশ্য দেখা যায় না। "নিঃস্বন" "মুনীন্দ্র" জাতীয় শব্দ তিনি প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার রাধা নিজের পাড়া-পড়সী, শাশুড়ী-ননদী ও সকলের উপরে কানুকে লইয়া ব্যস্ত। বাঁশীর শব্দ আকাশে গেল কি না এবং "মুনীন্দ্র মূরছি পড়ে যাতে," তাহা লইয়া তাঁহার মাথাব্যথা নাই—কেন না, তাঁহার নিজের মাথাতেই যথেষ্ট ব্যথা।

১

ধাতা কাতা বিধাতার বিধানে দিলাম ছাই।
জনম হৈতে একা কৈলে দোসর দিলে নাই॥
না দিলে রসিক মূঢ় মুরুখের সনে।
এমতি আছিল তোর এ পাপ বিধানে॥
যার লাগি প্রাণ কান্দে তার নাই দেখা।
এ পাপ করমে মোর এমতি লেখাজোখা॥
ঘর-দুয়ারে আগুন দিয়া যাব দূর দেশে।
আরতি পূরিবে কহে কবি চণ্ডীদাসে॥

তরু ৮৫০, ক. বি. ২৯২, ৬২০৪ (পৃঃ ১২৫)।

নী ৩৭১। দী ৬৫১ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। তবে মোর আরতি পূরিব কহে চণ্ডীদাসে—ক. বি. ২৯২, আরতি পীরিতি তবে কহে চণ্ডীদাসে—নী।

পদটি সুন্দর, ভাষাও প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাসের, কিন্তু কবিতার শেষে 'কবি' নাম উল্লেখ চণ্ডীদাসের অন্যান্য পদে দেখা যায় না।

১৮১

কানুর পিরিতি   চন্দনের রীতি
ঘষিতে[১] সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া   হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥

সই, কে বলে পিরিতি হীরা।
সোনায় জড়িয়া হিয়ায় করিতে
দুখ উপজিল ফিরা॥
পরশ-পাথর বড়ই শীতল
কহয়ে সকল লোকে।
মুই আভাগিনী লাগিল আগুনি
পাইলুঁ এতেক শোকে॥
সব কুলবতী করয়ে পিরিতি
এমত না হয় কারে।
এ পাড়াপড়সী ডাহিনী সদৃশী
এমত[২] না খায় তারে॥
গৃহের গৃহিণী আর ননদিনী
বোলয়ে বচন যত।
কহিলে কি যায় কি করি উপায়
পরাণে সহিবে কত॥
নান্নুরের মাঠে গ্রামের হাটে
বাশুলী আছয়ে যথা।
তাহার আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
সুখ যে পাইব কোথা॥

তরু ৮৭৭, ক. বি. ২৯২, ২৯৮, ৬২০৪ (পৃঃ ১২৭)।
নী ৩৪২। ন চ ১২৬ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী ৬৬৬ পৃঃ।

পাঠান্তর : ঘসিতে সৌরভকর, ঘসিয়া আনিল হিয়াতে যে দিল—ক. বি. ২৯২, ২৯৮, ২। কলঙ্কি বলয়ে মোরে—ক, বি. ২৯২।

টীকা।—চন্দন যেমন যতই ঘষা যায়, ততই সুগন্ধময় হয়, তেমনি কানুর পিরিতি যতই উপলব্ধি করা যায়, ততই সুন্দর মনে হয়। কিন্তু বিরহে চন্দনলেপনে জ্বালা বাড়িয়াই যায়। পরশপাথর বড়ই শীতল ইত্যাদি—লোকে বলে যে, পরশপাথর খুব ঠাণ্ডা; কিন্তু কানুরূপ পরশমণির পরশ পাওয়ার ফলে আমার বুকে যেন আগুন লাগিয়াছে। সব কুলবতী করয়ে পিরিতি—এই ভাবটি চণ্ডীদাসের কয়েকটি পদে দেখা যায়। রাধার দুঃখ এই যে, অন্য সব কুলবতীরা প্রেম করে বটে, কিন্তু তাহাদের এত কলঙ্ক রটে না। এ পাড়াপড়সী ডাহিনী-সদৃশী—ডাকিনীর মতন, কিন্তু তাহারা অন্য কুলবতীকে খায় না—(আমারই মাথা খায়, এই ব্যঞ্জনা)। পাঠান্তরের 'কলঙ্কি বোলয়ে মোরে' বেশ ভাল লাগে। নান্নুরের মাঠে গ্রামের

হাটে—আপাতদৃষ্টিতে এই দুই শব্দ পরস্পর বিরোধী মনে হয়। মাঠে আবার গ্রামের হাট কি? বীরভূমে এখনও অনেক জায়গায় সপ্তাহে একদিন বা দুই দিন মাঠেতে হাট বসে। বোধ হয়, নান্নুরেও সেইরূপ হইত। আহমদপুর-কাটোয়া রেলপথের কীর্ণাহার ষ্টেশন হইতে চার মাইল দূরে নান্নুর।

১৮২

সজনি, আর না বল কিছু মোরে।
মোরে পরিহরি পিয়া গেল কার ঘরে॥
রমণী পাইয়া পিয়া মোরে পাসরিল।
তাহার সঙ্গেতে বিলাস করিতে লাগিল॥
সেহ ধনী গুণবতী জানয়ে সকল।
অদভুত রতিরণে নাগর ভুলল॥

না জানি কোন তীর্থে সে তপিল তপ।
তাহার ফলে নাগর করিল গৌরব॥
আর না দেখিব মুখ না আসিবে পিয়া।
বাসুলীর বরে চণ্ডীদাস কহে গাইয়া॥

প্রথম ছয় পংক্তি ভণিতাহীন অবস্থায় পীতাম্বরদাসের রসমঞ্জরীতে আছে। ন চ কর্ত্তৃক নান্নুরের অনাদিকিঙ্কর রায়ের নিকট হইতে পূর্ণ পদ সংগৃহীত।

ন চ ৭৬ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। চতুর্থ ও অষ্টম চরণে ছন্দ কাটিয়া গিয়াছে মনে হয়।

১৮৩

কানুঅঙ্গ পরশে শীতল হব কবে।
মদন-দহনজ্বালা কবে সে ঘুচিবে॥
বয়নে বয়ন দিয়া কবে সে ধরিবে।
বয়ানে বয়ন দিলে হিয়া জুড়াইবে॥
করে ধরি পয়োধরে কবে সে চাপিবে।
ঘুচিবে মনের দুঃখ সুখ উপজিবে॥
বাশুলী এমন দশা কবে সে করিবে।
চণ্ডীদাসের মনোদুখ তবে সে ঘুচিবে॥

ক. বি. ২৯২।

নী ৬৮৮। দী ৩২৩ পৃঃ।

১৮৪

এ দেশের[১] বসতি নাই যাব কোন দেশে।
যার লাগি কান্দে[২] প্রাণ তারে পাব কিসে॥
বল[৩] না উপায় সই, বল না উপায়।
জনম অবধি দুখ রহিল[৪] হিয়ায়॥
তিত কৈল দেহ মোর ননদি[৫] বচনে।
কত না সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে॥
বিষ খাল্যে[৬] দেহ যাব কলঙ্ক রহিব দেশে।
বাসুলি[৭] আদেশে কবি কহে চণ্ডিদাসে॥

বরাহনগর ৬(ঙ) ৫ ; ক. বি. ৬২০৪ (১২৯ পৃঃ), তরু ৯১৮, কীর্ত্তনানন্দ ২৯৩ পৃঃ। নী ২৯১। ন চ ২৫ পৃঃ (আসল বড়ুর পদ—১৭)। দী ৬৯২ পৃঃ।

পাঠান্তর : পদকল্পতরু, কীর্ত্তনানন্দ ও নীলরতনবাবুর পাঠ প্রায় একই রকম। সুতরাং পদকল্পতরুতে যে পাঠ আছে, তাহা পাঠান্তরে ধরিতেছি।—১। এ দেশে, ২। প্রাণ কান্দে, ৩। বোল না উপায় সই বোল, ৪। রহল, ৫। ননদীর বচনে—কী, ৬। বিষ খাইলে দেহ যাবে রব রবে দেশে, ৭। ভণিতার পাঠ মূলে কীর্ত্তনানন্দ হইতে লওয়া হইল। বাসুলি আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে—তরু, বাসুলি আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাসে—নী, সুনীতিবাবুধৃত—কলুষ ঘোষিবে লোক নিষেধিল চণ্ডীদাসে—ঢা. বি. ৮/৫R, র ২২৭৪, কলঙ্ক ঘুষিব নিষেধিল চণ্ডীদাসে—ঢা-মি ৫, বাসুলী আদেশে কহিব কহে চণ্ডীদাসে—ক বি. ২৯৮। এই পদটি কৃষ্ণকীর্ত্তনের রচয়িতার হইতে পারে না ; কেন না, এখানে রাধার 'জনম অবধি দুখ রহিল হিয়ায়'—ছোটবেলা হইতেই তিনি কানুকে ভালবাসেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা ধর্ষণের পরে ধীরে ধীরে কৃষ্ণকে ভালবাসিয়াছেন। ননদি শব্দটিও কৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায় না। সেখানে ননন্দ আছে। ভণিতার বিভিন্ন রূপের মধ্যে একটিতেও বড়ুর নাম পাওয়া যায় না। সুনীতিবাবু প্রভৃতি ঐ তিন চরণ হরিবংশেও পাইয়াছেন। কোন প্রসিদ্ধ কবির একটি সুপ্রসিদ্ধ উক্তি অন্য কবির রচনার মধ্যে ঢুকিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে।

রবীন্দ্রনাথ এই সুপ্রসিদ্ধ পদটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"রাধার আর সোয়াস্তি নাই, শ্যাম সম্মুখে রহিয়াছেন, শ্যাম রাধার প্রতি কোন উপেক্ষা প্রকাশ করেন নাই, তবুও রাধা একটা "যদি"কে গড়িয়া তুলিয়া, একটি "যদি"কে জীবন দিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। কহিল—

বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

বঁধু নিদারুণ না হইতে হইতেই সে ভয়ে সশঙ্কিত, রাধার কি আর সুখ আছে ?" (চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি—রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী, ১০৯৯ পৃঃ)।

১৮৫

ছার[১] দেশের বসতি, না হল্য দোসর জনা।
মরমের মরমি বিনে[২] না জানে বেদনা॥
রহিতে[৩] না পারি ঘরে মন উচাটনে।
ননদি[৪]-বচনে মোর পাঁজর কাটে ঘুণে॥
জ্বালার উপরে জ্বালা সহিতে না পারি।
বঁধুয়া[৫] বিমুখ মোরে ননদিনি বৈরি॥
গুরু[৬] দুরু দুর্বচন সে যেন শেলের ঘায়।
কলঙ্কে ভরিল দেশ কি করি[৭] উপায়॥
বাশুলি[৮] আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত।
আপনা আপুনি[৯] চিত করহ সম্বিত॥

বরাহনগর ৬ঙ (৭), ক. বি. ২৯২, ২৯৮, ৬২০৪ (পৃঃ ১২৭), তরু ৮৬২। নী ৩৮৩। ন চ ২৯ পৃঃ (আসল বড়ুর বিংশ পদ), দী ৬৫৭ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। ছার দেশে বসতি হইল নাহিক দোসর জনা—তরু, ছার দেশে বসতি নাহি দোসর জনা—নী, ২। নৈলে—তরু, নী, ৩। চিত উচাটন সদা কত উঠে মনে—তরু, চির উচাটন করে মন ঝুণুঝুণু—নী। এই দুই পাঠ অপেক্ষা বরাহনগরের পুথির 'রহিতে না পারি ঘরে মন উচাটনে' ঢের বেশী জোরালো, ৪। ননদিনীর বচনে পাঁজরে বিন্ধে ঘুণে—তরু, ৫। বন্ধু হৈল বিমুখ ননদী হৈল বৈরী—তরু, বঁধু মোর বিমুখ হৈল ননদিনী বৈরী—নী, ৬। গুরুজন-কুবচন সদা শেলের ঘায়—তরু, নী, ৭। হবে—নী, ৮। মূলে গৃহীত পাঠ বরাহনগর ৬(ঙ) পুথির—বাশুলি আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসের গীত—তরু, বাশুলী কহয়ে বলে চণ্ডীদাস গীত—নী, ৯। আপনি—তরু, আপনার চিত ধনি করহ সম্বিত—নী। নীলরতনবাবুর পাঠান্তর—"বাশুলী আদেশে কবি চণ্ডীদাসের গীত"—বরাহনগরের অনুরূপ। সুনীতিবাবু প্রভৃতি এ সব পাঠ ছাড়িয়া "বাসুলী আদেশে বলে চণ্ডীদাস-গীত" পাঠ ধরিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, "পদটির ভাব সম্পূর্ণরূপে কৃ-কীর অনুরূপ, কিন্তু ভাষায় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।" তাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তনের এ তোর আড় নয়ানে আল পাঞ্জর বেধিল ঘুণে। পাঞ্জর বেধিআঁ বুকত লাগিল ঘুণে॥ (পৃঃ ৩৩২), উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে কোথাও কি 'মরমের মরমি' আছে? কলঙ্কে ভরিল দেশ—এ ভয়ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধার নাই। ডাঃ শহীদুল্লাহ বলেন,—"ইহার ভাষাও চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। মরম, মরমী, উচাটন, সম্বিত—এই শব্দগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের অজ্ঞাত।" সুনীতিবাবু প্রভৃতি উত্তরে "ব্রতের মরম আইহণের মাএ জানে" তুলিয়াছেন; কিন্তু সে মরমের সঙ্গে এ মরম কি এক অর্থবাচক? এই পদের 'মরম' মানে হৃদয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ননদী, ননদিনী প্রভৃতি শব্দও নাই, আছে ননন্দ—সাসুড়ী ননন্দ মোর অতি দুরুবার—পৃঃ ৮৪, সাসুড়ী ননন্দ মোর ঘরে

দুরুবারে—৮৬ পৃঃ, সাসুড়ী ননন্দ খুরের ধার, সামী বড় দুরুবার—১৩১ পৃঃ। সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল, প্রতি বোল ননন্দ বাছে (পৃঃ ৩৪৪)।

১৮৬

এক জ্বালা ঘর হৈল আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে[১] জ্বলিল প্রাণ সারা হৈল তনু॥
কোথায়[২] যাইব সই, কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায়॥
কাহারে কহিব কেবা যাবে পরতীত।
মরণ অধিক ভেল কানুর পিরিত॥
জারিলেক তনু মন[৩] কি আছে ঔষধে।
জগত ভরিল কালা কানু পরিবাদে॥
লোকলাজে ঠাঞি নাই অপযশ দেশে।
বাসুলি[৪] আদেশ পাই কহে চণ্ডীদাসে॥

ক. বি. ২৯৮ (ভণিতার পাঠ), ৬২০৪ (১২৯ পৃঃ), তরু ৯২৫, কীর্ত্তনানন্দ ৩০৬ পৃঃ। নী ২৯০। ন চ ২৪ পৃঃ (আসল বড়ুর পদ ১৬), দী ৬২৯ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। হলো—কী, ২। কোথা বা যাইব—কী, ৩। আছে কি ঔষধে —কী, ৪। বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে—তরু। বাসুলি আদেশে কহে কবি চণ্ডীদাস—কী। বাসুলি আদেশে কবি কহে চণ্ডীদাসে—২৯২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৮ পুথির ভণিতা মূলে গৃহীত হইল। ডাঃ শহীদুল্লাহ্ ঠিকই বলিয়াছেন যে, এই পদ বড়ুর হইতে পারে না; কেন না, "বড়ু চণ্ডীদাস কোন ভণিতাতেই 'বাসুলী আগেতে' কিংবা 'বাসুলী আদেশে' ব্যবহার করেন নাই। অন্য পক্ষে দীন চণ্ডীদাস কোন স্থলে বাসুলীর দোহাই দেন নাই" (সা-প, ১৩৪৩।১)। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'জারিলেক তনু মন' এরূপ ভাষা পাওয়া যায় না। সেখানে আছে 'জালিল'—আথায়িল ঘাঅত বিষ জালিল কাহ্নাঞি (৩১৮ পৃঃ) আগুনি জালিল দেহে তখন দক্ষিণ পবনে (৩৭৪ পৃঃ)। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধার আক্ষেপ যে—

একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ
আরে কেনা জালে ফুকে।
ভিড়ি আলিঙ্গন দিতেঁ না পাইলেঁ।
এ শাল থাকিল বুকে॥ (৩৪৯ পৃঃ)

১৮৭

সই,[১] কে বলে পিরিতি গুড়।

পরের বচনে চাকিলুঁ বদনে
খাইল আপন মুড় ॥
চাখিতে[২] লাগিল জিহ্বায় পশিল
পশিয়া লাগিল মিঠ।
মোদক আনিয়া ভিয়ান করিয়া
খালুঁ[৩] নিদানে সিঠ ॥
উপল[৪] আনিয়া অকুলে চাপিয়া
বিসরিনু আপন ভাব।
বঁধুর পিরিতি বুঝি এই রীতি
কলঙ্ক হইল লাভ ॥
আপন করম বুঝিলুঁ[৫] এখন
বঁধুর[৬] নাহিক দোষ।
চণ্ডিদাসের হিয়া পিরিতি করিয়া
কে কোথা পাইল যশ ॥

বরাহনগর ৬(ঙ) ২৭, ক. বি. ২৯৮।

নী ৩২২। দী ৬৩৯।

পদটির প্রাচীন রূপ বরাহনগর-পুথিতে এবং আধুনিক রূপ নীলরতনবাবুর গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে।

পাঠান্তর: ১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৮ পুথিতে আরম্ভ—

সই, এ সব মিট যে ইক্ষুগুড়।
পরের বচনে চাকিলুঁ বদনে
খাইলুঁ আপন মুড় ॥

নীলরতনবাবুতে আরম্ভ,—

ইক্ষু রোপিনু গাছ যে হইল
নিঙ্গাড়িতে রসময়।
কানুর পীরিতি বাহিরে সরল
অন্তরে গরল হয় ॥
সই, কে বলে মিঠা ইক্ষুগুড়।
পরের বচনে চাকিনু বদনে
খাইনু আপন মুড় ॥

২। চাকিতে চাকিতে লাগিল জিহ্বাতে, পহিলে লাগিল মিঠ—নী, ৩। এবে সে লাগিল সীট—নী (সীট=অসার), ৪। মশল্লা আনিনু আগুনে চড়ানু বিছরিনু আপন ভাব। নী, ৫। বুঝিনু মরমে, ৬। বস্তুর নাহিক দোষ (বোধ হয় পুথির পাঠ অশুদ্ধ ছিল)।

১৮৮

কানুর পিরিতি মনের[১] সহিতি
বুঝিল[২] এতেক দিনে।
মরিলে[৩] ছাড়িবে সঙ্গে কে যাইবে
কহ না[৪] বিধান কেনে॥
সই, জীয়ন্তে[৫] শমনজ্বালা।
জাতি কুল শীল সব[৬] তেয়াগিলু
ছাড়িতে[৭] না ছাড়ে কালা॥
শয়নে স্বপনে নাহি[৮] করি মনে
ধরম গুণিয়া[৯] থাকি।
আসিয়া মদন দেই[১০] কদর্থন
অন্তরে জালয়ে[১১] উকি॥
সরোবর মাঝে মীন যেন থাকে
উঠে[১২] শ্বাস ছাড়িবারে।
ধীরব যে কাল[১৩] ফেলাইয়া জাল
তবে[১৪] সে ঝাপয়ে তারে॥
চণ্ডীদাসের মন[১৫] বাসুলি চরণ
আদেশে রজকনারী।
সহিতে সহিবে কিছু না ভাবিবে
রহিবে একান্ত করি॥

[১] বরাহনগর ৬(ঙ) ৩১, ক. বি. ২৯২, ২৯৮, ৬২০৪ (১২৭ পৃঃ), তরু ৮৭৯। নী ৩৪৩। দী ৮৬৪।

পাঠান্তর: ১। মরণের সাথি—নী, মরমে বেয়াধি—তরু, ২। হইল—তরু, ৩। মৈলে কি ছাড়িবে, সঙ্গে না যাইবে—তরু, ৪। কিনা করিব বিধানে—তরু, কহ না ইহার বিধানে—নী, ৫। এমন—তরু, নী (কিন্তু শমনজালা আরও বেশী জোরালো), ৬। সকলি ডুবিল—তরু ও নী, সকলি ছাড়িল—২৯৮, ৭। ছাড়িলে, ৮। না করিয়ে মনে—তরু ও নী,

৯। গণিয়ে—নী, গণিয়া—তরু, ১০। দেয়—তরু, নী, ১১। উঠয়ে—নী, ১২। উঠে অগ্নি দেখিবারে (এই পাঠ দুষ্ট—মাছেরা শ্বাস ছাড়িতে উঠে (মূলে ধৃত পাঠ), আগুন দেখিতে নহে)। ১৩। ধীবর কাল—তরু, নী (ছন্দপতন হয়), ১৪। তুরিতে ঝাঁপয়ে তারে—তরু, নী, ১৫। চণ্ডীদাস মন, বাশুলী-চরণ, আদেশে রজকনারি—তরু, বিপদে রজকনারী—বরাহনগর-পুথি, চণ্ডীদাসের মন, বাশুলী চরণ, উপদেশ রজকী নারী— নী। নীলরতনবাবুর পাঠান্তর—চণ্ডীদাস মন, বাশুলী চরণ, আদেশে রহুক নারী। সহিতে সাহতে, কিছু না ভাবিবে, বলিবে একান্ত করি ॥

টীকা।—এত দিনে মনে বুঝাপড়া করিয়া বুঝিলাম যে, কানুর প্রেম আমি বাঁচিয়া থাকিতে আর ছাড়িতে পারিব না ; মৃত্যুর পরও ঐ প্রেম সঙ্গে যাইবে, এরূপ বিধান কে করিল বল ? সখি ! বাঁচিয়া থাকিতেই আমায় যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। আমি জাতি, কুল, শীল, সব ত্যাগ করিলাম ! কালাকে ছাড়িতে চাহি, কিন্তু ছাড়িতে পারি না। সব সময়ে, শয়নে স্বপনে সংকল্প করি যে, তাহার কথা আর মনে করিব না (মনে করিব না, মনে করিব না করিতে করিতে আরও বেশী মনে পড়ে), আমি ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকিব। কিন্তু মদন আসিয়া এমন কদর্থন অর্থাৎ বিড়ম্বনা করে যে, বুকের ভিতর আগুন (উকি, উল্কা) জ্বলিয়া উঠে। আমার অবস্থা যেন সরোবরের মৎস্যের মতন। মাছ যেমন শ্বাস লইতে জলের উপরে উঠে, আর জেলে তাহাকে জাল দিয়া ঢাকিয়া ফেলে, আমাকেও যেন সেইরূপ কালরূপ বিধি তাহার জালে ঝাঁপিয়া ফেলে। চণ্ডীদাস বিপদে বাসুলিচরণ ও রজকনারীকে একান্তভাবে স্মরণ করিয়া সব কিছু সহ্য করেন ও কিছু চিন্তা করেন না। পদকল্পতরুধৃত পাঠান্তরে—রজকনারীর আদেশে (নীলরতনবাবুধৃত 'উপদেশে') চণ্ডীদাসের মন বাশুলীচরণকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া থাকে—সে যেন সব সহ্য করে এবং কিছু চিন্তা না করে। পদকল্পতরুধৃত অন্যান্য পাঠান্তরের অর্থ—তুরিতে ঝাঁপয়ে তারে—শীঘ্র তাহাকে ঢাকিয়া ফেলে (ছোট আকারের হাত-জাল দিয়া)। পদকল্পতরুতে ভণিতার ঠিক আগে আছে,—

কানুর পিরিতি কালের বসতি
যাহার হিয়ায় থাকে।
খলের খলনে জারে সেই জনে
কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে ॥

অর্থাৎ কানুর প্রেম যেন যমের বাসস্থানস্বরূপ (অথবা পাঠান্তরে শমনমুরতিতুল্য)। উহা যাহার হৃদয়ে থাকে, তাহাকে দুষ্ট লোকে নিন্দা করে, এবং তাহাতে সে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে (=জারে সেই জনে)।

১৮৯

পিরিতি এমন না জানি তখন
শুনিয়া পড়িনু ফান্দে।
পাশরিতে নারি সঙরি সঙরি
সদাই পরাণ কান্দে॥
সই, আমি কি বলিব আর।
বঁধুর পিরিতি হইল কি রীতি
ভাবিতে পাঁজর সার॥
না জানি তখন হইব এমন
তবে কি তাহার সনে।
ছাড়ি নিজপতি তেজি কুল জাতি
পিরিতি বাড়াব কেনে॥
করমে যে ছিল তাহা সে হইল
কি করিব দুখ করি।
চণ্ডীদাসের মন রহু অনুক্ষণ
তার তরে যেন মরি॥

বরাহনগর ৬(ঙ), ৫০ পদ।

১৯০

হিয়ার মাঝারে বিরলে[১] রাখিহ
বিরল মনের কথা।
মরম[২] না জানি ধরম বাখানি
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
যারে[৩] এ জনমে শয়নে স্বপনে
না দেখি নয়নকোণে।
তারে[৪] সে সজনি দিবস রজনী
সদাই পড়িছে মনে॥
হাম অভাগিনী পরের অধীনী
সকলি পরের বশে।

সদাই এমন পরাণ[৫] পোড়নি
ঠেকিনু[৬] পীরিতি-রসে ॥
অনুখন মন করে উচাটন
মুখে[৭] নাহি সরে কথা।
চণ্ডীদাসের মন শ্রবণ[৮] নয়ন
ভাবিতে অন্তরে ব্যথা ॥

কীর্ত্তনানন্দ ৩০৫ পৃঃ, ক. বি. ২৯২।

নী ৩৪৮। দী ৬৮৭ পৃঃ।

পাঠান্তর : ১। যতনে রাখিব—নী, ২। মরম না জানে, ধরম বাখানে—নী, ৩। যারে না দেখি জনমে—ক. বি. ২৯২, যারে নাহি দেখি—নী, ৪। তবু—নী, ৫। পুড়িছে পরাণী—নী, ৬। ঠেকিয়া, ৭। না সরে মুখেতে কথন—নী, মুখে নাহি সরে কথা—ক. বি. ২৯২, ৮। অরুণ নয়ন (অরুণ নয়ন সাধারণতঃ ক্রোধে হয়, কাঁদিলেও হইতে পারে)।

১৯১

পিরিতি[১] পিরিতি কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে
পিরিতি গঢ়ল কে ॥
পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
না[২] জানি আছিল কোথা।
পিরিতি-কণ্টক হিয়ায় ফুটিল
পরাণ-পুতলী যথা ॥
পিরিতি পিরিতি পিরিতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল নিভাইল নহে
হিয়ায় রহিল শেল ॥
চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনি
পিরিতি[৩] না কহে কথা।
পিরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরিতি মিলয়ে তথা ॥

তরু ৮৭৫, ক. বি. ২৯২, ২৯৩, ২৯৮, ৬২০৪ (পৃঃ ১২৭)।

নী ৩৭৭। ন চ ১৩০ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী ৬৬৪ পৃঃ।

পাঠান্তর ঃ ১। পিরিতি পিরিতি পিরিতি মূরতি—সুনীতিবাবুধৃত ঢা. বি. ১১৮/৮৫ R পাঠ, ২। না জানি আনিল্‌ কেবা—ক. বি. ৬২০৪, ৩। পিরীতের না কও কথা—নী।

টীকা।—প্রাণ গেলেও প্রেম ছাড়া যায় না—এটি চণ্ডীদাসের প্রিয় উক্তি। এই পদে বলা হইয়াছে যে, যে প্রেমের জন্য প্রাণ ছাড়ে, সেই প্রেম লাভ করে। কি রীতি মূরতি—তাহার আচার ব্যবহারই বা কেমন, আকারই বা কিরূপ। পরাণপুতলী যথা—অন্তরের অন্তস্তলে যেখানে প্রাণ থাকে, সেইখানে পিরিতের কণ্টক বিঁধিল।

১৯২

সখি, কি কাজ এ ছার ঘরে।
শ্যামনাম নিতে না পারি গৃহেতে
তবে তারা হে দে মরে॥ ১
কাকে নাহি চিনি বলে কলঙ্কিনী
গঞ্জয়ে কতেক জনা।
যে সব যুবতী বলয়ে অসতী
দেখ দেখি সতীপনা॥ ২
কেবল[১] রাধার যত অপরাধ
সে সব কুলের মণি।
লোক[২]চরচাতে সদা দহে চিতে
কি ছার পড়সী গণি॥ ৩
আমি[৩] যে লয়্যাছি শ্যামমালাগাছি
যতনে হৃদয়ে পরাছি।
কহে যত জন শত কুবচন
সে[৪] ভার বহিয়া লয়াছি॥ ৪
চণ্ডিদাস[৫] ভণে রাই-প্রাণ কানু
ভজল কিশোরী গোরী।
লোক অপবাদ মিছা অপরাধ
গঞ্জনা গোপের নারী॥ ৫

বরাহনগর (ঘ) ১০৬৭, ১৪ পদ।

নী ৩৩১। দী (নী-র বিকৃত পাঠ দেখিয়া বোধ হয় ছাড়িয়া দিয়াছেন)।

পাঠান্তর : নীলরতনবাবুর পুথিতে ২ কলি নাই, উহা না থাকায় সহসা 'তবে তারা হে দে মরে' বলার পর ১। 'কেবল রাধার পরিবাদ সার' বলা অসংলগ্ন মনে হয়, ২। লোক চরাচরে মন্থ মন্থ মন্থ—(নিশ্চয়ই বিকৃত পাঠ), ৩। আমি সে লয়েছি শ্যাম-হেমমালা হৃদয়ে পরিয়াছি—(অত্যন্ত আধুনিক রূপ), ৪। সে বহি লইয়াছি, ৫। চণ্ডীদাস কহে, শ্যাম সুনাগর, ভজহ কিশোরী গৌরী। লোক-পরিবাদ, মিছা যত হয়, গোকুলে গোপের নারী ॥

১৯৩

সখি, পিরিতি মূরতি :না হেরিব আর ১
এ দুটি নয়ন কোণে। ২
পিরিতি বলিয়া নাম না শুনিব ৩
মুদিয়া রহিব কাণে ॥ ৪
সই, আর না বলিবে মোরে। ৫
পিরিতি বলিয়া দারুণ আখর ৬
এত পরমাদ করে ॥ ৭
পিরিতি আরতি কভু না করিব ৮
শয়ন সপন মনে। ৯
পিরিতি নগরে বাস না করিব ১০
থাকিব গহন বনে ॥ ১১
পিরিতি গরল পরশ লাগিয়া ১২
তেজিব নিকুঞ্জবাস। ১৩
পিরিতি বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে ১৪
ভালে জানে চণ্ডিদাস ॥ ১৫

বরাহনগর ৬৬ (১), প-স ২৫২ পৃঃ, তরু ৮৭১,
কী ৩০৫ পৃঃ, ক. বি. ২৯৮।

নী ৩০৫, ৩০৬। দী ৬৮৮।

(খ)পদামৃতসমুদ্রের পাঠ— সই, মরম কহিএ তোখে। ১
পিরিতি বলিয়া এ দুটি আখর ২
কভু না আনিব মুখে ॥ ৩
পিরিতি মুরতি কভু না হেরিব ৪
এ দুটি নয়ানের কোণে। ৫

পিরিতি বলিয়া নাম শুনিতে
মুঁদ দিয়া থোব কানে ॥
পিরিতি নগরে বসতি তেজিয়া
থাকিব গহন বনে ।
পিরিতি বলিয়া এ তুই আখর
যেন না পড়য়ে মনে ॥
পিরিতি পাবক পরশ করিঞা
পুড়িছি এ নিশি দিবা ।
পিরিতি বিচ্ছেদ সহনে না যায়
কহে চণ্ডিদাস কিবা ॥

মূলে ধৃত ক-পদের সঙ্গে খ-এর মিল—ক ১, ২ = খ ৪, ৫ ; ক ৩, ৪ = খ ৬, ৭ ; ক ১০, ১১ = খ ৮, ৯ । অর্থাৎ ১৫ অংশের মধ্যে ৬ অংশের খানিকটা মিল আছে ।

(গ) পদকল্পতরু ও কীর্ত্তনানন্দের পাঠ অনেকটা একরকম ও তাহার সঙ্গে ক-চিহ্নিত পাঠের অনেক মিল আছে । প্রথমে পদকল্পতরুর পাঠ দিতেছি, পরে কীর্ত্তনানন্দের পাঠান্তর দেখাইব ।

পিরিতি মুরতি কভু না হেরিব
এ তুটি নয়ান-কোণে ।
পিরিতি বলিয়া নাম[১] শুনইতে
মুদিয়া রহিব কাণে ॥
সখি, আর কি বলিব তোরে ।
পিরিতি বলিয়া এ[২] তিন আখর
এত তুখ দিল মোরে ॥
পিরিতি আরতি কভু না করিব
শয়ন সপন মনে ।
পিরিতি-নগরে বসতি[৩] তেজিয়া
রহিব গহন বনে ॥
পিরিতি-পবন পরশ লাগিয়া
তেজিব নিকুঞ্জবাস ।
পিরিতি-বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে
ভালে জানে চণ্ডীদাস ॥

পাঠান্তর : কীর্ত্তনানন্দে—১ । নাম না শুনিব, ২ । দারুণ (পদরত্নাকরেও ঐ), ৩ । তেজিব । নীলরতনবাবুর পুথির পাঠ পদামৃতসমুদ্রের মতন । কেবল খ ৭-এর পরিবর্ত্তে 'মুদিয়া রহিব কাণে ॥' (কিন্তু পদামৃতসমুদ্রের ধৃত ভাষা প্রাচীনতর) । পদামৃতসমুদ্রে

যেখানে 'দুই আখর' আছে, নীলরতনবাবুর পুথিতে সেখানে 'তিন আগর' আছে। অন্য কোন পাঠান্তর নাই। মণীন্দ্রবাবুও পদকল্পতরু ও কীর্ত্তনানন্দ না দেখিয়া নীলরতনবাবুর অনুসরণ করিয়াছেন।

এইবার ক-চিহ্নিত পদের সঙ্গে গ-চিহ্নিত ৩ পদের পাঠের পার্থক্য বিচার করা যাক। ক-তে 'সখি' দিয়া আরম্ভ, গ-তে তাহা নহে। সখি-সম্বোধনে যে পদটি বলা হইতেছে, তাহা ক-তে ও খ-তে প্রথমেই বুঝা যায়। গ-তে ৫ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। ক১—না হেরিব আর—গ-১ কভু না হেরিব। ক-৫ মোরে—গ-৫ তোরে। ক-এর পাঠে বুঝায় যে, সখী যেন কিছু বলিতে যাইতেছে, তাহাকে বাধা দিয়া রাধা বলিতেছেন—'আর না বলিবে মোরে'—আর আমাকে বলিও না, প্রবোধ দিও না। এই হিসাবে 'মোরে' পাঠ বেশী নাটকীয় ভঙ্গীর। ক-৬ দারুণ—গ-৬ এ তিন। দারুণ শব্দই বেশী ভাবব্যঞ্জক। ক-৭ এত পরমাদ করে—গ-৭ এত দুখ দিল মোরে। ক-এর পাঠ বেশী ভাবগর্ভ। ক ১০-১১ পিরিতি নগরে বাস না করিব, থাকিব গহন বনে॥ গ ১০-১১ পিরিতি নগরে বসতি তেজিয়া, রহিব গহন বনে॥ ক ১২-১৩ পিরিতি-গরল পরশ লাগিয়া, তেজিব নিকুঞ্জ বাস। গ-ধৃত 'পিরিতি-পবন' অপেক্ষা অনেক ভাল; কেন না, গরল লাগার দরুণ লোকে সে জায়গা ছাড়িয়া যায়, পবন লাগার দরুণ নহে। যদি পদকল্পতরুর পাঠের মানে এরূপ করা যায় যে, আমি অন্যত্র গেলে পিরিতিপবনের স্পর্শ পাইব, তাই নিকুঞ্জবাস ত্যাগ করিব—তাহা হইলে রসাভাস হয়; কেন না, নায়িকা অন্যত্র প্রেম করিতে চাহে, এইরূপ ইঙ্গিত বুঝায়। পদামৃত-সমুদ্রে এ স্থানে একেবারে পিরিতি পাবকে পুড়ার কথা আছে, তাহাতে নিকুঞ্জবাস ত্যাগের কথা নাই। পদামৃতসমুদ্রের 'কহে চণ্ডীদাস কিবা' অপেক্ষা 'ভালে জানে চণ্ডীদাস' বেশী অর্থপূর্ণ। তবে পদামৃতসমুদ্র ও নীলরতনবাবুর ধৃত পদটি বরাহনগর, পদকল্পতরু ও কীর্ত্তনানন্দধৃত পাঠ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ধরিলেই ভাল হয়—কেন না, মাত্র ৪০% মিল; ৬০% আলাদা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯৮ পুথিতে ক ও গ ১২।১৩ স্থলে—

পিরিতি পবন পরস লাগিঞা
উড়ি এ বসন্ত বায়।

পাঠ আছে, কিন্তু পূর্ব্বাপরের সঙ্গে বসন্তবাতাসে নায়িকার উড়িবার কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং দুষ্ট পাঠ। বরাহনগর ৬ক (১০২৬) পুথিতে এই পদটিরই অন্য এক রূপ দেখা যায়,—

সখি, কি আর বলিব তোয়ে। ১
পিরিতি বলিঞা এ তিন আখর ২
কভু না আনব মুয়ে॥ ৩
পিরিতির কথা আর না শুনব ৪
মুদিঞা থাকিব কানে। ৫
পিরিতি বলিঞা আর না হেরিব ৬
শয়ন স্বপন মনে॥ ৭

পিরিতি নগরে বসতি তেজিঞা
রহব গহন বনে।
পিরিতি পরম পরশ লাগিঞা
উড়ন্ত মেঘ নেহায়।
পিরিতি ব্যাধি ছাড়ন না যায়
কহে চণ্ডীদাস রায়॥

এই পদের ৫, ৮, ৯, ১০, ১২ পংক্তির সহিত বরাহনগর(৬) পুথির ৪, ১০, ১১, ১২ এবং ১৪ পংক্তির সাদৃশ্য দেখা যায়।

১৯৪

পিরিতি বলিয়া একটি কমল
রসের[১] সায়র মাঝে।
প্রেম-পরিমল- লুবধ[২] ভ্রমর
ধায়ল আপন কাজে॥
ভ্রমর জানয়ে কমল-মাধুরী
তেঞি সে তাহারি বশ।
রসিক জানয়ে রসের চাতুরী
আনে করে অপযশ॥[৩]
সই, এ কথা বুঝিবে কে।
যে জন জানয়ে সে যদি না কহে
কেমনে ধরিব দে॥
ধরম করম লোক-চরচাতে[৪]
এ কথা বুঝিতে নারে।
এ[৫] তিন আঁখর যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে॥
চণ্ডীদাসে[৬] কহে শুন ল সুন্দরি
পিরিতি রসের সার।
পিরিতি-রসের রসিক নহিলে
কি ছার পরাণ তার॥

বরাহনগর ৬ক(১০২৬) ১৫ পদ, তরু ৮৯১, ক. বি. ৩৪৩৬, ৬২০৪ (১২৩ পৃঃ), নরহরি।

নী ৩৩৫। ন চ (২১০) নরহরি। দী ৬৭৮ পৃঃ।

পাঠান্তরঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩৪৩৬—(S. L. XVII)—১। রূপীমু হীয়ার মাঝে, ২। লোভিত, ৩। আনে কহে অপযশ—ইহার পরে অতিরিক্ত- সুজন কুজন, যে জন না জানে, তাহারে কহিব কি। পরাণে পরাণে, যে জন মীলয়ে, তাহারে পরাণ দি॥ ৪। লোক চরাচর, ৫। জাহার রিদয়ে এ তিন আখর, ৬। কহে নরহরি, শুন গো সুন্দরি, পীরিতি রসের সার। পিরিতি রসের, রসিক নইলে, কি ছার জীবন তার॥

মণীন্দ্রবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৭, ৪২০২, ২৩৮৬ ও ২৩৯৬ পুথিতে এই পদ 'নরহরি' ভণিতায় পাইয়াছেন। আমরাও ৬২০৪ পুথিতে নরহরি ভণিতাই দেখিয়াছি। সতীশচন্দ্র রায় পদরসসারের পুথিতেও পাইয়াছেন--কহে নরহরি, শুন সুনায়রি। সুনীতিবাবু লিখিয়াছেন,—"এই পদটি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের রচিত বলিয়া মনে হয়।" এই মত আমরাও মানিয়া লইতেছি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাসে পদটি অত্যন্ত মূল্যবান্। 'রসিক জানয়ে রসের চাতুরি', 'জাহার রিদয়ে, এ তিন আখর, সেই সে বুঝিতে পারে।' তিন আখর কি, নরহরির পদে কোথাও স্পষ্ট বলিয়া দেওয়া হয় নাই। মনে হয়, তাঁহার পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের 'পিরিতি' বলিয়া তিনটি আখরের পদ সুপ্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং এখানে আর 'এ তিন আখর' কি, তাহা বলার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন নাই।

১৯৫

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী।
বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥
বিনি[১] ছলে ছল করি সদাই ধরে চুরি।
হেন মন করে জলে প্রবেশিয়া মরি॥
সতী-সাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু[২] শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক[৩] ঢাকিতে নানা করি পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
পাড়ার লোক না[৪] জানে পিরিতি বলি কারে।
তুমি যদি বল সমাধান দিয়ে ঘরে[৫]॥
চণ্ডীদাস[৭] বলে শুন আমার যুগতি।
অধিক জ্বালা তার যার অধিক পিরিতি॥

তরু ৮৬৩, কী ২৭৯ পৃঃ, সা-প ২০১ (৫৪ পৃঃ), ক. বি. ২৯১।

নী ২৯৬। ন চ ২০৩ পৃঃ (যদুনাথ)। দী ৭৪৭।

পাঠান্তর: ১। বিনা ছলে ছলে সে—তরু। কীর্ত্তনানন্দধৃত পাঠ গৃহীত হইল। উহার অর্থ সুস্পষ্ট। 'বিনা ছলে ছলে সে সদাই ধরে চুরি' পাঠ ধরায় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়কে টীকায় বলিতে হইয়াছে,—"(আমার) ছল বিনা অর্থ—ছলশূন্য আচরণেও সে ছলপূর্ব্বক সর্ব্বদাই আমার চুরি অর্থাৎ চৌর্য্য-প্রণয় বাহির করে।" তিনি ক. চ. পুথিতে ও পদরসসারে—"সদাই ধরে চুলি" পাঠ পাইয়াছেন, কিন্তু গ্রহণ করেন নাই, ২। পুলকে পূরয়ে অঙ্গ—কী, ৩। পুলকে চকিতে করি নানা পরকার—কী। এই পাঠান্তরটি মূলের অপেক্ষাও সুন্দর। দেহে পুলক রোমাঞ্চ দেখিয়া আমি চকিত বা সতর্ক হইয়া নানাপ্রকার চেষ্টা করি, ৪। নাহি—কী, ৫। তারে—কী, ৬। সুনীতিবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৪৮ পুথিতে পাইয়াছেন,—যদুনাথ দাস কহে আমার যুগতি। অধিক জাতনা জার দ্বিগুণ পিরীতি॥ ঢা. বি. ২৩৫৩ পুথিতে—যদুনাথ কহে এ নহে জুগতি। যতেক যন্ত্রণা তার দ্বিগুণ পিরীতি॥ যুকতি—কী, অধিক যাতনা যার তার অধিক পীরিতি—কী। যদুনাথ ভণিতার যে পদ সুনীতিবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৫৩ পুথি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে আরম্ভ,—

পরাণ-পিয়া সই।
তুমি সে আমার তেঞি তোমার আগে কই॥
নিশ্বাস ছাড়িতে নাই ঘরের ঘরণি ইত্যাদি।

কিন্তু ঐ পদে পদকল্পতরু ও কীর্ত্তনানন্দের এই শ্রেষ্ঠ পয়ার দুইটি নাই,—

সতী সাধে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলকে চকিতে করি নানা পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥

সুনীতিবাবু বলেন,—"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৫৩ পুথির পাঠ দেখিয়া মনে হয়, দুইটি বিভিন্ন পদ ইহাতে মিলিয়া গিয়াছে"।

১৯৬

দেখিলে কলঙ্কিনীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥ ১
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
এ দেশে না রব মুঞি যাব বারাইয়া॥ ২
কালা-মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু-গুণ-যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥ ৩

কানু-অনুরাগ-রাঙ্গা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥ ৪
চণ্ডীদাসে কহে কেনে হইলে উদাস।
মরণের সাথী যেই সে কি ছাড়ে পাশ॥ ৫

তরু ৮৪৪, ক. বি. ৬২০৪ (পৃঃ ১২৫)।

রবীন্দ্রনাথ ৪৭ পৃঃ। নী ২৭১। ন চ ১৮৬ পৃঃ। দী ৬১৮ পৃঃ।

স্নীতিবাবু বলেন যে, পদটির তৃতীয় চতুর্থ পয়ার অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে (২৮৩) যদুনাথদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। "এই পয়ার দুইটিতেই পদটির বৈশিষ্ট্য"। ২৮৩ বোধ হয় ছাপার ভুল ; ২৮৬ সংখ্যক পদে আছে,—

গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজন তাহে না ডরাই।
ছাড়ে ছাড়ুক নিজ-পতি আপদ এড়াই॥১
বলে বলুক পাড়ার লোক তাহে নাহি ডর।
না বলুক না ডাকুক না যাব তার ঘর॥২
ধরম করম যাউক তাহে না ডরাই।
মনের ভরমে পাছে বন্ধুরে হারাই॥৩
কালা-মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু-গুণ-যশ আমি পরিব কুণ্ডলে॥৪
কানু-অনুরাগ-রাঙ্গা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥৫
যদুনাথ দাস কহে এহি মনে সাধ।
হয় হউক জগ ভরি কালা-পরিবাদ॥৬ (পদরসসার),

চণ্ডীদাস ভণিতার পদের সঙ্গে যদুনাথের পদের মাত্র চারিটি চরণের মিল অর্থাৎ শতকরা ৪০% ভাগ মিলে ; যদুনাথের ১২ চরণের মধ্যে চারি চরণ চণ্ডীদাসের অর্থাৎ ৩৩%।

১৯৭

সেই[১] শ্যামধনের নাগালি পাইলে
তবে সে এ দুখ ছুটে।
আন[২] উপায় শুনি মনের আগুনি
ঝলকে ঝলকে উঠে॥

পরাণ[৩] রতন পিরিতি-পরশ
জুখিলুঁ হৃদয়-তুলে।
পিরিতি-পরশ অধিক হইল
পরাণ উঠিল চুলে॥
শ্যামের পিরিতি সুরিতি হইলে
তাহে কি গরল ফলে।
পরাণ পিরিতি সমান করিলে
কে তারে জিয়ন্ত বলে॥
জাতি কুল বলি দিলুঁ তিলাঞ্জলি
কি[৪] করিব সতী চরচায়।
তনু মন ধন জীবন যৌবন
সঁপিনু[৫] শ্যামের পায়॥
হিয়ায়[৬] হিয়ায়ে পশিয়া থাকিব
পরাণ পরাণে জোড়া।
না[৭] জানি কি খেনে কি দিয়া কি কৈলে
মরিলে না যায় ছাড়া॥
তিলেক মরিয়ে যদি না দেখিয়ে
সপনে[৮] সে শ্যামবন্ধু।
চণ্ডীদাস কহে মরমে[৯] হানয়ে
পিরিতি অমিয়াসিন্ধু॥

বরাহনগর ৬৬ (১৭), সা-প ২০১ (৫৪ পৃঃ), ক. বি. ২৯১, ২৯২, ৬২০৪ (১২৮ পৃঃ), তরু ৮৯৫, কী ৩০৬ পৃঃ।

নী ৩৮১। ন চ ২১২ পৃঃ (অনন্ত)। দী ৬৮৩ পৃঃ।

পদটির আরম্ভ এক এক আকরে এক এক রকম। যথা,—শ্যামের পিরিতি মুরতি হইলে—তরু ও নী, শ্যাম ধনের লাগালি পাইলে—কী, শ্যামের পিরিতি মিরিতি হৈল—সা প ২০১, শ্যামের পিরীতি বিরতি হইলে (সুনীতিবাবুধৃত ঢা. বি ২৬৪৮), শ্যামের পিরিতি হইলে মিরিতি—ক. বি. ২৯২। বরাহনগরের পুথির পাঠই সব চেয়ে সুন্দর অর্থজ্ঞাপক—শ্যামের পিরিতি, সুরিতি হইলে, তাহে কি গরল ফলে, (ইহার সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯২ পুথির পাঠ অনেকটা মেলে) অর্থাৎ শ্যামের প্রেম যদি ভালই হইবে, তবে তাহাতে গরল ফলিল কেন? পদকল্পতরুধৃত 'মুরতি,' সুনীতিবাবুধৃত 'বিরতি' প্রভৃতির কোন ভাল মানে হয় না।

পাঠান্তর : ১। সই, যদি সে শ্যামবন্ধুর লাগালি পাঙ—ক. বি. ২৯১, ২। আন মত শুনি—তরু, আন উপায় শুনি—নী, ৩। পরাণ সমান পিরিতি রতন—তরু, পরাণ রতন পীরিতি পরশ—নী (এই পাঠ বরাহনগরের পুথির পাঠের সঙ্গে সমান), ৪। আর সতী চরচাতে —তরু, কি আর সতী চরচাতে নী, ৫। নিছিলুঁ কালা-পিরিতে—তরু ও নী, নিছিলাঙ শ্যামের পিরিতে—কী, ৬। হিয়ায় রাখিব কারে না কহিব—তরু ও নী, ৭। কি জানি কি খেনে—তরু, ৮। শয়নে স্বপনে বন্ধু—তরু ও নী, ৯। মরমে রহল—তরু, মরমে রহিল—নী।

স্বনীতিবাবু প্রভৃতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৪৮ পুথিতে এই পদটির ভণিতায় পাইয়াছেন,—দাস অনন্ত ভণে মরমেতে হানে।পিরিতি অমিয়া সিন্ধু। তাঁহারা মন্তব্য করিয়াছেন,—"প্রকৃত রচয়িতা কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ইহাতে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার ঝঙ্কার পাওয়া যাইতেছে।" ঝঙ্কারের কথা বলিতে পারি না, তবে কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা কোথাও প্রেমকে প্রাণের চেয়ে বড় বলেন নাই। তাঁহার কাছে প্রেম অপেক্ষা গহনা বড়। কৃষ্ণ তাঁহার গহনা ফেরৎ না দেওয়ায় তিনি যশোদার নিকট নালিশ করেন (হারখণ্ড, ২৬৩-৬৪ পৃঃ), আর তাহাতেই কৃষ্ণ তাঁহার উপর দারুণ চটিয়া যান এবং প্রতিশোধ লইতে কৃতসংকল্প হন।

টীকা।—জুঁখিলু হৃদয় তুলে—হৃদয়রূপ তৌলযন্ত্রে মাপিয়া দেখিলাম। পিরিতি পরশ—প্রেমরূপ পরশপাথর, যাহার স্পর্শে লৌহহৃদয়ও স্বর্ণ হয়। মরমে হানয়ে পিরিতি অমিয়াসিন্ধু—অমৃতের সমুদ্রের ঢেউ যেন বুকে আসিয়া বাজে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—"চণ্ডীদাস হৃদয়ের তুলা-দণ্ডে মাপিয়া দেখিলেন, প্রাণের অপেক্ষা প্রেম অধিক হইল। এই ত জগৎগ্রাসী, প্রাণ হইতে গুরুতর প্রেম, ইহা আবার নিত্য বাড়িতেছে।"—(চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি)।

১৯৮

পিরিতি নগরে বসতি করিব
পিরিতে বাঁধিব ঘর।
পিরিতি দেখিয়া পড়সি করিব
সকলি[১] লাগিছে পর॥
পিরিতি দোয়ারে[২] কবাট লাগাব[৩]
পিরিতে[৪] গোঁয়াব কাল।
পিরিতি আসকে সদাই থাকিব
পিরিতে[৫] বাঁধিব চাল॥
পিরিতি পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরিতি শিয়র[৬] মাথে।

পিরিতি বালিসে আলিস ছাড়িব[৭]
রহিব[৮] পিরিতি সাথে ॥
পিরিতি সায়রে[৯] সিনান করিব
পিরিতি অঞ্জন নিব[১০] ।
পিরিতি ধরম পিরিতি করম
পিরিতে পরাণ দিব ॥
পিরিতি[১১] বেসর নাসাএ পরিব
হেরিব নয়ন-কোণে ।
পিরিতি[১২] পাঁজরে পিরিতি রাখিব
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে ॥

বরাহনগর ৬ক (১০২৬), ক. বি. ২৮৯।

নী ৩৮৬, ৩৯০। ন চ ১৮৪ পৃঃ (পরিশিষ্ট)। দী ৬৮৯ পৃঃ।

পাঠান্তর : —নী ১। তা বিনু সকল পর, ২। দ্বারের, ৩। করিব, ৪। পীরিতে বাঁধিব চাল, ৫। পীরিতে গোঁয়াব কাল, ৬। শিখান, ৭। ত্যজিব, ৮। থাকিব, ৯। পীরিতি সরসে, ১০। লব, ১১। পীরিতি নাসার বেশর করিব তুলিবে নয়ান কোণে, (নাসার বেশর যদি নয়নের কোণে দোলে, তাহা হইলে উহা বিশাল আকারের হওয়া প্রয়োজন। এটি বিকৃত পাঠ সন্দেহ নাই। মূলে ধৃত পাঠে দেখা যায় যে, পিরিতি বেসর নয়ান কোণে রাধা দেখিবেন—ইহাই ঠিক)। ১২। পীরিতি অঞ্জন লোচনে পরিব (চতুর্দ্দশ পংক্তিতে একবার অঞ্জনের কথা আছে ;—সুতরাং পুনরুক্তি অপেক্ষা মূলে ধৃত পাঠ ভাল)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮৯ পুথিতে ৯-১০ চিহ্নিত অংশের পরিবর্ত্তে আছে,—

পিরিতি বসন অঙ্গেতে পরিব
পিরিতি ভূষণ অঙ্গে ।
পিরিতি আলাপে সদাই থাকিব
রহিব পিরিতি সঙ্গে ॥
পিরিতি অঞ্জন নয়ানে পরিব
মরম কাহারে কব ।
পিরিতি বেদনা যে জন জানয়ে
তাহারে বাটিয়া দিব ॥

মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় মূলে ধৃত পাঠের কয়েকটি কলি 'যশোদানন্দন' ভণিতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪৩৬ পুথিতে পাইয়াছেন,—

পিরিতি নগরে বসতি করিব পিরিতে বান্ধিব ঘর ।
পিরিতি কপাট দুয়ারে বসাব পিরিতে গুঁয়াব কাল ॥

পিরিতি উপরে শয়ন করিব পিরিতি বালিস মাথে।
পিরিতি বালিসে আলিস ছাড়িব থাকিব পিরিতি সাথে ॥
পিরিতি বেসর পরিব নাসিকা তুলাব নয়ান কোণে।
জসদানন্দন জানএ পিরিতি পিরিতি কেহ না জানে ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২০৪ পুথির ১৯০ পৃষ্ঠায় এই পদেরই অন্য প্রকার রূপ আছে। যথা,—

আমার যেমন করিছে মন এমন করে কি তার।
রসের নগরে বসতি করিব রসেতে বান্ধিব ঘর ॥
রসের সাগরে আগর হইয়ে রসেতে ছাওয়াব চাল।
রসের দুয়ারে কপাট করিয়ে রসেতে গোঁয়াব কাল ॥
রসের পালঙ্কে শয়ন করিব রসের বালিস মাথে।
রসের বালিসে আলিস রাখিয়া থাকিব রসের সাথে ॥
রসের নাসায় বেশর পরিব হেরিব নয়ান কোণে।
রসের পুকুরে সিনান করিব দ্বিজ চণ্ডিদাস ভণে ॥

১৯৯

ভাদরে দেখিলুঁ নঠচাঁদে।
সেই হৈতে উঠে মোর কানু-পরিবাদে ॥১
এতেক যুবতী আছয়ে গোকুলে।
কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে ॥২
স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ি।
তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী ॥৩
ননদী দেখয়ে চৌখের বালি।
শ্যাম নাগর তুলিয়া সদাই পাড়ে গালি ॥৪
এ দুঃখে পাঁজর হৈল কাল।
ভাবিয়া দেখিলুঁ এবে মরণ সে ভাল ॥৫
দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুন কয়।
পরের বচনে কি আপন পর হয় ॥৬

তরু ৮৬৮, ক. বি. ৬২০৪ (১২৬ পৃঃ)।

নী ২৫০। ন চ ২৭ পৃঃ (আসল বড়ুর পদ ১৯)। দী ৬৫৯ পৃঃ।

পাঠান্তর ঃ ২ চিহ্নিত অংশের পর পদরসসারে অতিরিক্ত—

কখনো যাহারে মুঞি না দেখো সপনে।
কলঙ্ক তোলয়ে লোক সে জনার সনে ॥

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন—বোধ হয়, রাধার 'স্বপ্নেও কানুকে না দেখা' আছে বলিয়া। 'চৌখের বালি'র পরিবর্ত্তে 'সদা নয়নের বালি' পাঠ পদরসসারে আছে। ঐ পুথির ভণিতা হইতে দেখা যায় যে, পদটি বলরামদাসের। যথা,—

কাহারে কহিব সই মরমের কথা।
বলরাম দাস বলে কি কৈল বিধাতা ॥

সুনীতিবাবু প্রভৃতি বলেন যে, "ভণিতার শ্লোকটি এবং অতিরিক্ত শ্লোকটি পয়ারে, কিন্তু পদটির ছন্দ অসমাক্ষর দুই ছত্রে, এক ছত্রে দশ অক্ষর, অন্য ছত্রে চৌদ্দ অক্ষর। সুতরাং বলরামদাস নামাঙ্কিত ভণিতা এই পদের নহে।" তাঁহাদের এই ছন্দবিচার কিন্তু তৃতীয় পংক্তিতে খাটে না। পদকল্পতরু, এবং সুনীতিবাবুর দৃষ্ট শ্রীখণ্ডের পুথিতে, পদরত্নাকরে এবং কোন এক কীর্ত্তনিয়া-কথিত পাঠে, কোথাও তাঁহারা দশ অক্ষর পান নাই, অগত্যা তাঁহাদের মতবাদ সমর্থনের জন্য উহা "কত আছে যুবতী গোকুলে" করিয়াছেন। ঐ ভাবে তো একটু চেষ্টা করিলেই বলরামদাস নামযুক্ত ভণিতাটিও বদলাইয়া লওয়া যায়। তাঁহাদের ধৃত পাঠ—'ননদী দেখয়ে চৌখের বালী'তেই বা দশ অক্ষর কোথায়? সুতরাং যেখানে ১০ অক্ষর পাই, তাহার সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তনের,—

ঘৃত দুধে সাজিলোঁ পসারা ॥
মোএঁ বিকে জাইতেঁ না পাইলো মথুরা ॥—পৃঃ ১১৯।

তুলনা করিয়া পদটিকে কৃষ্ণকীর্ত্তন-রচয়িতার বলা যায় কি করিয়া? সুনীতিবাবু আরও বলেন যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনে যেহেতু—"ভাদর মাসের তিথি চতুথীর রাতী" (৩২১ পৃঃ) এবং "হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে" (২৮৫ পৃঃ) আছে, এবং এই পদে "ভাদরে দেখিলু নঠ চাঁদে" পাওয়া যায়, সেই জন্য ইহা কৃষ্ণকীর্ত্তন-রচয়িতার। উজ্জ্বলনীলমণির শ্লোকের সঙ্গে সামান্য একটু মিল দেখিয়া দুই একটি পদকে সুনীতিবাবু প্রভৃতি চৈতন্যপরবর্ত্তী বলিয়াছেন; তাঁহারা নিজেরাই তো এই পদের টীকায় উজ্জ্বলের স্থায়ী ভাব প্রকরণের ৮৫ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ভাদ্রচতুর্থীর চন্দ্র দেখিলে "মিথ্যাপবাদ" হয়, এরূপ বলিয়াছেন।

২০০

কাহারে কহিব মনের বেদনা
কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার[১] মাঝারে মনের বেদনা
সদাই চমকে চিত ॥

গুরুজনা আগে দাঁড়াইতে নারি
ছল ছল[২] করে আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সহিতে জলেরে যাইতে
সে কথা কহিবার[৩] নহে।
যমুনার জল করে ঝলমল
তা দেখি পরাণ দহে॥
চণ্ডিদাসের বাণি শ্যামের পিরিতিখানি
সদাই হিয়াতে জাগে।
শুন লো সজনি মরম কাহিনী
শরণ নিব পদযুগে॥[৪]

বরাহনগর ৬(ঙ) ২৩ পদ, ক. বি. ২৯২, ২৯৮।

নী ৩৫৮। ন চ ১৮৯ পৃঃ (পরিশিষ্ট)। দী ৬১১ পৃঃ।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথিতে পদটি রামচন্দ্রের ভণিতায় পাইয়া, অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে (৪১০ সংখ্যা) ছাপিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের প্রাচীন পদসংগ্রহের পুথিতে পদটি জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে কিন্তু শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'জ্ঞানদাসের পদাবলী'তে এটি ধরেন নাই। বরাহনগরের পুথি ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দের অনুলিপি। সুতরাং সা-প ২০১ পুথির প্রায় একশ বছর আগেকার।

পাঠান্তর: ১। কানুর পিরিতি ভাবি দিবারাতি—ন চ-ধৃত পদসুধানিধি, ২। সদা ছল ছল আঁখি—নী. ৩। নয়। ৪। কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু, কহিলাম সবার আগে। কহে চণ্ডীদাস, শ্যাম সুনাগর, সদাই হিয়ায় জাগে॥—নী, চণ্ডীদাস কয়, কলঙ্কে কি ভয়, যে জনা পিরীতি করে। হৃদি সরোবরে, ডুবে থাকি সদা, কি করে আপনা পরে॥ ন চ-ধৃত পদসুধানিধি।

২০১

মুরলীর স্বরে রহিবে কি ঘরে
গোকুল-যুবতীগণে।
আকুল হইয়া বাহির হইবে
না চাবে কুলের পানে॥

কি রঙ্গলীলা মিলায় শিলা
শুনিতে সে ধ্বনি কাণে।
যমুনা-পবন থকিত গমন
ভুবন মোহিত গানে॥
আনন্দ উদয় সুখ সুধাময়
ভেদিয়া অন্তর টানে।
মরমের জ্বালা জীয়ে কি অবলা
হানয়ে মদন-বাণে॥
কুলবতী-কুল করে নিরমূল
নিষেধ নাহিক মানে।
চণ্ডীদাস ভণে রাখিহ মরমে
কি মোহিনী কালা জানে॥

তরু ৮২৯, ক. বি. ২৯২, ২৯৩, ৩৩০০।

নী ২৬৪। ন চ ১৯১ পৃঃ। দী ৫৯৮ পৃঃ।

হরেকৃষ্ণবাবু এই পদটি চণ্ডীদাসের ভণিতায় সা-কু ৩, র ২২৭৪, ঢা-মি ৫, র ২৭৭০, ঢা. বি. ১২৮/৮৫R পাইয়াও বিষ্ণুপুরের পাটরাপাড়ানিবাসী এক ভদ্রলোকের বাড়ীর—

বাঁশীর সরে গো রইব কি ঘরে গোকুলে আকুল প্রাণে।
কালিয়ার তার কালি দলি তার বিষ মিশাইছে তানে॥

ইত্যাদি পদে

কুলবতীর কুল কল্যা নিরমুল কালা নিসদ না মানে।
শিবরামে কয় ধিরজ কি রয় কি মেনে মো নিদানে॥

দেখিয়া, পদটিকে "নামাঙ্কিত"মধ্যে স্থান না দিয়া, পরিশিষ্টে ফেলিয়াছেন। পদটি বড় কবির রচনা। 'কি রঙ্গলীলা, মিলায় শিলা' ইত্যাদিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মুরলীর ধ্বনির কার্য্য দেখান হইয়াছে। 'মিলায় শিলা' মানে, শিলা দ্রবীভূত হয় (ব্যঞ্জনা, পাষাণের মতন যাহাদের হৃদয়, তাহারাও গলিয়া যায়)। যমুনার স্রোত রুদ্ধ হয়, পবনের গতি স্তম্ভিত হয়, ভুবন মোহিত হয়। আনন্দ সুধাময়ের রূপ ধরিয়া উদিত হয়, আর মর্ম্মের অন্তস্তল ধরিয়া টান দেয়। বিদগ্ধ মাধবে (প্রথম অঙ্ক) শ্রীরূপ বংশীধ্বনির ফলে 'নদীর জলরাশি স্তম্ভিত হইল, প্রস্তরচয় দ্রবীভূত হইল, স্থাবর সকল কম্পিত হইল এবং জঙ্গমগণ স্থাবরধর্ম্ম প্রাপ্ত হইল' লিখিয়াছেন।

২০২

কানড় কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড় মনের মনবেথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাঞি
কাণাকাণি শুনি এই কথা॥
সই, লোকে বলে কালা-পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
তেজিয়াছি কাজরের সাধ॥
যমুনা-সিনানে যাই আঁখি মেলি নাহি চাই
তরুয়া কদম্বতলা পানে।
যথা তথা বসি থাকি বাঁশীটি শুনিয়ে যদি
ছুটি হাত দিয়া থাকি কাণে॥
চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে তনু মন চুরি করে
না চিনিয়ে কালা কিবা গোরা॥

তরু ৯০৫, ক. বি. ২৯১, ২৯২।

নী ২৭৮। ন চ ১১৯ পৃঃ (নামাঙ্কিত)। দী ৬২২ পৃঃ।

পদটির ভণিতা পদরত্নাকরে 'বড়ু চণ্ডীদাসে কয়' আছে। সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথিতে রাজীবলোচনের ভণিতায় আছে,—

রাজিবলোচনে কয়, এ বাদ ঘুচিবার নয়, কেনে মনে অভিমান কর।
কাজরের কালি কসি, এমতে মনেতে বাঁশি, ধুইলে কি ঘুচাইতে পার॥

সুনীতিবাবু সত্যই বলিয়াছেন,—"ভণিতার ত্রিপদীটি অন্যরূপ"। শুধু তাহাই নহে, যে কবি এমন সুন্দর পদটি লিখিলেন, তিনি কি 'কর' আর 'পার'এ মিল করাইবেন? না চিনিয়ে কালা কিবা গোরা—এখানে যে গোরার কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত গৌরাঙ্গের কোন সম্বন্ধ নাই। রাধা লোককে বুঝাইতে চান যে, তিনি কৃষ্ণকে ভাল করিয়া কোন দিন দেখেন নাই—তাঁহার রং কাল কি ফর্সা, তাহা জানেন না।

২০৩

ও পারে বন্ধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখী হঞা উড়্যা[১] যাঙ পাখা না দেয় বিধি॥
যমুনাতে দেঙ ঝাঁপ না জানো সাঁতার।
কলসে কলসে সেচোঁ না টুটে[২] পাথার॥
মথুরার নাম শুনি পরাণ[৩] কেমন করে।
সাধ করে বড়াই গো কানু দেখিবারে॥
আর কি গোকুলচাঁদ না করিব কোলে।
হাতের পরশমণি হারাইনু হেলে॥
আগুনেতে দেঙ ঝাঁপ আগুন[৪] নিভয়।
পাষাণেতে দেঙ কোল পাষাণ মিলয়[৫]॥
তরুতলে[৬] যাঙ যদি তরু না দেয় ছায়া।
যার লাগি মুই মরোঁ সে হইল নিদয়া॥
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলির বরে।
ছটপটি[৭] করে প্রাণ বন্ধু নাহি ঘরে॥

বরাহনগর ৬ক (১০২৬) ২৭ পদ, তরু ১৬৭৪ (চম্পতি ভণিতায়)।

নী ৬৮৭ (বড়ু ভণিতা)। ন চ ৩১ পৃঃ (আসল বড়ুর পদ ২২)। দী ৩২৫ পৃঃ।

পাঠান্তর: সুনীতিবাবুধৃত পাঠের সহিত—১। উড়ি, ২। ঘুচে, ৩। প্রাণ, ৪। আগুনি, ৫। মিলায়, ৬। তরুতলে জাঙ বড়াই সেহ না দেয় ছায়া, ৭। ছটফট। নী-তেও এই ভণিতা আছে।

সুনীতিবাবু প্রভৃতি পীতাম্বর দাসের অষ্টরসব্যাখ্যায় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৪৮ ও ২৬৫৬ এবং সা-কু ৪ পুথিতে পদটি পাইয়াছেন। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই আকরে ভণিতার পয়ারটি নাই। তাঁহাদের ধৃত পাঠের সঙ্গে বরাহনগর-পুথির পাঠ প্রায় সবই মিলিতেছে। (৩)চিহ্নিত স্থানে তাঁহাদের 'প্রাণ' পাঠ অপেক্ষা বরাহনগরের 'পরাণ' পাঠ ভাল। এই পদটি একটি রত্নবিশেষ। পদকল্পতরুতে পদটির রূপ এই,—

মথুরার নাম শুনি পরাণ্ কেমন করে।
বড় মনে সাধ লাগে কানু দেখিবারে॥
আর কি গোকুলচান্দ না করিব কোলে।
পাইয়া পরশমণি হারাইলুঁ হেলে॥
ও পারে বন্ধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখী হৈয়া উড়ি যাঙ পাখা না দেয় বিধি॥

আগুনেতে দিয়া ঝাঁপ আগুন নিভায়।
পাষাণেতে দিয়ে কোল পাষাণ মিলায়॥
যমুনাতে দিয়ে ঝাঁপ না জানি সাঁতার।
কলসে কলসে সিঁচি না টুটে পাথার॥
তরুতলে যাঙ যদি সেহ না দেয় ছায়া।
যার লাগি মুঞি মরোঁ সে হৈল নিদয়া॥
কত দূরে প্রাণনাথ আছে কোন দেশ।
চম্পতিপতি বিনু তনু ভেল শেষ॥

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর সমস্ত পুথিতে এবং পদরসসার ও পদরত্নাকরের পুথিতে চম্পতি ভণিতাই পাইয়াছেন, অন্য কোন ভণিতা পান নাই।

২০৪

কি[১] মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈলুঁ দিবস দিবস কৈলুঁ রাতি।
বুঝিতে নারিলুঁ বন্ধু তোমার পিরিতি॥
ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর॥
কোন[২] বিধি সিরজিলে সোতের শেহলি।
এমন বেথিত নাই ডাকে রাধা বলি॥
বন্ধু[৩] তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া[৪] রও॥
চণ্ডিদাস[৫] কহে হিয়া শুনিতে জুড়ায়।
এমন পিরিতি আর না দেখি কোথায়॥

ক. বি. ২৯২, তরু ৮০৫, কীর্ত্তনানন্দ ৩১০ পৃঃ।

রবীন্দ্রনাথ ৩৭ পৃঃ। র ২২১ পৃঃ। নী ২৫৪। ন চ ১৮৭ পৃঃ। দী ৫৮৭ পৃঃ।

পাঠান্তর: কীর্ত্তনানন্দ—১। বন্ধু কি জানি মোহিনী জান, ২। নিরমিল, ৩। নিদারুণ নৈয় বন্ধু নিদারুণ নৈয়, ৪। চাহিয়, ৫। ভণিতার পাঠ কীর্ত্তনানন্দের। পদকল্পতরুর পাঠ – বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়। পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয়॥ চণ্ডীদাস বলে এই বাসুলি কৃপায়। এমন পিরিতি আমি না দেখি কোথায়॥ ক. বি. ২৯২।

সাহিত্য-পরিষদের ২৪১৬ পুথিতে (লিপিকাল ১০৯০) শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন, রায় রাঘবেন্দ্র ভণিতায় নিম্নোক্ত পদ পাইয়াছেন (সংশোধিত বানানে লিখিতেছি),—

তোমা না ছাড়িব বন্ধু তোমা না ছাড়িব।
বিরলে পায়্যাছি হিয়া মাঝারে রাখিব ॥
রাতি কৈলাম দিন বন্ধু দিন কৈলাম রাতি।
ভুবন ভরিয়া রহিল তোমার খেয়াতি ॥
ঘর কৈলাম বন বন্ধু বন কৈলাম ঘর।
পর কৈলাম আপনি আপনি হৈলাম পর ॥
সকল তেজিয়া দূরে লইলাম শরণ।
রায় রাঘবেন্দ্র কহে উ রাঙ্গা চরণ ॥

এই পদের সঙ্গে চণ্ডিদাস-নামাঙ্কিত পদের তিন চরণের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। সুনীতিবাবু প্রভৃতি ভবানন্দের হরিবংশেও ঐ তিন চরণ পাইয়াছেন।

২০৫

পিয়া সে পিরিতি জানে।
নাগর হইয়া চরণে ধরিয়া
নূপুর পরায় কেনে ॥
হিয়ায় হিয়ায় রাখিয়া আমায়
বোলে জীব জীব জীব।
মনের সহিতে এ পাপ পরাণ
তোমায় দিব দিব দিব ॥
মোর দুটি কর ধরিয়া নাগর
হিয়ার উপর রাখি।
মিনতি করিয়া শিয়রে ঠেকায়্যা
ছলছল দুটি আঁখি ॥
নাপিতানী হইয়া আলতা লইয়া
নিজ নাম পদে লেখি।
হয় নয় ইহা দেখ শুধাইয়া
চণ্ডীদাস ইথে সাখি ॥

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের পুথি, ১৩৬ পৃঃ।

২০৬

(সখি) পিরিতি মূরতি না হেরিব আর
এ তুটি নয়ন কোণে।
পিরিতি করিয়া নাম না শুনিব
মুদিয়া রহিব কাণে॥
সই, আর না বলিবে মোরে।
পিরিতি বলিয়া দারুণ আখর
এত পরমাদ করে॥
পিরিতি আরতি কভু না করিব
শয়ন স্বপন মনে।
পিরিতি নগরে বাস না করিব
থাকিব গহন বনে॥
পিরিতি গরল পরশ লাগিয়া
তেজিব নিকুঞ্জ বাস।
পিরিতি বেয়াধি ছাড়িলে না ছাড়ে
ভালে জানে চণ্ডিদাস॥

বরাহনগর ৬(ঙ) ২১৬২, চণ্ডীদাসের একান্ন পদ।

২০৭

একদিন আমি গিছিলুঁ যমুনা
সব সখিগণ সনে।
আচম্বিতে দেহে আমার নাগর
হানল নয়ন-বাণে॥
সে জন কে বটে না দেখি তাহারে
আমারে না দেখে সেহ।
তার লাগি প্রাণ সদা কান্দে কেন
এ কথা বুঝিবে কেহ॥
সে দিন অবধি দেহে নিরবধি
অনল আমার মনে।

কে কহ সে জনা ঘুচুক বেদনা
কহ দেখি কোন জনে ॥
কহে এক ব্রজ- রমণী যতনে
শুন বিনোদিনি রাধে।
নন্দের নন্দন ব্রজের জীবন
জগতে এমন সাধে ॥
(শুন) বিনোদিনী রাধা এ সব বচনে
অমিয়া ভরিল দেহা।
কহ কহ পুন মধুর বচন
কিবা সে তাহার নেহা ॥
চণ্ডীদাস বলে সই, সোই বটে
নন্দের নন্দন কানু।
তরুয়া কদম্বে বসিয়া যে জন
সদাই পূরয়ে বেণু ॥

বরাহনগর ৬(ঙ) ২৭৬২, চণ্ডীদাসের একান্ন পদ, ব ৬ক।

২০৮

অহে[১] বড়াই, বিষম[২] বিরহ বাড়া।
কিছুই না খায়ে[৩] সেজেতে লুকায়ে[৪]
পাঁজর হইছে সারা ॥
শুনি কি না শুনি কহে[৫] সরু বাণী
যেন অরুন্ধতি তারা[৬]।
কনক রতন[৭] যেন মানি আন[৮]
চকিত লোচনতারা ॥
অরুণ[৯] নয়ন ঝরে[১০] অনুক্ষণ
যেন শাওনের ধারা[১১]।
নেতের বসনে মুছিব কেমনে
এত বল আছে কারা ॥

এখন তখন তাহার জীবন
না চলে কণ্ঠের মালা।
চণ্ডীদাসে কহে তুরিতে চল হে[১২]
বিলম্ব না সহে বালা[১৩]॥

ক. বি. ২৯১, (চণ্ডীদাসের একান্ন পদ)।

নী ৭০৬। দী ২৮৭।

পাঠান্তর : নীলরতনবাবু—১। ওহে, ২। তাহার বিষম নারা, ৩। কিছু নাহি খায়, ৪। সে তেজয়ে কায় (ইহা বিকৃত পাঠ, প্রকৃত পাঠ—সেজেতে লুকায়ে, অর্থাৎ দেহ যেন শয্যার সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে), ৫। যেন, ৬। যেন রুধিরের ধারা (বাণী রক্তের ধারার মতন বলা নিরর্থক ; মূলে গৃহীত পাঠ 'যেন অরুন্ধতি তারা', অর্থ—অরুন্ধতী যেমন দুর্নিরীক্ষ্য, সেইরূপ), ৭। বদন, ৮। হৈয়াছে মলিন, ৯। শ্রবণ, ১০। করে (শ্রবণ নয়ন করে অনুক্ষণ—নিরর্থক), ১১। যেনক শায়ন ধারা (নিরর্থক), ১২। ······(চিহ্ন আছে), ১৩। তুরিতে চলহ বালা।

২০৯

ধরি নাপিতিনীবেশ মহলে[১] যে পরবেশ
যেখানে বসিঞা আছে রাই।
হাতে দেই দরপণি খোলে নখরঞ্জনী
বোলে বৈস[২] দেই কামাই॥
বসিলা যে রসবতী নারী।
খোলি[৩] কনকের বাটি আনিলে[৪] কনক-ঘটি
ডারিল[৫] সুবাসিত বারি॥
করে নখ-রঞ্জনী চাঁছই নখের কুনি[৬]
শোভিত করয়ে যেন চান্দে।
আলসে[৭] উলষ পায় ঘুম লাগে আধ গায়
হাত দেয় নাপিতিনীর কান্ধে॥
নাপিতিনী একে শ্যামা তুনির[৮] সমান ঝামা
বুলাইছে[৯] মনের আকুতে[১০]।
ঘষিতে[১১] ঘষিতে পায় আলতা লাগায় তায়
রচয়ে[১২] মন হরষিতে॥

রচয়ে বিচিত্র করি চরণ উপরে[১৩] ধরি
তলে লেখে নাম আপনার।
নাপিতিনী বোলে ধনি দেখহ চরণখানি
ভাল মন্দ করহ বিচার॥
শুনিয়া তাহার বাণী[১৪] দেখি চরণ দুখানি
তাহে হেরে শ্যামের যে নাম।
তবে বুঝি আপন মনে চাহে নাপিতিনী পানে
বোলে তুমি কহ আপন নাম॥
শ্যাম নাম কহে তারে জগত মোহিবার তরে
ফিরি আমি নগরে নগরে।
চণ্ডীদাসেতে কয়[১৫] নাপিতিনী এহ নয়
কামাইলে[১৬] যাও আপন ঘরে॥

বরাহনগর ৬(ক) ৪১ পদ, পদরত্নমালা ১৪১৯ পদ, তরু ৬৩৭।

নী ৭৪। দী ৩৮৯ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। মহলেতে—তরু, নী, ২। বৈঠ—নী, ৩। খুলিল—তরু, নী, ৪। আনিল কি বিমল ঘটি—তরু, আনিল জলের ঘটি—নী, ৫। ঢালিল—নী, ৬। কণি—নী, তরু, ৭। 'আলসে' হইতে 'কান্ধে' পর্য্যন্ত পদকল্পতরুতে নাই; আলসে অবশ প্রায়, ঘুম লাগে আধ তায়, হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে—নী, ৮। ননীর অধিক ঝামা—তরু; ননীর পুতলি ঝামা—নী, ৯। ঝুলাইছে—নী (বোধ হয়, ছাপার ভুলে 'বু' 'ঝু' হইয়াছে), ১০। আনন্দে—তরু, নী, ১১। ঘসিয়া ঘসিয়া—তরু, নী, ১২। নিরখি নিরখি অবিরাম—তরু, ১৩। হৃদয়ে—তরু, নী, (নাপিতিনীরা চরণ হৃদয়ে ধরে না; শ্যাম যদি ঐরূপ করেন, তাহা হইলে ধরা পড়িবেন; সুতরাং 'হৃদয়ে' অপেক্ষা বরাহনগরের পাঠ 'উপরে' ভাল), ১৪। দেখি সুবদনী কহে, কি নাম লেখিলা ওহে, পরিচয় দেহ আপনার॥ নাপিতিনী কহে ধনি, শ্যাম নাম ধরি আমি, বসতি এ তোমার নগরে।—তরু, তবে শুনি তার বাণী, দেখয়ে চরণখানি, তাহার হেটে শ্যামের যে নাম। বুঝি আনমনে চাহে, নাপিতিনী পাশে কহে, 'বোল কহ আপনার নাম'—নী, ১৫। দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, এহ নাপিতিনী নয়—তরু, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে, নাপিতিনী এহ নহে—নী, ১৬। কামাইলা—তরু, কামাইয়া—নী।

২১০

নাপিতিনী বোলে[১] শুন[২] সই।
অনাথিনী লোকের[৩] বেতন কই ॥
কহ তুমি যাইঞা[৪] রাইর কাছে।
বেতন[৫] লাগিঞা নাপিতিনী আছে ॥
যদি কহে তবে নিকটে যাই।
যে দেন সাক্ষাতে চাহিঞা পাই[৬] ॥
দূতি যাই[৭] কহে রাইর কাছে।
নাপিতিনী বসিঞা নাছেতে আছে[৮] ॥
কহিল বোলাইল রাই তায়[৯]।
কতেক বেতন নাপিতিনী[১০] চায় ॥
সখী যাই তাবে ডাকে[১১] আইসহ।
রাই বোলে অই ছুলিচায় বইসহ[১২] ॥
বসিলা ছুখিনী নাপিতিনী শ্যামা।
কহে মোরে বেতন দেহত বামা[১৩] ॥
কতেক বেতন হইবে তোর।
আমার বেতন নাহিক ওর[১৪] ॥
হাসিঞা বোলয়ে[১৫] সুন্দরী রাই।
এমন ছুখিনী[১৬] দেখিয়ে নাই ॥
এমতে ধন কর্য্যাছ[১৭] কত।
ভুবনে ধন আছয়ে যত[১৮] ॥
এক ধন আছে শুন্যাছি তাই[১৯]।
সে ধন পাইলে ঘরকে যাই ॥
দয়া করি দেহ দরিদ্র জনে।
চাহিলে না দেয় কৃপণ ধনে[২০] ॥
কুচযুগগিরি মোর মনহিত।
ইহা দিঞা মোরে করহ প্রীত[২১] ॥
আর বেতন দেহত আমার।
পরশ-রতন পাই যে তোমার[২২] ॥

হাসি বোলে সে রসবতী গোরি[২৩]।
ভালে সে নাপিতিনী পরাণ চোরি[২৪] ॥
চণ্ডীদাসে কহে দেহ না কর লাজ।
নাপিতিনী নহে রসিকরাজ ॥

বরাহনগর ৬(ক), ৪২ পদ, পদরত্নমালা ১৪২০ পদ, তরু ৬৩৮।

নী ৭৫। দী ৩৯০ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। কহে—তরু, ২। শুন গো—তরু, নী, ৩। অনাথী জনের—তরু, ৪। ষাই—তরু, যেয়ে—নী, ৫। বেতন লাগি সে বসিয়া আছে—তরু, নী, ৬। যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই—তরু, নী, ৭। শুনি সখী—তরু, নী, ৮। আছয়ে নাছে—তরু, নী, ৯। রাই কহে তবে আনহ তায়—তরু, নী, ১০। আমারে—তরু, আমায়—নী (উভয় পাঠই দুষ্ট, 'নাপিতিনী চায়' পাঠই শুদ্ধ), ১১। ডাকয়ে—তরু, নী, ১২। আসিয়া রাইএর নিকটে বৈস—তরু, নী, ১৩। আসি নাপিতিনী কহয়ে তায়। বেতন কেন না দেহ আমায়—তরু, নী, ১৪। রাই কহে কিবা হইবে তোর, সে কহে বেতনে নাহিক ওর—তরু, নীলরতনবাবুতে এই দুই চরণ বা মূলে গৃহীত চরণদ্বয় নাই; সুতরাং ঐ সংগ্রহে কাহিনীটি খাপছাড়া হইয়াছে। পদকল্পতরুধৃত পাঠেও 'রাই কহে কিবা হইবে তোর' অসংলগ্ন। ১৫। কহয়ে—তরু, নী, ১৬। হেন নাপিতিনী—তরু, নী, ১৭। করেছ—নী, ১৮। সে কহে ভুবনে আছয়ে যত—তরু, নী, ১৯। এক ধন আছে তোমার ঠাঞি—তরু, ২০। এই দুই চরণ পদকল্পতরুতে নাই, ২১। হৃদয়ে কনককলস আছে। মণিময় হার তাহার কাছে—তরু, নী, ২২। তাহার পরশ-রতন দেহ, দরিদ্রজনারে কিনিয়া লহ—তরু, ২৩। হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গোরী—তরু, নী, ২৪। 'পরাণ ছুরি'—নী। 'চোরি'র পর পদকল্পতরু এবং নীলরতনবাবুতে অতিরিক্ত দুই চরণ—

পরশ-রতন পাইবা বনে।
এখন চলহ নিজ ভবনে ॥

(এরূপ স্পষ্ট সম্মতি যদি রাধা জানাইয়া দেন, তাহা হইলে ভণিতায় 'না কর লাজ' বলার সার্থকতা থাকে না—সেই জন্য মনে হয়, এই দুই চরণ প্রক্ষিপ্ত)।

২১১

বাদিয়ার বেশ ধরি বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী
আইলন ভানুর মহলে।
খোলে হাঁড়ি-ঢাকুনি বাহির করে সাপিনী
লইয়া করিল এক গলে[১] ॥

বিষহরি বলিয়া দেয় কর।
শুনিয়া যতেক বালা দেখিতে আইল খেলা
খেলাইছে মাল পুরন্দর ॥
সাপিনীরে দেয় থোবা[২] নাগিনী হয় বড় কোপা[৩]
উঠে দণ্ডে ধরিয়া যে ফণা[৪]।
আঙ্গুলী মারিয়া[৫] যায় নাগিনী ফিরিয়া চায়
ছোঁয় তবে[৬] বাদিয়া-দাপনা ॥
খেলা দেখি গোপীগণ বড় আনন্দিত মন
কহে তুমি থাক কোন স্থানে।
থাকি বন[৭] ভিতরে নাগদমন বোলে মোরে
নাম মোর জানে সব জনে ॥
বসন মাগিবার তরে আইলাঙ[৮] তোমার[৯] ঘরে
বসন তুমি দেহত গোপিনি[১০]।
ছেঁড়া কাপড়[১১] নাহি লিব ভাল বস্ত্রখানি পাইব[১২]
ভালবাস্যা দেহ অঙ্গের খানি[১৩] ॥
বটেকের[১৪] ভিখারী হএ বহুমূল্য নিতে চাহে
নওলে শোভিতে চাহে[১৫] বটে।
বনে থাক সাপ ধর তেনা পরিধান কর
বেড়াও তুমি নদীর যে তটে[১৬] ॥
তোমার বস্ত্র শিরে করি আনন্দিত হই বড়ি
বহুত বাসিয়ে মনে সুখ[১৭]।
তোমার সঙ্গ করিতে[১৮] সুখ হয় মোর চিতে[১৯]
তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥
চুপ করি থাক বান্ধা যাহা পাও লয় সাধ্যা
ভরমে ভরমে যাহ ঘরে।
চুরি ডাকাতি নাই করি ভিখ মাগ্যা পেট ভরি
ভয় মুই করিমু যে কারে[২০] ॥
তোমা লঞা করিব[২১] ক্রীড়া, মনে কেন দেও[২২] পীড়া
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।
চণ্ডীদাসেতে কয় বাদিয়া যে ইহ নয়
মনে বুঝি দেখহ আপনে[২৩] ॥

বরাহনগর ৬ক, ৪৬ পদ, পদরত্নমালা ১৪১২, তরু ৬৪৩।

নী ৭০। দী ৬০৪ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। লইয়া এক করিলেন গলে—তরু, তুলিয়া লইল এক গলে—নী, ২। থোব—তরু, থাবা—নী, ৩। সাপিনীর বাঢ়ে কোপ—তরু, নাগিনী যে হয় কোপা—নী, ৪। দড় করি উঠে ধরি ফণা—তরু, দম্ভ করি উঠে ধরি ফণা—নী, ৫। অঙ্গুলী মুড়িয়া যায়—তরু, নী, ৬। যাই—তরু, যায়—নী, ৭। বনের—তরু, নী, ৮। আইলুঁ—তরু, ৯। তোমাদের—তরু, ১০। বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি—তরু, কৃপা করি দেহত আপনি—নী, ১১। বস্ত্র—তরু, নী, ১২। ভাল একখানি পাব—তরু, নী, ১৩। দেখ দেহ শ্রীঅঙ্গের-খানি—তরু, ১৪। বটের—তরু, নী (বটেক বা বটক মানে এক কড়া), ১৫। নহে—তরু, ১৬। সদাই বেড়াও নদীতটে—তরু, নী, ১৭। বাঞ্ছা কহে ধীরে ধীরে, তোমার বস্ত্র নিব শিরে, মনে মোর হবে বড় সুখ—তরু, ১৮। তোমা অঙ্গ পরশিতে—নী, ১৯। অভিলাষ হয় চিতে—তরু, ২০। আমি ভয় করিব কাহারে—তরু, নী, ২১। করি—তরু, নী, ২২। মান—তরু, ২৩। দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, বাদিয়া যে এই নয়, বুঝিয়া দেখহ আপন মনে—তরু, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে, বাদীয়া যে এহ নহে, মনে বুঝে দেখহ আপনে—নী।

২১২

ধরি দেয়াসিনী-বেশ[১] মহলে যে পরবেশ[২]
রাধিকাকে[৩] দেখিবার তরে।
লাল[৪] চন্দন কপালে লেপন
কুণ্ডল কানেতে ধরে॥
সাজি ধরেন বাম করে[৫]।
পিন্ধিয়া বিভূতি সাজিল[৬] মূরতি
রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে॥ধ্রু
জয় জয় গোকুল-রক্ষক দেবতি।
গোপ গোপিনী সুভগদায়িনী
পূজহ জয় ভগবতী[৮]॥
আশীর্ব্বাদ শুনি গোপ গোয়ালিনী
বসিলা[১০] দেয়াসিনীর কাছে।
জিজ্ঞাসা করয়ে মনে যত হয়ে
বোলে গোপেরা কেমন আছে[১২]
সভাকার জয় শত্রু হবে ক্ষ
মনেতে ভয় না করিবে[১৩]।

তোমাদের পতি সুন্দর সুমতি
স্বভাব ভাল যে হবে[১৪] ॥
আমার বধূর বোলত সুন্দর
দেবতি কি সব কয়[১৫] ।
বর যে লইবে ভালই হইবে
নিকটে আনিতে হয় ॥
আপনি[১৬] যাইঞা আনিল ধরিঞা
আপন বধূর হাথে ।
আসিঞা বসিল[১৭] দেয়াসিনীর পাশ
ঘুচাঞা বসন মাথে ॥
আনন্দে[১৮] দেয়াসিনী বোলে শুভবাণী
সুলক্ষণ দেখিয়ে মাতা[১৯] ।
গন্ধর্ব্বপাবনী জগত-তারিণী
রাধানাম ভানুসুতা ॥
মনের আকুতে ধরি ধনী হাতে
নিরখে বদন তার ।
দেখিতে দেখিতে আনন্দিত চিতে
মদন কৈল বিকার[২০] ॥
সাজি যে আনিঞা[২১] ফুলটি লইঞা
বান্ধিলে নাগরী চুলে ।
আনন্দে থাকিবে মঙ্গল হইবে
কলঙ্ক নহিবে কুলে ॥
শুনিঞা সুন্দরী কহে সরু বাণী[২৪]
এমতি রহুক মোয়[২৫] ।
আমার হৃদয়ে বেথাটি ঘুচয়ে
তবে সে জানিয়ে তোয় ॥
একটি শপতি রাখবি[২৬] যুবতি
কহিতে[২৭] বাসিয়ে ভয় ।
পরপতি[২৮] সনে বান্ধ্যাছ পরাণে
স্বরূপ কহবি মোয়[২৯] ॥

হাসিঞা নাগরি চাহে ফিরি ফিরি
দেয়াসিনী ঘর কোথা।
আমার ঘর হয়ে যেন পর[৩০]
বিরলে কহিব কথা॥
সঙ্কেত শুনিঞা[৩১] নয়ন ফিরিঞা
তাক্ করে এক দিঠে।
নিরখি বদন চিনিল তখন
শ্যাম যে চিকণ ঢিটে॥
ধীরি ধীরি করি বসন সম্বরি
মন্দিরে চললি লাজে।
চণ্ডীদাসে কয় সুবুদ্ধি যে হয়
বেকত না করে কাজে॥

বরাহনগর ৬ক, ৪৭ পদ, পদরত্নমালা ১৪২২, তরু ৬৪১।

নী ৮১। দী ৩৯৪।

পাঠান্তর : ১। দেয়াসিনী বেশে—তরু, নী, ২। মহলে প্রবেশে—তরু, নী, ৩। রাধিকা—তরু, নী, ৪। সুরক্ত—তরু, নী, ৫। নাগর সাজি বাম করে ধরে—তরু, সাজি ধরল বাম করে—নী, ৬। সাজিল—তরু, সাজল—নী, ৭। কহে জয় দেবী, ব্রজপুর সেবি, গোকুল-রক্ষক নিতি—তরু, নী, ৮। পূজ দেবী ভগবতী—তরু, নী, ৯। গোপের রমণী—তরু, নী, ১০। আইলা—তরু, নী, ১১। যত মনে লয়ে—তরু, নী, ১২। বলে গোপ ভাল আছে—তরু, নী, ১৩। মনে ভয় না ভাবিবে—তরু, নী, ১৪। সভাকার ভাল হবে—তরু, নী, ১৫। সঙ্গেতে কুটিলা, আসিয়া জটিলা, পড়য়ে চরণ ধরি। আমার বধূর, পতির মঙ্গল, বর দেহ কৃপা করি॥—তরু, নী, বরাহনগর-পুথিতে জটিলা কুটিলার কথা নাই; বর চাওয়ার কথাও নাই। দেয়াসিনীর কাজ ভবিষ্যৎ গণনা করা, বর দেওয়া নহে; সুতরাং পদকল্পতরুধৃত পাঠ প্রক্ষিপ্ত মনে হয়। ১৬। জটিলা—তরু, নী, ১৭। বসিলা হরিষে—তরু, নী, ১৮। দেখি—তরু, শুনি—নী, ১৯। সব সুলক্ষণ-যুতা—তরু, নী, ২০। মদন করিল কার—তরু, ২১। সাজিটি খুলিয়া—তরু, ২২। বান্ধেন, ২৩। সকলি পাইবে—তরু, ২৪। কহে ধীরি ধীরি—তরু, নী, ২৫। এ কথা কহবি মোয়—তরু, ২৬। রাখহ—তরু, নী, ২৭। দেখিতে—তরু (অসংলগ্ন পাঠ), ২৮। প্রাণপতি সনে—তরু, ২৯। ইহাই দেবতা কয়, ৩০। হয়ে যে নগর—তরু, নী, ৩১। বুঝিয়া—তরু, নী।

২১৩

বন্ধুর[১] পিরিতি কুহকের রীতি
সকলি মিছাই রঙ্গ।
দড়াদড়ি লঞা গ্রামেতে চড়িয়া
ফিরয়ে করিঞা সঙ্গ ॥
সই, কানু বড় জানে বাজি।
বাঁশ-বংশী ধরি মদন সঙ্গে করি
ঢোলক ঢালক সাজি ॥ ধ্রু ॥
মদন তোলিয়া[২] বেড়ায় ফিরিঞা
হাতসানে তারে ডাকে[৩]।
ধীরি ধীরি যায় ভঙ্গী করি চায়[৪]
রঙ্গ দেখে সব লোকে ॥
দন্ত প্রবাল[৫] উগরে[৬] সকল
আর বহুমূল্য হীরা।
একবার আসি উগারয়ে বাঁশী[৭]
নাচিঞা বেড়ায় ফিরা ॥
কত ক্ষণ রই[৮] বাঁশ হাতে লই
যুবতি হিয়ায় গাড়ে।
জাঙ্গে জাঙ্গ দিঞা পায়েতে ছান্দিঞা
বাঁশের উপরে চড়ে[৯] ॥
চড়িয়া[১০] উপরে ঝুলিঞা পড়য়ে
চুম্বয়ে[১১] যুবতি-মুখে।
মুখে মুখ নিয়া পান[১২] গুয়া দিয়া
ঘুরিঞা বুলয়ে সুখে ॥
এখনে[১৩] মদন জানিঞা কদন
(তাকে) কহয়ে[১৪] আঁখির ঠারে।
মোর মনোহিত নহিল কচিত
ফুকরিয়া[১৫] ডাকে তারে ॥

লোকে নহে রাজি কেমন সে[১৬] বাজী
রমণী ভুলাবার তরে।
চণ্ডীদাস কয় বাজী মিছা নয়
রঙ্গ বুঝিতে কে পারে॥

বরাহনগর ৬ক, ৪৮ পদ, ক. বি. ১২১।

নী ৭২। দী ৪০১ পৃঃ।

পাঠান্তর : নী—১। কানুর, ২। ঢুলিয়া, ৩। যুবতী বাহির করে—নীতে ইহার পর অতিরিক্ত ত্রিপদী—

দুইটি গুটিকা, লুফিয়া ফেলায়ে, বুকের উপরে ধরে।
দড়ায়ে পায়ে, উঠয়ে তাহে, থাকি থাকি দেই ঝোঁকে॥

৪। ভঙ্গী করে তায়, রঙ্গ দেখে সব লোকে। ইহার পর নীতে অতিরিক্ত ত্রিপদী—

পূরাটি আনিয়া ডিমটি খুলিয়া
দেখায় যাহাকে তাকে।
উড়াইয়া দিয়া পূরাটি ঝারিয়া
ঝুলির ভিতরে রাখে॥

৫। মুকুতা প্রবাল, ৬। উগারে, ৭। রাশি, ৮। বই (বোধ হয় ছাপার ভুল), ৯। রাইএর আঙ্গিনায় পড়ে, ১০। বাঁশের, ১১। হেলিয়া, ১২। নেছে, ১৩। এ মদ, ১৪। তারে ডাকে, ১৫। ফুকারী, ১৬। এ। এই পদটি পদকল্পতরুতে নাই। কিন্তু ইহার উপর ভিত্তি করিয়া উদ্ধবনামক কবি যে পদটি লিখিয়াছিলেন, তাহা উহাতে ধৃত হইয়াছে (৬৪৫)। যথা,—

রসিক নাগর, সাজি বাজিকর, সঙ্গেত সুবল সখা।
ঢোলক বাজাইয়া, দড়ি দড়া লৈঞা, ভানুপুরে দিলা দেখা॥
ধুলা মাখি গায়, জুলুপ ঝুলায়, নটপতি পাগ শিরে।
সুবল সখার, কান্ধে দিয়া ভার, নামাইলা ধীরে ধীরে॥
কুহক লাগাইয়া, ঝুলি যে খুলিয়া, মুকুতা বাহির করে।
উগারে বদনে, বহুমূল্য ধনে, রাখে সব থরে থরে॥
পেটে গুয়া দিয়া, বাঁশেতে চড়িয়া, ঘুরয়ে কতেক পাকে।
দড়া বান্ধি তায়, হাঁটি হাঁটি যায়, সুতা উগারয়ে নাকে॥
দেখিতে যতনে, সব গোপীগণে, সঙ্গে রসবতী রাই।
আমার মহলে, আইস আইস বলে, সভাই দেখিতে চাই॥
শুনি বাজিকর, চলে তার ঘর, লইয়া সকল সাজে।
শিরে পদ দিয়া, পড়ে উলটিয়া, রাইয়ের আঙ্গিনা মাঝে॥

কতেক কুহক, দেখায় কৌতুক, শিরে হাঁটি হাঁটি চলে।
ধনী হাসি মন, বিচিত্র বসন, বাজিকরশিরে ফেলে ॥
বসন না লয়, আর ধন চায়, কহে সুবদনী-পাশে।
হিয়ার মাঝে, হেমঘট আছে, দিয়া পূর অভিলাষে ॥
শুনিয়া নাগরী, বুঝিলা চাতুরী, চমকিত হৈলা মনে।
হেন বাজিকর, না দেখিয়ে আর, কত ঢীটপণা জানে ॥
যমুনার কূলে, সুরতরুমূলে, সকল সাধিবা তথা।
এ উদ্ধব সাথে, চলিলা তুরিতে, বুঝিয়া সঙ্কেত-কথা ॥

পদরত্নমালা পুথির ১৪১৮ সংখ্যক এই পদ, উহার ভণিতায় চণ্ডীদাসের নিকট ঋণ স্বীকারের কথা আছে—এ উদ্ধব সাথে, চণ্ডিদাস তাতে, বুঝিলা সঙ্কেত কথা।

২১৪

নামিঞা আসিঞা বসিল হাসিঞা[১]
কহয়ে বেতন দেয়[২]।
বেতনের কালে হাথ দিঞা গালে
যুবতী সকলে কয়[৩] ॥
সই, বাজিকরে নিবে কি।
যত কিছু দিয়ে কিছুই না লয়ে
বোলে মোর যোগ্য কি ॥
মুঞি[৪] মনে করি দেহ কুচগিরি
দোসর[৫] মুখের সুধা।
আর এক হয় মনে মোর লয়
তাহা দেহ মোরে জুদা ॥
সুন্দরীগণে বুঝিলেন[৬] মনে
ইহার গাহক তুমি।
ঢিটের ঢিটানী খেতের মিটানী
সকলি জানিয়ে আমি ॥
চণ্ডীদাস কয় তবে কেন হয়
জানিঞা[৭] চতুরপণা।
বুঝিলে না বুঝে কহিলে না সুঝে
তাহারে বলিয়ে কাণা ॥

বরাহনগর ৬ক, ৪৯ পদ।

নী ৭৩। দী ৪০২ পৃঃ।

পাঠান্তর: নী—১। আসিয়া, ২। দায়, ৩। সকল যুবতী কয়, ৪। এই, ৫। আর তব, ৬। বুঝিল, ৭। জানিহ।

২১৫

গোকুল নগরে ইন্দ্রপূজা করে
দেখিতে[১] আইল যত নারী।
নগর ভিতরে মহা কলরব
আনন্দে বসিলা পসারী[২] ॥
দোকান দাকান মিলয়ে[৩] তখন
দেখিয়া গাহকগণে[৪]।
আমার[৫] পসারে বহু দ্রব্য হয়ে[৬]
যে নিতে চাহ যে ধনে ॥
মুকুতা প্রবাল মণিময় মাল
পোতিকা[৭] মুকুর[৮] যত।
বহু দূর হৈতে[৯] আন্যাছি[১০] যতনে
তোমাদের মনমত ॥
খন্তিকী[১১] পুতিয়া মুকুতা ঝুলিঞা[১২]
কহে যে গাহক আগে[১৩]।
শুনি গাহকিনী আসিয়া আপুনি
দোকানে আসিয়া লাগে[১৪] ॥
মধুর মধুর[১৫] বাণী কহে দোকানী
কিসের লইবে ছড়া।
মুকুতার[১৬] মাল লইবে যদি ভাল[১৭]
কড়ি যে লাগিবে বাড়া ॥
শুনিয়া যুবতীগণে[১৮] বোলয়ে বচনে
গাহক[১৯] নহিয়ে মোরা।
কিবা ভাগ্যে মেনে দেখ্যাছ জনমে
এমন ধন সে চোরা[২০] ॥

যুবতী রসাল নিল এক মাল
দিল এক সখী গলে।
পরিমাণ হৈল আনন্দ বাঢ়িল
কতেক লইবে বলে॥
আর এক জনে সাধ করি মনে
লইল সোণার স্থঁচ।
লই চলি যায় বেতন না পায়[২১]
পসারী ধরিল কুচ॥
ফিরাফিরি করে কুচ নাহি ছাড়ে
বেতন দেহ যে মোর[২২]।
ঘন যে[২৩] বদন করয়ে চুম্বন
(বোলে) এমতি কাজ সে তোর॥
কাড়াকাড়ি করে[২৪] বচন না মানে[২৫]
অরাজক হইল পারা।
যাহার যেই ধন[২৬] লুটে সেই জন[২৭]
রক্ষণ করিবে কারা[২৮]॥
ধোবিনী[২৯] সঙ্গতি চণ্ডীদাস গীতি
রচিল আনন্দে বটে।
দোকান দাকান হৈল সমাধান
সকল গেল যে লুটে॥

বরাহনগর ৬ক, ৫০ পদ, পদরত্নমালা ১৪১৭, তরু ৬৪০।

নী ৭১। দী ৪০৮ পৃঃ।

পাঠান্তর: তরু ও নী—১। দেখি, ২। নাগর হইল পসারী, ৩। মেলিলা, ৪। গাহকগণ, ৫। কহয়ে পসারে—তরু; কহয়ে পশারী—নী, ৬। আছে, ৭। পোতিক, ৮। মাণিক, ৯। মনে, ১০। আনিল, ১১। খন্তিকা, ১২। ঝুলাঞা, ১৩। কহে গাহকিনী আগে, ১৪। দোকান নিকটে লাগে, ১৫। সুমধুর, ১৬। মুকুতা, ১৭। লইবা ভাল, ১৮। শুনি নারীগণ, ১৯। গাহকী, ২০। ধন যে তোরা, ২১। দেয়, ২২। কহে মূল্য দেহ মোর, ২৩। সঘন, ২৪। ঘন, ২৫। না মানে বচন, ২৬। যাহার বন, ২৭। কাটে সেই জন, ২৮। রক্ষক হইব কারা, ২৯। রজকী।

২১৬

গোকুল নগরে ফিরি[১] ঘরে ঘরে
বেড়াই চিকিৎসা করি।
যার যে বেদন থাকয়ে সকল
তাহা সব ভাল করি[২] ॥
শিরে শিরশূল পিরিতের জ্বর
হৈয়া থাকে যে রোগীর।
আঁখি নাহি মেলে অন্তরে যে জ্বলে[৩]
তাহারে পিয়াই নীর ॥
কেবল একান্ত ধন্বন্তরি।
নাহি জানে বিধি হেন মহৌষধি
পিয়াইলে যায় জ্বরি[৪] ॥ ধ্রু ॥
একজন তথা শুনিয়া এ কথা
কহিল রাধিকার কাছে।
ঔষধ খাও ভাল যদি হও
বট সে দিহ যে পাছে ॥
পরের মুখে শুনিয়া সুখে
হরষিত হল্য মন।
বাহির হইয়া আনহ ডাকিয়া
দেখিয়ে কেমন জন ॥
বাহির হইয়া বোলয়ে ডাকিয়া
কমনে গেলা হে ভাই।
আমাদের ঘরে রোগী আছে জ্বরে
দেখ একবার যাই ॥
শুনিয়া নাগরে ভাসিলা সাগরে
আপন মনেতে খুসি[৪]।
এই বাড়ী হৈতে আসিয়ে[৫] তুরিতে
এইখানে থাক বসি ॥

সাজন[৬] সাজিতে চলিলা তুরিতে[৭]
ব্যাজ যে হইলা মনে[৮]।
চণ্ডীদাস কয় ধাতুজ্ঞান হয়
তবে সে চিকিৎসক জানে[৯] ॥

বরাহনগর ৬ক, পদরত্নমালা ১৪১৪, তরু ৬৪৪।

নী ৭৭। দী ৪০৪ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। প্রতি—তরু, ২। যে রোগ যাহার দেখি একবার ভাল যে করিতে পারি—তরু, নী, ৩। বচন না চলে, আঁখি নাহি মেলে—তরু, ৪। 'কেবল একান্ত ধন্বন্তরি' হইতে আরম্ভ করিয়া 'আপন মনেতে খুসি' পর্য্যন্ত তরুতে ও নীতে নাই, ৫। আসিছি—তরু, নী, ৬। সাজ সাজিতে—তরু; সাজ যে সাজিতে—নী, ৭। চলিলা নিভৃতে—তরু, ৮। মনের হরিষে ভাসি, ৯। ভণিতা অংশ তরুতে নাই। ঐ গ্রন্থে এই পদের একাংশ ও ইহার পরবর্ত্তী পদ এক পদরূপে ছাপা হইয়াছে।

২১৭

আপন বরণ ঘুচায়া[১] তখন
লেপয়ে কেশর[২] মাটি।
তক্‌লবি ছান্দে বসন পিন্ধে
রঙ্গে চলিলেন হাটি ॥
বড় মনোহর ঝুলি যে কান্ধে[৩]।
তাহার ভিতরে শিকড়-নিকর
যতন করিয়া বান্ধে ॥ ধ্রু ॥
ঘুচাইয়া লাজে চিকিৎসক সাজে
বসিল রোগীর কাছে।
ঘুচাঞা বসন নিরখে বদন
রোগ যে এহার আছে ॥
বাম হাত ধরি আঙ্গুল মোড়ি
বলে,[৪] ধাতু সে কেমন বয়।
পিরিতির বিষে[৫] জারিয়াছে একে[৬]
পরাণ রহে বা নয় ॥

হাসিয়া নাগরী উঠে অঙ্গ মোড়ি
ভাল যে কহিলে বটে।
বোল কি খাইলে হইব সবলে
বেয়াধি কেমনে[৭] টুটে॥
ঔষধ যে হয় মনে করি ভয়
এখনে খাওয়া যাতুঁ[৮]।
ভাল যে হইত জ্বর সে যাইত
যদি সে সময় পাতুঁ[৯]॥
তখনে নাগরি বুঝিল চাতুরি
টীট নাগররাজ।
বাসুলীর তটে[১০] চণ্ডীদাস রটে
নহিলে[১১] কাহার কাজ॥

বরাহনগর ৬ক, ৫২ পদ, পদরত্নমালা ১৪১৬।

নী ৭৭। দী ৪০৫ পৃঃ।

পাঠান্তরঃ নী—১। ঘুচান, ২। লেপেন কেশেতে, ৩। মনোহর ঝুলি কাঁধে, ৪। দেখে ধাতু কিবা বয়, ৫। পিরিতের রসে, ৬। বিষে, ৭। কিসে বা, ৮। খাওয়াই যে যেতেম, ৯। সময় যদি সে পেতাম, ১০। বাশুলী নিকটে, ১১। এমন।

২১৮

একদিন মনে রভস-কাজ।
মাল্যানী হইলা রসিকরাজ॥
ফুলমালা গাঁথি ঝুলাই হাতে।
কে নিবে কে নিবে ফুকরে পথে॥
তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী।
রাই কহে কত লইবে কড়ি॥
মাল্যানী লইয়া নিভৃতে বসি।
মালা মূল করে ঈষত হাসি॥
মাল্যানী কহয়ে সাজাই আগে।
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে॥

এত কহি মালা পরায় গলে।
বদন চুম্বন করয়ে ছলে ॥
বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে।
এত ঢীটপনা আসিয়া ঘরে ॥
নাগর কহয়ে নহি যে পর।
চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর ॥

পদরত্নমালা ১৪২১, তরু ৬৩৯।

নী ৭৬। দী ৪০৩ পৃঃ

২১৯

একদিন বর- নাগর-শেখর
কদম্ব তরুর তলে।
বৃষভানু-সুতে সখীগণ সাথে
যাইতে যমুনা-জলে ॥
রসের শেখর নাগর চতুর
উপনীত সেই পথে।
শির পরশিয়া বচনের ছলে
সঙ্কেত কয়ল তাথে ॥
গোধন চালাঞা শিশুগণ লৈয়া
গমন করিলা ব্রজে।
নীর ভরি কুম্ভে সখীগণ সঙ্গে
রাই আইলা গৃহমাঝে ॥
কহে চণ্ডীদাসে বাসুলী আদেশে
শুন লো রাজার ঝিয়ে।
তোমা অনুগত বন্ধুর সঙ্কেত
না ছাড়্য আপন হিয়ে ॥

তরু ৩৫৩।

নী ৮৫। দী ৭২০ পৃঃ।

দীন চণ্ডীদাস বাসুলির নাম করেন নাই। এটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের রচনা হইতে পারে।

২২০

কি হৈল কি হৈল মোরে কানুর পিরিতি।
আঁখি ঝুরে পুলকিত প্রাণ কাঁদে নিতি ॥
শুইলে সোয়াস্ত নাই নিন্দ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে ॥
নবীন পাউসের মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরজ[১] না মানে ॥
এ না রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে পশিল[২] মোর কানু-প্রেম শেল ॥
নিগূঢ় পিরিতিখানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল ফাঁফর[৩] ॥

তরু ৭২৬।

নী ৩৫৫। ন চ ২০০ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। নিষেধ—নী, ২। বিঁধিল—নী, ৩। বড়ু চণ্ডীদাস ইথে পড়িল ফাঁফর—ন চ, ইথে চণ্ডীদাস কবি হইল ফাঁফর—নী, ঢা. বি. ২৬৪৮—ইথে যদুনাথ দাস পড়িল ফাঁপড়, রসকল্পবল্লী (ঢা. বি. পুথি)—জ্ঞানদাস। ডাঃ সুকুমার সেন সা-প ৯৮২ পুথিতে পাঠ পাইয়াছেন—**কহে নরহরি মুঞি পড়িনু পাথার।**

২২১

(সই গো) বিষম হইল বড়ি।
এক দণ্ড যারে না দেখিলে মরি
কেমনে রহিব ছাড়ি ॥
কাহারে কহিব মনের মরম
কহিতে বাসিয়ে ভয়।
গোপত পিরিতি শুনিলে পাছেতে
কোথা বা বেকত হয় ॥
একে কুলবতী অবলার প্রাণ
এত কি সহিতে পারি।
আপন বলিয়া মরম কহিলুঁ
মনের আগুনে মরি ॥

কহিতে কহিতে কানুর মরম
নয়ানে বহিছে ধারা।
চণ্ডীদাসে কয় কানুর পিরিতি
পরাণে জনি হও হারা॥

সা-প ২০৫৬ (পদ ৩)।

পরিশিষ্ট

১। পরিশিষ্ট—অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস

[পদাবলীর মধ্যে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের পদ]

১

'দান দিঞা যাও রাধে গোয়ালার ঝি'।
'যাবত গোকুলে বসি দান নাহি দি ॥
কালিয়া কানাই তুমি রসের ভোরা।
কমলে খঞ্জনে তুমি দেখিয়াছ পারা' ॥
'কাল তোমার আঁখির তারা কাল মাথার কেশ।
পরকে কি বোল কাল কাল তোমার বেশ' ॥
'তোর রূপ দেখি রাধে মন নহে স্থির।
পরাণ বাড়াইতে চায় বুকে লাগে চির' ॥
'ফাটিলে ফাটুক বুক বারাণসী যাও।
গলায় কলসি বান্ধ্যা সাগরে ঝাঁপাও' ॥
'তুমি গঙ্গা, তুমি গয়া, তুমি বারাণসী।
তোর কুচযুগ রাধে হউক কলসী' ॥
'এ কথা কহিতে মুখে না বাসিলা লাজ।
তুমি ত ভাগিনা মোর দেব যুবরাজ ॥
হয় নয় শোধ ইহা যশোদার ঠাঁই।
তোর বাপ নন্দ ঘোষ আমার নন্দাই' ॥
বড়ু চণ্ডীদাস কয় বাসুলীর গণ।
আলিঙ্গন দিঞা রাধে রাখহ জীবন ॥

বরাহনগর ৬ক, ২১ পত্র।

এই পদটির উত্তর-প্রত্যুত্তর ভঙ্গী, কানাইয়ের নির্লজ্জ ধৃষ্টতা, 'তুমি' বলিতে বলিতে 'তুই' বলা, ভাগিনা সম্বন্ধের উপর জোর দেওয়া এবং ভণিতায় কবির নিজেকে 'বাসুলীর গণ' বলা দেখিয়া ইহাকে কৃষ্ণকীর্ত্তনের কোন এক রূপের (Version-এর) অংশ বলিয়া ধারণা জন্মে। এই পদটি পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

২

প্রথম পহর নিশি   সুসপন[১] দেখি বসি
সব কথা কহিএ তোমারে।
বসিঞা[২] কদমতলে   সে কানু করিছে কোলে
চুম্ব[৩] দিছে বদনকমলে ॥

অঙ্গে দেই চন্দন বলে মধুর বচন
আরে বায় বাঁশি সুমধুরে।
চাহলেন সুরতি না[৪] দিলুঁ এ পাপমতি
দেখিলুঁ[৫] কৃষ্ণ দোজ প্রহরে॥
তৃতীয় পহর নিশি মুই[৬] শ্যামের কোলে বসি
নেহারিনু সে চান্দ বদনে।
ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি
ব্যাকুল[৭] হইল মদনে॥
চতুর্থ প্রহরে কান করিল অধর পান
মোর ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিলনাদে ভাঙ্গিল মোহর নিন্দে
রহ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

বরাহনগর ৬ক(১০২৬) ২০ পদ।

নী ২০১। ন চ ৩ পৃঃ (বড়ুর আসল পদ—৩)। দী ৭৩৩ (কোন পুথিতে পান নাই)।

সুনীতিবাবু প্রভৃতি নীলরতনবাবু ও রমণীমোহন মল্লিকের মুদ্রিত পুস্তক ছাড়া কেবলমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৬৪৮ পুথিতে পদটি পাইয়াছেন। সুনীতিবাবু নীলরতনবাবুর মূল পুথির ধৃত যে পাঠ দিয়াছেন, তাহাই নী-রূপে উল্লেখ করিব।

পাঠান্তর: ১। সুহ সপন বসি—ঢা. বি (সুখস্বপ্ন বসি—মানে ভাল হয় না), ২। বসিয়ে কদম্বতলে—ঢা. বি., ৩। চুম্ব দিয়া বদন উপরে—নী, চুম্ব দিয়ে বদন কমলে—ঢা. বি., ৪। নাহি দিল পাপমতি—নী, না দেখিলুঁ জে পাপমতি—ঢা. বি. (বিকৃত পাঠ), ৫। দেখিল কৃষ্ণ দোজি পহরে—নী, দেখিলুঁ কৃষ্ণ দোয়জ প্রহরে—ঢা. বি., ৬। মুঞী কৃষ্ণ কোলে বসী—নী, মুঞি শ্যামের কোলে বসি—ঢা. বি., ৭। বিয়াকুল—নী, ব্যাকুলি হইলাম মদনে—ঢা. বি., মোর ভেল বড় আশে আশে—নী, ঢা. বি. মূলে গৃহীত পাঠের অনুরূপ; ভাঙ্গিল আমার নিন্দে—নী, ঢা. বি. মূলে গৃহীত পাঠের অনুরূপ; রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে—নী, ঢা. বি.।

মন্তব্য।—'রস গাইল' অপেক্ষা 'রহ' (গোপন কথা) গাইল বেশী সঙ্গত পাঠ মনে হয়। এইবার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মুদ্রিত পাঠ উদ্ধৃত করিতেছি,—

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরেঁ। তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥ ১
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে॥ ধ্রু॥

লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আহ্মমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে ॥ ২
তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী
নেহালিলোঁ তাহার বদনে।
ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে ॥ ৩
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান
মোর ভৈল রতি রস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ (৩৩৪ পৃঃ)

ইহা ও মূলে গৃহীত পদ একই। তবে বরাহনগর-পুথির ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির "ঈষৎ হাসন করি," "ঈসত বদন করী" অপেক্ষা শুদ্ধ পাঠ। সুনীতিবাবুও স্বীকার করিয়াছেন—"দুই এক স্থলে কৃ-কী-ধৃত পাঠ অপেক্ষা অন্য পাঠগুলি অধিকতর সুষ্ঠু বলিয়া মনে হয়; ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, কৃ-কী-র পুথি বড়ু চণ্ডীদাসের সমসাময়িক নহে, ইহা অপেক্ষা প্রামাণিক অন্য পুথি ছিল।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ অপেক্ষা বরাহনগর-পুথির পাঠ প্রাচীনতর।

৩

চলহ[১] সকল সই জলকে যাই
যে ঘাটে[২] চুয়া চন্দন ভাসে।
কলসি ভাঙ্গিঞা ঝিকটি খেলিব
জাবত কানু[৩] না আইসে ॥
আইসত[৪] সকল সখী বস্য মোর কাছে
সপন[৫] কহি তোমার আগে।
নিশি[৬] দ্বিপ্রহরে সপন দেখিলু
শিয়রে[৭] বন্ধুয়া জাগে ॥
সিয়রে বসিঞা ইসত হাসিয়া
গায়ে[৮] বুলায়ে পদ্মহাত।
সুতার[৯] সঞ্চারে দ্বার নাহি নড়ে
কোন পথে গেল[১০] প্রাণনাথ ॥

ডাহুকী ডাকএ কোকিল কুহরে
চকোরা[১১] ছাড়এ নিশাস।
বাসুলি চরণ সিরেত বন্দিয়া
ভণে[১২] বড়ু চণ্ডীদাস ॥

বরাহনগর ৬ক(১০২৬), ২৫ পদ।

নী ১৯৯। ন চ পৃঃ ২ (আসল বড়ুর ২য় পদ)। দী ৭৩২ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। চলহ সই জল ভরিতে যাই, ২। যে ঘাটে চন্দন চুয়া ভাসে, ৩। কানু, ৪। এঁসহ সকল সখী বৈসহ আমার কাছে, ৫। স্বপন কহি যে তোমার আগে, ৬। নিশি দু'পহরে স্বপন দেখিনু, ৭। বঁধুয়া শিয়রে জাগে, ৮। গায়েতে বুলায় হাত, ৯। সুতার সঞ্চার দ্বার নাহি নড়ে, ১০। গেলা, ১১। চকোর, ১২। কহে।

নীলরতনবাবুর ধৃত পাঠ অপেক্ষা বরাহনগর-পুথির পাঠ অনেক প্রাচীন। মণীন্দ্রবাবু বলেন,—"ভণিতাটি বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতার অনুরূপ বটে, কিন্তু পদটি সন্দেহজনক। মনে হয়, যেন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পদাংশ একসঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। জল ভরিবার প্রসঙ্গ লইয়া পদের আরম্ভ, পরে স্বপ্ন বর্ণনা, ইহাতে প্রথম চারি পঙ্‌ক্তির পরেই মনে হয়, যেন আর একটি নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। পঞ্চম পঙ্‌ক্তিতে "সকল সখীকে" সম্বোধন করার পরে ষষ্ঠ পংক্তিতে 'তোমার' সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হইয়াছে, পড়িলেই পরবর্ত্তী পদের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে (প্রথম প্রহর নিশি পদের)। পদটি মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই, এবং বিরহখণ্ডের অপ্রাপ্ত অংশে ছিল বলিয়াও ধারণা করা যায় না।"

মণীন্দ্রবাবুর এই উক্তি খুব সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। জল ভরিতে যাইতে যাইতে পথে রাধা সখীদিগকে স্বপ্নকাহিনী বলিতেছেন। "সকল সখীকে" সম্বোধনের পর ছন্দানুবোধে 'তোমার' বলা মারাত্মক দোষ নহে। ডাঃ শহীদুল্লাহ বলেন,—"এই পদটি বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধাবিরহখণ্ডের অপ্রাপ্ত অংশে ছিল বলিয়া মনে হয় (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৩।১। পৃঃ ২৮)। ভাবের দিক্ দিয়া শুধু একটি আপত্তি দেখা যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা সখীদিগকে নিজের মর্ম্মকথা বলেন নাই— বলিয়াছেন বড়াইকে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সখীরা জয়দেবের সখীদের মতন নহেন, অনেকটা সপত্নীর মতন। যথা—

যেহো সখি দেখ তোর কেহো নহে হীত।
আপণ কাজক লাগি সবই বিকলী ॥ (২৫৩ পৃঃ)

বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণও তাঁহাদিগকে ভোগ্যা বলিয়াই দেখেন,—

"ষোল শত যুবতীঞ আন্ধারে বল করে"। (২৬৫ পৃঃ)

৪

আমঞা আনিয়া খাইলুঁ দুধে মিশাইয়া।
লাগিল গরল যেন মিঠ তেয়াগিয়া ॥ ১
তিতায় তিতিল দেহ মিঠ গেল কেন।
জলন্ত অনলে যেন পুড়িছে পরাণ ॥ ২
বাহিরে অনল জ্বলে দেখে সব লোকে।
অন্তর জ্বলিয়া উঠে তাপ লাগে বুকে ॥ ৩
পাপ দেহে তাপ হৈল ঘুচিবেক কিসে।
কানু পরশিলে যাএ কহে চণ্ডীদাসে ॥ ৪

ক. বি. ২৯২, ২৯৮, ন চ, ঢা. বি. ১১৮/৮৫R, মু-শ, র ২৭৭০ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন। নী ৩৫৯। ন চ ১৪ পৃঃ (আসল বড়ুর পদ ৮)। দী ৬০৯ পৃঃ।

এই পদটির তৃতীয় পয়ারের সঙ্গে সুনীতিবাবু প্রভৃতি কৃষ্ণকীর্ত্তনের—

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেন কুম্ভারের পণী ॥

পদাংশের তুলনা করিয়াছেন। এই সাদৃশ্যের বলেই পদটিকে তাঁহারা বড়ুর বলিয়াছেন। কোন পুথিতেই বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা পাওয়া যায় নাই। কিন্তু নীলরতনবাবুর ৩২৬ পদে—

বন পোড়ে বলে বনে আগুনি দেখয়ে জগৎ লোকে।
এ বড়ি বিষম শুন গো সজনি জ্বলে উঠে বিনি ফুকে ॥

দেখিয়াও ঐ পদটিকে তাঁহারা আসল বড়ুর রচনা বলা দূরে থাকুক, নামাঙ্কিতের মধ্যেও স্থান দেন নাই।

৫

কেন[১] বা কানুর সনে পিরিতি করিলুঁ।
না[২] ঘুচে দারুণ লেহ ঝুর‍্যা ঝুর‍্যা মলুঁ ॥
ঘরের[৩] জ্বালা সইতে নারি কত উঠে তাপ।
বিষ[৪] মিশাইল যেন বুকে খাইল সাপ ॥
জনম হৈতে কুল গেল, ধরম রহিল[৫] দূরে।
নিশি[৬] দিশি মোর মন কানুগুণে[৭] ঝুরে ॥
নিষেধিলে নাহি মানে ধরম-বিচারে[৮]।
বুঝিলুঁ[৯] পিরিতি হয় স্বতন্ত্র আচারে ॥
করমের[১০] দোষ সব ধরমে কি করে।
কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে ॥

ক. বি. ২৯২, ২৯৮।

নী ৩৬১। ন চ ১৬ পৃঃ (আসল বড়ুর পদ ১০)। দী ৬০৪ পৃঃ।

পাঠান্তর : ১। পীরিতি করিনু—নী, পীরিতি করুলু—ক. বি. ২৯৮, কেন বা কানুর সনে নেহা বারাইলুঁ (ন চ-ধৃত ঢা-মি৫), ২। না ঘুচে দারুণ লেহা ঝুরিয়া মরিনু—নী, না ঘুচে দারুণ নেহা ঝুরি ঝুরি মৈলুঁ (ন চ-ধৃত মু-শ), নেহা ঝুরিয়া মরিলুঁ (ঐ, ঢা-মি), ৩। আর জালা—নী ; ঘরে জালা—ক. বি. ২৯২, ৪। বচন নিঃসৃত নহে বুকে খেলে সাপ—নী (বিকৃত পাঠ), বচনে মিশাইল যেন বুকে খাইল সাপ—ক. বি. ২৯৮, বচন-বিষাল যেন বুকে খাইল সাপ—ন চ-ধৃত মু-শ,সা-কু ৩, র ২২৭৪, ২৭৭০, ৫। গেল—নী, ন চ, ৬। নিশি দিন—নী ; দিবানিশ— ন চ, ৭। কানু লাগি—নী, ন চ, ৮। বিচার, ৯। বুঝিনু পীরিতের হয় স্বতন্ত্র আচার—নী, বুঝিনু নেহার হয় স্বতন্ত্র বিচার—ন চ (কিন্তু পাঠান্তরে—পীরিতি—নী ইত্যাদি, অর্থাৎ সব পুথিতেই ; কেবল বৃ পুথিতে নেহার), ১০। করমের দোষ রে জনমে কিবা করে—নী, করমের দোষ এই জনমে কি করে—ন চ (কিন্তু প্রাপ্ত পাঠ 'কে বা,' ছন্দের অনুরোধে 'বা,' শব্দ পরিত্যক্ত হইল), কিন্তু ('কে বা' হইতে 'বা' পরিত্যাগ করিলে দাঁড়ায়—করমের দোষ এই জনমে কি করে—আর এই পাঠ অর্থহীন। সুনীতিবাবু প্রভৃতি এটিকে আসল বড়ুর রচনা বলিয়াছেন। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে যে কবির রাধা প্রথমে কৃষ্ণের প্রণয়কে সুদৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সেই কবির রাধাই কি বলিতে পারেন যে, "জনম হৈতে কুল গেল ধর্ম্ম গেল দূরে ?" ভণিতা অবশ্য প্রায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুরূপ এবং পদটিতে বড়ু চণ্ডীদাস ছাড়া অন্য কোন ভণিতাও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

৬

হেমঘট পাইয়া পাথারে।
চোরার মন সাত পাঁচ করে ॥ ১
তুমি ইহায় পুছহ বড়াই।
কিবা ধন মাগয়ে কানাই ॥ ২
মাকড়ের হাথে নারিকেল।
খাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল ॥ ৩
তুমি কি না জান বনমালি।
রাখালে কি ভজে চন্দ্রাবলি ॥ ৪
সাপের মাথায় মণি জ্বলে।
বড়ু কহে বাশুলির বলে ॥ ৫

তরু ১৩৯৮, ক. বি. ২৯২।

নী—পরিশিষ্ট ১৮। ন চ ৯ পৃঃ (আসল বড়ুর পদ ৬)। দী ৭৩৯ পৃঃ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির আরম্ভ—

নিষেধ নিলজ বনমালি।
রাখালে কি ভেটে চন্দ্রাবলি ॥

চতুর্থ পয়ারের পরিবর্ত্তে শিবরতন মিত্রও প্রথম পয়াররূপে পাইয়াছিলেন,—

নিসেদ নীলজ বনমালী।
বাথানে কি ভেটে চন্দ্রাবলী ॥

ঐ পাঠ স্থনীতিবাবু প্রভৃতিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১১৮/৮৫R পুথিতেও পাইয়াছেন। তাঁহারা "জনমেজয় মিত্র-সঙ্কলিত প-ক-ত-র মূল পুথিতে" পাইয়াছেন—"ঐ কি রাখাল বনমালি। উহারে কি ভজে চন্দ্রাবলি ॥" প্রায় ঐ পাঠ রসরঞ্জন দাসের পুথিতেও তাঁহারা পাইয়াছেন। পদটি ভাবে ও ভাষায় বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার সঙ্গে একেবারে মেলে।

পদাবলীর সহিত তুলনাযোগ্য, কৃষ্ণকীর্ত্তনের কয়েকটি পদ

৭

কেশপাশে শোভে তার স্থরঙ্গ সিন্দুর।
সজল জলদে যেন উইল নব স্থর ॥[১]
কনক কমল রুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে ॥
মুনি মন মোহিনী রমণী আহ্নপামা।
পদুমিনী আন্ধার নাতিনী রাধা নামা ॥
ললিত আলকপাঁতি কাঁতি দেখি লাজে।
তমাল কলিকাকুল রহে বন মাঝে ॥
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে পসি তপ করে নীল উতপল ॥[২]
কণ্ঠদেশ দেখিআ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পসিলা সাগরের জল মাঝে ॥
কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে।
আভিমান পাআ পাকা দাড়িম বিদরে ॥[৩]
মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।
মত্ত রাজহংস জিনী চলএ বিলম্বে ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তার নহুলী যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণ ॥—তাম্বুলখণ্ড, ১২ পৃঃ।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, রাধার বয়স তখন ১১।১২ বৎসর; সেই সময়েই তাঁহার বিপুল নিতম্ব বর্ণনা করা নিতান্তই আলঙ্কারিক রীতির অনুসরণ মাত্র। ১। চিহ্নিত অংশের সহিত তুলনীয় বিদ্যাপতি,—

সুন্দর বদন সিন্দুর বিন্দু, সামর চিকুর ভার।
জনি রবি সসি সঙ্গহি উগল, পাছু কএ অন্ধকার ॥২৩ (মিত্র-মজুমদার)

২। তুলনীয় বিদ্যাপতি—

চঞ্চল লোচন বাঙ্কে নিহারএ, অঞ্জন সোভা পাএ।
জনি ইন্দীবর পবনে পেলল, অলি ভরে উলটাএ ॥২৩ ঐ

৩। তুলনীয় বিদ্যাপতি—

কুচ-ভয়ে কমল-কোরক জলে মুদি রহু
ঘট পরবেসে হুতাসে।
দাড়িম সিরিফল গগনে বাস করু
সম্ভু গরল করু গ্রাসে ॥৬২০ ঐ

৮

কাল হাণ্ডির ভাত না খাও।
কাল মেঘের ছায়া নাহি জাও।
কালিনী রাতি মো প্রদীপ জালিআ পোহাও ॥
কাল গাইর ক্ষীর নাহি খাও।
কাল কাজল নয়নে না লও।
কাল কাহ্নাঞি তোক বড় ডরাও ॥
আঠ চারি বরিষের বালা।
তোর মাথে শোভে ঘোড়া চুল।
এহা বুঝী তেজহ কাহ্নাঞি আন্ধার পাশে ॥
তেজ মিছা মহাদানে।
ঘর যাহা নিজ মানে।
বাসলী বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥—দানখণ্ড, পৃঃ ৯২।

এখানে অনুরাগে নহে, বিরাগে কাল রংয়ের সব কিছুকে রাধা পরিহার করেন। পদাবলীর (তরু ৯০৫) রাধা নিতান্তই লোক ভুলাইবার জন্য বলেন,—

কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
তেজিয়াছি কাজরের সাধ।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার—

কাল জল ঢালিতে কালিয়া পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়ন স্বপনে॥
কাল কেশ এল্যাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়নে না পরি॥

৯

এ তোর আড় নয়নে আল পাঞ্জর বেধিল ঘুণে।
পাঞ্জর বেধিআঁ বুকত লাগিল ঘুণে।
এবে দেহ চুম্বদানে আর দেহ মধুপানে
আলিঙ্গন দিআ বারেক তোষহ মনে॥[১]
স্থন স্থবদনী রাধা না এ।
যুবক কাহ্নের বারেক রাখহ পরাণে॥
দেখিআঁ তোক রূপসী
গোর শরীর মৃগী সম দুয়ি আখী।
মহীমণ্ডলে উজলী মেঘে যেহ্ন বিজুলী
বদন সংপুন চান্দ সম তোর দেখী॥[২]
কনক কুম্ভ আকারে দুই তোর পয়োভারে।
তাহাত উপর গজমুকুতার হারে।
যেহ্ন শোভ করে স্থমেরু গঙ্গার ধারে।
তাক দেখি মোর পাঅ আগু নাহি সরে॥[৩]
দেহার দেব মো হআ কলায়িলো আসিআ
স্থন্দরি নাগরী রাধা তোহ্মাক দেখিআ।
উত্তর দেহ হাসিআ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
বাসলী শিরে বন্দিআ॥—দানখণ্ড, ১৩২ পৃঃ।

রাধার কটাক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বুকে ঘুণ বিঁধিল। মৃগী সম দুয়ি আখী—হরিণীর মতন দুই নয়ন রাধার। গোর শরীর—গৌরবর্ণ দেহ। 'কনককুম্ভ আকারে' ইত্যাদি বর্ণনার সঙ্গে বিদ্যাপতির বর্ণনার হুবহু মিল দেখা যায়,—

পীন পয়োধর অপরুব স্থন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ স্থরসরিধার॥

উভয় কবিই স্তনদ্বয়ের সঙ্গে পর্ব্বতের এবং উহার উপরস্থিত মুক্তা বা মতির হারকে গঙ্গার ধারার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

১০

এবে মলয় পবন ধীরে বহে। ল।
মনমথক জাগাএ। ল॥
সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ। ল॥
ফুটি বিরহি হৃদয়ে॥ ল॥১
তোর দরশন বিণি রাধা ল
বড় বিকল কাহ্নাঞিঁ ল।
তোর বিরহ দহনে॥ ধ্রু॥
ঘর তেজি ঘোর বনে বসে কাহ্নাঞি ল
　　সুতে ধরণী শয়নে।
আহোনিশি তোর নাম সোঁঅরে ল
　　অতি বড়ই যতনে।
এবে সত্বর গমন করি রাধা ল
পুর কাহ্নাঞির আশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ ল
　　গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥—বৃন্দাবনখণ্ড, পৃঃ ১৯৯।

পদটি জয়দেবের অনুকরণে লেখা—

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহি-হৃদয়দলনায়॥
সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী॥
... ...
বসতি বিপিন-বিতানে ত্যজতি ললিতধাম
লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম॥

ইহার সহিত পদাবলীর কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের পদ তুলনীয়,—

সে যে নাগর গুণের ধাম।
জপয়ে তুহারি নাম॥
শুনিতে তুহারি বাত।
পুলকে ভরএ গাত॥

সে যে অবনত করি শীর।
লোচনে ঝরএ নীর ॥
যদি বা পুছিএ বাণি।
উলট করএ পাণি ॥
এ ধনি, কহিএ তোহারি রীতে।
আন না বুঝবি চিতে ॥
ধৈরজ নাহিক তায়।
বড়ু চণ্ডিদাস গায় ॥ —পদামৃতসমুদ্র, ১১৬ পৃঃ।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে অনুকরণের চেষ্টা আছে, পদে তাহা নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনে দিনরাত্রি নাম স্মরণ করার কথা ও পদে নাম জপ করার কথা আছে।

১১

তমাল কুসুম চিকুরগণে।
নীল কুরুবক তোর নয়নে ॥
সুপুট নাসা তিলফুলে।
দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে ॥
আধর সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে।
কন্নযুগ তোর এ বগ ছুলে ॥
মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে।
খন্তরী কুসুম তোর বসনে ॥
ভুজযুগ হেম যূথিকা মালে।
অশোক তবক কর যুগলে ॥
মুকুলিত থল কমল তনে।
রোমরাজী তাত আতয়ীগণে ॥
গভীর নাভী নাগেশর ফুলে।
কনক কেতকী জংঘ যুগলে ॥
চরণকমল থল কমলে।
আঙ্গুলী চম্পক কলিকা জালে ॥
নখর নিকর দেখি গুলালে।
শিরীষ কুসুম তনু সকলে ॥
কনক চম্পক কুসুম পান্তী।
তোহ্মার সকল শরীর কান্তী ॥

নেআলী সেআলী মাহ্লী বিকসে।
তোহ্মার মধুর ঈষত হাসে ॥
দেখো মো তোর ফুলশরীরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলী বরে ॥—বৃন্দাবনখণ্ড, ২২৫ পৃঃ।

এখানেও জয়দেবকে অনুসরণ করা হইয়াছে,—

বন্ধূক-দ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূক-চ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিন-শ্রীমোচনং লোচনম্।
নাসাভ্যেতি তিল-প্রসূন-পদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
প্রায়স্ত্বন্মুখ-সেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥

অর্থাৎ তোমার এই অরুণবর্ণ অধরের কান্তি বন্ধুক ফুলের ন্যায়, এবং পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থল মধূক পুষ্পের কান্তি পাইয়াছে। নয়নদ্বয় নীলপদ্মের শোভাকেও পরাভব করিয়াছে, তোমার নাসিকা তিলফুলের পদবী পাইয়াছে, দন্তে কুন্দপুষ্পের আভা প্রকাশ পাইতেছে; তোমার বদনে কুসুমায়ুধের অস্ত্রের ন্যায় প্রায় সমস্ত অস্ত্রই বিদ্যমান; তোমার মুখসেবা করিয়াই বুঝি অনঙ্গ বিশ্ববিজয়ী হইয়াছেন।

১২

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলো রান্ধন ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মো কৈলো কোন দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদে বড়ায়ি হারায়িলো পরাণী ॥
আকুল করিতে কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাও ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী ॥

আন্তর সুখাএ মোর কাহ্নু অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥—বংশীখণ্ড, ২৯৪ পৃঃ।

ভাগবতে (১০।২৯।৩৮) গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের দাস্য প্রার্থনা করিতেছেন দেখা যায়। পদাবলীতে "সব পরিহরি, করিলে বাউরী, মানয়ে যেমন দাসী" আছে। এই পদটিতে উপমা নাই, অলঙ্কার নাই, শুধু প্রাণের ব্যাকুলতা আছে। বিদ্যাপতির বংশীধ্বনির একটি মাত্র পদই পাওয়া যায়, তাহাতেও বাঁশীর শব্দ গরলের মতন দেহের উপর কাজ করিতেছে দেখা যায়। বিদ্যাপতিও ঐ পদে তাঁহার অলঙ্কারপ্রিয়তা পরিহার করিয়াছেন,—

কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর।
বাঁসি-নিসাস-গরলে তনু ভোর॥
হঠ সয়ঁ পইসএ শ্রবনক মাঝ।
তাহি খন বিগলিত তনু মন লাজ॥
বিপুল পুলক পরিপূরএ দেহ।
নয়নে না হেরি হেরএ জনু কেহ॥
গুরুজন সমুখহি ভাবতরঙ্গ।
জতনহি বসন ঝাঁপি সব অঙ্গ॥
লহু লহু চরণ চলিএ গৃহমাঝ।
দইব সে বিহি আজু রাখল লাজ॥
তনু মন বিবস খসএ নিবিবন্ধ।
কী কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ॥—মিত্র-মজুমদার সং, ৬৩৩ পৃঃ।

বিদ্যাপতি 'খসএ নিবি-বন্ধ' বলিয়া একটু আদিরসের ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদটিতে কোনরূপ কামতৃষ্ণার কথা নাই।

১৩

সুসর বাঁশীর, নাদ সুনী আইলো, মো যমুনা তীরে।
শোভন কলসী, করে ধরিআ, পুরিলো যমুনা নীরে॥ ১
বড়ায়ি ল
বাঁশীর নাদ, না শুনী এবে, কাহ্নু গেলা কিবা দূরে।
প্রাণ বেআকুল, ভৈল এবে, কিমনে জায়িবো ঘরে॥ ২
বড়ায়ি ল
তোহ্মো কি দেখিলে জায়িতে পথে।
কাল কাহ্নাঞি, চাঁচর কেশে, কুসুম শোভিত মাথে॥ ৩
আহোনিশি মো, আন না জাণো, এত দুখ কহিবো কাএ।
কাহ্নের ভাবে, চিত্ত বেআকুল, লাজে মো না কান্দো রাএ॥ ৪

যমুনা তীরে, কদমের তলে, কাহ্নু মোরে দিলে কোলে।
তাহা স্মঅরিআ, বিকলী ভৈলো, কাহ্নু বিসরিল ভোলে ॥ ৫
চারি দিগে তরু, পুষ্প মুকুলিল, বহে বসন্তের বাএ।
আম্বডালে বসী, কুয়িলী কুহলে, লাগে বিষবাণঘাএ ॥ ৬
চান্দ সুরুজের, ভেদ না জাণো, চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্নু বিণি মোর, এবে এক খণ, এক কুল যুগ ভাএ ॥ ৭
বাঁশীর শবদে, প্রাণ হরিআ, কাহ্নু গেলা কোন দিশে।
তা বিণি সকল, আন্তর দহে, যেন বেআপিল বীষে ॥ ৮
এবে আণিআ দেহ, নান্দের নন্দন, পুরত আহ্মার আশে।
বাসলীচরণ, শিরে বন্দিআঁ, গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৯—বংশীখণ্ড, ২৯৫ পৃঃ।

এখানে রাধা বলিতেছেন,—'আহোনিশি মো, আন না জাণো, এত দুখ কহিব কায়ে'। পদাবলীতে পাই—'খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে, বধির করিলে বাঁশী' (১৬)। পদাবলীর রাধা বারংবার এই দুঃখ করিয়াছেন যে, তাঁহার দুঃখের কথা বলিবার লোক নাই—'কাহারে কহিব, মনের বেদনা, কেবা যাবে পরতিত। হিয়ার মাঝারে, মনের বেদনা, সদাই চমকে চিত' ॥ (১৮) এই পদের 'লাজে মো না কান্দো রায়ে'র সহিত পদাবলীর (নী ৩৬২)

গৃহকাজ করি, গুমরিয়া মরি, ফুকারি কান্দিতে নারি।
নাহি হেন জন, করে নিবারণ, যেমত চোরের নারী ॥

তুলনীয়। ইহার 'এবে আনিয়া দাও, নন্দের নন্দন, পুরুক আমার আশ'এর সহিত পদাবলীর—'কে আছে এমন, করয়ে শীতল, নন্দের নন্দন দিয়া' (৩৩) তুলনীয়। এই পদের ৬ কলির সহিত বিদ্যাপতির তুলনা করুন,—সাহর মজর, ভমর গুজর, কোকিল পঞ্চম গাব। দখিন পবন বিরহবেদন নিঠুর কন্ত ন আব ॥ (১৮৮) আরও—কতহু সাহর, কতহু সুরভি, কতহু নবি মঞ্জরী। কতহু কোকিল পঞ্চম গাবএ সমএ গুণে গুঞ্জরী ॥ (৫০৫) এবং

জাহি দেস পিক মধুকর নহি গুঞ্জর, কুসুমিত নহি কাননে।
ছও রিতু মাস ভেদ ন জানএ, সহজহি অবল মদনে ॥
সখি হে, সে দেস পিআ গেল মোরা।

১৪

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে, মেঘ বরিষে যেহ্ন, ঝরএ নয়নের পাণী। আল বড়ায়ি।
সংপুটে প্রণাম করি, বইলোঁ সব সখিজনে, কেহো নান্দে কাহ্নাঞিকে আনী ॥
আল বড়ায়ি চাহা চাহা।
কোন দিগে মৌহারী বাজে ॥ (মৌহারী=বাঁশী)

রূপস দেখিএ যথা, নানা ফুল ফল গড়া, সেই সে কাহ্নাঞি্র দেশ।
নান্দের নন্দন কাহ্ন, সোঁঅরিতে পাঞ্জর শেষ॥
কাহ্নাঞি বিহাণে মোর, সকল সংসার ভৈল, দশ দিগ লাগে মোর শূন।
আঞ্চলের সোনা মোর, কে না হরি লঁআঁ গেল, কিবা তার কৈলো অগুণ॥
তোহ্মার আগত, সত্যে বুয়িলো বড়ায়ি, তোর বোল না করিবো আণে।
আণিআঁ কাহ্নাঞি দেহ, বড়ু চণ্ডীদাস গাএ, বন্দিআঁ বাসলী চরণে॥
—বংশীখণ্ড, ২৯৮ পৃঃ।

এই পদের 'আঞ্চলের সোনা মোর কে না হরি লয়া গেল' ইহার সহিত পদাবলীর (তরু, ১৬৭৪) 'হাতের পরশমণি হারাইনু হেলে' তুলনীয়। এই পদের 'কাহ্নাঞি বিহনে মোর সকল সংসার ভৈল দশ দিগ লাগে মোর শূন।' ইহার সহিত বিদ্যাপতির—

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী॥ তুলনীয়।

১৫

কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে। (রএ=রব করে)
এবে কাল হৈল মোকে নান্দের নন্দনে॥
প্রাণ আকুল ভৈল বাঁশীর নাদে।
এবে আসিয়া কাহ্নাঞি দরশন না দে॥
আহ্মা উপেখিআ গেলা নান্দের নন্দন।
তাহাত মজিল চিত না জাএ ধরণ॥
আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআ। (আগর=অগুরু)
কেলি কৈল যেই বৃন্দাবনত পসিআ॥
নাগর কাহ্নাঞি সমে বিবিধ বিধানে। (সমে=সঙ্গে)
এবে লআ চল বড়ায়ি সেই বৃন্দাবনে॥
বড়ার বৌহারী আহ্মে বড়ার ঝী। (বৌহারী=বৌ)
কাহ্ন বিনি মোর রূপ যৌবনে কী॥
এরূপ যৌবন লআঁ কথা মোএ জাও।
মেদিনী বিদার দেউ পসিআ লুকাও॥
মন্দ পবন বহে কালিনী নই তীরে।
কাহ্নাঞি সোঁঅরী মোর চিত নহে থীরে॥
এবে আকুল কৈলে মোরে নান্দের নন্দনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে॥—বংশীখণ্ড, ৩০৫ পৃঃ।

'কাহ্ন বিনি মোর রূপ যৌবনে কি' এবং 'এ রূপ যৌবন লআঁ কোথা মোয়ে জাও' জয়দেবের 'মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্' (৭।৩)-র প্রতিধ্বনি।

১৬

সুসর বাঁশীর নাদ শুণিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলো যে সুনহ কাহিনী।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলো
সাকে দিলোঁ কানাসোআ পানী॥
রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি
সুনিআঁ বাঁশীর নাদে॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন আড়বাঁশী বাএ
যেন রএ পাঞ্জরের শুআ।
তা সুণিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআ
ভাজিলো এ কাঁচা গুআ॥
সেই ত বাঁশীর নাদ সুণিআঁ বড়ায়ি
চিত্ত মোর ভৈল আকুল।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ
বিণি জলে চড়াইলোঁ চাউল॥
যমুনার তীরে কদম তরুতলে
তহিঁ বসি কাহ্ন বাএ বাঁশে।
তাক আণিআঁ বড়ায়ি রাখহ পরাণ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥—বংশীখণ্ড, ৩০৬ পৃঃ।

এই পদটিতে ইনাইয়া বিনাইয়া রাধার অদ্ভুত রন্ধনের বর্ণনার মধ্যে কৃত্রিমতার চিহ্ন দেখা যায়। বাঁশীর শব্দ শুনিয়া রাধা অম্বলে ঝাল-বাটনা (বেশোআর) দিলেন, শাকে বেশী জল দিলেন, পটল ভাবিয়া ঘিয়ের মধ্যে কাঁচা সুপারী ভাজিলেন (পটলের সঙ্গে কাঁচা সুপারীর কোন সাদৃশ্যই নাই—একটা লম্বা, আর একটা গোল। রান্নার জায়গায় সুপারী থাকেই বা কেন?); টাবানেবু (ছোলঙ্গ) চিপিয়া নিমঝোলে দিলেন এবং বিনা জলে চাউল চড়াইলেন। যিনি ভুল করিয়া এরূপ করেন, তিনি কি ভুলগুলি এমন নিখুঁতভাবে মনে রাখিতে পারেন, না তাহা আবার কবিত্ব করিয়া বর্ণনা করিতে পারেন? পদাবলীর রাধা শুধু বলেন যে,—

বিষম বাঁশীর কথা কহিল না হয়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করায়॥

কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণী যেন পড়য়ে সঙ্কটে ॥—তরু, ৮৩০।

১৭

আইল চৈত মাস, কি মোর বসতী আশ, নিফল যৌবন ভারে।
বিরহে আন্তর জলে, সুতিলো কদমতলে, আধিক আন্তর মোর পোড়ে ॥
পরিধান নেতলাসী, হাথত মোহন বাঁশী, সে কাহ্নাঞি গেলা আকাশে।
সুতিলোঁ সখির বোলে, সজল নলিনীদলে, তাত হৈতে আনল শীতলে ॥
ডালী ভরী ফুল পানে, মোরে পাঠায়িল কাহ্নে, তাক মো না ছুয়িলোঁ হাথে ॥
তাম্বুল না লৈলো করে, তোক মাইলো চড়ে, তেসি কাহ্ন আসুখিল মোরে ॥
দূতী ধরো তোর পাএ, হের মোর প্রাণ জাএ, কহ মোরে জীবন উপায় ॥
বহে প্রভাত সমএ, মলয় শিয়ল বাএ, বৃন্দাবনে কুয়িলী কাঢ়ে রাএ ॥
সাগর সঙ্গম গিআ, গাএর মাস কাটিয়া, আপণা মগর ভোজ দিআ ॥
এ জন্মে না কয়িলো ভাগ, হারায়িলো কাহ্নের লাগ, আর তার না পায়িবো লাগ ॥
কিবা পুরুব জরমে, খণ্ডব্রত কইল আহ্মে, তার ফলে কাহ্নাঞি হারায়িলো ॥
আণি দেহ বনমালী, বন্দিআ দেবী বাসলী, গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

—রাধাবিরহ, ৩৩২ পৃঃ।

১৮

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার ॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ সিসের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর ॥
দারুণ বড়ায়ি গো দেহ প্রাণ দান।
আপনার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন ॥
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনী রূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর ॥
যবে কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে ॥
কাহ্ন সমে সাধিতে না পায়িলো রতীসিধী।
অঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী ॥

এভোহোঁ বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার।
আণিআঁ দিআর মোকে কাহ্নু একবার ॥
মাথে শম্ভু সম খোঁপা সিসতে সিন্দুর।
এহা দেখি কেহ্নে কাহ্নু গেলাস্ত বিদূর ॥
অনাথ করিআ মোক কাহ্নাঞি পালাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥—রাধাবিরহ, ৩৩৬ পৃঃ।

১৯

যেনা দিগেঁ গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি গো।
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জাণী ॥ আল ॥
এবে মোর মণের পোড়নী। আল বড়ায়ি গো।
যেন উয়ে কুম্ভারের পণী ॥ আল ॥
কমণ উদ্দেশে মো জাইবোঁ। আল বড়ায়ি গো।
কথাঁ না সুন্দর কাহ্নু পাইবোঁ ॥ আল ॥ ধ্রু ॥
মুকুলিল আম্ব সাহারে।
মধুলোভে ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
ডালে বসী কুয়িলী কাঢ়ে রাএ।
যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ ॥
দেব অসুর নরগণে।
বস হএ মনমথবাণে ॥
না বসএ তথা কি মদনে।
যে দিগে বসে নারায়ণে ॥
পীন কঠিন উচ তনে।
কাহ্নাঞি পাইলে দিবো আলিঙ্গনে ॥
তভো যদি এড়ে দামোদরে।
তা দেখিতে প্রাণ জাএব মোরে ॥
না শুনিলো কাহ্নাঞির বোলে।
না নয়িলো কাহ্নাঞির তাম্বুলে ॥
যত কৈলো সব মতিমোষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥—রাধা-বিরহ, ৩৪২ পৃঃ।

২০

যে কাহ্ন লাগিআ মো আন না চাহিলো
বড়ায়ি
না মানিলো লঘু গুরুজনে।
হেন মনে পরিহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥
বড়ায়ি গো
কত দুখ কহিব কাহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলো সে মোর সুখাইল ল
মোঞ নারী বড় আভাগিনী॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পো
আল
তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলো।
গুপতে রাখিতে কাজ তাক মোঞ বিকাসিলো
তাহার উচিত ফল পাইলো॥
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণ মোরে কলঙ্ক তুলিয়া দিল
রাধিকা কাহ্নাঞির সঙ্গে আছে॥
এত সব সহিলো মো কাহ্নের নেহাত লাগী
বড়ায়ি
মোকে নেহ কাহ্নাঞির পাশে।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥—রাধা-বিরহ, ৩৪৪ পৃঃ।

২১

ময়ূরপুছে বান্ধি চূড়া কেশপাশে দিআ বেঢ়া
কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা।
দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা
যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা॥

দূতা ল

তোহ্মে কি দেখিলে কৃষ্ণ জায়িতে। আল।

এ বাটে জায়িতে গায়িতে নান্দের পোঅ
হাসিতে এ বাঁশী বোলায়িতে॥

নির্ম্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে
রতনকুণ্ডল শোভে কণ্ণে।

মাণিক দশন যুতী গিএ শোভে গজমুতী
জীএ রাহি তার দরশনে॥

চন্দন চর্চ্চিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ
হেন বেশ হেন দরশনে।

নেত পরিধান লাসী হাথে মৌহারী বাঁশী
সে কৃষ্ণ গেলাস্ত গগনে॥

মোঞ ত অভাগিনী রাহী তেসি হারাইলো কাহ্নাঞি
এবে তাক চাহি বনদেশে।

তথাত পাইব স্থধী বড়ায়ি তোহ্মার বুধী
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥—রাধা-বিরহ, ৩৪৬ পৃঃ।

২২

দিনের স্থরুজ, পোড়াআঁ মারে, রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব, পরাণে বড়ায়ি, চখুত নাইসে নিন্দে॥
শীতল চন্দন, আঙ্গে বুলাও, তভো বিরহ না টুটে।
মেদনী বিদার, দেউ গো বড়ায়ি, লুকাওঁ তাহার পেটে॥

আল। দহে পৈস্থ কাল দূতী।
উথাআ পাথাআ, আহ্মা আণিল, নিফলে পোহাইল রাতী॥
তবে বুয়িলো বড়ায়ি, কি মোর কাহ্নের, সমে নেহা বাঢ়ায়িআ।
এখন আহ্মার, মরণ বড়ায়ি, নিকট মেলিল আসিআ॥
দিন পাঁচ সাত, রসত লাগিআ, দুগুণ পোড়নি সারে।
আর তার মুখ, দেখিতে না পাইলো, করমফল আহ্মারে
সব খণ মোরে, নান্দের নন্দন, চুম্বন করে কপোলে।
হেন হাথনিধী, কে হরি নিলে, মো দুখমতীর হেলে॥
একে দহদহ, ঘসির আগুণ, আরে কে না জালে ফুকে।
ভিড়ি আলিঙ্গন, দিতে না পাইলো, এ শাল থাকিল বুকে॥

কি মোর যৌবন, ধনে ল বড়ায়ি, কি মোর বসতীবাসে।
আন পানী মোকে, একো না ভাএ, কি মোর জীবন আশে ॥

—রাধা-বিরহ, ৩৪৮ পৃঃ।

রাধার সকল দুঃখের কারণ যে, তিনি 'ভিড়ি আলিঙ্গন' দিতে পারিলেন না। পদাবলীতে তুষের আগুন আছে, এখানে ঘসির আগুন। 'আন পানী মোকে, একো না ভাএ'—অন্নজল কিছুতেই রুচি নাই, ইহারও প্রতিধ্বনি পদাবলীতে আছে।

২৩

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরো মো কদমতলে বসী ॥
চতুর্দ্দিশ চাহো কৃষ্ণ দেখিতে না পাও।
মেদনী বিদার দেউ পসিআ লুকাও ॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।
সব খন মন ঝুরে কাহ্নাঞি দেখিতে ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে।
কোকিল কুহলে বসী সহকারডালে ॥
মোঞ তাক মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত।
এ দুখ খণ্ডিব কবে যশোদার পুত ॥
বড় পতিআশে আইলো বনের ভিতর।
তভো না মেলিল মোর নান্দের সুন্দর ॥
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ।
কাহ্নাঞি না বুঝে দৈবে এ বিশেষ ॥
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ।
বিকসিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ ॥
এবে ঝাট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥—রাধা-বিরহ, ৩৫০ পৃঃ।

২৪

সরস বসন্ত কালে।
কোকিলের কোলাহলে।
এ নআ যৌবন কাহ্নাঞি প্রাণ রে ॥

এবে তোহ্মার বিরহে।
মোর আকুল দেহে।
আহ্মাকে তেজিতে তোর উচিত নহে॥
নহোঁ গ নহোঁ গ কাহ্নাঞি তোহ্মার মাউলানী।
তোর মোর নেহ দেবলোকে ভালে জাণী॥
আছিলো মো শিশুমতী।
না বুঝিলো স্বরতী।
তে কারণে তোর বোলে না দিলো সম্মতী॥
এবে মো ভর যুবতী।
তোহ্মা ছাড়ী নাহি গতী॥
এহা বুঝী মোর বোলে কর আনুমতী॥
সাগর সঙ্গম জলে।
তেজিবোঁ মো কলেবরে।
এথাঞি মরিবো কিবা খাইবো গরলে॥
এহা জাণী গদাধর।
একবার দয়া কর।
নহে তিরীবধ দিবো মো তোহ্মারে॥
যত কৈলো সংযম।
করিলো ব্রত নিয়ম।
নঠ হএ কাহ্ন মোর সে সব ধরম॥
এহি শপথ করো।
কভোঁ যবে তোহ্মা হরো।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

'আছিলো মো শিশুমতী' প্রভৃতি আক্ষেপের সার্থকতা কোথায়? ইহার পূর্ব্বে বহু বার সম্ভোগ ঘটিয়াছে এবং রাধা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। যথা,—

১। দানখণ্ডে—"আলিঙ্গন কৈল কাহ্নাঞি নানা পরকার"—১৩৩ পৃঃ।
"কাঢ়ী নৈল আভরণ পুণ রতী আশে॥"
"রতী অবশেষে ভৈল রাধার তরাসে।"—১৩৪ পৃঃ।

২। নৌকাখণ্ডে—"জলের কারণে ভৈল বিলম্ব স্বরতী"—১৬২ পৃঃ।

৩। কালিয়দমন খণ্ডে—"নিমেষরহিত বঙ্ক সরস নয়নে।
দেখিল কাহ্নের মুখ স্থচির সমএ।
সকল লোকের মাঝে তেজি লাজ ভএ॥" ২৩৮ পৃঃ।

৪। যমুনাখণ্ডে রাধা—"বাহু তুলিলে কেশ বন্ধন ছলে।"—২৪৩ পৃঃ।
৫। বাণখণ্ডে—"উপরে নাগরী রাধা তলে নান্দোবালা।"—২৯২ পৃঃ।
এ সব কথা ছাড়িয়া দিয়া রাধা শুধু তাম্বুলখণ্ডের কথা মনে করিতেছেন।

২৫

নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী।
জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী॥
মোরে কি না ভয়িঞা গেল বড়ায়ি নাএ।
বিরহে বিকলী খোজো মো নান্দের পোএ॥
নিশি সপন দেখিলো কাহ্নু কোলে করি সুয়িলো
চিআয়িঞা চাহো নাহিক বালগোপালে।
এ মোর যৌবন ভার সকল ভৈল অসার
আনল সরণ হৈবে দূতা রে॥
যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞা পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে।
আনি দেহ যবে কাহ্নে ভিড়ি দেউ আলিঙ্গনে
তাক না তেজিবো আর জরমে॥
নেহ আমুল রতনে পালহ মোর বচনে
একবার মোক আনি দেহ কাহ্নে।
ধরো দূতা তোর পাএ হের মোর প্রাণ যাএ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে॥—রাধা-বিরহ, ৩৭২ পৃঃ।

২৬

তনের উপর হারে। আল।
মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতে না পারে॥
সরস চন্দন পঙ্কে। আল।
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে॥ ১॥
আল। তোর বিরহ দহনে।
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে॥

কুসুমশর হুতাশে।
তপত দীর্ঘ নিশাসে ॥
সঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে ॥
ক্ষেপে সজল নয়নে।
দশ দিশে ঘনে ঘনে ॥
নালহীন কৈল যেন নীল নলিনে ॥ ২ ॥
দেখি পল্লবশয়নে।
আঙ্গাররাশি সমানে।
মুদয়ে নয়ন অতি তরাসিত মনে ॥
বাম করতে বদনে।
দিআঁ গগনে নয়নে ।
তোহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চলমনে ॥ ৩ ॥
খণে হাসে খণে রোষে।
খণে কাঁপএ তরাসে।
খণে কান্দে রাধা খণে করয়ে বিলাসে ॥
চলিতে তোহ্মার পাশে।
নারে মদনের রোষে।
বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পদটি জয়দেবের প্রত্যক্ষ অনুবাদ—

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারং সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্।
রাধিকা বিরহে তব কেশব।
সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কং পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্।
শ্বসিত-পবনমনুপমপরিণাহং মদন-দহনমিব বহতি সদাহম্ ॥
দিশি দিশি কিরতি সজল-কণজালং নয়ন-নলিনমিব বিদলিতনালম্ ॥
নয়ন-বিষয়মপি কিশলয়তল্পং গণয়তি বিহিত-হুতাশ-বিকল্পম্ ॥
ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলং। বালশশিনমিব সায়মলোলম্ ॥—৪।১১-১৬।

পরের অংশ—'খণে হাসে খণে রোষে' ইত্যাদি--জয়দেবের—"সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি" ইত্যাদি (৪।১৯)এর অনুবাদ। ভক্তিরত্নাকর ৯২২ পৃষ্ঠায় মুরারি গুপ্তের রচিত এক পদ ধৃত হইয়াছে ; তাহাতে বিশ্বম্ভর সম্বন্ধে মুরারি লিখিতেছেন,—

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে বাহ্য নাহি জানে।
রাধাভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে ॥

২৭

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয় পবনে ॥ ১ ॥
করে মনসিজ শর কুসুমশয়নে।
ব্রত করে পায়িতে তোর আলিঙ্গনে ॥ ২ ॥
আল কাহ্নাঞি ল
রাধা বিরহ দহনে।
দগধিনী ভৈলী তোহ্মার শরণে ॥ ৩ ॥
আহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে ॥ ৪ ॥
সব খন বস তোহ্মে তাহার অন্তরে।
তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার করে ॥ ৫ ॥
নয়নশলিল পড়ে বদনে তাহার।
রাহুঞ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার ॥ ৬ ॥
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্ন মদনরূপ।
প্রণামগণ করে কহিলোঁ সরূপ ॥ ৭ ॥
তোহ্মাক সংমুখ দেখি অধিক চিন্তনে।
হাসে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে ॥ ৮ ॥
ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে।
নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে ॥ ৯ ॥
বনের হরিণী যেন তরাসিনী মনে।
দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে ॥ ১০ ॥
দয়া করী এবে তাক দেহ আলিঙ্গণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১১ ॥—রাধা-বিরহ, ৩৭৯ পৃঃ।

এটিও জয়দেবের অবিকল অনুবাদ,—

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরং।
ব্যাল-নিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়-সমীরম্।
সা বিরহে তব দীনা।
মাধব, মনসিজ-বিশিখ-ভয়াদিব ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥
অবিরল-নিপতিত-মদন-শরাদিব ভবদবনায় বিশালং।
স্বহৃদয়-মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজল-নলিনী-দলজালম্ ॥
কুসুম-বিশিখশর-তল্পমনল্প-বিলাসকলা-কমনীয়ং।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভ-সুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম্ ॥

বহতি চ বলিতবিলোচনজলধরমাননকমলমুদারং।
বিধুমিব বিকট-বিধুন্তুদ-দন্ত-দলন-গলিতামৃত-ধারম্ ॥
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসম-শরভূতং।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্ ॥
প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্ ॥
ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীবদুরাপং।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্ ॥ ৪।২-৮।

৯ হইতে ১১ চিহ্নিত অংশের মূল শ্লোক—

আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখী-মালাপি জালায়তে
তাপোঽপি শ্বসিতেন দাব-দহন-জ্বালা-কলাপায়তে।
সাপি ত্বদ্বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে হা কথং
কন্দর্পোঽপি যমায়তে বিরচয়চ্ছার্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥

২৮

ফুটিল কদমফুল ভরে নোআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বালগোপাল ॥
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
নিদয়হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ ॥
শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল ॥
মুছিআ পেলায়িবো বড়ায়ি শিষের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মো করিবো শঙ্খচূর ॥
কাহ্ন বিনী সব খন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥
পুনমতা সব গোআলিনী আছে সুখে।
কোন দোষে বিধি মোক দিল এত দুখে ॥
অহোনিশি কাহ্নাঞির গুণ সোআরিআ।
বজরে গঢ়িল বুক না জাএ ফুটিআঁ ॥
জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ।
সামল মেঘে ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥—রাধা-বিরহ, ৩৯২ পৃঃ।

'বাহুর বলয়া মো করিবো শঙ্খচূর' ইহার সহিত বিদ্যাপতির এই পদাংশ তুলনা করুন,—

শঙ্খ কর চূর বসন কর দূর
তোড়হ গজমোতি হার।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ সিঙ্গারে
জামুণ সলিলে সব ডার রে ॥—মিত্র-মজুমদার-সং, ৭৩১।

২৯

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ ॥
মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুরএ ॥
পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাও তথা।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞি বসে যথা ॥
কেমনে বঞ্চিবো রে বারিষা চারি মাস।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস ॥
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআ একসরী নিন্দ না আইসে ॥
কত না সহিব রে কুসুমশরজালা।
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা ॥
ভাদর মাসে অহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥
তাত না দেখিবো যবে কাহ্নাঞির মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক ॥
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলে ফুটিবেক কাশী ॥
তবে কাহ্ন বিনী হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥—রাধা-বিরহ, ৩৯৩ পৃঃ।

'পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি' ইত্যাদির সহিত তুলনা করুন,—

পাখী জাতি যদি হও।
পিয়াপাশ উড়ি জাও।
সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে।—বিদ্যাপতি।

'ভাদর মাসে অহোনিশি' ইত্যাদির সহিত তুলনীয়,—

ভাদর মাস বারিস ঘন ঘোর।
সভ দিস কুহরায় দাদুর মোর ॥

মত্ত দাহুরি ডাকয়ে ডাহুকী।
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

৩০

হাথে চান্দ মানী বড়ায়ি করায়িলে পাগলী।
আইহনক পীঠ দিলো লাজে তিলাঞ্জলী॥
আশোআশ দিআঁ তোহ্মে হৈলা একভীতে।
কাহ্নত লাগিআঁ মোর বেআকুল চীতে॥
জানিল জানিল বড়ায়ি চিহ্নিল কাহ্নাঞি।
আছুক পরসরস দরশন নাহি॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি নেহা বাঢ়াইল।
কাহ্ন সমে ভালে রস ভুঞ্জিতে না পাইল॥
পুরুব জরমে কিবা খণ্ডব্রত কৈল।
তে কারণে মোর মনোরথ না পুরিল॥
দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতে না পাইল।
ঝালিআর ডাল যেন তখনে পালাইল॥
দিনে দিনে তনু শেষ মদন তরাসে।
কৌতুকে বাঢ়ায়িল নেহা এবে সেই নাশে॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি থীর নহে মনে।
কেমতে পাও এবে শ্রীমধুসূদনে॥
কাহ্নের উদ্দেশে যাহা হেন লএ মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥—রাধা-বিরহ, ৩৯৩ পৃঃ।

২। পরিশিষ্ট—দীন চণ্ডীদাস

৩১

সই, কি আজু দেখিনু রঙ্গ।
আজু গিয়াছিনু যমুনার কূলে
দুই চারি জন সঙ্গ॥
এক কালা দেহ বসন ভূষণ
চূড়াটি টলিয়া বামে।
হেরম্ব অম্বুজ তাহে আরোপিত
বেড়িয়া কুসুমদামে॥
তার মাঝ দিয়া ময়ূরের পাখা
হেলিছে দুলিছে বায়।
যেমন রবির সুতার তরঙ্গ
লহরী তেমতি প্রায়॥
তাহে শশধর মলয় চন্দন
তার মাঝে গোরোচনা।
তাহার সৌরভ পায়্যা[১] অলিকুল
তাহে করে আনাগোনা॥[২]
নাসা খগ জিনি কিবা কীর গণি[৩]
এ দুটি লখিলে নয়।[৪]
আকর্ণ পূরিত সে দুটি লোচন
চঞ্চল যেমত হয়॥[৫]
কটাক্ষ মিশালে হাসির হিল্লোলে
অমিয়া বরিখে রাশি।
দেখিয়া সে রূপ হেন মনে করি
পদে থাকি নিশি দিশি॥
গলে বনমালা কিবা করে আলা
যমুনা দু কূল ভরি।
পীতবাস অতি কাঞ্চন মূরতি
করেতে মুরলী ধরি॥

এত দিন বসি গোকুল নগরে
না দেখি না শুনি কাণে।
এমন মূরতি গড়ে কোন বিধি
দীন চণ্ডীদাস[৬] ভণে॥

সা-প, ৯৬৭, ১ পদ।

নী ৫৬। দী ৫৪৭ পৃঃ।

পাঠান্তর : নী—১। পেয়ে, ২। করে আসি আনাগোনা, ৩। নীলরতনবাবুর পদাবলীতে নাই, ...চিহ্ন আছে, ৪। এই দুই নখিলে নয় (ছন্দপতন ঘটে), ৫। চঙ্কলে শোভিত তায় (নিরর্থক), ৬। দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে। পদটি দীন চণ্ডীদাসের হওয়াই বেশী সম্ভব।

টীকা।—হেরম্ব অনুজ—কার্ত্তিক, কিন্তু কবির বলার উদ্দেশ্য —কার্ত্তিকের বাহন ময়ূরের চূড়া। রবির সুতার তরঙ্গ—যমুনার তরঙ্গ।

৩২

কি কাজ এ ছার ঘরে।
শ্যামনাম নিতে না পারি গৃহেতে
তবে তারা হেদে মরে॥
কুল কুলটানি আছে কলঙ্কিনি
গোকুলে কতেক জনা।
সে সব যুবতি তারা বলে কত
দেখাই য়্যামতিপানা॥
কেবল রাধার পরিবাদ সাধে
সে সব কুলের মণি।
লোক চরচাতে মলুঁ মলুঁ নিতে
কি ছার পড়সি গণি॥
আমি সে লয়্যাছি শ্যাম হেন মালা
হৃদয়ে আছিয়ে পরি।
চণ্ডিদাস বলে শ্যাম সুনাগর
ভজহ কিশোরী গোরি॥

সা-প, ৯৬৭, ১৫ পদ।

পদটিতে 'শ্যামনাম' লওয়ার এবং 'শ্যামমালা' পরার উপর জোর দেখিয়া এটি চৈতন্য-পরবর্ত্তী রচনা বলিয়া বোধ হয়। 'কুল কুলটানি,' 'দেখাই য়্যামতি পানা' ইত্যাদি খণ্ড ভাষা দীন চণ্ডীদাসের হওয়া সম্ভব।

৩৩

অতি সুবাসিত বারি ঢারি রাধা
ধোয়াল্য চরণ দুহু।
কেশপাশ দিয়া চরণ মুছায়্যা
বিচিত্র পালঙ্কে লহু॥
মৃগমদ ভরি চন্দন কটোরি
আগোর মিলিত তায়।
মনের হরিষে সুনাগরি রাধে
লেপিছে শ্যামের গায়॥
নানা ফুল দলে অতি সুশোভন
গলে পরায়ল রাধা।
রূপ নিরীক্ষণ করে ঘনে ঘন
তিলেক নাহিক বাধা॥
কানুর শ্রীমুখ যেন শশধরে
যেমন পূর্ণিমা শশী।
রাই সে চকোর পীত সুধাকর
পিতেছে সে রসরাশি॥
চণ্ডীদাসে কহে হেন মনে করি
শুনহ কিশোরি রাধে।
মনের মানসে পাশ আশ দিয়্যা
দৃঢ় করি বান্ধ সাধে॥

সা-প, ৯৬৭, ১৭ পদ।

এখানে রাধা যেমন ভাবে ভক্তিভরে কৃষ্ণের সেবা করিতেছেন এবং তাঁহার 'শ্রীমুখ' নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, এটি চৈতন্যোত্তর চণ্ডীদাসের রচনা। 'দুহু'র সঙ্গে মিল করিবার জন্য 'বিচিত্র পালঙ্কে লহু' অর্থাৎ লইয়া গেলেন ; এবং একবার 'শশধর' বলিয়া পরের চরণেই 'পূর্ণিমার শশী' বলা অক্ষম কবিত্বের পরিচায়ক।

৩৪

এক তরুবর দেখ উপজল
নানা শাখা ভেল তায়।
দুটি চান্দ তাহে ফলল সুন্দরে
দুই ফল দেখ প্রায়॥

ফলের উপর পাঁচ শশধর
আচম্বিতে আসি রয়।
ফলে ফলে ফুলে ফিরি ফিরি ফেরি
খগে চান্দে আসি রয়॥
ফণিতে মউর দেখয়ে কপূর
মেঘে মেঘে আচ্ছাদিয়া।
কোকিলা কুক্কুট ডাকিছে বেকত
উঠহ প্রাণের পিয়া।
দারুণ ননদি শাশুড়ী অবোধি
অবোধ পাড়ার লোকে।
নানা কথা কয়্যা দিলে বা আসিয়্যা
গঞ্জনা দিবেক মোকে॥
কি বলিব দুটি জোড়া শ্রীচরণে
সকল গোচর আছে।
চণ্ডিদাসে বলে তুরিত গমন
লোকে আসি দেখে পাছে॥

সা-প, ৯৬৭, ১৮ পদ, ক. বি. ২৯২, ২৯৫।

দী ৭৪০ পৃঃ।

প্রথম অংশের অর্থ সুস্পষ্ট নহে। দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ "উঠহ প্রাণের পিয়া" ইত্যাদি কুঞ্জভঙ্গের পদ। একবার "দুটি" আবার "জোরা শ্রীচরণে" বলা অক্ষমতার নিদর্শন। রাধার এত ভক্তি প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাসের রচনায় নাই।

৩৫

বন্ধু, ছাড়িয়া না দিব তোরে।
মরম যেখানে রাখিব সেখানে
মন যে এহেন করে॥
লোক হাসি হউ যায় জাতি যাউ
তবু না ছাড়িয়া দিব।
তুমি গেলে যদি শুন গুণনিধি
আর কোথা তোমা পাব॥
আঁখি পালটিতে নহে পরতিতে
শুইতে সোয়াস্ত নাই।

তখন মরণ দশা উপজল
জুড়াব কোন বা ঠাঁই ॥
কাহারে কহিব কেবা পাতিয়াব
আমার যন্ত্রণা যত।
তোমার কারণে এতেক সহিয়ে
নহে পরমাদ হত ॥
রাধার বচন শুনিয়া নাগর
গদগদ ভেল দোঁহা।
আমি সে তোমার প্রেমে আছি বান্ধা
হৃদয়ে সঁপ্যাছি লেহা ॥
চণ্ডীদাসে কয় দুহে এক হয়
ইহাতে ন হয্য ভিন্নু।
বিহি সে রসিয়া দুহে মিশাইয়্যা
গঢ়ল একই তনু ॥

সা-প, ৯৬৭, ১৯ পদ।

দী ৩০০ পৃঃ।

টীকা।—"রাধার বচন, শুনিয়া নাগর, গদগদ ভেল দোঁহা"—এখানে নাগরেরই গদগদ হইবার কথা, কিন্তু কবি বক্তা ও শ্রোতা দুই জনকেই গদগদ করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ এক অভিন্ন তত্ত্ব, ইহা চৈতন্যোত্তর মতবাদ এবং "দুহে মিশাইয়্যা, গঢ়ল একই তনু" ইহা শ্রীচৈতন্যকে লক্ষ্য করিয়া বলা।

৩৬

বন্ধু, কি আর বলিব আমি।
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
তোমার তুলনা তুমি ॥
তুমি বিদগধ গুণে বিশারদ[১]
রূপের নাহিক সীমা।
গুণে গুণবতী বান্ধ্যাছে[২] পিরিতি
অখল ব্রজের রামা ॥
জাতি কুল দিয়া আপনা নিছিয়া
শরণ লইআছি।
যা কর তা কর[৩] তোমার বতাই[৪]
এ দেহ সঁপিয়াছি ॥

আনের অনেক   আছে আন জন
রাধার কেবল তুমি।
ও দুটি শীতল   চরণ দেখিয়া
শরণ লইনু আমি ॥
চণ্ডীদাসে বলে   শুন বিনোদিয়া
রাধারে না হও বাম।
লোকমুখে শুনি   তোমার মহিমা
শরণ[৫] বৈষ্ণব নাম ॥

সা-প, ৯৬৭, ২০ পদ।

নী ৭৩৪। দী ৩০২ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। গুণের সাগর, ২। বেন্ধেছ, ৩। যে কর সে কর, ৪। বড়াই (নিরর্থক; বতাই, বাতাই—জানাই), ৫। সরল। এই পদেও রাধার ভক্তি প্রকটিত হইয়াছে। কৃষ্ণ আর শুধু রাধার প্রণয়ী নহেন, তাঁহার উপাস্য দেবতা হইয়াছেন।

৩৭

তোমার পিরিতি   কে জানে[১] ভকতি
অবলা কুলের বালা।
সুজন দেখিয়া   পিরিতি করিলু
পরিণামে হল্য জ্বালা ॥
অবলা জনার   দোষ না লইবে
তিলে কত শত[২] দোষ।
তুমি দয়া কর্যা   কৃপা না ছাড়িহ
মোরে না করিহ রোষ ॥
তুমি সে পুরুষ   অতুল[৩] শকতি
সকল সহিতে হয়।
কুলের কামিনী   লেহাটি বাড়ায়্যা
ছাড়িতে উচিত নয় ॥
তিলেক না দেখি   ও চান্দ বদন[৪]
মরমে মরিয়া থাকি।
হয় নয় ইহা   দেখ শুধাইয়া
চণ্ডীদাস আছে সাখি ॥

সা-প, ৯৬৭, ২১ পদ।

নী ৭৩৫। দী ৩০২ পৃঃ।

পাঠান্তর : নীলরতন—১। কি জানি, ২। কত হয়ে দোষ, ৩। ভূষণ (নিরর্থক), ৪। বদনে। ভক্তির কথা থাকায় এবং চণ্ডীদাসকে রাধা সাক্ষী মানায় এটি দীনের পদ।

৩৮

বন্ধু নিদারুণ নয়্য[১]।
তোমার কারণে এত পরমাদ
নিশ্চয় করিয়া কয়্য[২] ॥
বেদন কহিব কহিতে কহিতে
দ্বিগুণ উঠয়ে দুখ।
যেমন আনার[৩] ফাটিয়া পড়য়ে
তেমতি করয়ে বুক ॥
যদি বা কখন[৪] কান্দি কোন ছলে
শাশুড়ি ননদি তারা।
শ্যাম নাম বলি কান্দে কলঙ্কিনী
এমতি তাহার ধারা ॥
হেন করে মন শুনি কুবচন
গরল খাইয়া[৫] মরি।
তার নাহি দায় শুন শ্যামরায়
তোমারে ছাড়িতে নারি ॥
তোমা হেন ধন ছাড়িব কেমনে
তোমা কারে দিয়া যাব।
চণ্ডীদাসে বলে[৬] শুন বিনোদিনি
মরিলে কোথা বা পাব[৭] ॥

সা-প, ৯৬৭, ২২ পদ।

নী ৭৩৬।

পাঠান্তর : নীলরতন—১। নয়ে, ২। কয়ে, ৩। আমার (নিরর্থক ; আনার অর্থে ডালিম যেমন ফাটিয়া পড়ে), ৪। যদি কোনখানে, ৫। ভখিয়া, ৬। কহে, ৭। আর কোথা গেলে পাব। কবি রাধাকে বলিতেছেন, "তুমি যদি মরিয়া যাও, তবে তোমার মতন লোক আর কোথায় পাইব ?" এরূপ নিরর্থক উক্তি প্রাক্‌চৈতন্য চণ্ডীদাস করেন নাই।

৩৯

রাই কহে শুন কি জানি ভকতি[১]
পিরিতি আরতি লেহ[২]।
আন কি জানয়ে রসের মাধুরি
বুঝিতে পারয়ে কেহ॥
পিরিতি আখর[৩] যে জন পূরিত
কিছু কিছু জানে সেহ।
রসের শেখর[৪] রসের পিরিতি[৫]
সেই সে জানয়ে ইহ[৬]॥
যেই[৭] কুলরামা পিরিতি না জানে
সেই সে আছয়ে ভাল।
আমি[৮] সে পিরিতি করিয়া পশিল
এ দেহ হইল কাল॥
কায় মন চিতে ও রাঙ্গা চরণে
শরণ লয়্যাছে রাধা।
ও হেন সুখের ঘর বান্ধিয়াছে
তাহে কেন কর বাধা॥
অনেক যতনে পিরিতি রতনে
ভাঙ্গিতে তিলেকে পারি।
গড়িতে বিষম হয় মহাশ্রম[৯]
শুন হে প্রাণের হরি॥
চণ্ডীদাস বলে এমন পিরিতি
শুনিতে জগত বশ।
দুহু সে জানয়ে দুহু রস তত্ত্ব[১০]
আন কে জানয়ে রস॥

সা-প, ৯৬৭, ২৪ পদ।

নী ৭৩৮। দী ৩০৫ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। পীরিতি, ২। আরতি রসের লেহ, ৩। আঁখরে, ৪। রসের রসিক, ৫। রসে আরোপিত, ৬। সেহ, ৭। কোন, ৮। মুই, ৯। অতিশয় শ্রম, ১০। দোঁহার তত্ত্ব। ভক্তি ও তত্ত্বকথার উল্লেখ এবং অর্দ্ধস্ফুট উক্তি (যথা—'আমি সে পিরিতি করিয়া পশিল, এ দেহ হইল কাল'—কোথায় পশিল ?) দেখিয়া মনে হয় দীনের রচনা।

৪০

ঈষত হাসিয়া রাই পানে চায়্যা[১]
কহে বিনোদিয়া কান।
তোমার মাধুরি মহিমা চাতুরি[২]
ইহা কি জানয়ে আন॥
পরম তুর্ল্লভ আনন্দ কৈশোর
নবীন কিশোরী রাধা।
হিয়ায়ে হিয়ায়ে মরমে মরমে
সদাই আছয়ে বাঁধা॥
তোমার কারণে নন্দের ভবনে
রাখিব ধেনুর পাল।
গোলোক ছাড়িয়া[৩] গোকুলে বসতি
ইহাই জানিবে ভাল॥
তোমার নামের মধুর মাধুরি
নিরবধি করি গান।
রাধা বিনে সব সুখের বৈভব
ইহাতে[৪] নাহিক আন॥
শ্যামের বচন শুনি চণ্ডীদাস
আনন্দে ভাসিল[৫] কতি।
এ সব[৬] চাতুরি কেবা সে বুঝব[৭]
কাহার আছয়ে গতি[৮]॥

সা-প, ৯৬৭, ২৫ পদ।

নী. ৭৫০। দী. ৩১০ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। চেয়ে, ২। তোমার মহিমা, চাতুরী……(শব্দ নাই), ৩। তেজিয়া, ৪। মনেতে, ৫। ভাসেন, ৬। রস, ৭। কি বা বুঝিব, ৮। কার আছে এত গতি।

এখানে কৃষ্ণ রাধার নামের মাধুরি গান করিতে চাহেন; সুতরাং ইহা প্রাক্‌চৈতন্য যুগের পদ হইতে পারে না। দীন চণ্ডীদাসের পক্ষেই—

"রাধা বিনে সব সুখের বৈভব
ইহাতে নাহিক আন॥"

এইরূপ আলো-আঁধারি অস্পষ্ট ভাষা লেখা সম্ভব। তিনি হয় তো বলিতে চাহেন যে, রাধা না থাকিলে সুখের বৈভব বৃথা—এ কথার অন্যথা নাই।

৪১

রাই, তোমার মহিমা বড়ি।
গোলোক তেজিয়া রহিতে নারিয়া
আইলাম তথা ছাড়ি॥
রসতত্ত্বখানি আন অবতারে
বুঝিতে নারিয়াছি।
তাহার কারণে নন্দের ভবনে
জনম লভিয়াছি॥
তুমি মোর ধন তুমি সে জীবন
শুন সুনাগরি রাই।
তোমার মহিমা এ সব চাতুরি
সদা মুরুলীতে গাই॥
সদা লই নাম অতি অনুপাম
করে নিশি দিশি জপি।
রাধা নাম দুটি প্রেমের অঙ্কুর
আপন হিয়াতে রূপি॥
উঠিতে বসিতে আন নাহি চিতে
নিরন্তর তোমা দেখি।
যেন সে চান্দের চকোর লালসে
সদাই বসিয়া থাকি॥
যেন তুয়া মন লুবুধ চরিত
পরাণ তোমার পাশে।
মনমথ হাথি অঙ্কুশ না মানে
পিতে চাহে রসবশে॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন সুনাগর
আন কি জানয়ে লেহা।
তুহুঁ সে জানয়ে তুহার মরম
আনে কি জানয়ে ইহা॥

সা-প, ৯৬৭, ২৬ পদ।

নী ৭৫১ (প্রথম দুই কলি মাত্র মেলে, বাকী অংশ আলাদা)। দী ৩১১ পৃঃ (কেবল প্রথম দুই কলি মেলে)।

শ্রীকৃষ্ণ রাধার মহিমা ঘোষণা করিতেছেন, এই ভাব চৈতন্যোত্তর। রচনাভঙ্গী দীন চণ্ডীদাসের নিজস্ব।

৪২

তোমার বরণ না দেখি কখন[১]
যবে না দেখিয়ে তোরে[২]।
তুমি সে চম্পক অতি মনোহর
নিরখিতে আঁখি ঝুরে[৩] ॥
তোমার বেণীর চাঁচর চিকুর
যদি বা পড়য়ে মনে।
কাল জাদখানি আলায়্যা তখনি[৪]
দেখিয়ে[৫] মনের সনে ॥
যবে মনে পড়ে শ্রীমুখমণ্ডল
নিরখি গগনশশি।
তার পানে চায়্যা দেখি নিরখিয়া
তবে নিবারণ বাসি ॥
তোমার চঞ্চল নয়ান সজল[৬]
সেই সদা পড়ে মনে।
তবে মনে[৭] দেখি নিবারণ হেতু[৮]
খঞ্জন পাখিয়া[৯] সনে ॥
চণ্ডীদাসে কয়[১০] হেন মনে লয়[১১]
শুন রসময় কান[১২]।
দুই এক দেহ অতি বড় লেহ
তবে সে কার কি মান[১৩] ॥

সা-প, ৯৬৭, ২৭ পদ।

নী ৭৬১। দী ৭৪০ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। অতি অনুপম, ২। তোয়, ৩। আঁখি রোয়, ৪। এলাইয়ে দেখি, ৫। আপন, ৬। তোমার নয়ন চঞ্চল সঘন, ৭। তবে পূরে মন, ৮। দেখি নিবারণ, ৯। পাখীর, ১০। চণ্ডীদাস কহে, ১১। লয়ে, ১২। কানু, ১৩। তবে সে কাসনে মনে। চণ্ডীদাস "দুই একদেহ" বলিতেছেন। তাঁহার ভাষা দীন: কেন না, "তবে মনে দেখি, নিবারণ হেতু, খঞ্জন পাখিয়া সনে" লিখিয়া তিনি বলিতে চাহেন যে, কৃষ্ণ যখন রাধার চঞ্চল নয়ন স্মরণ করেন, তখন খঞ্জন পাখী দেখিয়া তাঁহার মনকে প্রবোধ দেন।

৪৩

রাধা নাম বিনে[১] আন নাহি মনে[২]
দেখি ও[৩] রাধার রূপ।
আনন্দ লহরী উঠে কত বেরি
অমিয়া রসের কূপ॥
জুড়ায় মদন সো চান্দ বদন
তিলে কত সুখ মানি[৪]।
তবে সে জুড়ায়[৫] চলনে নয়ান[৬]
সফল করিয়া মানি[৭]॥
তোমা হেন ধনে[৮] থুব কোনখানে
শুনহ সুন্দরি রাই।
নিশি দিশ তুয়া[৯] ধিয়াই অন্তরে
আন কিছু মনে নাই॥
স্বপনে নিশিতে ঘুমাই যখন
তোমারে দেখিতে[১০] থাকি।
নিদে অচেতন দেখিতে দেখিতে
মেলি ত যখনে আঁখি[১১]॥
চাহিতে তখন স্বপন আপন
কখন ইহাই নয়।
তখনি উঠিয়া বিরলে যাইয়া
অধিক ঘোষণা হয়॥
চণ্ডীদাসে বলে[১২] ঐছন পিরিতি
জগত পূরিত হল।
দুহার পিরিতি আরতি শুনিতে
তবে সে আনন্দ ভেল[১৩]॥

সা-প, ৯৬৭, ২৮ পদ।

নী ৭৬২। দী ৩১৮ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। রাধা বিনে আর, ২। আন নাহি ভায়, ৩। সে, ৪। তবে সে জুড়ায়, দেখিয়া বরণ, মদন মোহিত মানি, ৫। জুড়ায়ে, ৬। চপল পরাণ, ৭। জানি, ৮। ধন, ৯। তোমা, ১০। দেখিয়ে, ১১। তখনি মিলয়ে আঁখি, ১২। কহে, ১৩। সবে আনন্দিত ভেল। রাধার প্রেমের মহিমা শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করিতেছেন—ইহা শ্রীচৈতন্যোত্তর ভাব। ভাষা অর্দ্ধস্ফুট। যথা—"চাহিতে তখন, স্বপন আপন, কখন ইহাই নয়। তখনি উঠিয়া, বিরলে যাইয়া, অধিক ঘোষণা হয়॥" দীন ভাষা।

৪৪

রাই বিনে মনে সকলি আন্ধার
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।
তবে রসময়ী[১] যবে নাহি দেখি
মরমে মরিয়া থাকি ॥
তোমার পিরিতি সুখের অবধি[২]
তো বিনে নাহিক আন।
তুয়া সাধে রাধে পীত বাস নিল[৩]
পরিধান করি গান[৪] ॥
তোমার মহিমা ও রস গরিমা[৫]
রাধা সে[৬] আখর ছুটি।
মহামন্ত্র করি[৭] করে ধরি[৮] ধরি
নিরবধি জপি কোটি ॥
রাধা বিনে যত সকল অনর্থ[৯]
সেহ সকলি নৈরাশ[১০]।
তুমি তন্ত্র মন্ত্র তুমি সুধাকর
তুমি উপাসনা বাস ॥
চণ্ডীদাস বলে বড় অদভুত
তুহার মরম যত[১১]।
কেবা ইয়ে[১২] তত্ত্ব বুঝিবে বেকত
যার আছে রস[১৩]চিত ॥

সা-প, ৯৬৭, ২৯ পদ।

নী ৭৬৩। দী ৩১৯ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। তোরে রসময়ই, ২। আরতি, ৩। পীতের বসন, ৪। পরিয়ে করিয়ে গান, ৫। ও সুখ গরিমা, ৬। রাধার, ৭। হামারি মন্ত্রে, ৮। করে কর, ৯। সে সব নৈরাশ, ১০। আশবাস তুয়া পাশ, ১১। দোঁহার মহিমা রীত, ১২। ইহা, ১৩। রসে। "তুয়া সাধে রাধে, পীত বাস নিল, পরিধান করি গান," অথবা পাঠান্তরে "তুয়া সাধে রাধে, পীতের বসন, পরিয়ে করিয়ে গান"—শ্রীচৈতন্যোত্তর ভাব; অর্দ্ধস্ফুট ভাষায় ইহার প্রকাশ দীন চণ্ডীদাসের রচনা।

৪৫

রাধা কহে শুন রসিক নাগর
পিরিতি বিষম বড়ি।
পিরিতি করিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া
কেমনে রহিব ছাড়ি॥
নিশি পোহাইল দিবস হইল
মন্দিরে চলিয়া যায়।
শাশুড়ী ননদি উঠিয়া বৈঠব
তুরিতে তাম্বুল খায়॥
চূড়ার বন্ধন আলায়্যা পড়্যাছে
বান্ধহ যতন করি।
শ্রীমুখমণ্ডল মলিন হয়্যাছে
আহা মরি মরি মার॥
হাসিয়া নাগর মুখে কর দিয়া
মুছিতে লাগিল কানু।
অতি প্রিয় তথা পড়িছিল সে যে
লইল মোহন বেণু॥
নিল পীত বাস পরিতে পরিতে
চলিলা নাগর রায়।
হাসিয়া নাগর চতুর শেখর
রাধার পানেতে চায়॥
চণ্ডীদাস বলে শ্যাম চলি গেলা
আর দশা উপজিল।
শুন সুনাগর কি হবে রাধার
ইহার উপায় বল॥

সা-প, ৯৬৭, ৩০ পদ, ক. বি. ২৯২, ২৯৫।

দী ৩৯১।

গদ্যময় কবিতা দীনের রচনা। দীন চণ্ডীদাস মিলের অনুরোধে কেমন অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেন, তাহা "মন্দিরে চলিয়া যায়"এর সঙ্গে "তুরিতে তাম্বুল খায়" লেখা হইতে বুঝা যায়।

৪৬

শ্যাম কহে পুন[১] রাধা[২] বিনোদিনি
তুলিয়া বদন[৩] চাহ।
হরষ[৪] বদনে হাসি নিরখিত[৫]
আমারে বিদায় দেহ ॥
ও[৬] বোল শুনিতে বৃষভানুসুতে
পুলকে প্রমোদ[৭] অঙ্গ।
আর কি সুজন শুনব বচন
করিবে[৮] রসের রঙ্গ ॥
গদ গদ বোলে অতি প্রেম ছলে
কহে বিনোদিনী রাধা।
কি বলিব আমি তোমার চরণে
সকল[৯] হইল বাধা ॥
মুখে না নিঃসরে তোমারে যাইতে[১০]
কি বলিব মুখে[১১] বাণী।
বলহ আমারে কি বোল বলিব
কহিতে নাহিক জানি ॥
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
সদাই বেড়িয়া থাকি।
তাহে যেতে চাহ হেন কথা কহ
শুনহ কমলআঁখি ॥
তুরিত[১২] তখন করিল[১৩] গমন
শ্যাম সুনাগর রায়।
ঐছন পিরিতি করি গতাগতি
দীন[১৪] চণ্ডীদাসে গায় ॥

সা-প, ৯৬৭, ৩১ পদ, ক. বি. ২৯৫।

নী ৯৩। দী ৪০০ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। শুন, ২। রাই, ৩। বদনে, ৪। সরস, ৫। নিরখিয়া, ৬। এ বোল, ৭। পুলকে স্বেদ অঙ্গ, ৮। কবির, ৯। সকলি, ১০। বলিতে, ১১। আমি, ১২। তুরিতে, ১৩। করিলা, ১৪। দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়, (ক. বি. ২৯৫ তে দীন ভণিতা আছে)। পাঠান্তরে 'দ্বিজ' থাকিলেও এটি দীনের পদ; কেন না, তিনি ছাড়া আর কে কৃষ্ণের বিদায় প্রার্থনায় রাধার "পুলকে প্রমোদ অঙ্গ" লিখিবেন? আর কেই বা

'রাধা'র সহিত মিল জুটাইবার জন্য "কি বলিব আমি তোমার চরণে সকল হইল বাধা" বলিবে? "চরণে বাধা" বলিতে তিনি বুঝাইতেছেন যে, তোমার চরণ পাইবার কালে সব বাধা আসিয়া জুটে।

৪৭

প্রভাত হইল সভাই জাগিল
গুরু গরবিত জনা[১]।
গৃহকাজ যত সব সমাধিয়া
আপন পথে আনাগোনা॥
গৃহমাঝে গিয়া দেখিয়া লইয়া[২]
শ্যামের চূড়ার মালা।
নীল অতসীর ফুল তাহে ছিল
তা দেখি উজিল[৩] জ্বালা॥
আর কাল জাদ তা দেখি বিষাদ
উঠিল বিরহ আগি।
নয়ান অঞ্জন মুছিল তখন
হইয়া বিরহ রাগি॥
ক্ষেণে ক্ষেণে শ্যাম[৪] পথ পানে চায়
গৃহে যে[৫] নাহিক মন।
কখন হরষ কখন বিরস
কি বলিতে কিবা কন॥
কলরব শুনি[৬] রাই বিনোদিনী
গবাক্ষে বদন দিয়া।
চণ্ডিদাস বলে[৭] কানু হেন ধন[৮]
তুরিতে দেখহ গিয়া॥

সা-প, ৯৬৭, ৩২ পদ।

নী ৯৪। দী ১১৩।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। গুরুবিত জনা (ছন্দপতন হয়, অর্থও হয় না), ২। দেখি এল ধেয়া, ৩। হইল, ৪। খেলে শ্যাম রায় (একেবারে অসংলগ্ন ও অর্থহীন পাঠ), ৫। গৃহ-কাজে, ৬। "কলরব শুনি"র পূর্বে অতিরিক্ত আছে—

সময় হইল গোঠে যায় পাল
মনেতে পড়িয়া গেল।
পুরুষ রঙ্গেতে করিতে বেকত
তাহার লাগিয়া ভেল॥

"কলরব" স্থলে কলকল, ৭। কহে, ৮। কানু হেমমালা।

দীন চণ্ডীদাসের ভাষার বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় "আগি"র সহিত "হইয়া বিরহ রাগি" মিল করায়। রাগি বলিতে এখানে কি অনুরাগী বুঝাইবে? বিরহে আবার অনুরাগ কি?

গোষ্ঠ

৪৮

ব্রজরাজ-বালা রাজপথ আলা[১]
লইয়া ধেনুর পাল।
সঙ্গে সখাগণ ভেয়্যা[২] বলরাম
শ্রীদাম সুদাম ভাল॥
সুবল সাঙ্গাত তার কান্ধে হাত
আরোপি নাগররাজে[৩]।
হাসিতে হাসিতে সঙ্কেত বাঁশীতে
এ দুই আখর বাজে[৪]॥
এ কথা আনেতে না পারে বুঝিতে
সুবল বা কিছু জানে[৫]।
হৈ হৈ বলি রাজপথে চলি
গমন করিছে বনে॥
গবাক্ষে বদন দিয়া প্রেমময়ী
রূপ নিরীক্ষণ করে।
দোঁহার নয়ানে নয়ানে মিলল
হৃদয়ে হৃদয় ধরে॥
হেরিতে শ্রীমুখ মণ্ডল বিদ্যুত[৬]
বিভোল[৭] হইল রাধা।
এহেন সম্পদ বনে পাঠাইতে
তিলেক নাহিক[৮] বাধা॥

কেমন যশোদা মায়ের পরাণ-
পুতলি ছাড়িয়া দিয়া।
কেমনে রয়্যাছে গৃহ মাঝে বসি
চণ্ডিদাসে বলে[৯] ইহা॥

সা-প, ৯৬৭, ৩৩ পদ।

নী ৯৫। দী ১১৪ পৃঃ।

পাঠান্তর : নীলরতন—১। আইলা, ২। ভাই, ৩। নাগর রায়, ৪। গায়, ৫। সুবল কিছু সে জানে, ৬। মণ্ডল সুন্দর, ৭। বেঘিত, ৮। না করে, ৯। কহে।

দীন চণ্ডীদাস না হইলে আর কে "রাধার" সহিত "বাধার" মিল করিয়া,পরে ভণিতাংশে "দিয়া"র সহিত "ইহা" মিলাইবেন ?

৪৯

বরণ[১] হেরিয়া গদগদ হয়্যা
কহে বিনোদিনী রাই।
শুন গো সজনি হেন মনে গুণি[২]
আন ছলে পথে যাই॥
হেরি শ্যামরূপ নয়ান ভরিয়া
আঁখির নিমিখ নয়।
এক আছে দোষ গুরুজন রোষ
তাহাই বাসিয়ে ভয়॥
আঁখির পুতলি তার মাঝে মণি
যেমন খসিয়া পড়ে।
শিরিষ কুসুম দেখিয়ে[৩] কোমল
পাছে বা গলিয়া পড়ে॥
লুনির অধিক শরীর কোমল
বিষম ভানুর তাপে।
তাহাতে যে অঙ্গ[৪] গলিয়া পড়িব
ভয়ে সদা তনু কাঁপে॥
কেমন যশোদা নন্দঘোষ পিতা
পুতলি দিয়াছে ছাড়ি।[৫]
কেমনেতে[৬] আছে গৃহ মাঝে বসি
এ হিয়া বিষম বড়ি॥

ছারখার হোক এহেন সম্পদ
অনলে পুড়িয়া যাকু।
এহেন ছায়ালে ধেনু নিয়োজিয়া
কত সুখ পায় পাকু॥
চণ্ডিদাসে বলে শুন ধনি রাধা
সকল গোপত মানি।
কোন কোন ছলা কিসের কারণে
আমি সে সকল জানি॥

সা-প, ৯৬৭, ৩৪ পদ।

দী ১১৫ পৃঃ।

পাঠান্তর : দী—১। বদন, ২। গণি, ৩। জিনিয়া, ৪। জানি বা ও অঙ্গ, ৫। হেন সম্পদ ছাড়ি, ৬। কেমনে হৃদয় ধরিয়া আছয়।

৫০

সই, হের দেখ না আসিয়া[১]।
আমার নাগর রসের সাগর
করেতে মুরলী লয়্যা॥
ঐ যায় কানু রাম বাম পাশে
সুবলের কর ধরি।
রাই সে নাগরে[২] মরম সখীরে
দেখায়ে অঙ্গুলি ঠারি॥
বিনোদ চূড়াটি ঝলমল করে
বেড়িয়া কুসুমদাম।
তার মাঝে মাঝে মুকুতা দু সারি
সাজে অতি অনুপাম॥
মউর শিখণ্ড বিনি বায়ে হেদে
হেলন দোলন করে।
দেখি মোর মন[৩] নয়ন চকোর
পিতে চাহে সুধাকরে॥
কিবা সে দুই[৪] নয়ান নাচনি
কটাক্ষ ভঙ্গিমে চায়।
চঞ্চল[৫] পরাণ স্থির নহে মন
সদা মন আছে তায়॥

চণ্ডীদাস দেখি[৬] মোহিত হইলা
নটবর বেশ দেখি।
হেন মনে করি রূপের মাধুরি
সদাই দেখিয়া থাকি॥

সা-প, ৯৬৭, ৩৫ পদ।

নী ৯৭। দী ১১৬ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। সই, হের না দেখসিয়া, ২। রাই স্থনাগরী, ৩। তা দেখে মো মন, ৪। কিবা ভুরু দুই, ৫। চপল, ৬। হেরি।

৫১

কি[১] বোল বলিব মায়।
তিলে দয়া নাহি তাহার শরীরে
এ কথা কহিব কায়॥
মায়ের পরাণ এমতি ধরল[২]
তিলে[৩] দয়া নাহি চিতে।
এমন[৪] নবীন কুসুম বরণ
বনে নাহি পাঠাইতে॥
কেমনে ধাইব[৫] ধেনু ফিরাইব[৬]
এহেন নবীন তনু।
তথি খরতর বিষম আতপ
গগনে প্রখর ভানু॥
বিপিনে বেকত ফণী কত শত
কুশের অঙ্কুর তায়।
ও রাঙ্গা চরণে ছেদিয়া ভেদিবে
মোর মনে হেন[৭] ভায়॥
আর এক আছে কানুর আরতি
জানি বা ধরিয়া লয়।
সঘনে সঘনে হয় মোর মনে
সদাই উঠয়ে ভয়॥

চণ্ডীদাসে কয় না বাসিহ ভয়
সে হরি জগতপতি[৮]।
তারে কোন জন করয়ে[৯] তাড়না
এমন না দেখি কতি ॥[১০]

সা-প, ৯৬৭, ৩৬ পদ এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের পুথি।

নী ৯৮। দী ১১৭ পৃঃ।

পাঠান্তর: ১। সই, কি আর বলিব মায়—নী, ২। ধরণ—নী, ৩। তার দয়া, ৪। এহেন—সজনী পুথি, ৫। ধাইবে—সজনী, ৬। ফিরাইবে—সজনী, ৭। ইহা—সজনী, ৮। পরি—নী (বোধ হয় ছাপার ভুল), ৯। করিব—সজনী, ১০। জগতে আছয়ে কতি—সজনী; নাহি হেন দেখি কতি—নী।

৫২

শুন গো সজনি সই।
কেমনে রহিব কানু না দেখিয়া
নিশি দিশি হেদে রোই ॥
হের দেখ রূপ নয়ান ভরিয়া
করেতে মোহন বাঁশি।
হাসিতে ঝরিছে প্রবাল[১] মাণিক
সুধা ঝরে কত রাশি ॥
হেন মনে করি আঁচল ঝাপিয়া[২]
যতন করিয়া রাখি[৩]।
জানি[৪] কোন জনা ডাকা চুরি দিয়া
পাছে লয়া যায় সখি ॥
এ রূপ লাবণ্য কোথায় রাখিতে
মোর পরতিত নাই।
হৃদয় বিদারি পরাণ যেখানে
সেখানে কর্যাছি ঠাঁই ॥
সভার গোচর নহেত বেকত[৫]
রাখিব যতন করি।
পাছে দেই সিঁদ যবে যাই নিদ
কেহ বা করয়ে চুরি ॥

চণ্ডীদাস কহে এহেন[৬] সম্পদ
গোপনে রাখিবা বটে।
আছে কত চোর তার নাহি ওর
আমার পাঁজর কাটে[৭] ॥

সা-প, ৯৬৭, ৩৭ পদ।

নী ৯৯। দী ১০৮ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। মতিম, ২। থাপিয়া, ৩। আঁচলে ভরিয়া রাখি, ৪। পাছে, ৫। নাহি করে কত (অর্থ হয় না), ৬। হেনক, ৭। জানি সিঁদ দিয়া কাটে ॥

৫৩

শুন শুন শুন আমার বচন
কহিছে মরম সখী।
আঁখি আড় কভু না কর[১] তাহারে
শুনহ কমলমুখি ॥
রাই বলে বড় আছে অই ভয়
পরাণে নাহিক[২] স্থির।
মনের বেদনা বুঝে কোন জনা
এ বুক মেলয়ে চির ॥
স্বতন্তর[১] নই এ রূপ যৌবন[৩]
তাহার আছয়ে ডর।
তেন বেড়াজালে শফরি সলিলে
তেমতি আমার ঘর ॥
নহিলে শ্যামেরে[৪] লয়া[৫] কুতূহলে
হেরিতাম[৬] বদন সদা।
সভার মাঝারে সব জন বলে[৭]
কুলকলঙ্কিনী রাধা[৮] ॥
শ্যামের[৯] কলঙ্ক পরিবাদ যত
আভরণ[১০] কর্যা নিলু।
তত দিনে[১১] যত পাড়ার পড়সি
তাতে জলাঞ্জলি দিনু ॥

চণ্ডিদাস কয় সে শ্যাম তোমার
তুমি সে তাহার প্রিয়া।
মিছাই রবন[১২] লোকের বচন[১৩]
আমি ভাল জানি ইহা॥

সা-প, ৯৬৭, ৩৮ পদ।

নী ১০০। দী ১১৯ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। হও, ২। না হয়, ৩। গুরু পরিজনা, ৪। শ্যামের, ৫। অতি, ৬। হেরি ও (বোধ হয় ছাপার ভুল, ঠিক পাঠ—হেরিতু), ৭। কুলকলঙ্কিনী, ৮। সব জন বলে রাধা, ৯। সে সব, ১০। সৌরভ করিয়া, ১১। এত দিন যত, ১২। বচন, ১৩। সূচনা।

৫৪

গদগদ[১] প্রেমে রূপ নিরখিতে
প্রেমরসময়ী রাই।
কানুর মরমে রাধার মরমে[২]
পশিয়া রহিল দুই[৩]॥
ইঙ্গিত কটাক্ষে কহিয়া চলিল[৪]
রসিক নাগর কান[৫]।
মথুরা নগরে[৬] বিকি অনুসারে
সাধিতে রসের দান॥
দুহে ঠারাঠারি আঁখি ফিরাফিরি
গোঠেতে গমন কেল[৭]।
হৈ হৈ বলি চলে বনমালি
ধেনু লয়্যা চলি গেল[৮]॥
সব ব্রজবালা করি নানা খেলা
গোঠে মাঠে চলি যায়।
কানু আন ছলে মথুরার পথে
দীন[৯] চণ্ডীদাসে গায়॥

সা-প, ৯৬৭, ৩৯ পদ।

নী ১০২। দী ১২১ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। বিদগধ প্রেম, ২। নয়নে, ৩। সঁপিয়া পশিলা দুই,

৪। তরল চাহনি, ৫। দোঁহে দোঁহা দোঁহে রীত (মানে হয় না), সঙ্কেত বেকত, আন নাহি জানে, গোঠেতে চলিলা চিত ॥ ৬। মথুরার পথে, ৭। কেলি, ৮। গেলা চলি, ৯। দ্বিজ।

৫৫

শ্রীদাম সুদাম আর বলরাম
সুবলে চলিয়া গেলা।
ইঙ্গিত বুঝিয়া[১] সুবল সাঙ্গাতে[২]
পাতিতে দানের ছলা ॥
কদম্ব কানন চলিলা সঘন
ধেনুগণ নিয়োজিয়া।
চলিলেন শ্যাম অতি অনুপাম
রায়ের পথে না গিয়া[৩] ॥
তু সারি কদম্ব তরুর[৪] মাঝারে
বসিলা রসিক রায়।
মধুর মুরলী পূরিলা তখনি
আন ছলে কিছু গায় ॥
নটবর বেশ নাগর শেখর
দানছলে আছে বসি।
ক্ষেণেক ক্ষেণেক রাই-পথ চায়া
পূরত মোহন বাঁশী ॥
চণ্ডীদাস বলে[৫] তুরিত গমন
কর রসময়ী রাধে।
তোমার কারণে বসি বিনোদিয়া
গোষ্ঠ রসের সাধে[৬] ॥

সা-প, ৯৬৭, ৪০ পদ।

নী ১০৩। দী ১২১ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। জানিয়া, ২। বুঝিল, ৩। মথুরার পথে, চলে যদুনাথে, রাজপথখানি বেয়া ॥ ৪। তরুবর মাঝে, ৫। কহে, ৬। গোঠরস করি সাধে।

দান

৫৬

রাই সুনাগরি প্রেমেতে[১] আগরি
সঙ্কেত পড়িল মনে।
বড়ায়েরে ডাকি কহে চন্দ্রমুখি
যাইব মথুরা পানে॥
আনি গোপিগণ যূথের মিলন
চল চল যাব বিকে।
দধির পসরা সাজাহ তোমরা
বিলম্ব না সহে মোকে॥
সব গোপিগণ চলিলা ভবন
সাজিলা পসরা থোই[২]।
ঘৃত ছেনা দুধ সে ঘোল বিবিধ
ভাণ্ডে সাজাইল[৩] দোই॥
সোনার গাগরি বসায়া[৪] দু সারি
উড়নি বিচিত্র তাথে[৫]।
করে অতি শোভা জিনি[৬] শশী আভা
বসন কালিয়া শ্বেতে[৭]॥
নানা আভরণ পরে গোপিগণ
পসরা লইয়া মাথে।
চণ্ডীদাস বলে আসি রাধা মিলে[৮]
সব গোপিগণ সাথে॥[৯]

সা-প, ৯৬৭, ৪১ পদ।

নী ১০৪। দী ১২২ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। প্রেমের, ২। সাজায়ে পশরা লই, ৩। সাজাইছে, ৪। সাজায়ে, ৫। ওড়নি বিচিত্র নেত, ৬। যেন, ৭। বরণ কালিয়া সেত, ৮। সব গোপী মিলে, ৯। সব গোপী মিলে রাধে, (বিকৃত পাঠ, একই শব্দের পুনরাবৃত্তি)।

৫৭

রাধার বেশের[১] শোভা বনাইছে
চিকুর আঁচরি চুলে।
তাহে সুগন্ধিত অগুরু চন্দন
বেড়িয়া মল্লিকা ফুলে॥

বেণীর সুছাঁদ দৃঢ় করি বান্ধে
কি কহিব তার কথা।
অতি শোভা দেখি কাল জাদ সাথী
দেখিতে হিয়াতে বেথা॥
চান্দ ঝলমল শ্রীমুখ মণ্ডল
ভালে সুসিন্দুর[২] ফোটা।
তার ধারে ধারে[৩] অলকার[৪] বিন্দু
উত্তম[৫] বিধুর ঘটা॥
নয়ানে অঞ্জন শোভে বিলক্ষণ
অধর রাতুল দেখি।
গলে গজমতি লাম্বিআছে তথি
কাঁচলি কি তার দেখি॥
নিতম্ব মণ্ডলে ঘাঘর কিঙ্কিনী
চলিতে বাজত[৬] তাল।
নানা আভরণ সাজে বিলক্ষণ[৭]
মোহিত সকল ভেল॥
সোনার বরণ তাহে নীলাম্বর[৮]
বসন শোভিত ভাল[৯]।
সোনার নূপুর চলিতে মধুর
বাজয়ে পঞ্চম তাল[১০]॥
রাই মাঝে করি চলে ব্রজনারি
পসরা লইয়া মাথে।
চণ্ডীদাস বলে রাই বিনোদিনী
চলিলা মথুরা পথে॥

সা-প, ৯৬৭, ৪২ পদ।

নী ১০৫। দী ১২৪ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। বেশে, ২। সে সিন্দুর, ৩। মাঝে মাঝে, ৪। চন্দনের, ৫। আঙ্গুলি, ৬। বাজয়ে, ৭। বিবিধ ভূষণ, ৮। তাহে আরোপিত, ৯। পীতের বসন ভালি, ১০। তালি।

৫৮

রাই বলে শুন হেদে গো বিনোদি[১]
ঘাটের জানহ পথ।
বড়াইরে রাধা কহ রস[২] কথা
বড় দেখি অনুরত[৩] ॥
আর কত দূর আছে মধুপুর
কহ না বেদনী বুড়ি।
সহজ গমনে[৪] পথ নাহি চল[৫]
চলিয়া যাইতে নারি ॥
কানু পরসঙ্গ অলপ ইঙ্গিতে
শুধাইছে যত নারী।[৬]
কহিতে কহিতে হইলা মোহিতে
কহ কহ আগো বুড়ি ॥
কহিছে বড়াই আপনা দড়াই[৭]
মাঝারে যমুনা নায়ে[৮]।
উ পার হইলে যা চাহ তা দিব[৯]
এ পারে নাহিক সে ॥
হাসি কহে রাধা বলে বাণী আধা[১০]
ও পারে কে আছে বল।
বড়াই বলিছে কহিলে কি হয়
আগে দেখাইব[১১] চল ॥
হরষ বদনি রাই বিনোদিনী
পুলকে পুন শুধায়[১২]।
সে জন কেমন কিবা তার নাম
দীন[১৩] চণ্ডীদাসে গায় ॥

সা-প, ৯৬৭, ৪৩ পদ।

নী ১০৬। দী ১২৫ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। হেদে গো বেদনি (এই পাঠই ভাল মনে হয়), ২। এক, ৩। অনুরথ (মানে হয় না, তবে "পথ"-এর সঙ্গে মিল হয়), ৪। সহজে আগল, ৫। চলে, ৬। সুধাই যতন করি, ৭। ডরাই (নিরর্থক), 'দড়াই' পাঠের অর্থ দৃঢ় করিয়া, ৮। মাঝেতে যমুনা এ, ৯। পাবে, ১০। আধা আধা, ১১। দেখাই, ১২। পুনঃ সে সুধায় তায় (গৃহীত পাঠই ভাল), ১৩। দ্বিজ।

৫৯

শুনহ বড়াই আয় গো হেথা[১]।

কহ কহ শুনি সে জন কেমন
তার পরসঙ্গ কথা॥
কোন নাম তার সে কোন দেবতা
সে কেন ঘাটেতে বসি।
বড়াই বলিছে[২] এখনি জানিবে
সঙ্গে আছে তার বাঁশি॥
বাঁশির নিসান জানিয়া তখন
হাসি বিনোদিনী রাধা।
তা সনে কিসের পরিচয় মোর
কি আর কহিব[৩] বাধা॥
সে জন চাতুরি তাহার মাধুরি
তার নাম কালা কানু।
যে চাহে তা দেই ইথে আন নাই
অতি সে রসের তনু॥
রাধা বলে শুন বড়াই বেদনি
চলিতে না চলে পা।
বড়াই কহিছে রাই পানে চায়া
তোমার রসের গা॥
বুড়ীরে কি বল যে বল সে বল[৪]
বুড়ীর নাহিক কাজ।
চণ্ডীদাস বলে গিয়া দান ছলে
ভেটহ নাগর রাজ[৫]॥

সা-প, ৯৬৭, ৪৪ পদ।

নী ১০৭। দী ১৬২ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। শুন গো বড়াই হেথা, ২। কহিছে, ৩। করহ (মানে সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়), ৪। এখানে একটি অতিরিক্ত কলি আছে,—

বুড়ীরে কি বল যে বল সে বল
বুড়ীর নাহিক লাজ।
যুবতী জনারে পরশিতে তনু
চলই দানের মাঝ॥

৫। রায়; (তার পর অতিরিক্ত)—শ্যাম সুনাগর, রসের সাগর, কদম্ব তরুর ছায়॥

৬০

প্রেমে ঢল ঢল নয়ন কমল
প্রেমময়ী ধনী রাই।
শ্যামমন্ত্রমালা[১] জপিতে জপিতে
আনন্দে চলে তথাই[২] ॥
রাই বলে শুন রসিয়া বড়াই
কত দূর মধুপুর।
নয়ান ভরিয়া তারে গিয়া দেখি[৩]
তবে মনোরথ পুর ॥
হাসিয়া বড়াই কহিছে দড়াই
ও পারে তোমার[৪] কাজ।
কেবা জানে তারে বস্যা আছে ঐ
দানী সে রসিকরাজ[৫] ॥
আমরা কংসের জোগানী হইয়া
তারে বা কিসের ডর।
চণ্ডীদাস বলে ভেটহ তুরিত[৬]
সে শ্যাম নাগরবর[৭] ॥

সা-প, ৯৬৭, ৪৫ পদ।

নী ১০৮। দী ১২৭ পৃঃ

পাঠান্তরঃ নীলরতন—১। শ্যাম চাঁদমালা, ২। চলিয়া যাই, ৩। তাকে দেখি গিয়া, ৪। দানের কাজ, ৫। তোমার কারণে, বসি আন ছলে, আছয়ে রসিকরাজ॥ ইহার পর এক কলি,—

ক্ষণে বলে রাধা ক্ষণে করে বাধা
তা সনে কিসের কাজ।
কেবা জানে তারে দানী বসিয়াছে
এই রাজপথ মাঝ॥

৬। গিয়ে মিল রাধে, ৭। সে হরি রসিকবর।

৬১

শ্যাম পরসঙ্গ কহিতে কহিতে[১]
সব সখী চলি যায়[২]।
সব সখিগণ[৩] হাসিতে হাসিতে
গমন করিছে তায় ॥

কোন সখী কয় নিকটে মথুরা
উ পারে[৪] চাহিয়া দেখ।
মেঘের বরণ দেখিলা[৫] সঘন
ক্ষেণেক এ পারে থাক ॥
বড় অদভুত দেখিয়ে বেকত
মেঘ নামে আচম্বিতে।
কি হেতু ইহার বুঝিতে না পারি
ভাবনা হইল চিতে ॥
তাহাতে বড়াই কহিছে দড়াই[৬]
মেঘের বরণ কেহ[৭]।
গোকুলে নন্দের নন্দন রয়াছে
তাহার বরণ দেহ[৮] ॥
বড়াই বচন শুনি গোপিগণ
হরষ বদনে চায়।
চণ্ডীদাস বলে বিনোদিনী রাধা
আনন্দে ভাসিল[৯] তায় ॥

সা-প, ৯৬৭, ৪৬ পদ।

নী ১০৯। দী ১২৭ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। বড়াই সহিতে, ২। কহিয়ে চলিয়া যায়, ৩। গোপী, ৪। নিকটে, ৫। দেখিয়া, ৬। ওথায়, ৭। ও নহে দেবের মেহা, ৮। দেহা, ৯। ভাসল।

৬২

রাধিকা বলেন[১] জোগাত না জানি[২]
কত বার মোরা আসি।
দান সাধে ঘাটে ঘাটিয়াল হয়্যা[৩]
কদম্বতলাতে বসি ॥
গোকুলে বসতি ইথে কি জোগাতি[৪]
কংসের জোগানি মোরা।
রাজার দুয়ারে[৫] আরজি হইয়া[৬]
ইহারে করিব ভোরা ॥
ওই সব বটি দূর পথ হৈতে
বুড়িকে কহিছে যত।

গেলে তার কাছে[৭] দানী কিবা করে
কহিব তাহার মত ॥
আরজ করিতে কংস রাজপাটে
অবিচার যদি করে।
তবে যাব মোরা রাজার গোচর
চণ্ডীদাস বলে তারে ॥

সা-প, ৯৬৭, ৪৮ পদ।

নী ১১১। দী ১২৯ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। রাধা বলে মোরা, ২। জাগাত বলিয়া (মানে কি শুল্ক আদায়কারী?), ৩। ঘটিয়া লইয়া, ৪। আরতি, ৫। হুজুরে, ৬। করিয়া, ৭। দেখি তার পাশে।

৬৩

শুন রসময়ী রাধা।
চল সব গোপী বিলম্ব না কর
কেন বা করিছ বাধা ॥
দেখ ত আগেতে[১] পসরা লইয়া
দানী কি বলে কি চায়[২]।
তবে সে সকল যা জানি করিব[৩]
যে আছে মোর হিয়ায়[৪] ॥
বড়াই বচনে যত গোপীগণে
চলিলা কদম্বতলে।
রহ রহ বলি শুন গোয়ালিনি
দানী সে ডাকিয়া বলে ॥
বহু দিন রাধে ছলিয়াছ মোরে[৫]
আজু সে পায়াছি লাগি।
যত অনুতাপে তাপিত আছিয়ে
উঠিছে দারুণ আগি ॥
চণ্ডীদাস বলে বিপাক পড়ল[৬]
ঠেকিলে দানীর হাথে।
এক আছে তাই সঙ্গেতে বড়াই
অপযশ রাজপথে[৭] ॥

সা-প, ৯৬৭, ৪৯ পদ।

নী ১১২। দী ১২৯ পৃঃ।

পাঠান্তর : নীলরতন—১। দেখ আগে হৈয়া, ২। দানী আগে কিবা চায়, ৩। জানিব কহিতে, ৪। হেন আছে অভিপ্রায়, ৫। পলাইছ সাধে, ৬। বিপাকে পড়িলে, ৭। তার মাথে।

দীন চণ্ডীদাসের ভাষা এতই দীন যে, অনেক কথাই অনুক্ত থাকিয়া যায়। কৃষ্ণ রাধার নিকট দান আদায় করিতে যাইয়া বলিতেছেন,—"আজু সে পায়াছি লাগি"—এই বার তোমাকে হাতের মধ্যে পাইয়াছি। তার পর সহসা স্বর বদলাইয়া বলিলেন,—"যত অনুতাপে তাপিত আছিয়ে উঠিছে দারুণ আগি"—ইহার অর্থ বোধ হয় এই যে, তোমাকে না পাইয়া আমার অনুতাপরূপ অগ্নিতে হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছিল।

৬৪

কানুর বচন শুনি গোপীগণ
কহিতে লাগিল তায়।
কে জানে কিসের দানের বিচার
মোর মনে নাহি ভায়॥
এই পথে মোরা করি গতায়াত[১]
কে জানে দানের কথা।
আচম্বিতে শুনি দানের বিচার
কেবা কড়ি দিবে এথা[২]॥
রাজকর মোরা গোকুলে দিয়াছি
মো সবার পতিজনা।
এখন[৩] ত পথে তরুণী যাইতে
তারে সে করহ মানা[৪]॥
দানী[৫] কহে বাণী শুন বিনোদিনী
কে তোমা রাখিতে পারে।
আজু সে লইব পসরা লুটিয়া
শুধিব রাজার করে[৬]॥
চণ্ডীদাস কহে শুন ধনি রাধে
সুখেতে করহ বিকি[৭]।
সরল বচনে আনিয়া মাখনে[৮]
বিকি কর সুধামুখি॥

সা-প, ৯৬৭, ৫০ পদ।

নী ১১৪। দী ১৩১ পৃঃ।

পাঠান্তর : নীলরতন—১। আনাগোনা, ২। হেথা, ৩। কখন, ৪। কেহ নাহি করে মানা, ৫। তাহে, ৬। কে কিবা করিতে পারে, ৭। সুখে কর কিনিবিকি, ৮। অমিয়া বচন।

৬৫

রাধা বলে শুন বেদনী[১] বড়াই
এ বড়[২] বিষম শুনি।
এ পথে জাগাত[৩] ঘাটে ঘাটিয়াল
কখন নাহিক শুনি॥
যে হয় সে হয় কারে[৪] নাহি ভয়
কহিব কংসেরে গিয়া।
তোমার জোগানি তার হেন গতি
রাখিব[৫] ধরিয়া লয়া॥
বড়াই কহিছে[৬] শুন বলি কানু[৭]
তরুণী আগুলি পথে।
এ কোন বিচার কোন[৮] ব্যবহার
বড় দোষ পাবে ইথে[৯]॥
একে সে গোয়ালা[১০] তাহাতে অবলা[১১]
ছুঁইলে কুলের ভয়।
জাতি কুল শীল মজিবে সকল
এ তোমার[১২] উচিত নয়॥
কানু কহে ভাই[১৩] শুনহ বড়াই
রাজকর লব[১৪] বুঝি।
যে হয় সে দিয়া তুমি যাহ লয়া
যতেক গোপের[১৫] ঝি॥
চণ্ডীদাসে কয় শুন রসময়
এবার ছাড়হ সভে[১৬]।
পুনর্ব্বার মোরা[১৭] ফিরিয়া[১৮]আইলে
যা হয় উচিত লবে[১৯]॥

সা-প ৯৬৭, ৫১ পদ।

নী ১১৫। দী ১৩১ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। বিনোদ, ২। বড়ই, ৩। জাগাত, ৪। কাহে, ৫। রাখিবে, ৬। বলিছে, ৭। শুন বিনোদিয়া, ৮। নহে, ৯। বড় হব অমুরথে (বোধ হয় অনর্থ অর্থে), ১০। অবলা, ১১। তাহে সে গোয়ালা, ১২। তোর, ১৩। তাই, ১৪। নিব, ১৫। গোয়ালা, ১৬। ছাড়িয়া দেহ, ১৭। পুন বাহুরিয়া, ১৮। এ পথে, ১৯। যে হয় বুঝিয়া লিহ। শব্দার্থ: জাগাত—শুল্ক আদায়কারী।

৬৬

ঠেকিনু দানীর হাথে।
বহু দিন এই পথে আসি যাই
পসরা লইয়া মাথে॥
যে বলে জগাতি[১] যায় তার জাতি
কুলেতে বজর পড়ি।
অবলা দেখিয়া যত নাট করে[২]
এই সে বড়াই বুড়ি॥
বুড়ির বচনে এ পথে আসিয়া
ঠেকিনু দানীর ঠাঞি।
কেমনে উ পারে গেলে সে আমরা
আর যে আসিব নাঞি॥
কে জানে এমন হবে পরমাদ[৩]
তবে কি আসিতাম মোরা।
হেন বুঝি কাজ কুল শীলে লাজ
এ দানী দিবেক[৪] পারা॥
দূরে যাকু বিকি ভাল এ বড়াই[৫]
ও পারে লইয়া যা।
দানীর বচন শুনি হিয়া কাঁপে
থর থর কাঁপে[৬] গা॥
চণ্ডীদাসে বলে শুন ধনি রাধে
কেন বা করিছ[৭] ভয়।
আদর পিরিতে কর বিকি কিনি
হেন মোর মনে লয়॥

সা-প, ৯৬৭, ৫২ পদ।

নী ১১৬। দী ১৩২।

পাঠান্তর : নীলরতন—১। জাগাতি, ২। যত করে নাট, আসি এই ঘাট, ৩। পরিণাম, ৪। নিবেক, ৫। ভালে ভালে বড়াই, দূরে আওবিকি (নিরর্থক), ৬। করে, ৭। করহ।

৬৭

বারাইতে[১] রাধা না পড়িল বাধা[২]
পসরা লইতে মাথে।
তবে কি এ পথে বিকি করিবারে[৩]
আসিতাম[৪] বড়াই সাথে॥
সব গোপীগণ বিরস বদন
কহিছে কান্থর পাশে[৫]।
বিকি গেল বয়্যা বেলা সে উচর
দোষ পাব গেলে বাসে[৬]॥
অবলা দেখিয়া পথের মাঝেতে
এত পরমাদ কর।
তোমার চরিত বুঝিতে না পারি
কুবুদ্ধি ছাড়িতে নার॥
রাই বলে জানি[৭] গোকুল নগরে[৮]
তোর বঙ্গ বুদ্ধি রীত[৯]।
যমুনার জলে কেহ যাতে নারে
হরহ তাহার চিত॥
কদম্ব কাননে বসিয়া থাকহ
পরিয়া কদম্বফুল।
অবলা দেখিয়া বাঁশি বাজাইয়া
হরহ তাহার কুল[১০]॥
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনি
কান্থর চরিত বাঁকা।
যমুনা যাইয়া কে ধনি আসিব
তাহার যৌবনে ডাকা॥

সা-প, ৯৬৭, ৫৩ পদ।

নী ১১৭। দী ১৩৩ পৃঃ।

পাঠান্তর : নীলরতন—১। বেরাইতে, ২। নাহি পড়ে বাধা, ৩। পশরা লইয়া, ৪। আসিথু, ৫। কাছে, ৬। অম্বুরথ হয় পাছে (অনর্থ), ৭। তুমি, ৮। গোকুলে বসতি, ৯। শুনেছি তোমার রীত, ১০। সবার হরহ কুল।

৬৮

শুনহ নাগর কানু।
কেবা সে তোমারে[১] করিয়াছে দানী
ধরিয়া মোহন বেণু॥
হাসি হাসি কহ[২] কুল নিতে চাহ
আপন বড়াই রাখ।
তিলেকে ভাঙ্গিব ঠাকুরালিপণা
ঐখানে[৩] দাড়ায়া থাক॥
কানু বলে আগে যে করিতে চাহ[৪]
তাহা আগে তুমি কর।
তোমারে এ ঘাটে[৫] তবে ছাড়ি দিব[৬]
কাহার[৭] ভরসা কর॥
কংসের জোগানি বলিয়া তোমার
বড় অহঙ্কার দেখি।
কোটি কোটি কংস করিয়াছি ধ্বংস
শুন রাই বিধুমুখি[৮]॥
রাই বলে ভাল জানিয়ে তোমারে
রাখাল হইয়া এত।
গরু না রাখিতে বাড়ি ধরি হাথে[৯]
নহে বা হইত কত[১০]॥
কানু বলে মোর এই ব্যবহার
গোধন রক্ষণ সার[১১]।
গোপের গোধন ভূষণ চন্দন
যেমন[১২] জীবিকা যার॥
পরিয়াছ গলে তুলি গুঞ্জা ফল[১৩]
গাঁথিয়া পরহ[১৪] মালা।
এ বেশে এ দেশে রমণী ভুলিব
যাহার বরণ কালা॥
বনফুল তুলি চূড়া বান্ধিয়াছ[১৫]
এই সে নাগরপণা।
যত বড় তুমি ঠাকুর বটহ
ইবে সব গেল জানা॥[১৬]

চণ্ডীদাস বলে শুন গুণনিধি
আর সে নাহিক দুখ[১৭]।
মথুরা যাইতে দেখাইব পথে[১৮]
করিতে বিকির সুখ॥

সা-প, ৯৬৭, ৫৪ পদ।

নী ১১৮। **দী** ১৩৫ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। কে তোমা এ মাঠে, ২। চাহ, ৩। আপনি, ৪। যাহাই করিবে, ৫। তবে সে তোমারে, ৬। ছাড়ি দিব আমি, ৭। যাহার, ৮। শুনহ কমলমুখি, ৯। হাতে বাড়ি করি, ১০। তবে সে হইত কত, ১১। রাখি যে ধেনুর পাল, ১২। তাহার, ১৩। পরিয়াছ মালা, গুঞ্জা আছে গলা, ১৪। পরম, ১৫। চূড়াটি বেঁধেছ, ১৬। এবে সে গেলই জানা, ১৭। অবলা না দিহ দুখ, ১৮। দেহ আন ভিতে।

৬৯

কালিয়া বরণে এত পরমাদ[১]
না ছুঁও রাধার অঙ্গ॥
কালিয়া হইবে সোনার বরণ
পরশে তোমার অঙ্গ॥
লাখবাণ সোনা মোর নিজ অঙ্গ
তুমি ছুলে কাল হব।[২]
দূরেতে থাকহ কাছে না আসিহ
মাথে দধি ঢালি দিব॥
কালিয়া বরণ নহে কোন জন
কালিয়া না বল রাধে।
কালিয়া সায়রে সিনান করিয়া
কালিয়া হইনু[৩] সাধে॥
কালিয়া বরণ এ তিন ভুবন
সবাই কালিয়া ভাবে।
কালা জপমালা কালা করে আলা
জগত জীবন লোভে[৪]॥
কালা দু আখর ভাবে ফণিবর[৫]
যোগীর ধিয়ানে কালা।
যোগ অনুরাগ রাগের অন্তর
সকলে কালিয়া সারা॥

ভব বিরিঞ্চির ভজে নিরন্তর
কালিয়া বরণখানি।
চণ্ডীদাস বলে কাল রূপখানি[৬]
যতনে পরহ ধনি ॥

সা-প, ৯৬৭, ৫৫ পদ।

নী ১১৯। দী ১৩৬ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। কালিয়া বরণে না ছুঁইও রাধার অঙ্গ, ২। কালিয়া হইয়া যাব, ৩। হয়েছি, ৪। লবে, ৫। কাল দু আঁখির ভাঙ ভঙ্গিমার, ৬। ডাকি কুতূহলে।

৭০

কালিয়া বরণ ধরিলে যতনে
মোহন[১] নয়ান পরে।
নয়ন[২] উপরে ধর কাল[৩] তারা
কাটিয়া ফেলহ দূরে[৪] ॥
লোটন বন্ধন কুন্তল[৫] কালিয়া
তাহা ধরিয়াছ রাধে[৬]।
কাল জাদ কাল তাহা কি কারণে[৭]
পরিয়াছ নিজ সাধে ॥
নয়ানে পরিলে কাজর কালিয়া
মুছিয়া করহ দূরে।
হিয়ার কাঁচলি কালিয়া বরণ
কেন বা পরহ তারে[৮] ॥
ভাঙ ভুরু[৯] দুটি উপরে ধরিলে
অঙ্গের বসন কাল।
নিরবধি ভর যমুনার নীর
তাহা হয় আর কাল ॥[১০]
তোমার অঙ্গের নব নীল বাস
তাহা বা পরিলে কেনে।
এ সব চাতুরি অপার রচনা
চণ্ডীদাস ইহা জানে ॥

সা-প, ৯৬৭, ৫৬ পদ।

নী ১২০। দী ১৩৭ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। মেলহ, ২। পুথলি, ৩। ধরহ কালিয়া, ৪। তার তেন মুছি ছুটি, ৫। কুণ্ডল, ৬। তাহা বা পরেছ রাধে, ৭। তাহা কেনে ধনি, ৮। কেন বা ধরেছ ওর, ৯। ভুজ, ১০। তাহা নিতি আন ভাল, ১১। দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে।

৭১

তুমি সে যেমন জানিয়ে আমরা
রাখাল হইয়া বনে।
গোপের গোধন করহ রক্ষণ[১]
বুলহ[২] রাখাল সনে॥ ১
একদিন বনে ধেনু[৩] হারাইয়া
কান্দিয়া বিকল তুমি।
সে সব পাসর[৪] নাহি মনে পড়ে
সকল জানিয়ে আমি॥ ২
এক দিন মায় বান্ধিল তোমায়[৫]
দড়ি দিয়া[৬] উদূখলে।
কান্দিয়া বিকল বালক সকল
তাহা মনে পাসরিলে[৭]॥ ৩
নবনী কারণে বান্ধিয়া যতনে
রাখিল নন্দের রাণী।
দেখ্যাছি বিকুলি শুন বনমালি[৮]
তাহা সে সকল জানি॥ ৪
ইবে ঘাটে বসি হয়্যাছ জগাতি
তরুণী আগুল্যা রাখ।
ইবে[৯] সে জানিবে যত বড় দানী
কখন নাহিক ঠেক॥ ৫
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিনি
সুখেতে করহ বিকি।
যে হয় উচিত দান দিয়া সভে[১০]
চল যাব[১১] যত সখি॥ ৬

সা-প, ৯৬৭, ৫৭ পদ।

নী ১২১।
৪১

পাঠান্তর : নীলরতন—১। রাখহ বাগাল, ২। বোলহ (ইহা ভুল ; কেন না, ইহার অর্থ কথাবার্ত্তা বল ; পুথির পাঠ 'বুলহ,' উহার অর্থ ভ্রমণ কর), ৩। সুরভি হারায়ে, ৪। পাশরি, ৫। পায়ে দড়ি দিয়ে, ৬। রেখেছিল, ৭। তাহ' বা পড়য়ে মনে, ৮। হইছ পাচেলি। পঞ্চম কলির প্রথম অংশ নীলরতনবাবু দেন নাই। ৯। এবে, ১০। দান সমাধিয়া, ১১। যাহ (কিন্তু 'যাব' পাঠই ভাল ; কেন না, দীন চণ্ডীদাস সখীদের মধ্যে নিজেকে গণনা করিতেছেন)।

৭২

শুন ধনি রাধা রূপের গরব
না কর আমার পাশে।[১]
গুণ নাহি যার কিবা রূপ তার
সে রূপ গুণিয়ে কিসে[২] ॥
দেখিতে সুন্দর সোনার বরণ
যেমন শোনের ফুল।
রূপ আছে তার[৩] গুণ নাহি যার[৪]
ফেলায় করিয়া দূর ॥
কেহ নাহি পরে নাহিক সুগন্ধ[৫]
তাহার ঐছন রীতে।
নির্গুণে কে করে গুণকে আদরে[৬]
বুঝহ আপন চিতে ॥
তালফল যেন দেখিতে সুন্দর
খাইতে লাগয়ে তিতা।
কটার বরণ নহে সুশোভন
কি কহ রূপের কথা ॥
চণ্ডীদাস বলে শুন বিনোদিয়া[৭]
দুঁহার আরতি রীত।
কে ইহা বুঝিব কাহার শকতি
দুহুঁ সে দুঁহার চিত ॥

সা-প, ৯৬৭, ৫৮ পদ।

নী ১২২।

পাঠান্তর : নীলরতন—১। কাছে, ২। শুন কহি তোর কাছে, ৩। তাথে, ৪। তার, ৫। নাহি বাস বন্ধ, ৬। আদর, ৭। বিনোদিনী।

৭৩

রাধা বলে তুমি হইয়াছ দানী[১]
বলহ কি নিতে চাহ।
যা চাও[২] তা দিব আন না করিব[৩]
সবারে ছাড়িয়া দেহ॥
কানু বলে ভাল বলিলে আমারে
বুঝহ আমার কাছে।
উচিত হইলে তাহা দিয়া যাবে
অনেক কথা হয় পাছে॥
অমূল্য রতন নিব ত এখন
বেণীর এই ত[৪] দান।
এক লাখ নিব ইহার উচিত
ইহাতে নাহিক[৫] আন॥
সিথার সিন্দুর দুই লাখ নিব
নাসার বেসরে রাই।
তিন লাখ নিব মুকুতার দান
যাহার[৬] উপমা নাই॥
হাসিরস রসে[৭] পাঁচ লাখ নিব[৮]
তখনি লব সে গুণি[৯]।
যাহার হাসির মিশালে পড়য়ে
মণি মাণিকের কণি॥
কহে চণ্ডীদাস শুন রসময়
এত কি দানের লেখা।
এ ঘাটে তরুণী গোপের রমণী
ধন[১০] কি পাইব দেখা॥

সা-প, ৯৬৭, ৬০ পদ।

নী ১২৪। দী ১৪০ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। কত চাহ দান, ২। যা নিবে, ৩। নাহি ভাঙ্গাইব, ৪। যে হয়, ৫। ইহাতে না হয় আন, ৬। বেশের (নিরর্থক), ৭। হাসির সোসর, ৮। পাঁচ লাখ পর, ৯। নিব সে এখনি গণি, ১০। আর।

৭৪

কাঁচলির লব[১] দশ লক্ষ টাকা
হারের বিংশতি লক্ষ।
যত দান চাই মনে মনে রাই
ভাবিয়া করহ ঐক্য[২] ॥
নিতম্ব মণ্ডল সাত লক্ষ পাব[৩]
নূপুরে সহস্র পর।
বরণের নিব[৪] অমূল্য রতন
বিশ লক্ষ শশধর[৫] ॥
নীল বাস পর শোভিত সুন্দর
ইহা বা কিসের লেখা।
দশ লাখ নিব কে তোমা রাখিব
পায়্যাছি তোমার দেখা ॥
কিঙ্কিণী নূপুর কোটি লাখ পর[৬]
যাহার উপমা নাই।
যত হব[৭] লেখা নাহি যায় রাখা
লইব তোমার ঠাঁই ॥
এত শুনি রাধা কহে বাণী[৮] আধা
রসিক নাগর পাশে।
এত কিবা সহে দানীর বিচার
কহে তাহে[৯] চণ্ডীদাসে ॥

সা-প, ৯৬৭, ৬১ পদ।

নী ১২৫। দী ১৪১ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। কড়ি, ২। নয়ানের কোণে, আছে কত ধন, বঙ্কিম যার কটাক্ষ॥ (এই পাঠ অতি সুন্দর), ৩। নিব, ৪। (এই জায়গায়…চিহ্ন আছে), ৫। যাহার নাহিক ওর, ৬। নিব, ৭। হয়, ৮। আধা, ৯। দ্বিজ।

৭৫

হাসিয়া হাসিয়া বড়াই রসিয়া
ধরিল[১] রাধার করে।
হাসি নিরখিয়া[২] রাই পানে চায়া
হরষে কহিছে তারে ॥

কত সুধা নিধি আমার আঁচলে
করে সে পরশি লহ।
কিবা চাহ দান রসাল মিশান
আসি ভাঙ্গাইয়া লেহ॥
এক লক্ষ শত[৩] হাতে গুণি পাবে
বচন অমিয়া বাণি।
আর লক্ষ লক্ষ চাহনি মধুর
লেহ ত আসিয়া গণি॥
আর কোটি লক্ষ অধর মধুর[৪]
দেখই সুন্দর ফলে[৫]।
জগতে নাহিক যার সমতুল
দিতে নাহি যার মূলে॥[৬]
অমূল্য ভাণ্ডার যে পায় জগতে[৭]
সে বুঝে হয় লাভ।[৮]
চণ্ডীদাস কয়[৯] যে বল সে হয়
কেমতে বুঝিব ভাব॥[১০]

সা-প, ৯৬৭, ৬২ পদ।

নী ৩২৬। দী ১৪২ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। ধরিয়া, ২। হাসনি রসিয়া, ৩। এক শত লাখ, ৪। লেহ ত অধর, ৫। সুন্দর কনক ফুলে, ৬। যার নাহি তুল, তার সমতুল, যার নাহি দিতে মূলে, ৭। লেহ ত জাগাত, ৮। বুঝিলে যে হয় লাভ, ৯। বলে, ১০। এ কত বুঝিয়ে ভাব।

৭৬

কি চাহ নাতিয়া বচন শুনহ
নাগর রসিয়া নাতি।
নাতিনী মিলাব[১] ধন বিলাইব
লেহ ত আঁচল পাতি॥
হাসিয়া হাসিয়া বড়াই তখন[২]
কহিছে রাধার ঠাঁই।
কি বলে[৩] নাতিয়া দেখহ চাহিয়া[৪]
শুনহ সুন্দরী রাই[৫]॥

কুলশীলপনা নিতি নিতে চাহ[৬]
শুনহ নাতিয়া দানী[৭]।
তার কিবা ভয় কিসের সংশয়
এই কর বিকিকিনি ॥
অমূল্য রতন যাহার বচন
কি তার[৮] লোকের ভয়।
যে চাহে তা দিয়ে ইথে[৯] আন নহে
মেন মোর মনে লয়[১০] ॥
রাই পানে চায়া বুড়ি কোন ছলে
কানে কানে কহে কথা।
বাড়ি হাতে করি শ্যাম বরাবরি
যাইয়া নাড়য়ে মাথা ॥
নাতিনি নাতিয়া দিবসে মিলায়া[১১]
এই সে ভাবিয়ে ভালি[১২]।
সে রস পরশে[১৩] সুখের লালসে
করহ সুখের[১৪] কেলি ॥
চণ্ডীদাস সুখী এ কথা শুনিয়া
শ্যামের বাজারে বিকি।
হরষ বদনে পসরা মাথায়ে
হাসি মুখ[১৫] সব সখি ॥

সা-প, ৯৬৭, ৬৩ পদ।

নী ১২৭। ১৪২ পৃঃ।

পাঠান্তর : নীলরতন—১। শুনহ রসিক নাতি, জাতি মিলায়ব, ধন বিলায়ব, ২। রসিয়া বড়াই, ৩। শুন, ৪। বচন সচন, ৫। কেমনে শুনহ রাই, ৬। শুনহ নাতিনা, ৭। নিতে চাহে ও না দানী, ৮। কিবা সে, ৯। এই, ১০। হেন সে মনেতে ভায়, ১১। তুই সে মিলায়, ১২। করিয়া দিব সে ভালি, ১৩। রসের পরশে, ১৪। রসের, ১৫। বসে।

৭৭

পসরা মাথায়[১] রাধা।
এমন[২] বয়সে বিকে পাঠাইতে
তিলেক নাহিক বাধা ॥

তোর নিজ পতি কেমন চরিতি[৩]
তোমা পাঠাইয়া[৪] বিকে।
কেমন ধৈরয ধরিয়া আছয়ে
এ বড়ি[৫] পাষাণ বুকে॥
তার যত ধনে বজর পড়ুক[৬]
এহেন সম্পদ ছাড়ি।
তার দেহে নাই মায়া দয়া মোহ
সে অতি কঠিন বড়ি॥
বন্ধু বন্ধু[৭] রাধা রসের মোহিনী
বসনে করিয়ে বায়।
রবির কিরণে সোনার বরণে
পাছে মিলাইয়া যায়॥
ভয় অতি মনে উঠিছে সঘনে
শুনহ সুন্দরি রাই।
চন্দ্র মুখখানি মলিন হয়্যাছে
চণ্ডীদাস গুণ গাই॥

সা-প, ৯৬৭, ৬৪ পদ।

নী ১২৮। দী ১৪৩ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। নামাও, ২। এ নব, ৩। তার হেন রীতি, ৪। তোরে পাঠাইল, ৫। সে হেন, ৬। যাউক তাহার ধনে পড়ু বাজ, ৭। বৈস বৈস।

৭৮

সোনার বরণখানি মলিন হইয়াছ তুমি
হেলিয়া পড়িছে তরুলতা[১]।
অধর বান্ধুলি তোর নয়ান চাতক হেরি[২]
মলিন হয়্যাছে তার পাতা[৩]॥
সরুয়া[৪] বসন তায় ঘামেতে ভিজিল গায়[৫]
চরণে চলিতে নার পথে।
উতাপিত রেণু তায় কত বা[৬] পুড়িছে পায়
পসরা সাজিলে[৭] তায় মাথে॥

রাখ রাখ[৮] পসরাখানি নিকটে বৈসহ ধনি
শীতল চামরে করি[৯] বায়।
শিরীষ কুসুম জনি সুকোমল তনুখানি
মুখে (তোর[১০]) না নিস্বরে রায়॥
কহে দীন চণ্ডীদাসে শ্যাম ধরি রাই হাসে
বসায়ল তরুর ছায়ায়।
দধির পসরা আনি লয়্যা তার ছেনা লুনী
আদরে বদনে দিছে তায়[১১]॥

সা-প, ৯৬৭, ৬৫ পদ।

নী ১২৯। দী ১৪৪ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। হেলিয়া পড়েছে যেন লতা, ২। ওর, ৩। হইল তার পাতা, ৪। বরণ, ৫। ঘামে ভিজে এক ঠায়, ৬। না, ৭। বাজিলে, ৮। রাখহ, ৯। দিয়ে, ১০। বন্ধনীর ভিতরকার শব্দ নাই, ১১। ভণিতা সম্পূর্ণ আলাদা,—

বসিয়া রসিক রায় বলয়ে বুটিয়া তায়
হাসি রাধা বলিছে বড়াইয়ে।
চণ্ডাদাস শুনি দেখি শুনহ কমলমুখি
বৈস ক্ষেণে কদম্বের ছায়ে॥

'বুটিয়া' শব্দের অর্থ কি হইবে? "চণ্ডীদাস শুনি দেখি"র পর আবার "শুনহ" কি করিয়া হয়? নীলরতনবাবুর এই ভণিতা প্রক্ষিপ্ত।

৭৯

আস্থ[১] ধনী রাধা তুমি তনু আধা
অন্তরে বাহিরে ভাবি[২]।
ভব বিরিঞ্চির[৩] তারা নিরন্তর
যে পদপঙ্কজ লভি॥
শুক সনাতন পরম কারণ
যে পদপঙ্কজ আশে[৪]।
ব্রজপুরে হেতা হয়ে গুল্মলতা
হইতে করিয়ে বাসে॥
কেনে তরু লতা হইব দেবতা
কিসের কারণে হেন।
ও পদপঙ্কজ- রেণুর লাগিয়া
এ হেতু তাহার গুন॥

ধেয়ানে না পায় যাহার চরণ
সে জন দানের ছলে।
আজি শুভ দিন অতি শুভ ক্ষণ
তোমারে পেয়্যাছি কোলে ॥
তুমি সে আমার পরম মরম[৫]
তোমারে ভাবিয়ে সদা।
ভাবিয়ে তোমারে হৃদয় ভিতরে[৬]
সদাই আছহ[৭] বান্ধা ॥
কত ছলা কলা তোমার কারণে
অতেব দান সে চাই[৮]।
চণ্ডীদাস বলে ঐছন পিরিতি
খুঁজিয়া পাইবে নাই ॥

সা-প, ৯৬৭, ৬৬ পদ।

নী ১৩১। দী ১৪৫ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। আইস, ২। অনন্ত ভাবিয়া ভাবে, ৩। বিরিঞ্চি, ৪। ও পদ আশে (বিকৃত পাঠ), ৫। তুমি সে পরম আমার মরম, ৬। হৃদয় ভিতরে, ভাবিয়ে তোমারে, ৭। আছয়ে, ৮। দানের আরতি তাই।

মন্তব্য।—রাধার মহিমা বলিতে বলিতে সহসা কৃষ্ণ "ধেয়ানে না পায় যাহার চরণ সে জন দানের ছলে" এই উক্তি করিলেন কাহাকে লক্ষ্য করিয়া? রাধাকে কি? রাধা কি দানের ছলে আসিয়াছেন? ভাষার উপর ভাল দখল না থাকায় কবি এইরূপ গোলমেলে কথা লিখিয়াছেন।

৮০

রাধে, আন ছলে যত বলে।
সে সব বচন এ চুয়া চন্দন
লেপন কর‍্যাছি হেলে[১] ॥
তুমি মোর ধনি নয়ান অঞ্জন
তুমি মোর দুটি আঁখি[২]।
যবে তিল আধ তোমারে না দেখি
মরমে মরিয়া থাকি ॥
শয়নে ভোজনে ভাবি মনে মনে[৩]
আঁখির গোচর যবে।

তবে কি পরাণে স্থিরতর রহে[৪]
পরাণ না রহে তবে ॥
তেজি আন পথ গোপত আরোপি
সকল গোচর পায়[৫] ।
নিরন্তর মনে স্মরিছি চরণে[৬]
কমলে মধুপ প্রায়[৭] ॥
গোলোক বিহার পরিহরি রাধা
গোকুলে গোপের ঘরে ।
তুয়া অঙ্গ অঙ্গ[৮] পরশ লাগিয়া
আইলু তোমার তরে ॥
তোমা হেন নিধি মোরে দিল বিধি
শুনহ কিশোরি গোরি ।
চণ্ডীদাসে কয় হেন মনে লয়
নাহি আঁখি আড়[৯] করি ॥

সা-প, ৯৬৭, ৬৭ পদ ।

নী ১৩২ । দী ১৪৬ পৃঃ ।

পাঠান্তর : নীলরতন—১ । আরম্ভ—আন জন যত বলে । সে সব সৌরভ, এ চুয়া চন্দন, করিয়া লইয়াছি হেলে ॥ ২ । ছুটি সে আঁখির আঁখি, ৩ । নয়নে নয়নে, ৪ । জীবই জীবনে, ৫ । সকল তোমার পায়, ৬ । সঘন সঘন, ৭ । তুয়া পথ পানে চায়, ৮ । তুয়া আশবাস, ৯ । কাহে আড় করি (নিরর্থক) ।

৮১

তুমি সে আঁখির তারা ।
আঁখির নিমেখে কত শত বার
তিলে তিলে হই হারা ॥
তোমা হেন ধন অমূল্য রতন
পাইনু[১] কদম্বতলে ।
বন্ধ বন্ধ রাধে[২] কত বা বাজ্যাছে[৩]
ও রাঙ্গা চরণতলে ॥
বিষম রবির[৪] কিরণ ছটাতে[৫]
মলিন হয়্যাছে মুখ ।
আহা মরি মরি মাথায় পসরা[৬]
কত বা[৭] পায়্যাছ দুখ ॥

আপনার পীত[৮] বসন আঁচলে
রাইমুখ মুছে শ্যাম।
বসন বাতাসে শ্রম দূরে গেল
মিটিল অঙ্গের ঘাম॥
নীপ সে তরুয়া[৮] কদম্ব তলাত
সহচরী গোপীগণে।
রস সরসিজ সরস বচনে
চাহিলা[৯] শ্যামের পানে॥
রসিয়া বড়াই কহিছেন ভাই[১০]
শুনহ রমণী যত।
প্রেমরস দান কর সমাধান
তাহা বা বুঝাব[১১] কত॥
কহিয়া ইঙ্গিতে[১২] রহে[১৩] এক ভিতে
সেই সে চতুর বুড়ি।
উগি দিয়া চাহে আন পথে রহে
পড়িল হাতের বাড়ি[১৪]॥
কানু করে লই ছেনা দুধ দই
বদনে ঢালিয়া দেয়।
নীপ তরুবর তলায় বৈঠল
নাগরী নাগর রায়[১৫]॥
চণ্ডীদাস বলে দুহু রূপখানি
মনেতে লাগয়ে ভাল।
এ কুল উ কুল[১৬] যমুনা কিনার
সকল করিল আল॥

সা-প, ৯৬৭, ৬৮ পদ।

নী ১৩৩। দী ১৪৭ পৃঃ।

পাঠান্তরঃ নীলরতন—১। পাইল, ২। বৈস বৈস রাধা, ৩। কত না বেজেছে, ৪। শিরীষ শরীর, ৫। ছটায় রবির, ৬। বিষম গমনে, ৭। না, ৮। আপনা পীতের, ৮। নীপ কদম্ব, ৯। চাহিয়া, ১০। তহি, ১১। না বুঝয়ে, ১২। ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে, ১৩। কহে, ১৪। বারি (ছাপার ভুল), ১৫। কার বা বসন, লইল যতন, কার অঙ্গে হার লয়॥ ঐছন কি রীতি, বরিয়া পিরিতি, ধরিয়া রাধার করে। গুপ তরুবর, কদম্বের তলে, বৈঠল নাগরবরে॥ ১৬। দু কুল।

৮২

বেলি অসকালে[১] দেখিল যে ভালে
পথেতে যাইতে সে।
জুড়ায় কেবল নয়ন যুগল
চিনিতে নারিলু কে ॥
সই, রূপ কে চাহিতে পারে[২]।
অঙ্গের আভা বসনের শোভা
পাসরিতে নার তারে ॥ ধ্রু ॥
বাম অঙ্গুলিতে মুকুর সহিতে
কনক কটোরি হাতে[৩]।
সীথায় সিন্দূর নয়নে কাজর
মুকুতা শোভিত মাথে ॥
নীল যে[৪] শাড়ী মোহন-কারী
উছলিতে দেখি পাশ।
কি আর পরাণে সোপিনু চরণে
দাস হইতে মনে আশ[৫] ॥
কুচযুগ গিরি কনক কটোরি
শোভিত হিয়ার মাঝ।
ধীরি ধীরি যায় ফিরি ফিরি[৬] চায়
ঘন না চায় লোকলাজে ॥
কিবা সে ভঙ্গিমা কি দিব উপমা
চলন[৭] মন্থর গতি।
কোন্ ভাগ্যবানে পায়াছে কি দানে
ভজিয়া সে উমাপতি ॥
চণ্ডীদাসে কয় যুবতী এ নয়
বধিতে নাগর জনে।
অমিয়া আনিয়া যতন করিয়া
গড়িলা বুঝি অনুমানে[৮] ॥

ক. বি. ২৯১, চণ্ডীদাসের একান্ন পদাবলী, গী ৩৩৭, কী ১৩৪, তরু ২০২। নী ৭। দী ৫১৯ পৃঃ।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। বেলা অবসান কালে—কী, ২। সই ও রূপ চাহিতে কে পারে (এই পাঠ বেশ ভাল), ৩। তাথে—কী, ৪। নীল শাড়ী—তরু, ৫। দাস করি মনে

আশ—তরু, কী, ৬। চকি চকি চায়—কী ; চমকিয়া চায়—তরু, ৭। চরণ—গী, ৮। গঢ়িল সে অনুমানে—তরু। এই পদটির রচনাভঙ্গী দীন চণ্ডীদাসের তুল্য।

নীলরতনবাবুর সঙ্কলনে দীন চণ্ডীদাসের পদ

(ক) দীনের রচনা বলিয়া প্রমাণিত পদ

পদসংখ্যা*	পদের প্রথম চরণ	সা-প, ৯৬৭ পুথি	প্রমাণ
৫৬	সই, কি আজু দেখিল বঙ্গ	ঐ	(দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে)
৯৩	শ্যাম কহে শুন রাই বিনোদিনী	ঐ	দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়
৯৪	প্রভাত হইল সবাই জাগিল	ঐ	চণ্ডীদাস কহে
৯৫	ব্রজরাজবালা রাজপথে আইল	ঐ	চণ্ডীদাস কহে
৯৬	বদন হেরিয়া গদগদ হইয়া	ঐ	চণ্ডীদাস বলে
৯৭	সই হের না দেখহসিয়া	ঐ	চণ্ডীদাস হেরি
৯৮	সই, কি আর বলিব মায়	ঐ	চণ্ডীদাসে কয়
৯৯	শুন গো সজনি সই কেমনে	ঐ	চণ্ডীদাস বলে
১০০	শুন শুন শুন আমার বচন	ঐ	চণ্ডীদাস কহে
১০২	বিদগধ প্রেম রূপ নিরখিতে	ঐ	দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়
১০৩	শ্রীদাম সুদাম আর বলরাম	ঐ	চণ্ডীদাস কহে
১০৪	রাই সুনাগরী প্রেমের আগরি	ঐ	চণ্ডীদাসে বলে
১০৬	রাই বলে শুন হেদে গো বেদনি	ঐ	দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়
১০৭	শুন গো বড়াই হেথা	ঐ	চণ্ডীদাস বলে
১০৮	প্রেমে ঢল ঢল নয়ন কমল	ঐ	চণ্ডীদাস বলে
১০৯	শ্যাম পরসঙ্গ বড়াই সহিতে	ঐ	চণ্ডীদাস বলে
১১০	কোন সখী বলে শুন রসময়ী	ঐ	চণ্ডীদাস কহে
১১১	রাধা বলে মোরা জাগাত বলিয়া	ঐ	চণ্ডীদাস বলে
১১২	শুন রসময়ী রাধা	ঐ	চণ্ডীদাস বলে
১১৪	কানুর বচন শুনি গোপীগণ	ঐ	চণ্ডীদাস কহে
১১৫	রাধা বলে শুন বিনোদ বড়াই	ঐ	চণ্ডীদাসে কয়
১১৬	ঠেকিনু দানীর হাতে	ঐ	চণ্ডীদাস বলে
১১৭	বেরাইতে রাধা নাহি পড়ে বাধা	ঐ	চণ্ডীদাস বলে

* নীলরতনবাবুর সঙ্কলনের পদসংখ্যা।

পদসংখ্যা	পদের প্রথম চরণ	সা-প, ৯৬৭ পুথি	প্রমাণ
১১৮	শুনহ নাগর কানু, কে তোমা	ঐ	চণ্ডীদাস বলে
১১৯	কালিয়া বরণ না ছুঁইও রাধার অঙ্গ	ঐ	চণ্ডীদাস বলে
১২০	কালিয়া বরণ ধরিলে যতন	ঐ	দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে
১২১	তুমি সে যেমন জানিয়ে আমরা	ঐ	চণ্ডীদাস বলে
১২২	শুন ধনী রাধা রূপের গরব	ঐ	চণ্ডীদাস বলে
১২৩	শুন গোয়ালিনী উপমা দিয়াছ	ঐ	চণ্ডীদাস বলে
১২৪	রাধা বলে তুমি কত চাহ দান	ঐ	কহে চণ্ডীদাস শুন রসময়
১২৫	কাঁচুলির বাড়ি দশ লাখ নিব	ঐ	কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস
১২৬	হাসিয়া হাসিয়া বড়াই রসিয়া	ঐ	চণ্ডীদাস বলে
১২৭	শুন হে রসিক নাতি	ঐ	চণ্ডীদাসে সুখী
১২৮	পশরা নামাও রাধা	ঐ	চণ্ডীদাস গুণ গাই
১২৯	সোনার বরণখানি মলিন (পুথিতে, কহে দীন চণ্ডীদাস)	ঐ	চণ্ডীদাস শুনি দেখি
১৩১	আইস ধনী রাধা তুমি তনু আধা	ঐ	চণ্ডীদাস বলে
১৩২	আন জন যত বলে	ঐ	চণ্ডীদাসে কয়
১৩৩	তুমি সে আঁখির তারা	ঐ	চণ্ডীদাসে দেখি
১৫৫	সকল রাখাল ভোজন করিতে		দীন চণ্ডীদাস গাই
৩৯৩	রমণীমোহন বিলসিতে মন		বনপাশ-পুথি, ১০৯৭ পদ (দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়)
৪৬১	শুন শুন রাধা কহে সেই গুণী		দীন চণ্ডীদাস বলে
৪৮৩	দুহুঁ বাহে মধুর মুরলী		দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস গায়
৪৮৪	হেদে হে মুরলীধর না বাস আপন পর		দীন চণ্ডীদাস ইহা কয়ে
৪৯০	নিকুঞ্জ সহব সব গোপীগণ		দীন চণ্ডীদাস গায়
৫১১	শুন গুণমণি কহি এক বাণী		দীন চণ্ডীদাস ভণে
৫১২	ওহে নাথ কি করিয়া গেলে		দীনহি চণ্ডীদাস বলে
৫১৫	সখি এমন তোমারে কেন দেখি		দীন চণ্ডীদাস ইহা ভণে
৫১৬	এ কথা শুনিয়া বিনোদিনী		দীন চণ্ডীদাস বলে তায়
৫১৭	শুন গো সজনি সই কি বুদ্ধি করিব		দীন চণ্ডীদাস বলে
৫২০	বঁধু ভাল সে বটহ তুমি		দীন চণ্ডীদাস গায়
৫২২	হেদে হে কমল কান		দীন ক্ষীণ চণ্ডীদাস ভণে
৫২৩	কি আর বলিব পায়		দীন চণ্ডীদাস কয়
৫২৫	দেখিলা নাগর নাগরী সকল		দীন চণ্ডীদাস বলে

পদসংখ্যা	পদের প্রথম চরণ	প্রমাণ
৫২৬	নিশি গেল দূর প্রভাত হইল	দীন চণ্ডীদাস গায়
৫২৮	দেখ দেখ নন্দ রায় কি আনন্দ	দীন চণ্ডীদাস ইহা ভণে
৫২৯	হেন বেলে যত রাখাল বালক	দীন চণ্ডীদাস গান
৫৩১	চলিলা রাখাল সকল মণ্ডল	দীন চণ্ডীদাস ভণে
৫৩৬	আজু বড় মোর শুভদিন দিল	দীন চণ্ডীদাস বলে
৫৩৯	গদগদ প্রেমে পথে যায় চলি	দীন চণ্ডীদাস ভণে
৫৫৬	কোথারে সাজিয়ছ কাহার জনম	দীন চণ্ডীদাস ভণে
৫৬২	শুন শুন বাছা জীবন কানাই	দীন চণ্ডীদাস বলে
৫৭৫	শ্রীমুখপঙ্কজ চাহি গোপীগণ	দীন চণ্ডীদাস গান
৬১১	গদগদ বোলে শুন বাঁশীধর	বনপাশ-পুথি, ৩৭৮ পদ, চণ্ডীদাস কহে
৬১২	কহেন বচন এ যতুনন্দন	ঐ ৩৭৯ পদ, চণ্ডীদাস কাঁদে
৬১৩	উঠ উঠ ভাই শ্রীদাম সুদাম	ঐ ৩৮০ পদ, চণ্ডীদাস কহে
৬১৪	তবে কেন প্রীত বাড়াইলে হিত	ঐ ৩৮১ পদ, চণ্ডীদাস মোহে
৬১৫	যখন করিলে বনে অতি সুখ	ঐ ৩৮২ পদ, চণ্ডীদাস কহে
৬১৬	ফুলি ফুলি কান্দে স্থির নাহি	ঐ ৩৮৩ পদ, চণ্ডীদাস বলে
৬১৮	প্রেম বাড়াইয়া ফেল উজটিয়া	ঐ ৩৮৫ পদ, চণ্ডীদাস বলে
৬১৯	সেই মুনি সেই হরিণী ছাওয়াল	ঐ ৩৮৬ পদ, চণ্ডীদাস কহে
৬২০	তুমি সে নিদয়া নিঠুরাইপণা	ঐ ৩৮৭ পদ, চণ্ডীদাস কহে
৬২১	সুবলে কহেন কমল লোচন	ঐ ৩৮৮ পদ, দীন চণ্ডীদাস বলে
৬২২	এ কথা শুনিয়া গদগদ হৈয়া	ঐ ৩৮৯ পদ, দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়
৬২৩	সবার করেতে ধরিয়া ধরিয়া	ঐ ৩৯০ পদ, চণ্ডীদাস বলে
৬২৪	এত বলি যত বালকমণ্ডল	ঐ ৩৯১ পদ, দীন চণ্ডীদাস ভণে
৬২৫	রাধা বলে শুন রসিক নাগর	ঐ ৩৯২ পদ, দীন চণ্ডীদাস ভণে
৬২৬	প্রাণনাথ বঁধুয়া আদরে	ঐ ৩৯৩ পদ, দীন হীন চণ্ডীদাস গায়
৬২৭	প্রাণনাথ একবার চাহিয়া কহ কথা	ঐ ৩৯৫ পদ, চণ্ডীদাস বলে
৬২৮	শুন ধনি রাই কহি তুয়া ঠাঁই	ঐ ৩৯৬ পদ, চণ্ডীদাস দেখি
৬২৯	কেহ কোথা রহে কানুর বিরহে	ঐ ৩৯৭ পদ, চণ্ডীদাস তহি রহে
৬৩০	কেহ বলে ভাল মোরা যাব চল	ঐ ৩৯৮ পদ, চণ্ডীদাস বলে
৬৩১	এত বলি বিনোদিনী রাই	ঐ ৩৯৯ পদ, চরণে লোটায়ে চণ্ডীদাস
৬৩২	হেদে হে রমণ রমণীমোহন	ঐ ৪০০ পদ, চণ্ডীদাস দেখি
৬৩৩	রাইমুখ হেরি নাগর মুরারি	ঐ ৪০১ পদ, দীন চণ্ডীদাস গাই
৬৩৮	কেহ আউদড় কেশ নাহি বান্ধে	ঐ ৪০৫ পদ, চণ্ডীদাস কিছু কয়

পদসংখ্যা	পদের প্রথম চরণ	বনপাশ-পুথি	প্রমাণ
৬৩৯	সোনার পুথলি অবনি উপরে	ঐ	৪০৬ পদ, চণ্ডীদাস কহে
৬৪০	গোকুল তেজল নাকি কান	ঐ	৪০৭ পদ, চণ্ডীদাস পড়িয়া বেথিত
৬৪১	ধেনুগণ সব করি হাম্বারব	ঐ	৪০৮ পদ, চণ্ডীদাস বাণী
৬৪২	সব সখী আসি মিলি	ঐ	৪০৯ পদ, দীন চণ্ডীদাস কয়
৬৪৩	কেন বা লইয়া আইলা মোরে	ঐ	৪১০ পদ, চণ্ডীদাস কহে ভাল
৬৪৪	শ্যামমুখ হেরি আকাশের	ঐ	৪১১ পদ, দীন চণ্ডীদাস কয়ে
৬৪৫	শ্যামের জলদ রূপ হেরি হেরি	ঐ	৪১২ পদ, দীন চণ্ডীদাস ভণে
৬৪৬	রোদন গুমান সব পরিহরি	ঐ	৪১৩ পদ, চণ্ডীদাস কয়
৬৪৭	রথ আরোহণ কৃষ্ণ বলরাম	ঐ	৪১৪ পদ, চণ্ডীদাস বলে
৬৪৮	পড়িয়ে চরণে অক্রূর সঘনে	ঐ	৪১৫ পদ, চণ্ডীদাস বলে
৬৪৯	দুই করে ধরি অক্রূর গোহারি	ঐ	৪১৬ পদ, চণ্ডীদাস কহে
৬৫০	প্রেম যুবতী যত রয়া যূথে	ঐ	৪১৭ পদ, চণ্ডীদাসে কয়
৬৫১	এমন রূপের ছটা	ঐ	৪১৮ পদ, কহে চণ্ডীদাস
৬৫৩	মথুরা নাগরী রূপ হেরি হেরি	ঐ	৪২০ পদ, চণ্ডীদাস কহে
৬৫৪	হেদে লো মরম সই	ঐ	৪২১ পদ, চণ্ডীদাস বলে
৬৫৫	রূপ দেখি যত মথুরা নাগরী	ঐ	৪২২ পদ, দীন চণ্ডীদাস গায়
৬৫৬	রূপ দেখি হিয়া কেমন করে	ঐ	৪২৩ পদ, চণ্ডীদাস তছু গুণ গাই
৬৫৭	রথ চড়ি যান করয়ে গমন	ঐ	৪২৪ পদ, চণ্ডীদাস তাহে সুখী
৬৫৮	কুবুজা সুন্দরী অতি মনোহারী	ঐ	৪২৫ পদ, চণ্ডীদাস বলে যাহার নামেতে
৬৫৯	কুবুজা কহেন চরণে পড়িয়া	ঐ	৪২৬ পদ, চণ্ডীদাস বলে তোমার ভকতি
৬৬০	হেনক সময় এক সে রজক	ঐ	৪২৭ পদ, চণ্ডীদাস বলে
৬৬১	এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বলরাম	ঐ	৪২৮ পদ, চণ্ডীদাস দেখি হাসিতে লাগিল
৬৬২	কুবলয় হাতী ধায় বেগে অতি	ঐ	৪২৯ পদ, কহেন এ চণ্ডীদাসে
৬৬৩	চাণুর মুষ্টিক দুই জন আসি	ঐ	৪৩০ পদ, চণ্ডীদাস বলে
৬৬৪	এত দিন ছিলে কোথা	ঐ	৪৩১ পদ, চণ্ডীদাস কহে নন্দের বিদায়
৬৬৫	এ কথা পরোক্ষে যখন শুনল	ঐ	৪৩২ পদ, চণ্ডীদাস কহে
৬৬৬	শুন হলধর ভাই কেমন করিয়া	ঐ	৪৩৩ পদ, চণ্ডীদাস বলে
৬৬৮	নন্দের করুণ শুনি	ঐ	৪৩৫ পদ, চণ্ডীদাস বলে

পদসংখ্যা	পদের প্রথম চরণ	বনপাশ-পুথি	প্রমাণ
৬৬৯	যখন এ তত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞান করে	ঐ	৪৩৬ পদ, চণ্ডীদাস বলে
৬৭০	আরে মোর যাদুয়া দুলাল	ঐ	৪৩৭ পদ, চণ্ডীদাস কহে তায়
৬৭১	এ কথা শুনিয়া নন্দের বিরহ	ঐ	৪৩৮ পদ, চণ্ডীদাস বলে
৬৭৪	সাজল শকট চলল নিকট	ঐ	৪৪০ পদ, চণ্ডীদাস ভেল
৬৯৯	সখীর বচন শুনল সুন্দরী	ঐ	৪৫৭ পদ, চণ্ডীদাস মন পূর
৭০২	অনুরাগে রাধা বেথিত অন্তরে	ঐ	৪৬১ পদ, চণ্ডীদাস গুণ গাই
৭১২	বন্ধু কানাই, তোমার চরিত এত দূর	ঐ	৪৬৩ পদ, চণ্ডীদাস ভালমতে জানি
৭১৩	সখীর বচন শুনিতে নাগর	ঐ	৪৬৪ পদ, চণ্ডীদাস পুন আইল
৭১৪	এ কথা শুনিয়া নাগর শেখর	ঐ	৪৬৫ পদ, চণ্ডীদাস কহে
৭১৫	পুছে পুন পুন কহত সঘন	ঐ	৪৬৬ পদ, চণ্ডীদাস ভালে জানি
৭১৭	শুন গো সজনি পরমাদ শুনি	ঐ	৪৬৮ পদ, চণ্ডীদাস গুণ গায়
৭১৯	চল চল যাব রাই-দরশনে	ঐ	৪৬৯ পদ, চণ্ডীদাস কহে ভালি
৭২০	আই সেই সখী ভেটে চন্দ্রমুখী		দীন চণ্ডীদাস ভণে
৭২২	শুনি ধনী মুরছিত ভেলি	বনপাশ,	৪৭৩ পদ, চণ্ডীদাস কহে পুন বোল
৭৩৪	বন্ধু, কি আর বলিব আমি	সা-প, ৯৬৭	চণ্ডীদাস বলে
৭৩৫	তোমার পীরিতি কি জানি ভকতি	ঐ	চণ্ডীদাস আছে সাথী
৭৩৬	বঁধু, তুমি নিদারুণ নয়ে	ঐ	চণ্ডীদাস কহে

মোট ১৩০টি পদ

(খ) আখ্যায়িকার রূপ ও ভাষা দেখিয়া দীনের রচনা বলিয়া অনুমিত পদের তালিকা

পদসংখ্যা*	শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ	ভণিতা
১	একদিন গোচারণে সকল সখী সনে	চণ্ডীদাস কহে
২	মগন করিয়া গেল সে চলিয়া	দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে
৩	দেখিয়া মূরতি রূপের আকৃতি	চণ্ডীদাস বলে
৪	নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরি	চণ্ডীদাস কহে
৬	রমণীর মণি পেখিনু আপনি	চণ্ডীদাস কয়
৮	তড়িৎ বরণী হরিণীনয়নী	চণ্ডীদাসে কয়
৯	বদন সুন্দর যেন শশধর	চণ্ডীদাসে কয়
১০	একে যে সুন্দরী কনক পুতলি	চণ্ডীদাস বলে

* নীলরতনবাবুর সঙ্কলনের পদসংখ্যা।

পদসংখ্যা	শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ	ভণিতা
১৬	কাঞ্চনবরণী কে বটে সে ধনী	চণ্ডীদাস বলে
১৭	এ বোল শুনিয়া সুবল সাঙ্গাত	চণ্ডীদাস যায় অতি সে ত্বরায়
১৮	শুন প্রাণসখা আমি সে জানিয়ে	চণ্ডীদাস দেখে চেয়ে
১৯	ছাড়িয়া সে তনু দেখাইল জনু	চণ্ডীদাস বলে
২০	পুন সে ধরিল অতি মনোহর	চণ্ডীদাস দেখে একা
২১	শুন শুন ভেয়ে নন্দদুলালিয়া	চণ্ডীদাস সুখ চিতে
২২	ধরি অনুপম বাজিকর যেন	চণ্ডীদাস সুখী তায়
২৩	বৃকভানুপুরে গিয়া কুতূহলে	চণ্ডীদাস কহে শুন মহারাজা
২৪	চরকে পুছিল বৃকভানু রাজা	চণ্ডীদাস বলে
২৫	রাই কহে তবে কৃত্তিকার আগে	চণ্ডীদাস কহে রাজার গোচরে
২৬	আগে খেলে গুণী দশ অবতার	চণ্ডীদাস বলে
২৭	পুনঃ বলরাম রোহিণী-নন্দন	দ্বিজ চণ্ডীদাস কন
২৮	আর খেলে খেলা বাজিকরবালা	চণ্ডীদাস বলে
২৯	তবে সে হইল শ্রীদাম সুদাম	চণ্ডীদাস বলে
৩০	তাহে অপরূপ কৃষ্ণ অবতার	দ্বিজ চণ্ডীদাসে গাই
৩১	রূপ দেখি মোহিত হইল কত জনা	চণ্ডীদাস রহে
৩২	ঝরকা উপরে কৃত্তিকা সুন্দরী	দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে
৩৩	এ কথা জননী কিছুই না জানে	চণ্ডীদাস যায় নগে
৩৪	গিয়া এক জনে কহে কানে কানে	চণ্ডীদাস কহে
৩৫	সহচরী ধায় আনিতে চেতনী	দ্বিজ চণ্ডীদাস গান
৩৬	হেদে গো চেতনী বুড়া আহীরিণী	চণ্ডীদাস কিছু জানি
৩৭	কহে বাজিকর খেলিলা বিস্তর	চণ্ডীদাস বলে
৩৮	এ কথা শুনিয়া সহচরী আগে	চণ্ডীদাস কহে
৩৯	গিয়া সেই গুণী প্রকার করিল	চণ্ডীদাস বলে
৪০	চাহে চারি পানে কুরঙ্গ নয়ানে	দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়
৪১	এ বোল শুনিয়া বৃকভানু রাজা	চণ্ডীদাস তাহা
৪২	কহে পঞ্চ জন শুনহ রাজন	চণ্ডীদাস কহে
৪৩	যমুনা নিকটে যথা বংশীবট	চণ্ডীদাস কহে
৪৪	পথের মাঝারে আছেন সুবল	চণ্ডীদাস বলে
	শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ	
৪৫	যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া	চণ্ডীদাস কহে
৫৫	হায় সে অবলা হৃদয় অখলা	কহে চণ্ডীদাসে

পদসংখ্যা	শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ	ভণিতা
৫৮	যাইতে দেখিল শ্যামে	চণ্ডীদাসের হিয়া
৬০	শ্যামের বরণছটার কিবা ছিরি	চণ্ডীদাস ভণে
৮২	নাগর আপনি হৈলা বণিকিনী	চণ্ডীদাস কয়
৮৩	শুনিয়া মালার কথা রসিক সুজন	দ্বিজ চণ্ডীদাস
৮৬	চন্দন গঞ্জনা চাঁদ গগনে	চণ্ডীদাস ভণে
৮৭	শুন গো রাধিকা চাঁপার কলিকা	চণ্ডীদাস
১৩৬	রাই বলে শুন বেদনী বড়াই	চণ্ডীদাস জানে
১৩৭	যে পদ যোগীরা জপে নিরন্তর	দ্বিজ চণ্ডীদাস
১৩৮	শুন গো বড়াই মোর	চণ্ডীদাস সুখী
১৩৯	হাসিমুখ ধনী রাধা বিনোদিনী	চণ্ডীদাস
১৪০	কহিছে বড়াই শুন ধনী রাই	চণ্ডীদাস
১৪১	সব গোপীগণ আহীর রমণী	দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়
	নৌকাখণ্ড	
১৪২	দেখিয়া যমুনা নদীর তরঙ্গ	চণ্ডীদাস দেখি যমুনা তরঙ্গ
১৪৩	হেদে হে নাগর চতুর শেখর	চণ্ডীদাস বলে নাগর চতুর
১৪৪	হাসিয়া নাগর চতুর শেখর	কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে
১৪৫	রাধার কাকুতি করিছে আরতি	চণ্ডীদাস কহে
১৪৬	টল টল করে অঙ্গ মোর ঘুরে	চণ্ডীদাস তাহে আকুল পরাণ
১৪৭	হাসি কহে তবে সব গোপনারী	চণ্ডীদাস বলে শুনহ চতুর
১৪৮	হাসিয়া হাসিয়া নাগর রসিয়া	চণ্ডীদাস বলে এই মিথ্যা নহে
	বনভোজন	
১৪৯	হেথা কানু যত পার করি গোপী	চণ্ডীদাস বলে কিবা সে বুঝিব
১৫০	সুবল বলিছে হাসিয়া হাসিয়া	চণ্ডীদাস কহে বলরাম আগে
১৫১	বলরাম আগে কহিছে কানাই	চণ্ডীদাস তাহে সুখী
১৫২	কৃষ্ণ বলরাম চলিলা তুরিতে	চণ্ডীদাস দেখি বিস্ময় মানিল
১৫৩	সবে অন্ন খায় মাঝে যদুরায়	চণ্ডীদাস বলে জানি অনুমানে
১৫৪	বিস্ময় ভাবিলা বালক সকল	চণ্ডীদাস বলে শুন সখাগণ
	ধেনু বৎস শিশু হরণ	
১৫৬	ইহার বিস্তার ভাগবতে আছে	চণ্ডীদাস বলে বেহুবে হুকুম
১৫৭	আর কহি শুন অদভূত কথা	চণ্ডীদাস কহে এ রেখ গণিতে
১৫৮	আর এক শুন পরম নির্গুণ	দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে
১৫৯	শাঙলী ধবলী বনে না পাইয়া	কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে

পদসংখ্যা	ধেনুবৎস শিশুহরণ	ভণিতা
১৬০	আর বা কেমনে ঘর যাব মেনে	দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে
১৬১	শুন হে বলাই দাদা	চণ্ডীদাস গুণ গাই
১৬২	দেহ দরশন করহ ভোজন	চণ্ডীদাস গুণ গায়
১৬৩	পুনঃ শিশুগণে করল হরণ	দ্বিজ চণ্ডীদাস গাই
১৬৪	কোথা আছ ভাই ছিদাম সুদাম	চণ্ডীদাস বলে তাথে
১৬৫	এস ভাই সখা দেহ মোরে দেখা	কহে চণ্ডীদাস কানুর চরণে
১৬৬	কমল নয়ন ধেয়ান স্মরণ	চণ্ডীদাস বলে ব্রহ্মার আরতি
১৬৭	তুমি দেব হরি দেবের দেবতা	চণ্ডীদাস কহে এ রীত আকুতি
১৬৮	বেদ বেদ বর্ণ চারু সে পূরিত	চণ্ডীদাস কহে যাকর আশ পর
১৬৯	মোর অপরাধ ক্ষেম যদুনাথ	চণ্ডীদাসে মাগে এই
১৭০	প্রভুর আরতি কি জানি কাকুতি	চণ্ডীদাসে বলে এ রসমাধুরী
১৭১	মোর অপরাধ ক্ষেম	চণ্ডীদাস কহে এ মহী মণ্ডলে
১৭২	কহেন কারণ নন্দের নন্দন	চণ্ডীদাস কহে দয়ার সাগর
১৭৩	কানু কহে শুন রাখাল যতেক	চণ্ডীদাস বলে
১৭৪	তুমি মোর প্রাণ পুথলি সমান	চণ্ডীদাস বলে
১৭৫	বদন নেহারি ঢর ঢর বারি	চণ্ডীদাস বলে
১৭৬	বিচিত্র পালঙ্কে শয়ন করায়ে	চণ্ডীদাস বলে
১৭৭	আহা মরি মরি পরাণ পুথলি	দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়
১৭৮	চিবাইয়া দিল কর্পূর তাম্বূল	চণ্ডীদাস বলে
১৭৯	এই মত নিতি বনে বিহরয়	চণ্ডীদাস তথা গেলা
	রাই রাখাল	
১৮০	বঁধু যদি গেল বনে	চণ্ডীদাস বলে
১৮১	কেহ হও দাম শ্রীদাম সুদাম	চণ্ডীদাস ভণে
১৮২	যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া	চণ্ডীদাস বলে
১৮৩	আনন্দিত হয়ে সবে পোরে শিঙ্গা বেণু	চণ্ডীদাসের মনে
১৮৪	গায়ে রাঙ্গা মাটি কটিতটে ধটী	চণ্ডীদাস ভণে
১৮৫	যমুনার তীরে সব যায় নানা রঙ্গে	চণ্ডীদাস বলে
	সম্ভোগ-স্মৃতি	
১৮৬	শ্যামলা বিমলা মঙ্গলা অবলা	চণ্ডীদাস বাণী
১৮৭	একলি মন্দিরে আছিলা সুন্দরী	চণ্ডীদাস কহে
২০৩	রাই আজু কেন হেন দেখি	চণ্ডীদাস কয়
২০৪	ঐছন শুনইতে মুগধ রমণী	চণ্ডীদাস ইহ রস পরকাশি

পদসংখ্যা	সম্ভোগস্মৃতি	ভণিতা
২০৫	কহে সুবদনী শুন গো সজনি	চণ্ডীদাস ভণে
	বাসকসজ্জা	
২০৬	আজুকার নিশি নিকুঞ্জে আসি	চণ্ডীদাস কহে
২০৭	রাধিকা আদেশে মনের হরষে	চণ্ডীদাস ভণে
২০৯	কিশলয় শেজ করি কেন জাগি রাতি	চণ্ডীদাস বলে
২১২	নাহ নিঠুর চিত ভেল কাহার চিত	চণ্ডীদাস ভণে
২১৩	আমার বাসনা না হৈল তোষণা	কহে চণ্ডীদাসে
২১৪	নিশি প্রভাত হৈল পিয়া না আইলা ভবনে	চণ্ডীদাস কহে
২১৬	দু কান পাতিয়া ছিল এতক্ষণ	চলু চণ্ডীদাস আনিতে নিঠুররাজে
	খণ্ডিতা	
২১৭	এই পথে নিতি কর গতায়তি	ভণে দ্বিজ চণ্ডীদাস
২১৮	চন্দ্রাবলি, আজি ছাড়ি দেহ মোরে	চণ্ডীদাসে কয়
২১৯	কে বলে আমার তুমি সে রাধার	কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে
২২০	চন্দ্রাবলী সনে কুসুম শয়নে	চণ্ডীদাস বলে লম্পটের সনে
২২৯	ভাল ভাল ভাল কালিয়া নাগর	কহে চণ্ডীদাস যাও চলি যথা
২৩১	ললিতা কহয়ে শুন হে হরি	এ রস দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়
	মান	
২৩৩	রামা হে, কি আর বলিব আন	চণ্ডীদাস বাণী
২৩৬	তোদের দোঁহের দৈবের ঠাম	চণ্ডীদাস কহে
২৩৭	আসিয়া নাগর সমুখে দাঁড়াল	কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে
	কলহান্তরিতা	
২৩৯	রাইমুখে শুনল ঐছন বোল	চণ্ডীদাস কহে
২৪২	আসি সহচরী কহে ধীরি ধীরি	দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে
২৪৩	ললিতার বাণী শুনি বিনোদিনী	চণ্ডীদাস ইহা বলে
২৪৪	ছি ছি মানের লাগি শ্যাম বঁধুরে	কহে চণ্ডীদাসে
২৪৫	ঐ পদেরই রূপান্তর	
২৪৬	রাইয়ের বচন শুনি সখীগণ	দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়
	স্বপ্নদৃষ্টে মান	
২৪৭	হেরয়ে রসিকবর রাইক চরিত	চণ্ডীদাস কহে
২৪৮	না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর	চণ্ডীদাস বলে
৪৪৯	নাপিতিনী করে ধরি রাই চন্দ্রমুখী	চণ্ডীদাল বলে
২৫৩	যখন নাগর পিরিতি করিলা	চণ্ডীদাস কয়

পদসংখ্যা	স্বপ্নদৃষ্টে মান	ভণিতা
৩১৪	শুন গো মরম সই, যখন আমার জনম হইল	দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে
	রাসলীলা	
৩৯২	শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি	চণ্ডীদাস বলে
৩৯৪	রমণীমোহন রমণী মোহিতে	দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়
৩৯৫	মোহন মূরতি কান	চণ্ডীদাস রূপ হেরি, মূর্চ্ছিত ধরণী পড়ি
৩৯৬	বেশ সে সুবেশ অতি মনোহর	চণ্ডীদাস কহে অপরূপ রাস
৩৯৭	যমুনার তট অতি রম্য স্থল	চণ্ডীদাস কয়ে
৩৯৮	নিভৃত নিকুঞ্জে কুঞ্জ কুটীর	চণ্ডীদাস গুণ গান
৩৯৯	টল টল টল অতি নিরমল	চণ্ডীদাস বলে
৪০০	শুন গো মরম সখি ঐ শুন শুন মধুর মুরলী	চণ্ডীদাস বলে
৪০১	কি করিতে পারে গুরু দুরুজন	চণ্ডীদাস কহে
৪০২	কেহ বা আছিল শিশু কোলে করি	চণ্ডীদাস বলে
৪০৩	এক গোপী ছিল পতির শয়নে	চণ্ডীদাস ভণে
৪০৪	আর এক গোপী যাইতে বাহিরে	×
৪০৫	ঐছন রমণী মুরলী শুনিয়া	চণ্ডীদাস কহে
৪০৬	এই মত সব গোপের রমণী	চণ্ডীদাস বলে
৪০৭	দেখ সখি অপরূপ মনোহর	চণ্ডীদাস কহে
৪০৮	শ্যাম মন্ত্রমালা বিনোদিনী রাধা	চণ্ডীদাস বলে
৪০৯	রাধার আরতি পীরিতি দেখিয়া	চণ্ডীদাস কহে
৪১০	চলল গমন হংস যেমন	চণ্ডীদাস দেখি
৪১১	রাধার আবেশে গমন মন্থর	চণ্ডীদাস কহে ভালি
৪১২	কানু কহে শুন আমার বচন	চণ্ডীদাস বলে
৪১৩	শুন হে কমল আঁখি	চণ্ডীদাস বলে
৪১৪	শুন হে নাগর রায় কি বলিব রাঙ্গা পায়	চণ্ডীদাস কিছু গুণ গায়
৪১৫	শুন হে নাগর রায়, তোমার উচিত	চণ্ডীদাস বলে
৪১৬	তুমি বিদগ্ধ সুখের সম্পদ	চণ্ডীদাস বলে
৪১৮	নয়ন তরল বহে প্রেমবারি	চণ্ডীদাস কহে
৪১৯	তুমি বঁধু ব্রজের জীবন	চণ্ডীদাস দেখিয়া দুঃখিত
৪২০	রাধা কহে শুন আমার বচন	চণ্ডীদাস কহে
৪২১	বঁধুর আদর দেখি অনাদর	চণ্ডীদাস কহে
৪২২	বঁধু তুমি কঠিন পরাণ	চণ্ডীদাস কহে
৪২৩	কানুর বচন শুনি গোপীগণ	চণ্ডীদাস বলে

পদসংখ্যা	রাসলীলা	ভণিতা
৪২৪	সে নারী মরুক জলে ঝাঁপ দিয়া	চণ্ডীদাস দেখি
৪২৫	বঁধু কি আর ঘরের সাধ	চণ্ডীদাস কহে তবে
৪২৬	যে দিন হইতে তোমার সহিতে পহিলে	দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে
৪২৭	এ কথা শুনিয়া রাধা বিনোদিনী	কহেন এ চণ্ডীদাসে
৪২৮	রাধার চরিত দেখি সেই সখী	চণ্ডীদাস দেখি
৪২৯	গেলা যত সখী বচন না শুনি	দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে
৪৩০	নিকুঞ্জে বসিয়া নাগর রসিয়া	দ্বিজ চণ্ডীদাস গান
৪৩১	রাই রাই নাম আর সব আন	চণ্ডীদাস গুণ গায়
৪৩২	বাঁশী দূতপনা কতেক প্রকার	চণ্ডীদাস দুখমতি
৪৩৩	ক্ষেণে রাধা পথ পানে চাই	চণ্ডীদাস কহে
৪৩৪	এত পরমাদ ব্যথিত হইলা	চণ্ডীদাস কয়
৪৩৫	এ কথা শুনিয়া শ্যামমুখ চেয়ে	চণ্ডীদাস কহে
৪৩৬	সে হেন রসিক ফেলে রবি তথা	চণ্ডীদাস কহে তুমি নাহি গেলে
৪৩৭	কি আর দেখহ রাই, কানু তুয়া গুণ গাই	চণ্ডীদাস কহে ভালি
৪৩৮	কি আর বিলম্বে কাজ	চণ্ডীদাস বলে শুন শুন রাধে
৪৩৯	এই দেখ ধনি চাঁদমুখ তুলি	দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে
৪৪০	রাই তুরিতে শ্যামেরে দেখ গিয়া	চণ্ডীদাস ব্যথিত শুনিয়া
৪৪১	দূতীর বচন শুনি সুধামুখী	চণ্ডীদাস তাহে সাথী
৪৪২	তবে কহে রাই দূতীর গোচরে	চণ্ডীদাস কহে রসতত্ত্ব লাগি
৪৪৩	শুনহ সুন্দরী রাধা, যে জন পরশে	চণ্ডীদাস বলে
৪৪৪	তুমি বড় নিদয় নিদান	চণ্ডীদাসে ভাল জান
৪৪৫	কালার জ্বালাটি বড় উপজল	চণ্ডীদাস দেখি ব্যথিত হইয়া
৪৪৬	কহে ধনী রাধা কেন তুমি হেথা	কহে চণ্ডীদাস
৪৪৭	দূতি, না কহ শ্যামের কথা	চণ্ডীদাস কহে বড় অভিমান
৪৪৮	বেরি বেরি দূতি বচন সরস	চণ্ডীদাস কহে হিত
৪৪৯	কালা হৈল ঘর আন কৈল পর	কহে চণ্ডীদাস
৪৫০	দূতী কহে শুন আমার বচন	কহেন এ চণ্ডীদাসে
৪৫১	মাধবীতলাতে দূতী পাঠাইয়া	চণ্ডীদাস বলে
৪৫২	ময়ূর ময়ূরী নাচে ফিরি ফিরি	চণ্ডীদাস বলে অপার মনেতে
৪৫৩	মাধবীতলার ফুলের সৌরভে	চণ্ডীদাস কিছু বলে
৪৫৪	শুন হে ভ্রমর কেন বা ঝঙ্কারো	কহেন এ চণ্ডীদাস
৪৫৫	নয়ন-কাজল মুছিয়া ডারল	চণ্ডীদাস কহে

পদসংখ্যা	রাসলীলা	ভণিতা
৪৫৬	মাধবীতলাতে রহে এক ভিতে	চণ্ডীদাস আছে সাথী
৪৫৭	কহে যদুমণি শুনহ সজনি	দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়
৪৫৮	মন্দ মন্দ গতি চলন-চাতুরী	চণ্ডীদাস তাহা হাসিয়া হাসিয়া বলে
৪৫৯	দেখি নবরামা তুমি কোন জনা	চণ্ডীদাস বলে
৪৬০	শুন ধনী রাই তান কিছু গাই	চণ্ডীদাস দেখি
৪৬২	ত্যজহ দারুণ মান	চণ্ডীদাস গুণগান
৪৬৩	রাধা বলে শুন আমার বচন	চণ্ডীদাস কহে
৪৬৪	গুণী, না কহ কানুর কথা	চণ্ডীদাস কহে
৪৬৫	শুন নবরামা ঐ পরসঙ্গ	চণ্ডীদাস কহে
৪৬৬	মগন হইয়া গীতের আলাপে	দ্বিজ চণ্ডীদাস গান
৪৬৭	কানুর পিরিতি পাইয়া পরশ	চণ্ডীদাস কহে
৪৬৮	রাই অভিসার করু	চণ্ডীদাস গুণগান
৪৬৯	দেখ দুই রূপ অতিরসকূপ	চণ্ডীদাস কহে
৪৭০	রাধা শ্যামরূপ দেখিয়া মোহিত	চণ্ডীদাস কহে
৪৭১	সই, হের আসি দেখসিয়া	চণ্ডীদাস দেখি
৪৭২	যত গোপনারী চন্দন অগোর	চণ্ডীদাস গুণ গায়
৪৭৩	এইরূপে নবনাগর রসিক	চণ্ডীদাস কহে
৪৭৪	রাধা কহে শুন শ্যাম সুনাগর	চণ্ডীদাস বলে
৪৭৫	বেশ বনাইছে শ্যাম	চণ্ডীদাস বলে
৪৭৬	রাধারূপ অতি দেখিয়া মুরতি	দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে
৪৭৭	রসিক নাগর বলে শুন বিনোদিনি	কহে চণ্ডীদাসে
৪৭৮	নাগর চতুরমণি কহেন একটি বাণী	চণ্ডীদাস যায় বলিহারি
	বংশীবাদন	
৪৭৯	অঙ্গুলি ঘুরিয়া রাই	দ্বিজ চণ্ডীদাস কিছু ভণে
৪৮০	পুনরপি রাই মুরলী বাজাই	দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে
৪৮১	শুন হে নাগর গুণমণি	চণ্ডীদাস বলে বলিহারি
৪৮২	আট রন্ধ্রে আট গুণের মহিমা	চণ্ডীদাস কহে
৪৮৫	হাসিয়া নাগর চতুর-শেখর	চণ্ডীদাস বলে
	নিধুবনে কিশোরী রাজা	
৪৮৬	সব গোপীগণে কমল-নয়ানে	চণ্ডীদাস বলে
৪৮৭	এ বোল শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া	চণ্ডীদাস গুণগান
৪৮৮	কেহ কেহ গোপী যমুনার নীর	চণ্ডীদাস অতি

পদসংখ্যা	নিধুবনে কিশোরী রাজা	ভণিতা
৪৮৯	অসীম সুসর সাজল সুন্দর	চণ্ডীদাসে বলে
৪৯১	সহর ফিরায়ে ধনী	চণ্ডীদাস যাইছে নিছনি
৪৯২	শ্যামবামে বৈঠল কিশোরী	চণ্ডীদাস দুহুঁ গুণ গায়
	যুগলরূপ	
৪৯৩	দেখ দেখ সখি চাহিয়া দু আঁখি	চণ্ডীদাস কহে
৪৯৪	দুই সুধা লয়ে বিহি গেল ধেয়ে	চণ্ডীদাস বলে
৪৯৫	এক এক দেহ দেহের গণন	চণ্ডীদাস কহে
৪৯৬	এই সব তত্ত্ব কহিল বেকত	চণ্ডীদাস কহে
৪৯৭	তৈখনে দেখল আর অপরূপ	কহেন এ চণ্ডীদাসে
৪৯৮	সকল গোপিনী মোহিত হইল	চণ্ডীদাস বলে
৪৯৯	রাই শ্যাম একই পরাণ	চণ্ডীদাস দেখি নিশিদিন
৫০০	দেখ অপরূপসিয়া	চণ্ডীদাস দেখি
৫০১	দেখ নব কিশোর কিশোরী	চণ্ডীদাস বলে
৫০২	এ নব নাগর গুণের সাগর	চণ্ডীদাস কহে
৫০৩	শুন গো মরম সই কিরূপ দেখিনু	চণ্ডীদাসে কহে
৫০৪	রসিক নাগর চতুর শেখর	দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে
৫০৫	নিকুঞ্জ শোভিত কি রসকেলি	হেরি চণ্ডীদাস গাইতে
৫০৬	ফুটল ফুল মাধবী যাতি	চণ্ডীদাস গুণ গাওত
৫০৭	যন্ত্রতন্ত্র তাল মান	চণ্ডীদাস দেখি মগন তায়
	নবকুঞ্জর লীলা	
৫০৮	নাগর নাগরী প্রেমের সাগরি	চণ্ডীদাস দেখি
৫০৯	দেখ দেখ অপরূপ	
৫১০	···আগল শ্রম অতিভরে	চণ্ডীদাস কয়
৫১৩	হেথা রাধা বিনোদিনী রমণীর শিরোমণি	চণ্ডীদাস কহে
৫১৪	অতি সে আকুল দেখিয়া বিকল	চণ্ডীদাস বলে
৫১৮	শুনহ সজনি আর কি দেখহ	চণ্ডীদাস বলে
৫১৯	নাগর পাইয়া নাগরী সকল	চণ্ডীদাস গুণ গায়ে
৫২১	ভাল হইল বঁধু তোমার পিরিতি	চণ্ডীদাস বলে
৫২৪	শুনিয়া রাধার বিনয় বচন	চণ্ডীদাস রস ভণে
	অক্রূর আগমন	
৫২৭	বেশ বনাইছে মায়	চণ্ডীদাসে কয়
৫৩০	পুনঃ পুনঃ কহি রে	চণ্ডীদাস কহে ভালে

পদসংখ্যা		ভণিতা
	অক্রূরাগম	
৫৩২	ভাণ্ডীর কাননে চলে ধেনুগণে	দ্বিজ চণ্ডীদাস গান
৫৩৩	চলত নাগর কান	চণ্ডীদাস গুণ গাই
৫৩৪	শিঙ্গা বেণু শুনি	চণ্ডীদাস বড় সুখী
	অক্রূরের গোকুলযাত্রা	
৫৩৫	কংস নরপতি করিল আরতি	চণ্ডীদাস বলে
৫৩৭	এ সব বচন ভাবিতে ভাবিতে	চণ্ডীদাস বলে
	রাধিকার স্বপ্ন	
৫৩৮	মুনিগণ যারে ভাবে নিরন্তরে	চণ্ডীদাস আশ
৫৪০	প্রভাতে উঠিয়া বিনোদিনী রাধা	চণ্ডীদাস বলে
৫৪১	এ কথা কহিতে সব সখীগণ	চণ্ডীদাস বলে
৫৪২	সেই গোপ-নারী রাধার গোচর	দ্বিজ চণ্ডীদাস গোয়
৫৪৩	আসিতে অক্রুর দেখি অদভুত	চণ্ডীদাস বলে
৫৪৪	বিচিত্র আসনে বসিলা সঘনে	চণ্ডীদাস বলে
৫৪৫	এ কথা যখন শুনিল যশোদা	চণ্ডীদাস বলে
৫৪৬	হেন বেলে শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া	কহেন এ চণ্ডীদাসে
৫৪৭	হেনক সময় অক্রুর দেখল	চণ্ডীদাস গুণ গাই
৫৪৮	অক্রুর চরণে পড়িয়ে করয়ে	চণ্ডীদাস গুণ গায়
৫৪৯	করপুট হইয়া গদগদ ভাবে	চণ্ডীদাস বলে
৫৫০	পড়িল ঘোষণা নগরচাতরে	চণ্ডীদাস বলে
৫৫১	ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি	চণ্ডীদাসের মনে
৫৫২	অতি আনাগোনা বিষম বাজনা	চণ্ডীদাস বলে
৫৫৩	গগনে দারুণ নিশি	চণ্ডীদাস কহে কিছু বাণী
৫৫৪	এই অনুমান করে গোপীগণ	চণ্ডীদাস বলে
৫৫৫	হেনক সময় প্রভাত হইল	চণ্ডীদাস বলে
	যশোদা-বিলাপ	
৫৫৭	আর কি পরাণে জীব	চণ্ডীদাস কহে
৫৫৮	কানাই করিয়া কোলে	চণ্ডীদাস গুণ গায়
৫৫৯	কি শুনি দারুণ কুলিশ যেমন	চণ্ডীদাস কাঁদে
৫৬০	যশোদা বলেন শুন গো রোহিণি	চণ্ডীদাস কহে
৫৬১	আরে মোর বাছনি কানাই	চণ্ডীদাস ধূলায় লোটায়
৫৬৩	কোলে লয়ে যাদুমণি	চণ্ডীদাস পড়ে মুরছিয়া
৫৬৪	একবার চাহ মায়ের পানে	চণ্ডীদাস মুরছিতে

পদসংখ্যা	গোপী-বিলাপ	ভণিতা
৫৬৫	কি শুনি কি শুনি দারুণ বচন	চণ্ডীদাস আশ
৫৬৬	শুনহ নাগর গুণের সাগর	চণ্ডীদাস বলে
৫৬৭	শুন হে নাগর গুণমণি	চণ্ডীদাস কহে
৫৬৮	পাষাণে নিশান তোমার পীরিতি	দ্বিজ চণ্ডীদাস গান
৫৬৯	তোমারে ছাড়িতে নারিব কালিয়া	চণ্ডীদাস বলে
৫৭০	স্বপনে কালিয়া নয়নে কালিয়া	চণ্ডীদাস কহে
৫৭১	তুমি নিদারুণ লও তুমি ছাড়ি	চণ্ডীদাস বলে
৫৭২	বঁধু উলটি কহত এক বোল	চণ্ডীদাস বলে
৫৭৩	জাতি কুল শীল সকলি মজিল	চণ্ডীদাস বলে
৫৭৪	আমার কিশোরী কিছু না জানয়ে	চণ্ডীদাস বলে
	ছত্রিশ অক্ষরের করুণা	
৫৭৬	কেন তুমি যাবে কামিনী তেজিয়া	কহে চণ্ডীদাসে
৫৭৭	খলপণা ছাড় খল খল কহ	চণ্ডীদাস সে দুঃখিত
৫৭৮	গুণিত গোপত পীরিতি	চণ্ডীদাস কহে ভালি
৫৭৯	ঘেরল আপদ ঘুচিল বিবাদ	চণ্ডীদাস বলে রও
৫৮০	উ কি এ তোমার উন্মত্ত চিত	চণ্ডীদাস তাহে উঠল বিরহ চিত
৫৮১	চেতন হরিয়া চলিল ছাড়িয়া	চণ্ডীদাস কহে
৫৮২	ছটফট করে ছায়া দূরে গেল	চণ্ডীদাস গুণ গাই
৫৮৩	জর জর জর জারিল অন্তর	জানে চণ্ডীদাস যাইব মথুরা
৫৮৪	ঝর ঝর ঝর বহে প্রেমবারি	ঝট চণ্ডীদাস ঝামরু হইয়া
৫৮৫	ঞকি মথুরা ঞকি চতুরা	চণ্ডীদাস বুকে ধারা
৫৮৬	টলবল কলে টলটল দেহে	চণ্ডীদাস কহে টাটক হইয়া
৫৮৭	ঠালল রমণ ঠমকে বৈঠল	ঠারে চণ্ডীদাস হয়ে একমন
৫৮৮	ডাহিনে শৃগালী ডাকে একজনা	ডাহে চণ্ডীদাসে পড়িল চরণে
৫৮৯	ঢর ঢর ঢর বহে অনিবার	ঢালি চণ্ডীদাস ঝুরে
৫৯০	আনন্দ ছাড়িয়া আনল জারল	চণ্ডীদাস আন বলে
৫৯১	তুমি কি নিদান তাহে সে	তাহে চণ্ডীদাস তাপিত হৃদয়
৫৯২	থাকি থাকি থাকি বেথিত অন্তর	চণ্ডীদাস কহে থল রাখ নাথ
৫৯৩	দক্ষিণ নয়নে নাচিল যখন	চণ্ডীদাস গুণ গাহ
৫৯৪	ধরম করম সকলি মজিল	চণ্ডীদাস কয়ে ধরিয়া ছলয়ে
৫৯৫	নবীন নাগরী নবীন লোরেতে	চণ্ডীদাস কহে রীতি
৫৯৬	পরবশে তুমি পরের কথায়ে	চণ্ডীদাস দুখী ভেল

পদসংখ্যা	ছত্রিশ অক্ষরের করুণা	ভণিতা
৫৯৭	ফিরিয়া না চাহ ফিরি কথা কহ	চণ্ডীদাস সঙ্গে সাজে
৫৯৮	বল বল দেখি বিকল পরাণ	বলে চণ্ডীদাস বেদনা পাইয়া
৫৯৯	ভালের বড় তু ভামিনীর প্রিয়	ভণে চণ্ডীদাস ভাল
৬০০	মনের মরম মনেতে জানহ	চণ্ডীদাস ভেল ভোরা
৬০১	যাহার কারণে জগজন ভরি	চণ্ডীদাস গুণ ঝুরে
৬০২	রসে রসাইয়া রমণী তেজিয়া	চণ্ডীদাস পুছে কেবা
৬০৩	নহ নিদারুণ নবল নাগর	চণ্ডীদাস গুণ গায়
৬০৪	বল বল সখি বিরস হইলে	চণ্ডীদাস গুণ গায়
৬০৫	শুন হে নাগর শরণ যে লয়	চণ্ডীদাস গুণ গায়
৬০৬	শ্যাম সুনাগর রায়	চণ্ডীদাস বলে
৬০৬	শ্যাম শ্যাম বলি	চণ্ডীদাস বলে
৬০৮	হা হরি হা হরি	চণ্ডীদাস গুণ গান
৬০৯	ক্ষণে কত শত ক্ষমা নাহি চিত	চণ্ডীদাস গুণ গাহি
	রাখাল-বিলাপ	
৬১০	হেথা সে অক্রুর রথ সাজাইয়া	চণ্ডীদাস কহে
৬১৭	কিবা করে ধনে কিবা করে জনে	কহেন এ চণ্ডীদাসে
৬৩৪	শুনিয়ে আভীরিণী চিতগত বোল	চণ্ডীদাস তহি হৃদয়ে বিচারি
৬৩৫	ক্ষেণেক দাঁড়ায়ে রও	কহে চণ্ডীদাস কানুর চরণে
৬৩৬	হেদে হে পরাণ-বন্ধু	চণ্ডীদাস মূরছি লোটায়া
৬৩৭	যতক্ষণ নয়নে চাও	চণ্ডীদাস পড়ি কাঁদে
৬৫২	এমন বেশে গোকুল দেশে	চণ্ডীদাস কহিছে শুন
	নন্দ-বিদায়	
৬৭২	কৃষ্ণ হলধর বিমুখ অন্তর	কহেন এ চণ্ডীদাসে
৬৭৩	বহুক্ষণে তবে চেতন পাইয়া	চণ্ডীদাস ইহা জানি
	নন্দঘোষের গোকুল-গমন ও যশোদার খেদ	
৬৭৫	হেন বেলে প্রবেশিল পুরে	চণ্ডীদাস বেয়াকুলি
৬৭৬	তুমি নন্দ বড়ই নিদয়া	চণ্ডীদাস শুনিয়া মূর্চ্ছিত
৬৭৭	কি লয়ে আইলে তুমি	চণ্ডীদাস বলে
৬৭৮	শুন নন্দ ঘোষ আমার বচন	চণ্ডীদাস গুণ গান
৬৭৯	কোথা গেলে পাব রাম কৃষ্ণ দুই	চণ্ডীদাস বলে
৬৮০	অনেক তপের ফলে বিহি	চণ্ডীদাস পড়িয়া ভূতলে
৬৮১	আর কি শুনব তার বাণী	চণ্ডীদাস ব্যথিত হিয়ায়

পদসংখ্যা	নন্দঘোষের গোকুল-গমন ও যশোদার খেদ	ভণিতা
৬৮২	কাহারে কহিব মনের বেদনা	চণ্ডীদাস কান্দে
	শ্রীরাধিকার শোক	
৬৮৩	এ কথা শুনল শ্রবণ ভরিয়া	চণ্ডীদাসে বলে
৬৮৪	কানুর আদর পীরিতি ভাবিতে	চণ্ডীদাস বলে
৬৮৫	মরিব গরল ভখি, তাহার বিহনে	চণ্ডীদাস শুনি রাধার বিরহ
৬৮৬	সখি রে মথুরা মণ্ডলে পিয়া	চণ্ডীদাস কহে
৬৯৫	দেখিয়া রাধার দশা উপজিল	চণ্ডীদাস বলে
৬৯৬	হায় রে দারুণ ৷বধি ছাড়াইলে গুণনিধি	চণ্ডীদাস কয়
৬৯৭	হেদে গো সজনি সই	চণ্ডীদাস তাহে আছে সাথী
৬৯৮	ক্ষেণেক দাঁড়ায়ে দেখ	দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে
৭০০	একে হাম হব বনবাসী	কহিতে লাগিলা চণ্ডীদাস
৭০১	পূরব সে অবতারে পূর্ণ পূর্ণ	চণ্ডীদাস কহে কিছু বোধা
৭০৩	সই, কে যাবে মথুরাপুর	চণ্ডীদাস বলে
	দূতীর মথুরা গমন	
৭১৬	তুমি হে নিদয়া বড়ি	চণ্ডীদাস বলে
৭২১	রাই, বড় সে দেখিল বিপরীত	চণ্ডীদাস কহে
	রাধাকৃষ্ণের মিলন	
৭২৪	সই, জানি কুাদন সুদিন ভেল	চণ্ডীদাস বলে
৭২৫	হেনক সময়ে এক সখী আসি	গুণ গায় চণ্ডীদাস

নীলরতনবাবুর সঙ্কলনে মোট ৪৮২টি দীন চণ্ডীদাসের পদ (১৩০ প্রমাণিত ও ৩৫২ অনুমিত) মুদ্রিত হইয়াছিল।

৩। পরিশিষ্ট—সহজিয়া চণ্ডীদাসগণ

৮৩

মানুষ মানুষ সবাই বোলে
মানুষ নিগূঢ় কথা।
সবার উপরে তাহার নিয়ড়ে
বসতি তাহার তথা॥
পিরিতি সায়রে তাহার মাঝারে
তাহার মাঝারে যে।
বসতি জানিলে মানুষ লক্ষণ
তবে সে পাইব সে॥
বেদ বিধির অপার বেভার
আচার বেদ বিষ্ণু নাহি জানে।
মানুষ চরিত অতি অদ্ভুত
কাহারে কহিব কেবা জানে॥
মানুষ চরিত অতি অদ্ভুত
যে জানে সে জানে।
সকল জগত করে আনন্দিত
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥

সা-প, ২০৫৬, ৮ পদ।

৮৪

মানুষ বলিয়া একটি কথা
বুঝিতে বিষম বড়।
মানুষ ধরম মানুষ করম
মানুষ সভার বড়॥
সেহি সে মানুষ কে।
প্রেমের বিচার না মানে আচার
পিরিতি রসিক যে॥
প্রেম কাহারে বলি
পিরিতি কেমন কেনে বা রসিক নাম।
প্রেমক রতির ···তি স্থিতি
স্থিতি রসের বিরল ধাম॥

রসিক রসিক সবাই বলে
কেহ ত রসিক নয়।
মরম বুঝিয়া বিচার করিলে
কোটিতে গুটিক হয়॥
রসের মাধুরি পিরিতি চাতুরি
সদা করে আস্বাদন।
চণ্ডীদাসে কয়ে মানুষ লক্ষণ
দুইয়ের মানুষ আচরণ॥

সা-প, ২০৫৬, ৯ পদ।

৮৫

স্বরূপ বিহনে রূপের জনম
কখন নাহিক হয়।
অনুগত বিহনে কার্য্যসিদ্ধি
কেমনে সাধকে কয়॥
কেবা অনুগত কাহার সহিত
জানিব কেমনে গুণে।
মনে অনুগত মুঞ্জরী সহিত
ভাবিয়া দেখহ মনে॥
দুই চারি করি আটটা আখর
তিনের জনম তায়।
এগার আখরে মূল বস্তু জানিলে
একটি আখর হয়॥
চণ্ডীদাস কহে শুন হে মানুষ ভাই
সবার উপর মানুষ সত্য
তাহার উপর নাই॥

নী ৮০৯।

৮৬

প্রেম সরোবরে সাধক রহে।
মসিবিন্দু যেন না লাগয়ে গায়ে॥
ধৌত ভূষণ তাহার সখা।
মলিন হইলে নরকে দেখা॥

মন্ত্র সে সিদ্ধ সাধক যার।
রাগানুগা বিনে কে জানে সার॥
স্থূল রতি দিয়া বুঝিব তাহে।
এ কুল ও কুল দু কুল যায়ে॥
চণ্ডীদাসে বলে গোপতে থোহ হে।
বেকত হইলে মরিয়া যায়ে॥

বরাহনগর ৬খ, ১০৬৭।

৮৭

পিরিতি করিয়া ভাঙ্গয়ে যে।
সাধন অঙ্গ না পায় সে॥
প্রেমের পিরিতি মাধুরিময়।
নন্দের নন্দন কতেক কয়॥
রাগ সাধনের এমতি রীত।
সে পথি জনের তেমতি চিত॥
সকল ছাড়িল যাহার তরে।
তাহারে ছাড়িতে সাধ যে করে[১]॥
আদি চণ্ডীদাসে উঠি বুঝান।
মুড় উঠায়ল যাওল[২] মান॥

বরাহনগর ৬ক, ক. বি. ২৯১ (চণ্ডীদাসের একান্ন পদাবলী, ১৫ পদ)।

পাঠান্তর : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিতে ১। করি·বুঝান, ২। জমল।

৮৮

চৌদ্দ ভুবন[১] ভুবন তিন।
সপ্ত·আখর তাহার চিন॥
দুইটি আখরে সদা পিরিতি।
তিনটি পরশে উপজে রতি॥
নির্জ্জন কাননে আছয়ে ঘর।
দুইটি আখর পাঁচের পর॥
কনক,আসন আছয়ে তাথে।
মনসিজরাজ[২] বৈসয়ে যাথে॥
কর্পূর চন্দন শীতল জলে।
যেমন আনন্দ লেপন-কালে॥

তাপিত জনে সে আনন্দ পায়।
শীতভীত জন ভয়ে পলায়॥
পঞ্চ রস আদি এক এ৩ মেলি।
যে যার স্বভাব আনন্দ-কেলি॥
অষ্টম৪ আখর একত্র যবে।
কনক-আসন জানিবে তবে॥
পঞ্চ রস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়॥

তরু, ২৩৯৪।

নী ৮১৫।

পাঠান্তর: নীলরতন—১। ভুবনে, ২। রাজা, ৩। একত্রে, ৪। অষ্ট, অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় চৌদ্দ ভুবন বলিতে চৌদ্দ ইন্দ্রিয় (পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও চার অন্তরিন্দ্রিয়) বিশিষ্ট দেহ, সপ্ত আখর বলিতে 'ভাব, কান্তি, বিলাস' এই তিনটি শব্দ, দুইটি আখর মানে 'ভাব,' তিনটি মানে 'বিলাস' বুঝিয়াছেন। দুইটি আখর পাঁচের পর—'কান্তি' এবং 'বিলাস' এই পাঁচ অক্ষরের পরে বা উপরে ভাব। কনক আসন—হৃদয়ের রত্নবেদীতে কনক-আসনে রাধাকৃষ্ণ বিরাজমান। কৃষ্ণই মনসিজরাজ, মদনের নিয়ন্তা। পঞ্চ রস—শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মাধুর্য্য।

৮৯

শৃঙ্গার-রস বুঝিবে কে।
সব রস-সার শৃঙ্গার এ॥
শৃঙ্গার-রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া শৃঙ্গার যজে॥
সকল রসের শৃঙ্গার সারা।
রসিক-ভকত শৃঙ্গারে মরা॥
কিশোর কিশোরী দুইটি জন।
শৃঙ্গার-রসের মূরতি মন॥
গুরু বস্তু এবে বলিব কায়।
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায়॥
কিশোর কিশোরী যাহাকে ভজে।
গুরু বস্তু সে সদাই যজে॥
চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥ তরু, ২৩৯২।

৯০

রসিক নাগরী রসের মরা।
রসিক ভ্রমরা প্রেম-পিয়ারা[১] ॥
অবলা-মূরতি রসের বান[২]।
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ[৩] ॥
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে[৪]।
দরশ বাঢ়াইয়া পরশ মাগে ॥
দরশে পরশ রস-প্রকাশ।
চণ্ডীদাস কহে রস-বিলাস[৫] ॥

বরাহনগর ৬খ, ১০৬৭, তরু ২৩৯৩ (মূলে গৃহীত পাঠ)।

নী ৭৭৮।

পাঠান্তর : বরাহনগর-পুথিতে—১। রসিক নাগর প্রাণ পেয়ারা, ২। ঘর, ৩। না চিনি মূরতি আপন পর, ৪। রসিক নাগরী মরমে জাগে, ৫। তাহে আশ **হরিচরণ দাস**।

৯১

প্রেমের স্বরূপ, কেমন বটে
নারীর স্বরূপ সেই।
কামের স্বরূপ, সাধক নাই
সখীর স্বরূপ সেই ॥
কামের স্বরূপ, সখি দেহ নহে
ভাবের স্বরূপ সে।
নিষ্কাম ভজন, সাধক লক্ষণ
এ কথা বুঝিব কে ॥
ইহাতে বুঝিয়া সাধক সাধনে
দেহ রতিশূন্য হএ।
কাম রতি শূন্য করিয়া যে জন
ভজি পরকীয়ে জএ ॥
প্রাকৃত কাটিয়া রস করে যেবা
সেই সে ভকত শূর।
কহে চণ্ডীদাস রাগের ভজন
বিষয়ে তেজিয়া দূর ॥

বরাহনগর ৬খ, ১০৬৭।

৯২

পিরিতি পিরিতি কেমন মানুষ
প্রেমেতে জনম হয়ে।
কোন হিয়ায় থোব ভাব কোন হিয়ায় শোভে।
রাগানুগা প্রাপ্তি কোন হিয়ায় থাকে লোভে॥
কনক আসনে, বসি দুহুঁ জনে
ভাবের আখর চারি।
প্রেমের আখর দুই জনা বিনা
এ কথা বুঝিতে ভারি॥
দুই কেতু পরে দুইকে রাখিয়া
উজ্জ্বল উপরে এক।
তাহার উপরে স্বরূপ রাখিয়া
রতন মানুষ দেখ॥
ভুলিয়া পরশ ছাড়িয়া কামের
বশ হইলা যারা।
আপন দুর্দ্দৈবে পরশ হারাইয়া
মিছাই সাধক তারা॥
প্রকৃতির বশে সতত রহিলে
না হয়ে রূপের সঙ্গ।
কহে চণ্ডীদাসে রজকী বিয়োগে
সকলি হয়ে বিরঙ্গ॥

বরাহনগর ৬খ, ১০৬৭।

৯৩

তিনটি আখর পরশ রতন
তাহাতে আখর দুই।
দুইটি আখর যতনে জানিলে
তবে সে রতন ছুঁই॥
একটি আখরে তিনটি থাকিলে
দুয়ের জানয়ে মর্ম্ম।
দুইটি আখর যতনে জানিলে
ছাড়ে নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম॥

দুহার ভজনে দুহার আশ্রয়ে
একের আশ্রয় সার।
একটি আখর যতনে বুঝিলে
বুঝয়ে রসের পার ॥
রসিক হইলে রস আস্বাদিতে
একের আশ্রয় হবে।
ইহা না জানিলে জানিতে নারিবে
পড়িয়া রহিবে ভবে ॥
চণ্ডীদাসে কয় চরণে ধরিয়া
শুন হে রসিক ভাই।
একটি আখর যতনে জানিলে
তবে সে দুইকে পাই ॥

বরাহনগর ৬ঙ, ২৭৬২, ৫১ পদ।

৯৪

পিরিতির রীত, কেমন মানুষ প্রেমেতে জনম হবে।
কোন হিয়ায়ে থোব ভাব কোন হিয়ায় বা রবে ॥
কনক আসনে বসি দুহুঁ জনে ভাবের আখর চারি।
প্রেমের আখর দুই জনা বিনা এ কথা বুঝিতে নারি ॥
দুয়ের উপরে, দুইকে রাখিয়া, উজ্জ্বল উপরে এক।
তাহার উপরে স্বরূপ রাখিয়া রতন মানুষ দেখ ॥
ভুলিয়া পরশ, ছাড়ি কামবশ হইল এহেন যারা।
আপন দুর্দ্দৈবে পরশ হারায়া মিছাই সাধক তারা ॥
প্রকৃতির বশে সতত রহিলে না হয়ে রূপের সঙ্গ।
কহে চণ্ডীদাসে, রজকী বিয়োগে, সকলি হয়ে বিরঙ্গ ॥

বরাহনগর ৬ঘ।

৯৫

প্রেম সরোবরে সাধক রহে।
মসিবিন্দু যেন না লাগে গায়ে ॥
ধৌত ভূষণ তাহার সখা।
মলিন হইলে নরকে দেখা ॥

মন্ত্র সে সিদ্ধ সাধক যার।
রাগানুগা বিনে কে জানে সার॥
খল রতি দিয়া বুঝিব তাহে।
এ কুল ঐ কুল দু কুল জায়ে॥
চণ্ডীদাসে বলে গোপতে থোয়ে।
বেকত হইলে মরিয়া যায়ে॥

বরাহনগর ৬ঘ।

৯৬

প্রেমের পিরিতি কিসে জনমিল[১]
প্রেম সে বলিব কারে।
কেবা কোথা পাল্য[২] কেবা সে দেখিল
এ কথা বলিব তারে[৩]॥
পাতের ফুলে সে[৪] ফুলের কিরণ
তাহার মাঝারে যেই।
তাহাতে অনেক যতনে নিঙ্গড়ে
চতুর[৫] রসিক সেই॥
প্রেমের চাতুরি চতুর হইঞা
তিনের কাছেতে থাকে।
চারি সে[৬] আখর হরিতে পূরিতে
যেবা কিছু তাহে বাজে[৭]॥
তাহার বাঁকিতে প্রেমের আখর
পিরিতি আখর জড়।
সকল আখর গুণ[৮] করি দেখ
প্রেমের কথাটি[৯] দড়॥
ছয়টি আখর মূল করি দেখ
তাহার ঘুঁচাই দুই।
চণ্ডীদাস কহে তবে সে[১০] বুঝিবে
রসিক হইবে যেই॥

বরাহনগর ৬ক; ক. বি ২৯১।

নী ৭৮৭।

পাঠান্তর: ১। উপজল—ক. বি.; উপজিল—নী। ২। পাইল—ক. বি.; নী। ৩। কারে—ক. বি.; নী। ৪। পাতের পুলকে—ক. বি.; পাতের ফুলে—নী। ৫। যুবক—

নী। ৬। চারিটি—ক. বি., নী। ৭। তাহে যেবা বাকি থাকে—নী ; তাহাতে যেবা কিছু থাকে—ক. বি। ৮। জড়—ক. বি. ; নী। ৯। আখর। ১০। এ কথা।

৯৭

হেদে গো রমণি শুন গরবিনি
গরব ছাড়হ মনে।
যে ধন বলেতে গরব করহ
তাহা তো যাইবে ক্ষণে॥
যদি না করবি করুণা আমারে
মরিব বিষের পানে।
প্রাণ বিয়োগের পাপিনী হইবা
ইহাই জানিহ মনে॥
কামনা করিয়া পুন জনমিয়া
হইব তোমারি দাস।
চরণের সেবা করি আমি যত
মনে উঠে অভিলাষ॥
চণ্ডীদাস বলে মিছা ভাব কেনে
করুণা হইবে তবে।
সকল ছাড়িয়া একান্ত হইয়া
চরণে পড়িবা যবে॥

বরাহনগর ২৬৬, ১০৪ পদ।

৯৮

অতি অপরূপ পিরিতি রাগ।
বিলম্ব না সহে চিনির পাক॥
বিলম্ব হইলে বিরস হয়।
বিরস হইলে তাহে কি রয়॥
প্রেমের পিরিতি পুলকময়।
সুজন হৈলে তবে সে হয়॥
পিরিতি পুলক রসিকময়।
রসিক হৈলে তবে সে হয়॥

দুইটি আখর রাধার ভাব।
না জানি কি করে কি হয় লাভ॥
রাধার ভাব ভজিতে চায়।
এ কুল ও কুল দু কুল খায়॥
উপাসনা বস্তু ইহাতে আছে।
চণ্ডীদাসে ভণে কে কারে যাচে॥

অধ্যাপক পঞ্চানন চক্রবর্ত্তীর পুথি।

৯৯

শুন গো সজনি আপন কথা।
কহিতে মরমে লাগয়ে ব্যথা॥
তোমাতে আমাতে যেমতি নেহ।
সে দেহে এ দেহে একই দেহ॥
মনের আনন্দে উপজে রতি।
সভার সতত উপজে রীতি॥
মনে মনে তেঁই একই হয়।
ইহার পিরিতি সমান রয়॥
তাহার বাস ব্রজেতে হয়।
চণ্ডীদাসে ইহা বিধেয় কয়॥

অধ্যাপক পঞ্চানন চক্রবর্ত্তীর পুথি।

১০০

একদিন মনে উঠিল রঙ্গ।
বিরলে বসিয়া সখির সঙ্গ॥
দীপক নিবারি মুখের শিষ।
দুয়ার আঠার গণয়ে বিশ॥
দু ষোল মঙ্গল বত্তিশ ভেল।
তা সনে নায়িকা করল কেল॥
ভরম পহার মরম জান।
তা সনে মিলল সলজে কান॥
চণ্ডীদাস কহে বুঝিব কে।
যাহার মরমে লাগিয়াছে॥

অধ্যাপক পঞ্চানন চক্রবর্ত্তীর পুথি।

১০১

শুন লো যুবতি তোদের সহিতি
পিরিতে মজিল যারা।
সে জন সকল অতি নিরমল
নয়ানের মোর তারা॥
সখি হে, বিধাতার গালে কালি।
ঘটনা করিল আবার ভাঙ্গিল
এ দুখেতে আমি মরি॥
যুবতীর কোল অতি সুশীতল
যেমন পরশমণি।
সে কোল পরশ না করিল যে
তাহারে পাষাণ জানি॥
তোদেরি মুখেতে মুখ নাহি দিয়া
যে না খাইল চুমা।
তাদের বদন দরশন যেন
সপনে না হয় আমা॥
পুরুষ হইয়া ভবেতে আসিয়া
না জানে যুবতি রঙ্গ।
চণ্ডীদাসে কয় নাহি যেন হয়
তাহার সঙ্গের সঙ্গ॥

বরাহনগর, ২৬৬, ৩৩ পদ।

বিদ্যাপতিতেও এইরূপ সহজিয়া পদের আরোপ দেখা যায়। যথা:—

সুন্দরি[১] হিত বচন কিছু শুন।
পর উপকার করয়ে বহু গুণ[২]॥
যো না জানত পরপুরুষকি সুখ।[৩]
প্রাতে না হেরই তাকর মুখ[৪]॥
পঞ্চ পুরুষের সুখ নাহি জানে যেই।
ভূত প্রেত পিশাচিনী সেই॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
প্রেম না জানই[৫] একভাতারী॥[৬] বরাহনগর (৬ক), (২৬৬),
১৮ পদ; সা-প ১৮৩।

পাঠান্তর: ব (২৬৬)—১। হে সখি, ২। পরোপকারে বহুতর বহুত গুণ, ৩। যে ধনি

না জানে পরপুরুষের সুখ, ৪। সপনে না হেরি তাহারি মুখ, ৫। জানত, ৬। এ রসে বঞ্চিত এক ভাতারি। সা-প. ১৮৩।

পদসংখ্যা	নীলরতনবাবুর সঙ্কলনে সহজিয়া পদ	
৩৭৫	যে জন না জানে পিরিতি মরম	
৩৮৪	পিরিতি পিরিতি সব জন কহে	
৭৬৪	নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল	
৭৬৫	চণ্ডীদাস কহে শুনহ মাতা	
৭৬৬	বাশুলী কহিছে শুন হে দ্বিজ	
৭৬৭	এ দেহে সে দেহে একই রূপ	(বাশুলী কহিছে)
৭৬৮	স্বরূপে আরোপ যার	
৭৬৯	শুন রজকিনী রামী	(বড়ু চণ্ডীদাস গায়)
৭৭০	এক নিবেদন করি পুনঃ পুনঃ	(বাশুলী আদেশে)
৭৭১	পুন আর বার আসি তরাতর	ঐ
৭৭২	কহিছে রজকিনী রামী	
৭৭৩	চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু	(বাশুলী কহিছে)
৭৭৪	এই সে রস নিগূঢ় ধন্য	
৭৭৫	কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ	(বাশুলী কৃপায়)
৭৭৭	রসিক রসিক সবাই কহয়ে	
৭৭৯	রসের কারণ রসিকা রসিক	(বাশুলী আদেশে)
৭৮০	প্রেমের আকৃতি দেখিয়া মূরতি	
৭৮১	প্রেমের যাজন শুন সর্ব্বজন	
৭৮২	শুন শুন দিদি প্রেম সুধানিধি	(শ্রীরূপ করুণা)
৭৮৫	নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে সহজ পীরিতি বলিব তারে	
৭৮৮	পীরিতি উপরে পীরিতি বৈসয়ে	
৭৯০	ভাবের অন্তরে ভাবের উদয়	
৭৯১	সতের সঙ্গে পীরিতি করিলে	(টলিয়া না টলে এমতি বুঝায়ে)
৭৯২	সহজ আচার সহজ বিচার	
৭৯৩	সহজ সহজ সহজ কহয়ে	
৭৯৪	সই, সহজ মানুষ নিত্যের দেশে	
৭৯৬	সাধন শরণ এ বড় কঠিন	
৭৯৭	কাতর অধিকা দেখিয়া রাধিকা	(বাশুলী চরণে) (বিশাখার উল্লেখ)
৭৯৮	মরম কহিতে ধরম না রয়	
৭৯৯	হইলে সুজাতি পুরুষের রীতি	

পদসংখ্যা	নীলরতনবাবুর সঙ্কলনে সহজিয়া পদ
৮০০	মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ
৮০১	প্রবর্ত্ত দেহের সাধন করিলে
৮০২	নায়িকা-সাধন শুনহ লক্ষণ
৮০৩	সজনি, শুন গো মানুষের কাজ
৮০৪	সে কেমন যুবতী কুলবতী সতী
৮০৫	নারীর সৃজন অতি সে কঠিন
৮০৬	এ তিন ভুবনে ঈশ্বর গতি
৮০৭	রাগের ভজন শুনিয়া বিষম
৮০৮	এমন মাধুরী যাহার মনে
৮০৯	স্বরূপ বিহনে রূপের জনম
৮১০	প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে
৮১১	রতির কারণ রবির কিরণ
৮১২	আমার পরাণ-পুথলি লইয়া
৮১৩	সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন
৮১৪	মতান্তরে যে কহয়ে শুনহ নিশ্চয়
৮১৫	চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন
৮১৬	ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল পদ্মে রূপের আশ্রয়
৮১৭	সহজ আচার সহজ বিচার
৮১৮	মানুষ মানুষ ত্রিবিধ মানুষ
৮১৯	মানুষ মানুষ সবাই বলয়ে
৮২০	কেবা সে প্রকৃতি পুরুষ কেবা
৮২১	যেবা জন জানে কহিতে না পারে
৮২২	তিনটি আখরে না জানি কি আছে
৮২৩	মা বাপ জনম না ছিল যখন

৪। পরিশিষ্ট—চণ্ডীদাসের একান্ন পদাবলীর পুথি

(ক) বরাহনগর ৬৬, ২৭৬২ পুথি

১ সখি, পিরিতি আরতি না হেরিব আর ছুটি নয়ান কোণে

২ পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর সিরজিল কোন ধাতা

৩ কাহারে কহিব মনের বেদনা কেবা যাবে পরতিত

৪ দূরে গেল ধর্ম্ম কর্ম্ম গুরু গরবিত

৫ এ দেশের বসতি নাই যাব কোন দেশে

৬ কেন বা পিরিতি কৈনু কালা কানু সনে

৭ ছার দেশের বসতি না হল্য দোসর জনা

(তৃতীয় ও চতুর্থ পত্র নাই)

১৭ সেই শ্যামধনের নাগালি পাইলে

১৮ পিরিতি যদি বা সুজনের হয় (ক. বি. ১৬)

১৯ সই, ইহারে বলিব কি, এমতি করিয়া শপথি করিল

২০ বলে বা না বলে গৃহে গুরুজন

২১ সই, মরম কহিলুঁ তোরে, শ্যাম বধূ বিনে

২২ শুনহ সজনি মরম কাহিনী তোমারে সকল কই

২৩ কাহারে কহিব মনের বেদনা কেবা যাবে পরতিত

২৪ জনম অবধি পিরিতি বিয়াধি (ক. বি. ৪২)

২৫ দিবস রজনী ভাবিতে আপুনি

২৬ পিরিতি পসার লইয়া বেভার

২৭ সই কে বলে পিরিতি গুড় (ক. বি. ৪৪)

২৮ যতন করিয়া বেসালি ধুইয়া (ক. বি. ৪৫)

২৯ কুলের বৈরি হইল মুরলি (ক. বি. ৪৭)

৩০ পর যে পুরুষে যৌবন সোঁপিলি (ক. বি. ৪৯)

৩১ কানুর পিরিতি মনের সহিতি বুঝিল

৩২ যাবত জনম কি হল মরম

৩৩ দূর দূর কলঙ্কিনী বলে অবোধ লোকে গো

৩৪ পিরিতি অধীন ঘুচিবে কখন

৩৫ সই, আর যে কহিব কত। আপনা খাইফু

৩৬ সই, কি বুকে দারুণ ব্যথা ১০২ (ক. বি. ১২)

বরাহনগর পুথির পদসংখ্যা

৩৭ সই, ডাকিয়া শুধাইতে নাই প্রাণ আনছান বাসি ৫৭ (ক. বি. ১৩)
৩৮ শুন শুন ওগো মরম সখি, এ ঘর করণ বিষের সমান
৩৯ সখি, রাই চিত নিবারণ কর, সে শ্যাম বিহনে
৪০ সই, কি আর বলসি মোরে, কানুর পিরিতি ছাড়িতে নারিব
৪১ কালিয়া কালিয়া বলিয়া বলিয়া জনমে কি ফল পাইলুঁ

(দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পত্র নাই)

৪৮ বঁধু, আর কি বলিব আমি, জীবনে মরণে
৪৯ একদিন আমি গিয়াছিলাম যমুনা
৫০ পিরিতি এমন না জানি তখন
৫১ তিনটি আখর পরশ রতন, তাহাতে আখর দুই

৩৬টি পদের মধ্যে ক. বি.-র ৫১ পদের ৮টি মাত্র মিলে

(খ) ক. বি. ২৯১ পুথি

ক. বি পুথির পদসংখ্যা

৩৬ অহে বড়াই বিষম বিরহ নারা
৪৩ আপনা আপনি দিবস রজনী
৯ আরে মোর বিনোদ রায়
৩৭ এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
২০ কত ঘর বাহির হইব দিবারাতি
২ কনক বরণ কিয়ে দরপণ
২৯ কানড় কুসুম জিনি
২২ কানু পরিবাদ মনে ছিল সাধ
৫০ কানুর পিরিতি কুহকের রীতি
৪০ কাল কুসুম করে
৩৯ কাল জল ঢালি সই কালা পড়ে মনে
৩৮ কালা গরলের জ্বালা
১২ কি বুকে দারুণ ব্যথা ব ৩৬
২৪ কি হৈল কি হৈল কানুর পিরিতি
৪৭ কুলের বৈরী হইল মুরলী ব ২৯
৪২ জনম অবধি পিরিতি বিয়াধি ব ২৪

ক. বি. পুথির পদসংখ্যা		
৪৪	ডগা সে রুপিল গাছ সে হইল	ব ২৭
১৩	ডাকিয়া শুধায় না প্রাণ আনছান	ব ৩৭
৩০	তুমি তো নাগর রসের সাগর	
১	থির বিজুরি বরণ গোরি	
১০	দিবস রজনী গুণ গণি গণি	
৪১	দেখিতে দেখিতে হরে	
৬	দেয়াশিনী বেশে মহলে প্রবেশে	
৭	ধরি নাপিতিনী বেশ	
৮	নাপিতিনী কহে শুন লো সই	
৫১	নামিল আসিয়া বসিল হাসিয়া	
২৫	নাহি জানি নাহি শুনি	
১৮	নিঠুর কালিয়া না গেলে বলিয়া	
২৬	নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয়	
৫	পথে জড়াজড়ি দেখিনু নাগরী	
৩৪	পদাউধ কাক কোকিলের ডাক	
৪৯	পর পুরুষে যৌবন সঁপিলে	ব ৩০
৩২	পিরিতি অনল ছুঁইলে মরণ	
১৫	পিরিতি করিয়া ভাঙ্গয়ে যে	
১৯	পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে	
১১	পিরিতি সুখের সাগর দেখিয়া	
৩৫	প্রেমের পিরিতি কিসে উপজিল	
৪৮	বিবিধ কুসুম যতনে আনিয়া	
৩	বেলি অসকালে দেখিনু ভালে	
৪৫	যতন করিয়া বেসালি ধুইয়া	ব ২৮
১৬	যদি বা পিরিতিখানি সুজনের হয়	ব ২৮
৩৩	যাই যাই বলি পিয়া	
৩১	যে দিন দেখিব আপন নয়নে	
৪	রমণীর মণি পেখনু আপনি	
২৭	শ্যামের পিরিতি মুরতি হইলে	
২৮	সই জাতি জীবন কাল	
১৪	(সখি) কহিও তাহার পাশে যাহারে ছুঁইলে	
১৭	সাধ করি সখি সঙ্গে	

ক. বি. পুথির পদসংখ্যা

২১ সুখের লাগিয়া পিরতি করিনু

২৩ সুজন কুজন যে জন না জানে

ক. বি. পুথিতে ৪৬ সংখ্যক পদের ভণিতা নাই, সুতরাং চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত ৫০টি পদ আছে। ৫০টি পদের মধ্যে ৮টি মাত্র বরাহনগরের পুথির একাত্ম পদের সঙ্গে মেলে।

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
LIBRARY.